



**The sweetest Children!**  
**Manmana Bava! Mathyaji Bava!**  
**Daily Murli Bengali**  
**December 2022**

“মিষ্টি বাচ্চারা - যোগেশ্বর বাবা এসেছেন তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে, এই যোগের দ্বারাই তোমরা বিকর্মজিৎ হয়ে ভবিষ্যতের বিশ্ব মহারাজা-মহারানী তৈরী হবে ”

\*প্রশ্নঃ - বিকর্ম করা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোন্ প্রতিজ্ঞা স্মরণে রাখবে ?

\*উত্তরঃ - আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। এক বাবার সাথেই সত্যিকারের আত্মিক ভালবাসা রাখতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা স্মরণে থাকলে বিকর্ম হবে না। মায়া দেহ-অভিমাণে নিয়ে এসে উল্টো কর্ম করায়। বাবা হলেন উস্তাদ, তাঁকে স্মরণ করে মায়ার সাথে যুদ্ধ করো তাহলে পরাজিত হবে না।

\*প্রশ্নঃ - নিজের বাচ্চাদের প্রতি বাবা কি আশা করেন?

\*উত্তরঃ - যেরকম লৌকিক বাবা চান যে আমি বাচ্চাদেরকে আমার থেকেও বেশী পড়াবো, সেইরকম অসীম জগতের বাবাও বলেন যে আমি বাচ্চাদেরকে স্বর্গের পরী বানিয়ে দেবো। বাচ্চারা যদি কেবল আমার শ্রীমতে চলে, তাহলে তারা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

\*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে আমরা এখানে নতুন করে ভাগ্য বানাতে এসেছি। কার কাছে? যোগেশ্বরের কাছে, শিক্ষক রূপী ঈশ্বরের কাছে। একে বলা হয় রাজযোগ। ঈশ্বর যোগ শেখাচ্ছেন, কিরকম যোগ? হঠযোগ তো অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। এখানে শারীরিক যোগ শেখানো হয় না। সন্ন্যাসীদের হল তন্ত্রযোগ, ব্রহ্মযোগ। ঈশ্বর তাদেরকে যোগ শেখান না। বাচ্চারা তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে পুনরায় কল্প পূর্বের মতো রাজযোগ শেখাচ্ছেন। সন্ন্যাসীরা এইরকম কখনও বলবে না। এই যোগ কল্প পূর্বেও শিখিয়েছিলাম আর এখনও শেখাচ্ছি। বাচ্চারা তোমরা বলতে পারো, দুনিয়ার হঠযোগীরা রাজযোগ শেখাতে পারে না। আমাদেরকে শেখাচ্ছেন শিববাবা, যাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়। সাধারণ মানুষ ভুল করে শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স, সেখানে যোগের কোনও কথাই নেই। এটা খুব ভালো পয়েন্ট, বোঝানোর কায়দা শেখো। যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায়। তোমাদের সবকিছু যোগের উপর নির্ভর করছে, যত যোগে থাকবে ততই বিকর্মজিৎ হবে। ভারতের প্রাচীন যোগ অনেক গাওয়া হয়ে থাকে। এই রাজযোগ পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ শেখাতে পারবে না, এইজন্য ঐনার নাম হল যোগেশ্বর। ঈশ্বরই রাজযোগ শেখান। কাদের জন্য রাজযোগ শেখান? ভারতকেই কি রাজত্ব প্রদান করেন? না, কেবল ভারতের কথা নয়। বাচ্চারা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই এইম অবজেক্ট একদম পরিষ্কার। যদিও ভারতের কোনও এক খন্ডতে রাজত্ব করবে, সমগ্র বিশ্বতে তো করবে না কিন্তু বলা হয়ে থাকে বিশ্বের মালিক।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে নতুন দুনিয়ার জন্য আমরা ভাগ্য তৈরী করে এসেছি। সমগ্র বিশ্ব নতুন হয়ে যায়। রাজধানী হল ভারত। তোমাদের নতুন বিশ্বেও রাজধানী হবে দিল্লী। তার নাম গাওয়া হয়েছে পরিস্থান। তোমরা হলে জ্ঞান পরী। জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে মানুষ থেকে পরিবর্তিত হয়ে স্বর্গের পরী হয়ে যাবে। এটা হল মান সরোবর, তাই না। কথিত আছে সেখানে স্নান করলে মানুষ থেকে পরী হয়ে যায়। তোমরা এখানে এসেছো স্বর্গের পরী হওয়ার জন্য। তোমরাই রাজত্ব গ্রহণ করো। তোমাদের কাছে স্বর্ণ অলংকার ইত্যাদি অনেক থাকবে। তোমরা বলে থাকো যে আমরা রাজযোগ শিখছি, যার দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে মহারাজা মহারানী হবো। কিন্তু যদি আমরা শ্রীমতে চলি তবে। এইরকম ভেবো না যে প্রজাতে যারা যাবে তাদেরকেও পরী বলা হবে, না। শ্রীমতে চলে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। লৌকিক বাবার বাচ্চাদের প্রতি মোহ থাকে এইজন্য বলে - আমার থেকেও বেশী লেখাপড়া শেখাবো। এই বাবাও বলেন - এদেরকে একদম স্বর্গের পরী বানিয়ে দেবো। যত যত শ্রীমতে চলবে ততই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এতে কোনও পরিশ্রম নেই। ধনী ব্যক্তিদের এই জ্ঞান শোনার সময় থাকেনা, কেবলমাত্র গরীবদেরই সময় থাকে। তোমরা যতটা সময় দিতে পারো ততটা আর অন্য কেউ দিতে পারে না, যে অধিক চিন্তা করে, সে যোগযুক্ত থাকতে পারেনা।

আজ বাবা কন্যাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা জানো কি তোমরা কার রথের সেবা করছো? যে ঘোড়ার দেখাশোনা করে সে জানে যে সে অমুক সাহেবের ঘোড়ার দেখাশোনা করছে। তোমরাও জানো যে এটা কার রথ। যদি শিববাবাকে স্মরণ করে তোমরা এই রথের সেবা করো তাহলে তোমরা অন্যদের তুলনায় ভালো পদ পেতে পারো। এটা হলো রথ, স্মরণ

তো শিববাবাকে করতে হবে। এটাও যদি স্মরণে থাকে তাহলে তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে। বাবা কোথায় যাওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন? ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য আর তিনি শেখাচ্ছেন এই সঙ্গমে। শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে রাজযোগ শেখাবেন? তিনি সত্যযুগে রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু সেই রাজত্ব কে স্থাপন করেছে? বাবা। প্রাচীন দেবী-দেবতাদেরকে এইরকম কে বানিয়েছেন? কে রাজযোগ শিখিয়েছেন? তারা শ্রীকৃষ্ণের নাম বলে দেয়। বাবা বলছেন যে বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে এখন শেখাচ্ছি। তোমরা ভাগ্য তৈরী করে এসেছ, ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়াতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য। বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে, এছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। এক দিকে স্মরণ করে - হে পতিত-পাবন এসো। অন্যদিকে নদীদের বলে পতিত-পাবনী... কতো ভুল হয়ে যায়, কথাটা খুবই ছোটো কিন্তু মানুষের চোখ (জ্ঞানচক্ষু) উন্মীলন করতে হবে। বাবা যখন আসেন, এসে বোঝান যে - আমিই হলাম পতিত-পাবন। আমিই তোমাদেরকে জ্ঞান স্নান করিয়ে পবিত্র বানাই। এটা হল পতিত দুনিয়া। সন্ন্যাসীরা অনেক প্রকারের যোগ শেখায়। কিন্তু এক আমিই রাজযোগ শেখাই। পরমপিতা পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলে। তাঁকে কতোইনা স্মরণ করতে হবে! তারপর আচার-আচরণও ভালো করতে হবে। আমরা শোলো কলা সম্পূর্ণ হই। খাদ্য-পানীয় শুদ্ধ হওয়া জরুরী। কেউ শীঘ্রই ধারণা করে ফেলে। গাওয়া হয়ে থাকে সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি। একজন জনকের কথা খোড়াই বলা হয়েছে। একজনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দ্রৌপদী একজন খোড়াই হবেন, বাবা সকলের সম্ভ্রম রক্ষা করেন। স্ত্রী পুরুষ সকলকেই পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। বাচ্চারা এই সময় তোমরা যাকিছু করছো, সেটাই ভক্তিতে স্মরণিক হয়ে যায়। শিববাবার কত বড় মন্দির আছে। যে সেবা করে তার নামও প্রখ্যাত হয়। দিলওয়ারা মন্দির হলো তোমাদের অ্যাক্যুরেট স্মরণিক। নীচে তপস্যা করছো আর উপরে রাজধানীর চিত্র আছে। এখন তোমরা বাবার সাথে যোগযুক্ত আছো, স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। স্বর্গকেও স্মরণ করো। কেউ মারা গেলে, বলে যে স্বর্গে গেছে, কিন্তু স্বর্গ কোথায় আছে, এটা কারোর জানা নেই। বুঝতে পারে যে ভারত স্বর্গ ছিল, আবার স্বর্গ উপরে বলে দেয়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি গাওয়া হয়ে থাকে। আবার এটাও বলে যে জ্ঞানের সাগর। জঙ্গলকে কলম বানাও, সাগরকে কালি (মসী) বানাও... তাহলেও এই জ্ঞান শেষ হবেনা, চলতেই থাকবে। তাই পরিশ্রম করতে হবে তাই না। সেকেন্ডের কথাও ঠিক আছে। বাবাকে জেনে গেছো অর্থাৎ বাবার থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার জীবন্মুক্তি পেয়ে গেছো। সাথে সাথে এটাও বোঝানো হয় যে - চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, ধর্ম কিভাবে স্থাপন হয়। বোঝার জন্য অনেক কথা আছে। সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করো, উত্তরাধিকারও স্মরণ করো। তোমরা স্মরণ করছো, নিশ্চিতও আছো যে - আমরা বিশ্বের রাজপদ নিষি। তাহলে ভুলে কেন যাও? বাবা বলছেন যে যত স্মরণ করবে, ততই বিকর্ম বিনাশ হবে, এতে সময় লাগে, যতক্ষণ কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। বাচ্চাদেরকে সারাবছর ধরে বোঝাতে থাকি - বিষয় তো খুবই সহজ। অল্ফ আর বে (বাবা আর রাজধানী), চক্রের রহস্যও বাবা বোঝাচ্ছেন। বুদ্ধিতে সব রহস্যের জ্ঞান আছে তাহলে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। সমগ্র ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যায়। বাবার থেকে সবথেকে সহজ উপায়ে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বলে যে - বাবা যোগ লাগেনা। মায়া বিকর্ম করিয়ে দেয়। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, যদি বিকর্ম করে ফেলো তাহলে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। মায়া দেহ অভিমানে নিয়ে এসে উল্টো পাল্টা কর্ম করিয়ে দেয়। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, আমার হয়ে তোমরা কোনও বিকর্ম করবে না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছো - আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। যেমন কন্যার যখন বিবাহ হয়, তখন পতির প্রতি অনেক ভালোবাসা জন্মায়। তাহলে অসীম জগতের বাবার সাথে কতোইনা ভালোবাসা হওয়া উচিত ! তোমাদের ভালোবাসা কতোই না গুপ্ত। সেটা হল শারীরিক, এটা হল আত্মিক। সেটার অভ্যাস হয়ে গেছে। এটা তোমরা বারংবার ভুলে যাও কেননা এটা হল নতুন কথা। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা হলে খুদাই খিদমতগার। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সেবাধারী। তোমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। বাবা উদ্ভাদও আছেন। বলছেন যে মায়ার সাথে পুরোপুরি যুদ্ধ করো, তাহলে এই পাঁচ বিকার প্রবেশই করতে পারবে না। লেখে যে - বাবা এই ভূত এসে গেছে। বাবা বলছেন যে এই ভূতগুলিকে তাড়িয়ে দাও। এসব তো অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আসবে, আরই তীব্র গতিতে মায়ার তুফান আসবে। অজ্ঞানেও যেটা আসেনি, সেটাও আসবে। তোমরা বলবে - আমরা বাণপ্রস্থে ছিলাম, কখনও চিন্তাতেও আসেনি। জ্ঞানের আসার পর কামের নেশা এসে গেলো। স্বপ্নও আসতে থাকে, এসব কেন আসে? এটা হল ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান। কেউ মূর্ছিত হয়ে ছেড়েও চলে যায়। বাবা বলে দিয়েছেন যে তুফান অনেক আসবে। যত শক্তিবান হবে, মায়াও ততই আক্রমণ করবে, এইজন্য মহাবীর হয়ে স্বেয়াম থাকতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কর্মেও আসবে না। কর্মে এলে বিকর্ম হয়ে যাবে। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে, কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। অবিনাশী সার্জেন জানেন, এই বাবাও জানেন। অনেক প্রকারের মায়ার বিঘ্ন আসে। এখানে অনেক শুদ্ধ হতে হবে। তোমরা সূর্যবংশী হতে চাও, তাহলে তার যোগ্য হতে হবে। এটা হল রাজযোগ, প্রজাযোগ নয়। তাই পুরুষার্থ করে রাজত্ব নিতে হবে। তোমরা যুক্তি দ্বারা গুপ্ত রীতিতে যেখানে খুশী যেতে পারো। বলো - আমাদের শোনাও আমরা কাকে স্মরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তি

পারবো? যদিও বলে যে - ভারতের প্রাচীন যোগ, সেটা কী? আপনারা আমাকে রাজযোগ শেখাতে পারবেন? যেটা শিখে আমরা রাজা হতে পারবো? এইরকম-এইরকম কথা বলে জ্ঞানে নিয়ে আসতে হবে। তোমরা এমন শক্তি দেখাও যে একটা কথাতেই তাদের বুদ্ধি টিলা হয়ে যায়। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, তখন বাবা জিজ্ঞাসা করবেন যে এইরকম সেবাদারী হয়েছে? অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। দুনিয়া এইসময় অনেক নোংরা হয়ে গেছে। এটারও এক কাহিনী আছে। কিচক নামের অসুর দ্রৌপদীর প্রতি কুদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। এইজন্য বাবা বলেন যে অনেক সাবধানে থাকতে হবে। মূল কথা হলো রাজযোগের। যে কাউকে এটা বোঝাতে পারো যে বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন, নাম দিয়ে দিয়েছে বাচ্চার। দ্বিতীয় এই কথাটিও প্রমাণ করো যে গীতার ভগবান হলেন শিব, যাঁর দ্বারা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বোঝানোর জন্য যুক্তি চাই।

তোমাদের হল আধ্যাত্মিক সার্ভিস। তারা সমাজ সেবাও শারীরিক ভাবে করে। সেটা হল পার্থিব সমাজ। এটা হল আধ্যাত্মিক সমাজ। আত্মাদের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তবেই তো বলে যে জ্ঞান অঞ্জন সন্ধুর দিয়েছেন... এখন আত্মার জ্যোতি প্রায় নির্বাপিত হয়েছে। মানুষ মারা গেলে দীপ জ্বালিয়ে রাখে। মনে করে আত্মা অন্ধকারে চলে যাবে। অবশ্যই এখন অসীম জগতে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। অর্ধেক কল্প জ্ঞানের ঘৃত আত্মা রূপী প্রদীপে দেওয়া হয়নি। আত্মার জ্যোতি প্রায় নির্বাপিত হয়েছে। এখন জ্ঞানের ঘৃত দেওয়ার সাথে সাথেই পুনঃ প্রকাশময় হয়ে ওঠে। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে মামেকম স্মরণ করো। এটা শ্রীকৃষ্ণ তো বলতে পারবে না। আমরা আত্মারা হলাম ভাই - ভাই, বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিষি। আত্মা আমরা কতটা সময় স্মরণে থাকি - এটার চাট রাখা খুব ভালো। অভ্যাস করতে করতে পুনরায় সেই অবস্থা পাক্সা হয়ে যাবে। এই যুক্তিটি খুব ভালো, সেবাও করতে থাকো। চাটও রাখো, তাহলে উল্লসিত হতে থাকবে। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) কোনও ভূত যেন অন্তরে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কখনও মায়ার তুফানে মূর্ছিত হবে না। কু-অভ্যাসগুলিকে বের করে দিতে হবে।

২ ) স্মরণের চাট রাখতে হবে, সাথে সাথে আধ্যাত্মিক সেবাদারী হয়ে আত্মাদেরকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগাতে হবে।

\*বরদান:-\* যে কোনো কাজ করার সময় সর্বদা হৃদয় সিংহাসনাসীন থেকে নিশ্চিত বাদশাহ ভব যারা সর্বদা বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনাসীন থাকে তারা নিশ্চিত বাদশাহ হয়ে যায় । কেননা এই সিংহাসনের বিশেষত্ব হল, যে এই সিংহাসনে বসবে সে সব কথাতে নিশ্চিত থাকবে। যেরকম আজকাল কোনো না কোনো স্থানের বিশেষ কোনো না কোনো নবীনত্ব, বিশেষত্ব থাকে, সেরকমই হৃদয় সিংহাসনাসীনের বিশেষত্ব হল কোনও চিন্তা আসবে না। এই হৃদয় সিংহাসনে বসার বরদান তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে, এইজন্য কোনও কাজ করার সময় সর্বদা হৃদয় সিংহাসনাসীন থাকো।

\*স্নোগান:-\* প্রথম নম্বর নেওয়ার জন্য স্নেহ আর সহযোগের সাথে শক্তিরূপও ধারণ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়াশোনায় আওয়াজের প্রয়োজন নেই - এখানে তো বাবা একটাই মন্ত্র দিয়েছেন যে, বাচ্চারা সাইলেন্স থেকে আমাকে স্মরণ করো”

\*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের ঈশ্বরীয় নেশা থাকে তার নিদর্শন কি হবে?

\*উত্তরঃ - ঈশ্বরীয় নেশায় থাকা বাচ্চাদের আচরণ খুব রয়্যাল হবে। ১- মুখে কম কথা বলবে। ৩- তাদের মুখ থেকে সর্বদা স্তান যুক্ত কথা অর্থাৎ রত্ন বের হবে। এমনিতেও রয়্যাল মানুষ খুব কম কথা বলে। তোমরা তো হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমাদের তো রয়্যালটিতে থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের পিতা বসে অসীম জগতের আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এমন কেউ নেই যে বলবে, অসীম জগতের বাচ্চাদের বোঝাই। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমাদের অসীম জগতের পিতা হলেন উনি, যাঁকে শিববাবা বলি। যদিও মানুষ তো অনেক আছে যাদের নাম শিব। কিন্তু তারা কোনও অসীম জগতের পিতা তো নয়। অসীম জগতের পিতা একমাত্র শিববাবা উনি পরমধাম থেকে এসেছেন। উনি নিরাকার, তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। তাঁকেই ভগবান বলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন দেবতা। ভগবান উনি পরম ধামে থাকেন, উনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। তোমরা কোনও গুরু গোসাই এর সন্মুখে নও। তোমরা জানো যে আমরা অসীম জগতের সন্মুখে বসে আছি। অসীম জগতের পিতা মধুবনে এসেছেন। মানুষ বলে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন মধুবনে, কিন্তু নয়। অসীম জগতের পিতার মুরলী মধুবনে ধ্বনিত হয়। বাবা বোঝান আমি প্রতি কল্পে কল্পে সঙ্গমযুগে আসি, যুগে-যুগে নয়। মানুষ যুগে-যুগে আসি বলে এই ভুল করে দিয়েছে। এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তির। এমন নয় যে এগুলি অনাদি। বাবা বুঝিয়েছেন এই সাগর এবং জলের নদী গুলি সব অনাদি। বাকি এমন নয় যে ভক্তি হল অনাদি। তোমরা জানো সত্যযুগ, ত্রেতায় ভক্তি হয় না। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপরে। অসীম জগতের পিতা উনি হলেন স্তানের সাগর, উনি ব্রহ্মার দ্বারা বসে স্তান শোনাচ্ছেন। সূক্ষ্মবতনে তো শোনাবেন না, বাবা এখানে সন্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন, তাই তো গায়ন আছে দূরদেশের নিবাসী .... তোমরা জানো আমরা আত্মারা হলাম ব্রাদার্স। দূরদেশের নিবাসী। যারা গান করে তারা কিছুই বোঝে না। তোমরা হলে যাত্রী, দূরদেশ থেকে এসেছো পাট প্লে করতে। তোমরা জানো এ' হল কর্মক্ষেত্র। এখানে হার এবং জিতের খেলা। এই কথাও বাবা বোঝান। সব মানুষ চায় - শান্তি চাই। শান্তি কোনো মুক্তিধামের উদ্দেশ্যে বলে না। এখানে থাকে আর শান্তি চাইতে থাকে। কিন্তু এখানে তো মনের শান্তি প্রাপ্ত হবে না। সন্ন্যাসীরা শান্তির জন্য জঙ্গলে চলে যায়, তাদের নলেজ নেই যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের কেবল নিরাকারী দুনিয়ায় শান্তি প্রাপ্ত হয়। তারা ভাবে আত্মা, ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। এই কথাও বোঝে না যে আত্মার স্ব ধর্ম ই হল শান্ত। এই আত্মা কথা বলে। আত্মা থাকে শান্তিধামে। সেখানেই তার শান্তি প্রাপ্ত হবে। এই সময় সকলের শান্তি চাই। সুখ আছে বলে সন্ন্যাসীরা মানে না। তারা তো নিন্দা করতে থাকে, কারণ শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে সত্য যুগ ত্রেতায় কংস জরাসন্ধ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভুলে গেছে। তমোপ্রধান বুদ্ধি হয়ে গেছে। বাবা বলেন আমি হলাম নিরাকার। তারা বলে পরমাত্মা হলেন নাম-রূপ থেকে পৃথক। এক দিকে মহিমা গায়ন করে, পরক্ষণেই বলে সর্ব ব্যাপী, যদি নাম-রূপ থেকে পৃথক হবে তবে সর্ব ব্যাপী কীভাবে হবে। আত্মারও রূপ অবশ্যই আছে। কেউ বলতে পারেনা যে আত্মা নাম রূপ বিহীন। বলে ক্রকুটির মাঝখানে .... সুতরাং আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। পরমাত্মা পুনর্জন্ম নেন না। জনম-মরণে মানুষ আসে। এ হল তোমাদের পড়াশোনা। পড়াশোনায় কোনো গান বাজনা ব্যবহার হয় না। তোমাদের পড়াশোনা হয় সকালে। সেই সময় মানুষ ঘুমায়। বাস্তবে তোমাদের রেকর্ড ইত্যাদি বাজানোর কোনো দরকার নেই। আমরা তো ধ্বনির উর্ধ্ব অর্থাৎ সাইলেন্সে থাকি। এসব তো নিমিত্ত রূপে সবাইকে জাগ্রত করার জন্য বাজাতে হয়। মুরলী পড়লে অথবা শুনলে আওয়াজ বাইরে যায় না। পড়াশোনায় আওয়াজ হয় না। বাবা বসে মন্ত্র দেন - বাচ্চারা সাইলেন্স থেকে আমাকে স্মরণ করো। এখানে কোনো গুরু ইত্যাদি তো নেই যে, উনি বসে এক একজনের কানে মন্ত্র দেবেন। তারপরে বলে দেন কাউকে বলবে না। এখানে তো এইসব কথা নেই। বাবা তো হলেন স্তানের সাগর।

এ'হল গীতা পাঠশালা। সুতরাং পাঠশালায় কোনো মন্ত্র দেওয়া হয় কি ? তোমরা যখন পার্সোনালি কাউকে বোঝাও তখন রেকর্ড বাজাও নাকি ? না। ক্লাসেও এমন ভাবতে হবে। চিত্রও সামনে আছে। যে কখনও কোনো ম্যাপ দেখেনি সে কীভাবে বুঝবে কোথায় ইংল্যান্ড, কোথায় নেপাল আছে। যদি ম্যাপ দেখে থাকে তবে তো বুদ্ধিতে আসবে। বাচ্চারা, তোমাদেরও

চিত্রের উপরে সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্য বোঝানো হয়েছে। এই নলেজ এমনই যে চিত্র ব্যতীতও কাউকে বোঝাতে পারো। মানুষ তো ভগবানের বিষয়ে কিছুই জানেনা। কল্পের আয়ু লম্বা চওড়া করে দিয়েছে। এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। পরে তোমাদের অন্যকে বোঝাতে হবে। ৪-টি যুগের ৪-টি ভাগ করতে হবে পরে অর্ধেক-অর্ধেক করতে হবে। অর্ধেক ভাগে নতুন দুনিয়া, অর্ধেক ভাগে পুরানো দুনিয়া। এমন নয় যে নতুন দুনিয়ার আয়ু বড় করে দেবে। যদি কোনো বাড়ির আয়ু হয় ৫০ বছর তো অর্ধেক সময় পেরিয়ে গেলে পুরানোই বলবে। দুনিয়ার জন্যও এমনই বলা হয়। এ'সব কথা বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান। এতে গান গাইবার বা কবিতা ইত্যাদি শোনাবার দরকার নেই। আমরা সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ, আমাদের নিয়ম কায়দা সবই পৃথক। কেউ জানেনা যে সঙ্গম যুগ কাকে বলে, সঙ্গমে কি হয় ? তোমরা জানো দূরদেশের নিবাসী পিতা, পতিত দুনিয়ায় এসেছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের দূরদেশ নেই। দূরদেশ হল শিববাবার এবং আত্মাদের। আমরা সবাই নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী। প্রথমে হল নিরাকারী দুনিয়া তারপরে আকারী তারপরে সাকারী। নিরাকারী দুনিয়া থেকে সর্বপ্রথমে দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা আসে নতুন সৃষ্টিতে। প্রথমে সূর্যবংশী কুল ছিল, পরে চন্দ্রবংশী কুলের আত্মারা আসবে। যখন সূর্যবংশীরা আছে তখন চন্দ্রবংশী নেই। চন্দ্রবংশীরা যখন থাকে তখন বলা হয় সূর্য বংশীরা পাস্ট হয়ে গেছে। তেতায় বলা হবে লক্ষ্মী-নারায়ণের পার্ট পাস্ট হয়ে গেছে। বাকি এমন বলা হবে না যে আমরা পুনরায় বৈশ্য, শূদ্র হবো, নয়। এই নলেজ তোমাদের এখন আছে। বাবা তোমাদেরকে চক্রের রহস্য বুঝিয়ে দেন। যদিও তারা ত্রিমূর্তি বানিয়েছে। কিন্তু শিবকে দেখানো হয়নি। শিবকে জানলে তো চক্রের কথাও জানবে। শিবকে না জানার দরুন চক্রের কাহিনীও জানেনা। গায়ন আছে দূরদেশের নিবাসী... কিন্তু জানেনা যে ভগবানই হলেন পতিত-পাবন। তোমরা জানো এ'হল বিশাল যন্তু। ওই যন্তু তিল যব ইত্যাদি অর্পণ করে। এ'হল রাজস্ব অশ্বমেধ রুদ্রজ্ঞান যন্তু। এই যন্তু সম্পূর্ণ দুনিয়ার সামগ্রী স্বাধা করা হয়। যাদের রাজস্ব নেওয়ার আছে তারাই পূর্ণ রূপে যোগ যুক্ত থাকে। সিলভার এজে দুই কলা কম হয়ে যায়। প্রথমে ১২৫০ বছরের সময় সত্যযুগের। পরে ৬২৫ বছরে এক কলা কমে যায়, সুতরাং অবতরণ কলা হল তাইনা। তেতায় আত্মায় আরও খাদ পড়ে যায় অর্থাৎ কলা বা কোয়ালিটি কমে যায়। এখন বাচ্চারা তোমাদের বোঝানো হয় - যত বেশী বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ রাখবে ততই খাদ বেরিয়ে যাবে। নাহলে দন্ড ভোগ করে পড়ে সিলভার যুগে আসবে। শ্রীকৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে, দোলনায় দোলায়। রামকে এত দোলানো হয় না। আজকাল তো রেস চলে। কিন্তু এই কথা কেউ জানেনা যে লক্ষ্মী-নারায়ণই হলেন বাল্যবস্থায় রাধে-কৃষ্ণ। রাধে-কৃষ্ণের উপরে অনেক দোষ দেওয়া হয়েছে, লক্ষ্মী-নারায়ণের উপরে কোনো দোষ নেই। শ্রীকৃষ্ণ হলেন শিশু বালক। বালক এবং মহাত্মাকে সমান বলা হয়। মহাত্মা গণ সন্ধ্যাস করে, শ্রীকৃষ্ণ তো পতিত নন তাহলে সন্ধ্যাস করবেন কেন। ছোট বালক পবিত্র হয়, তাই তাদের সবাই ভালোবাসে। প্রথমে হল সতো প্রধান পরে সতো-রজঃ-তমঃতে আসে। শ্রীকৃষ্ণকে সবাই খুব ভালোবাসে। বাবার মন্মথানুভব মন্ত্ৰটি তো বিখ্যাত। দেহী-অভিমানী হও। দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করো। এই জ্ঞান তোমরা সকল ধর্মের মানুষকে প্রদান করতে পারো। অসীম জগতের পিতা বলেন আল্লাহকে স্মরণ করো। আত্মা হল আল্লাহ'র সন্তান। আত্মা বলে খোদা তাল। আল্লাহ সাঁই। যখন আল্লাহ বলে তো নিশ্চয়ই আত্মার পিতা হলেন নিরাকার, তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। আল্লাহ বললে অবশ্যই দৃষ্টি উপরে যাবে। বুদ্ধিতে আসে যে, আল্লাহ উপরে বাস করেন। এ হল সাকার সৃষ্টি। আমরা সেখানকার নিবাসী।

বাবা বলেন - আমিও পথিক, তোমরাও পথিক। কিন্তু তোমরা পথিকরা পুনর্জন্মে আসো, আমি পথিক পুনর্জন্মে আসি না। আমি তোমাদের ছিঃ ছিঃ পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত করি। এই রাবণের রাজ্যে তোমরা অনেক দুঃখে আছো তাই আমাকে আহ্বান করো। বাবা কত ভালো ভালো কথা বোঝান তোমাদের। বাচ্চারা, এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখানে অনেক দুঃখ আছে। প্রতিটি বস্তুর অনেক দাম এখন। সেসব সস্তা তো আর হবে না। আগেকার সময়ে অনেক সস্তা ছিল। সবার কাছে আনাজ ইত্যাদি অটেল ছিল। সত্য যুগকে বলা হয় গোল্ডেন এজ। সেখানে স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। সেখানে শুধু সোনা আর সোনা থাকবে, রৌপ্যও থাকবে না। সেখানকার বাজার দেখার মতন হবে। হীরে জহরাত কত কি ধারণ করবে। সেখানে হীরে-জহরাত দিয়েই খেলাধুলা করা হয়। কৃষি কার্যের জমি-জায়গা অটেল থাকবে। এখানে আমেরিকায় এত আনাজ উৎপন্ন হয় যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এখন তো যা বাকি থাকে সেসব বিক্রি করা হয়। ভারতকে দান করে দেয়। ভারতের দেখো কি গতি (অবস্থা) হয়েছে! বাবা বলেন আমি তোমাদের কত রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেছিলাম। তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম অনেক সুখ প্রদান করে। তারই নাম গোল্ডেন এজ অর্থাৎ স্বর্ণ যুগ। মোহাম্মদ গজনবী অনেক হীরে-জহরত লুট করে উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গেছে। কত খানি সম্পদ নিয়ে গেছে কোনও হিসেব করতে পারবে না। এখন তোমরা পুনরায় মালিক হচ্ছে। এক পথিক এসে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে সুন্দর করেন। কবরখানাকে পরিবর্তন করে পরিস্থান স্থাপন করেন। এখানে তোমরা বাচ্চারা এসেছো রিফ্রেশ হতে। পথিককে স্মরণ করো। তোমরাও হলে পথিক বা যাত্রী। এখানে এসে ৫ ত্বের শরীর ধারণ করেছে। সূক্ষ্ম বতনে ৫ ত্ব হয় না। ৫ ত্ব হয় এখানে, যেখানে তোমরা পার্ট

প্লে কর। আমাদের প্রকৃত দেশ হল ওইখানে। এই সময় আত্মা পতিত হয়ে গেছে তাই বাবাকে আহবান করে যে আপনি আসুন - এসে আমাদের পবিত্র করুন। রাবণ আমাদের পতিত করে শ্যাম বর্ণ করে দিয়েছে। যখন থেকে রাবণ এসেছে আমরা পতিত হয়েছি। এখন অবশ্য বুঝতে পেরেছি যে আমরা পবিত্র ছিলাম তাই তো স্মরণ করে - হে পতিত-পাবন এসো। কেউ তো আছেন যাঁকে স্মরণ করা হয়, আহবান করা হয়। বাচ্চারা, পিতাকে সম্বোধন করে বলে, ও গড ফাদার! তাঁর নামই হলো হেভেনলি গড ফাদার। নিশ্চয়ই তিনি হেভেন রচনা করবেন।

বাবা বুঝিয়েছেন এই পড়াশোনা করতে কোনো রকম গান বাজনার প্রয়োজন নেই। বাবা বলেছেন যে, কয়েকটি ভালো রেকর্ড আছে যা বাবা বানিয়েছেন - তাই যখন উদাসীনতা অনুভব হবে তখন নিজেকে রিফ্রেশ করার জন্য সেই গান গুলি বাজিয়ে শুনতে পারো। কিন্তু যত কম আওয়াজ করবে ততই ভালো। রয়্যাল মানুষ কম আওয়াজ করে। মুখে খুব কম কথা বলতে হবে। যেন রত্ন বেরোচ্ছে। তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান তো কতখানি রয়্যাল হয়ে থাকা উচিত, কতখানি তোমাদের নেশা থাকা উচিত। রাজার সন্তানেরও এত নেশা থাকবে না যতখানি নেশা তোমাদের থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) নিজেকে সদা রিফ্রেশ রাখতে হবে। মুখ দিয়ে সদা যেন রত্ন (জ্ঞানযুক্ত কথা) নির্গত হয়। কখনও উদাসীনতা অনুভব হলে বাবার বানানো গান শুনতে হবে।

২) দেহী-অভিমानी হওয়ার প্র্যাক্টিস করতে হবে। স্মরণে থেকে আত্মার মধ্যে জমা বিকার রূপী খাদ দূর করার পুরুষার্থ করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* একের স্মরণে মনকে একাগ্র করে মন্বনানুভব থাকা এভাররেডি সম্পূর্ণ ভব  
সর্বদা স্মৃতিতে রাখো যে প্রতি মুহূর্তে এভাররেডি থাকতে হবে। যে কোনও সময়ে যেসকল পরিস্থিতিই আসুক না কেন, আমরা এভাররেডি থাকবো। আগামীকাল যদি বিনাশ হয় তবুও আমরা প্রস্তুত। এভাররেডি অর্থাৎ সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য এক পিতা দ্বিতীয় নয় কেউ - এর প্রস্তুতি চাই। মন সদা একের প্রতি মন্বনানুভব হয়ে থাকলে এভাররেডি হয়ে যাবে। এভাররেডি হয়ে সেবা করো তাহলে সেবায় সহযোগিতা প্রাপ্ত হবে, সফলতাও প্রাপ্ত হবে।

\*স্লোগানঃ:-\* বাবার হাজার গুণ সাহায্যের পাত্র হতে হলে সাহসের (হিম্মতের) সাথে এগিয়ে যাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন কলিযুগের রাত্রিকাল পূর্ণ হতে চলেছে, নবযুগের সূচনা করতে বাবা এসেছেন, তাই এখন তোমরা জেগে ওঠো, বাবার স্মরণের মাধ্যমে নিজের বিকর্ম বিনাশ করো"

- \*প্রশ্নঃ - যে সকল বাচ্চাদের বুদ্ধি সতোপ্রধান তৈরী হচ্ছে, তাদের নিদর্শন কি হবে?
- \*উত্তরঃ - অন্যদেরকে নিজেদের মতো গড়ে তোলার জন্য তাদের মনে সংকল্প আসবে। তারা নিজের এবং অন্য সকলের কল্যাণ করার জন্য উপায় বার করবে। দিনরাত সেবায় নিয়োজিত থাকবে।
- \*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা সব থেকে বড় কোন্ কারবার করার সুযোগ পেয়েছ?
- \*উত্তরঃ - সমগ্র দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়া হলো সবচেয়ে বড় কারবার। কোনো আত্মাই যেন বাবার পরিচয় থেকে অজ্ঞাত না থাকে। রাতদিন এই একই চিন্তন যেন চলতে থাকে যে কিভাবে কাউকে বোঝাবো, শঙ্খধ্বনি করবো।
- \*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি । কে জাগিয়ে দিল? কে সজনী বলে ডাকলো? বাচ্চারা জানে যে অনন্তের পিতা একজনই, যাঁর প্রকৃত নাম হলো শিব। বাকি যে অনেক নাম রাখা হয়েছে তা সবই ভক্তি মার্গের নাম। সঠিক নাম একমাত্র শিব। তাঁর জয়ন্তীও পালন করা হয়, সেটা হল পরমাত্ম জয়ন্তী। গায়নও আছে - নিরাকার শিব জয়ন্তী। আত্মা যখন দেহ ধারণ করে তখন সেই দেহের নামই তার নাম হয়ে যায়, আর শিব তো আত্মারই নাম। তাঁকে বলা হয় সুপ্রিম সোল (পরম আত্মা) । আত্মার নাম কি? তাঁর নাম বলা হয়েছে শিব। বলা হয়ে থাকে শিব জয়ন্তী। কখনো বলা হয় না যে, আত্মার জয়ন্তী । গীতার ভগবান তো নিরাকার শিব - শ্রীকৃষ্ণ তো দেহের নাম, তিনি তো দেহধারী, তাই না । শিববাবাই এসে সজনীদেরকে জাগিয়ে তোলেন আর নিজে পরিচয় প্রদান করেন যে - আমি এসেছি নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে । এখন শুধু আমাকে স্মরণ করো। মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবাকে, পতিতপাবনও বলা হয়ে থাকে। যে দেবতার এক সময় পবিত্র ছিল, তারা এখন পতিত হয়ে গেছে , সেই কারণে সকলেই আহ্বান করে যে - হে পতিতপাবন এসো, এসে আমাদেরকে মুক্ত করো। কার থেকে? মায়ারূপী রাবণের থেকে বা শয়তানের থেকে। মানুষ এ কথা বুঝতে পারে না যে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। নবযুগ, সত্যযুগ এখন আগত প্রায়। গানেও বলা হয়ে থাকে যে, নবযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। বাবা তো আসেনই পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার জন্য । নতুন দুনিয়াকে নবযুগ অথবা সত্যযুগ বলা হয়ে থাকে। এখন এ হল কলিযুগ, পুরাতন দুনিয়া। কুস্কর্কের নিদ্রায় সব নিদ্রাচ্ছন্ন, বাবা এসে তাদেরকে জাগিয়ে তোলেন। মায়া এসে অজ্ঞানতার অন্ধকারের রাত্রিতে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা কুস্কর্কের নিদ্রা থেকে জেগে ওঠো। এখন এই পুরাতন দুনিয়ার অস্তিম সময়, মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন রাত্রি কাল পূর্ণ হয়েছে, দিবস আগত প্রায়, তাই তোমরা জেগে ওঠো। তোমরা জানো যে বাবা নিজেই এসেছেন। আমরাও সকলে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ঘুমিয়েছিলাম এখন বাবা এসেছেন রাত্রির অবসান করে দিনের সূচনা করতে। বাবা বলেন - "আমি তোমাদের জন্য দিন অর্থাৎ নবযুগ এর সূচনা করতে এসেছি। এখন সকলেই পতিত হয়ে রয়েছে, তাই এখন আমাকে স্মরণ করো, তবেই তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে।" সকলেই বলে যে আমাকে এই রাবণের হাত থেকে মুক্তি দাও। এ কথা কেউই বুঝতে পারেন না যে শয়তানের রাজত্ব কখন থেকে শুরু হয় আর বাবা এসে রাবণের কবল থেকে আমাদের মুক্ত করেন, কীভাবে? যখন বাবা স্বয়ং আসেন, তখনই তিনি এসে তা বুঝিয়ে দেন। তারপর আমরা অনুভবের মাধ্যমে অন্য কাউকে বোঝাতে পারি। সকলকেই নিচে নামতে নামতে এক সময় পতিত হতেই হবে, তাই আমি পতিতপাবন, আমাকে তো আসতেই হয় সঙ্গম যুগে। এই দুনিয়ার মানুষ ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। তারা ভাবে যে, কলিযুগের আয়ু এখনো কয়েক লাখ বছর বাকি আছে, কারণ শাস্ত্রে উল্টো কথা লেখা আছে। এখন দৈবী যুগের স্থাপনা হচ্ছে। নরককে স্বর্গ বানাতে পারেন একমাত্র বাবা নিজেই। বাবা কখনোই কোনো নরক রচনা করবেন না। বাচ্চাদের এই দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বহুকাল ধরে পড়াচ্ছেন।

এখন ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী আসতে চলেছে। লিখতে হবে - যা শিব জয়ন্তী, তাই গীতা জয়ন্তী। শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী যখন পালন করা হয়, তখন গীতা জয়ন্তী পালন করা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বালক, যখন সে বড় হবে তখন গীতা শোনাবে। ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী মানেই হল গীতা জয়ন্তী। এ হলো অত্যন্ত ভালো করে বোঝার বিষয়। ওরা গীতা জয়ন্তীকে আলাদা করে দেয়।

কারণ ওরা ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বালক, সে জন্মানোর পরেই কিভাবে গীতা শোনাতে পারে? বাচ্চারা তোমাদেরকেই বাবা এসে বসে রাজযোগ শিখিয়ে দিচ্ছেন। এরও গায়ন আছে যে, এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি লাভ। ব্যারিস্টারির স্কুলে এসে বসলে, সে ব্যারিস্টারি পড়তে শুরু করে। তাতে প্রধান লক্ষ্য থাকে যে, আমি ব্যারিস্টার হব। অতঃপর তাতে উচ্চ পদপ্রাপ্তি হবে কিনা, তা সম্পূর্ণ পড়াশুনার ওপরে নির্ভর করছে। কেউ ভালো করে পড়াশুনা করলে উচ্চপদ লাভ করে। পড়াশুনা না করলে পদও কম পাবে - সমগ্র খেলাটাই পড়ার উপর নির্ভর করছে। তুমি এখানে মানুষ থেকে দেবতা হতে এসেছো। কিন্তু দেবতাদের মধ্যেও ক্রম অনুযায়ী পদপ্রাপ্তি হয়। কেউ ফার্স্ট ক্লাস, কেউ সেকেন্ড ক্লাস, কেউ থার্ড ক্লাস - এ সমস্ত অতিশয় গুপ্ত বিষয়। এসব কথা সহজে কেউ বুঝতে পারে না। কেমন ভাবে আমরা আমাদের রাজস্ব স্থাপন করছি। মহাভারতের লড়াইও এখন লাগবে। কিন্তু পান্ডব সম্প্রদায় তো লড়াই করছে না। অসুর এবং কৌরব সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে সমাপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। বোঝাতেও হবে যে - বাবা সময়ে সময়ে নির্দেশ দিতে থাকেন। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কিভাবে রাজযোগ শেখাবেন? অবশ্যই কোনো না কোনো দেহ তাকে ধারণ করতে হবে। বাবা আমাদেরকে শ্রীমৎ দিচ্ছেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে স্মরণের যাত্রায় চলতে হবে। আমাকে স্মরণ করো, এ হলো যোগ অগ্নি, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। দিন দিন তোমরা ভালো ভালো পয়েন্ট পেতে থাকো, পতিত পাবনের এই পয়েন্টও খুব ভালো। একদিকে ওরা পতিতপবন বাবাকেও ডাকে, আবার অন্যদিকে গঙ্গা নদীতে গিয়েও স্নান করে। তোমরা বড় বড় হরফে লিখতে পারো যে পতিতপাবন তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। স্তানের সাগরও তো তিনিই। সমগ্র দুনিয়াকে তিনি পবিত্র করেন। এ তো সমগ্র দুনিয়ার প্রশ্ন, তাই না। এই দুনিয়া কিভাবে পবিত্র হবে? গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি নদী তো বহু প্রাচীন কাল থেকেই রয়েছে। এখন কলিযুগ, তাই সমস্যাও অনেক। সত্য যুগে পুনরায় সমস্ত নদী আপন আপন নির্দিষ্ট গতিপথে পুনরায় বইতে থাকবে। কিন্তু এই নদীতে স্নান করে কেউ পবিত্র হয় না। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যুক্তিসহকারে বোঝাতে হবে। কাগজ বিলি করতে হবে, তাও আবার লোক দেখে দেখে তবে দিও। প্রধান দুই তিনটি পয়েন্ট তো অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে হবে। বাস্তবে এই সময় সকলেই পতিত এবং বিকারগ্রস্ত। সকলেরই অধঃগামী কলা। গুরু নানক বলেছেন, পুতিগন্ধময় কাপড়.... ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী তো হতেই হবে। এখন এই সমগ্র দুনিয়া ব্রহ্মাচারী, শুধুমাত্র দেবতারাই হলেন শ্রেষ্ঠাচারী। এখন শ্রেষ্ঠাচারী আর কেউই হতে পারেন না, কারণ এখন মায়ার রাজস্ব চলছে। তবে হ্যাঁ, ভক্তির সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। এখানে কোন যোগ-বল এর মাধ্যমে নতুন সৃষ্টি হয় না, বরং বিকারের মাধ্যমে নতুন প্রাণের জন্ম হয়। প্রথমে অল্প সংখ্যক থাকে, তারপর যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন নিজেদের মধ্যে তারা লড়াই ঝগড়া করে। প্রত্যেককে, প্রথমে সুখ এবং তারপর দুঃখ ভোগ করতেই হবে। এ হল সকল মানুষের কথা। সত্য যুগে যখন মানুষ সুখী থাকে, তখন পশু পাখি ইত্যাদি সকলেই সুখী থাকে। তাই বাবা ভালো করে বুঝিয়ে দেন যে কিভাবে লিখতে হবে। ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীই হল শ্রীমৎ ভগবত গীতা জয়ন্তী। অতঃপর তা সকলকে বোঝাতেও হবে। যে নিজে বোঝে সে সর্বদা অন্যকে বোঝাতে চায়। না বোঝালে বৃদ্ধি হবে কি করে? ড্রামা অনুসারে যার যেখানে যে ভূমিকা আছে - বোঝার এবং বোঝানোর - সে ঠিক সেখানেই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। ভক্তির পাটও দিন দিন আরো তীব্র হতে থাকে। গায়নও আছে যে, যখন খড়ের গাদায় আগুন লাগে, তখন সকলের চোখ খোলে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে শঙ্খ ধ্বনি করতে হবে। রাত দিন এই একই চিন্তা যেন চলতে থাকে যে কিভাবে বাকিদেরকে বোঝাবো। সমগ্র দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়া - কত বড় কারবার। এই দুনিয়া কত বড়। কতো ধর্ম, কতো খন্ড রয়েছে। সত্য যুগে কেবলমাত্র একটি ধর্ম থাকবে, তারপর ক্রমে আরো বৃদ্ধি পাবে। তোমরা এও জানো যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে ব্রাহ্মণেরা জন্ম নেয়। ব্রাহ্মণ বর্ণই দেখানো হয় না সুতরাং তাদের জন্মদাতাকেও দেখানো হয় না। এখন কৌরব আর পান্ডব দেখানো হয় - তো এই সমস্ত কিছুই এখন বুঝিয়ে দিতে হবে। তুমি তো ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীগণ যদি থাকে, তাহলে প্রজাপিতা অবশ্যই থাকবে, যাঁর থেকে ভিন্ন ভিন্ন বংশাবলীর জন্ম হয়েছে। দেখানো হয় - দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। কিন্তু সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের অদৃশ্য করে দিয়েছে। গায়নও করে থাকে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, কিন্তু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার অর্থ কিছুই বের হয় না। তাদেরকে দিয়েছে কে? তোমরা জানো যে নিরাকার বাবা, ব্রহ্মার মুখ দ্বারা বসে বোঝান। ব্রহ্মার মুখ কমল থেকে বাচ্চাদের (ব্রহ্মা বংশদের) জন্ম হয়। যখন তোমাদের শোনাবেন তখন ব্রহ্মাও শুনবে। তোমরা না থাকলে শিববাবা কি করতেন। একজনকে তো শোনানো যায় না। শাস্ত্রে একজন অর্জুনের নাম লিখে দিয়েছে। তাই যে সময় যে পয়েন্ট বের হয়, সেই সময় সেই সার্ভিসেই লাগানো উচিত। তোমাদের প্রত্যেকটি কথা অনেক ক্লিয়ারভাবে বোঝানো হয়। কিন্তু যোগে থেকে পবিত্র হওয়া - এটাই হল পরিশ্রম। বিষ ছেড়ে দেওয়া কতো পরিশ্রমের। বিশ্বের আধারেই ঝগড়া-বিবাদ হয়। তাই বাচ্চাদের সার্ভিসে এই অ্যাটেনশন দিতে হবে যে নিজে পড়ে অন্যদেরকেও পড়তে হবে। এই সার্ভিসেই কল্যাণ আছে। উৎকর্ষা থাকা উচিত। যারা নতুন আসে, তাদেরকে ফর্ম ভরানোর জন্য যে থাকবে তাকে অনেক তীক্ষ্ণ হতে হবে। ফর্ম ভরানোর সময় তাদেরকে এটাও জিজ্ঞাসা করতে হবে তোমরা সাধনা করে থাকো, মুক্তিধামে যেতে চাও তাই না। মুক্তিধামের মালিক তো হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা, সেই

বাবা-ই এসে পবিত্র বানান। এই স্নান ইত্যাদি তো ভারতেই করতে থাকে আর অন্য ধর্মে করে না। ওরা নিজের ধর্ম স্থাপকদের সামনে মাথা নত করে, ফুল প্রদান করে। মহিমা গায়ন করে। ওরা তো এটা জানেই না যে পতিত-পাবন হলেন এক বাবা-ই। এখন ক্রিসমাসে ক্রাইস্টকে কত মান্য করে। তাও গডফাদারকে স্মরণ করতে থাকে, বলে ও গডফাদার! ওঁনাকে আহ্বান করতে থাকে। ওরাও (খ্রিস্টানরা) এই নলেজ প্রাপ্ত করবে। বাবা তো বলতে থাকে যে চিত্র বানাও তাহলে বিদেশে পাঠাতে পারবো। অসীম সৃষ্টির কল্যাণের জন্য বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। বাবার বুদ্ধি চলতে থাকে। এই চিত্রগুলির গুরুত্ব খুব অল্প সংখ্যকেরই থাকে। বাবা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা এগুলি বানিয়েছেন। কত রিগার্ড থাকা দরকার, এর দ্বারাই তো কত ফার্স্টক্লাস সেবা হয়। ড্রামা অনুসারে যেমন কেউ তৈরী হবে যে চিত্র ইত্যাদি বানাবে। পরবর্তী সময়ে এমন বুদ্ধিমান বাচ্চারা তৈরী হবে যারা সেবাতে নতুন নতুন ইনভেনশন করতে থাকবে, যা দেখে হৃদয় খুশীতে ভরে উঠবে। ইংরাজি তো অনেকেই জানে, ভাষা কত অসংখ্য আছে। সকল দেশেই ইংরাজিতে কথা বলে এমন মানুষ অবশ্যই থাকে, সেইজন্য বাবাও ইংরাজি আর হিন্দিতেই নির্বাচন করেছেন। এক সময় সকল ভাষাতেই বের হবে। কাউকে বোঝানো হল খুবই সহজ। কিন্তু দেখা যায় যে কারোর বুদ্ধিতে বসে না তাহলে সে আর কি কাজ করবে! ধন আছে কিন্তু দান করে না তাহলে তাকে হতভাগ্য বলা হয়। এক কান দিয়ে শোনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। প্রত্যেককে নিজের উন্নতি খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে। সঙ্গে রঙে রঙীন হলে চলবে না। সার্ভিসে বিজি থাকতে হবে, না হলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। বাবা আমি গিয়ে অনেককে নিজের সমান বানানোর সার্ভিস করি, এইরূপ খেয়াল আসা উচিত। তাদেরকে বলা হয় সতোপ্রধান বুদ্ধি। তমোপ্রধান বুদ্ধি না নিজের, না অন্যদের খেয়াল করে, তাদেরকে অবুঝ বলা হয়। সতোপ্রধান বুদ্ধি হল বুঝদার। হিসাব-নিকেশও অনেকের অনেক কঠিন হয়। বুঝেও ফেঁসে থাকে। এই সময় তো রাত দিন সার্ভিসে লেগে থাকা উচিত। নিজেদেরই উপার্জন হবে। আমাকে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। না হলে কল্প-কল্পের জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রথমে নিজের কল্যাণ করবে তখনই তো অন্যদেরও করতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) জ্ঞান ধন দান করার জন্য হতভাগ্য হলে চলবে না। নিজের এবং অন্যদের উন্নতির জন্য যুক্তি বের করতে হবে।

২) মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য নিজে পড়তে হবে আর পড়াতে হবে। সার্ভিস আর পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। কঠোর হিসাব-নিকেশকে যোগবলের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* স্মরণ আর সেবার দ্বারা নিজের ভাগ্য রেখাকে শ্রেষ্ঠ থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ বানানো ভাগ্যবান ভব ব্রাহ্মণদের জন্ম-পত্রিকাতে তিন কাল-ই হল ভালোর থেকেও ভালো। যা হয়েছে তাও ভালো আর যা হচ্ছে সেটাও আরো ভালো, আর যা হতে চলেছে সেটা অতীব ভালো। সকলের ললাটে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানা আছে, কেবল স্মরণ আর সেবাতে সর্বদা বিজি থাকো। এই দুটি এমন ন্যাচেরাল (স্বাভাবিক) হবে যেমন শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাস ন্যাচারাল হয়। ভাগ্যবিধাতা বাবা স্মরণ আর সেবার এই বিধি এমনভাবেই তৈরী করেছেন যার দ্বারা যে যতখানি সম্ভব হবে ততটাই নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানাতে পারবে।

\*স্লোগানঃ:-\* সন্তুষ্টতার সীটে বসে পরিস্থিতির খেলা দেখাই হল সন্তুষ্টমণি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"অব্যক্ত বর্ষ উদযাপন অর্থাৎ সুসন্তান হয়ে প্রমাণ দেওয়া"

আজ অব্যক্ত বাবা তাঁর অব্যক্তমূর্তি বাচ্চাদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। অব্যক্ত অর্থাৎ ব্যক্ত ভাব থেকে পৃথক (ডিট্যাচ) আর অব্যক্ত বাবার সমান প্রিয়। সকল বাচ্চারা বিশেষ এই বর্ষ এই রকম বাবার সমান হওয়ার লক্ষ্য রেখে যথা শক্তি খুবই ভালো পুরুষার্থ করে চলেছে। লক্ষ্যের সাথে লক্ষণও ধারণ করে চলেছে। বাপদাদা সকল বাচ্চাদের পুরুষার্থ দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। প্রত্যেকে মনে করে এই সমান হওয়াই হলো স্নেহের প্রমাণ, সেইজন্য এই রূপ প্রমাণ যারা দিয়ে থাকে, সেই বাচ্চাদেরকে বলা হয় সুযোগ্য সন্তান। সুতরাং সুযোগ্য সন্তানদেরকে দেখে বাপদাদা খুশীও হন আর বিশেষ একস্ট্রা সহায়তাও প্রদান করেন।

যত বেশী সাহসী হয়ে ওঠে ততই স্বভাবতঃই বাবার পদমণ্ডল সহায়তার পাত্র হয়ে যায়। এই রকম পাত্র বাচ্চাদের লক্ষণ কেমন হয়ে থাকে? যেমন বাবার বিষয়ে গাওয়া হয়ে থাকে যে, বাবার ভান্ডারা সদা ভরপুর, সেই রকম সুযোগ্য সন্তানদের সদা সকলের হৃদয়ের স্নেহের আশীর্বাদে (দুয়া), সকলের সহযোগিতার অনুভূতিতে, সর্ব খাজানাতে ভান্ডারা ভরপুর থাকে। নিজের মধ্যে কোনো খাজানার অভাব অনুভব করবে না। সর্বদা তাদের অন্তরে এই গীত স্বতঃতই বাজতে থাকে - অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই আমাদের, বাবার বাচ্চাদের ভান্ডারাতে। তাদের দৃষ্টি থেকে, বৃত্তি থেকে, ভাইব্রেশন থেকে, মুখ থেকে, সম্পর্কের দিক থেকে তারা যে সদা ভরপুর আত্মা, এমনই অনুভব হয়। এই রকম বাচ্চারা সদা বাবার সাথেও আছে এবং সাথীও। এই দুই অনুভূতি 'সাথী' আর 'সাথ' স্বাভাবিকভাবেই বাবার সমান সাক্ষী অর্থাৎ সব কিছুই থেকে পৃথক আর প্রিয় বানিয়ে দেয়। যেমন ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে, বাবা আর তোমরা কস্মাইন্ড রূপে সদা অনুভব করেছো আর অনুভব করিয়েছেনও। কস্মাইন্ড স্বরূপকে কেউ আলাদা করতে পারে না। এই রকম সুযোগ্য বাচ্চারা সদা নিজেকে কস্মাইন্ড রূপে অনুভব করে থাকে। কোনও শক্তি নেই যা আলাদা করতে পারে।

যেমন সত্যযুগে প্রকৃতি দেবতাদের দাসী হয়ে থাকে অর্থাৎ সদা সময় মতো সহযোগী হয়ে থাকে, সেই রকমই সুযোগ্য বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতির কারণে সর্ব শক্তি আর সর্ব গুণ সময় মতো সদা সহযোগী থাকে অর্থাৎ সকল শক্তি গুলির, গুণ গুলির রাজ্য-অধিকারী থাকে। তার সাথে সাথে এই রকম সুযোগ্য সন্তানদের সেবার বিশেষ স্বরূপ কী থাকে? যেমন সকলে বাণীর দ্বারা বা মনের দ্বারা (মন্সা = মনের স্থিতির দ্বারা) সেবা করতে থাকে, সেইরকমই সেবা তারাও করে, কিন্তু তাদের বিশেষ সেবা হলো এটাই যে, সদা অন্য আত্মাদেরকে বাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া গুণ আর শক্তি গুলির দান নয়, বরং সহযোগ বা প্রাপ্তির অনুভব করানো। অজ্ঞানীদেরকে দান করবে আর ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে সহযোগ বা প্রাপ্তি করাবে। কারণ সবথেকে বড়'র থেকে বড় দান হলো গুণ-দান বা শক্তি গুলির দান।

নির্বলকে শক্তিবান বানানো এটাই হলো শ্রেষ্ঠ দান বা সহযোগিতা। তো এই রকম সহযোগিতা করতে জানো? নাকি নেওয়ার ব্যাপারেই ভেবে যাচ্ছো? এখনও পর্যন্ত নেওয়ার পক্ষে নাকি দাতার সন্তান দাতা হয়ে উঠেছো? নাকি কখনো কখনো নিয়ে থাকো, কখনো কখনো দিয়ে থাকো? দিতে শুরু করলে নেওয়া স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা বাবা সকলকে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন। কিছুই নিজের কাছে রাখেননি, সব দিয়ে দিয়েছেন। এখন কেবল যারা নিচ্ছে তারা তা ঠিকমতো সামলাতে পারছে কিনা আর কাজে ব্যবহার করতে পারছে কিনা সেটার অপেক্ষা। তো যত দিতে থাকবে ততই সম্পন্নতার অনুভব করতে থাকবে। এই রকম সুসন্তান তো তোমরা তাই না? 'সুপুত্র'র সারিতে রয়েছে নাকি সুপুত্র হওয়ার সারিতে রয়েছে? যেমন লৌকিকেও মা-বাবা বাচ্চাদেরকে নিজের হাতের উপরে নাচাতে থাকেন অর্থাৎ সদা আনন্দে খুশীতে রাখেন, উৎসাহ উদ্দীপনাতে রাখেন। সেইরকমই সুযোগ্য পুত্র সদা সকলকে উৎসাহ উদ্দীপনাতে নাচাতে থাকবে, উদ্ভৃতি কলাতে ওড়াতে থাকবে। সুতরাং এই বছর তোমরা অব্যক্ত বর্ষ পালন করছো। অব্যক্ত বর্ষ অর্থাৎ বাবার সুপুত্র হয়ে প্রমাণ দেওয়ার মতো যোগ্য হয়ে ওঠো। এই রকম প্রমাণ দেওয়া অর্থাৎ উদযাপন করা। অব্যক্তের অর্থই হলো ব্যক্ত ভাব আর ব্যক্ত ভাবনার থেকে উর্ধ্বে।

জীবনে উদ্ভৃতি কলা এবং অবনমন কলার আধার হলো এই দুটো বিষয়ই - (১) ভাবনা আর (২) ভাব। যদি কোনো কার্যে কাজটির প্রতি কিস্বা যে কাজটি করছে সেই ব্যক্তির প্রতি ভাবনা শ্রেষ্ঠ থাকে, তবে ভাবনার ফলও শ্রেষ্ঠ হয় আর তা

স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এক হলো সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা; দ্বিতীয় হলো সেই ব্যক্তি যেমনই হোক না কেন, সদা স্নেহ আর সহযোগ দেওয়ার ভাবনা; তৃতীয় হলো সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা; চতুর্থ হলো সেই ব্যক্তি যেমনই হোক, সদা আপন ভাবা আর পঞ্চম হলো এই সব গুলোর ফাউন্ডেশন আত্মিক-স্বরূপের ভাবনা। একে বলা হয় সং ভাবনা বা পজিটিভ ভাবনা। তো অব্যক্ত হওয়া অর্থাৎ এই সর্ব ভাবনা গুলি রাখা। এই সং ভাবনা গুলির বিপরীত যদি হয়, তবেই ব্যক্ত ভাব নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। ব্যক্ত ভাব এর অর্থই হলো এই পাঁচটি বিষয়ের নেভেটিভ অর্থাৎ বিপরীত স্থিতিতে থাকা। এর বিপরীতকে তো তোমরা নিজেরাই জানো, বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। যখন ভাবনা বিপরীত হয়ে থাকে তখন অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত থাকতে পারবে না।

মায়া'র প্রবেশের এটাই হলো বিশেষ দ্বার। যে কোনো বিপ্লবে চেক করো দেখবে তার মূল প্রীতি নয়, বরং তার বিপরীত ভাবনাই হয়ে থাকে। ভাবনা প্রথমে সংকল্পের রূপে হয়ে থাকে, তারপর বোল এ এসে থাকে আর এর পরে কর্মে আসে। যেমন ভাবনা হবে, কোনো ব্যক্তির প্রতিটি আচরণ বা তার বলা কথাকে নিজের সেই ভাব এর দৃষ্টিতেই দেখবে, শুনবে, সম্বন্ধে আসবে। ভাবনার দ্বারা ভাবও বদলে যায়। কোনো আত্মার প্রতি যদি কখনো ঈর্ষার ভাবনা হয় অর্থাৎ তাকে আপন মনে করার ভাবনা নেই, তখন সেই ব্যক্তির প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কথাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড (ভুল বুঝবে) এর ভাব এর উৎপত্তি হবে। সেই ব্যক্তি যদি ভালোও করে তবুও তোমার ভাবনা ভালো না হওয়ার কারণে তার সকল আচরণ আর সকল কথাই খারাপ বলে মনে হবে। তো ভাবনা ভাবকে বদলে দেয়। সুতরাং চেক করো যে, প্রত্যেকের প্রতি শুভ ভাবনা, শুভ ভাব থাকে? ভাব'কে বোঝার ক্ষেত্রে যদি তফাৎ হয়ে যায়, তবে 'মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং' মায়া'র দ্বার হয়ে যায়। অব্যক্ত স্থিতি বানানোর জন্য বিশেষতঃ নিজের ভাবনা আর ভাবকে চেক করো, তাহলে সহজ অব্যক্ত স্থিতির বিশেষ অনুভব করতে থাকবে।

কোনও কোনও বাচ্চারা অশুদ্ধ ভাবনা বা অশুদ্ধ ভাবের থেকে দূরেও থাকে। কিন্তু এক হলো শুভ ভাব আর শুভ ভাবনা; দ্বিতীয় হলো ব্যর্থ ভাব আর ভাবনা, তৃতীয় হলো সাধারণ ভাবনা বা ভাব, কেননা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সেবা-ভাব। তো সাধারণ ভাবনা বা ভাব। কারণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সেবা-ভাব। সুতরাং সাধারণ ভাবনা বা সাধারণ ভাব ক্ষতি সাধন করে না কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনের কর্তব্য হলো শুভ ভাবনার দ্বারা সেবা, সেটা তারা করতে পারে না। সেইজন্য ব্রাহ্মণ জীবনে যে সেবার ফল জমা হওয়ার বিশেষ বরদান আছে, তার অনুভব করতে পারবে না। তো সাধারণ ভাবনা আর ভাব'কেও শ্রেষ্ঠ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ ভাব-এ পরিবর্তন করো। চেক করলে তবেই চেঞ্জ করবে আর অব্যক্ত ফুরিস্তা বাবার সমান সহজেই হয়ে যাবে। তাহলে বুঝতে পেরেছো, অব্যক্ত বর্ষ কীভাবে উদযাপন করতে হবে?

'শুভ ভাবনা' হলো মনের দ্বারা সেবার (মন্সা সেবা) অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাধন (পদ্ধতি) আর 'শ্রেষ্ঠ ভাব' হলো সম্বন্ধ-সম্পর্কে সকলের প্রিয় হওয়ার সহজ সাধন। যে সদা সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করে, সে-ই মালার সমীপ দানা হতে পারে। কেননা মালা হলো সম্বন্ধ-সম্পর্কে সমীপ আর শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন। কোনো ব্যক্তি যে ভাব থেকেই বলুক বা চলুক না কেন, তোমরা সর্বদা সকলের প্রতি শুভ ভাব, শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করো। যারা এতে বিজয়ী হয়, তারাই মালাতে গাঁথা হওয়ার অধিকারী হয়। হয়তো সে সেবার ক্ষেত্রে ভাষণ করতে পারে না, প্ল্যান বানাতে পারে না, কিন্তু যে প্রত্যেকের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে শুভ ভাব রাখতে পারে, তবে এই 'শুভ ভাব' সূক্ষ্ম সেবা-ভাব'এ জমা হয়ে যাবে। এই রকম শুভ ভাব যাদের থাকে, তারা সকলকে সুখ দেবে, সুখ নেবে। তো এটাও হলো সেবা আর এই সেবা-ভাব সামনের দিকে নম্বর নেওয়ার অধিকারী বানিয়ে দেবে। সেইজন্য মালার দানা হয়ে যাও। বুঝেছো? কখনোই এই রকম ভাববে না যে আমি তো ভাষণ দেওয়ার চাক্সই পাইনা, বড় বড় সেবার চাক্স পাইনা। কিন্তু এই সেবা-ভাব এর গোল্ডেন চ্যাম্পেলার এর লাইনে এসে যাবে অর্থাৎ বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে। সেইজন্য এই বছর বিশেষ ভাবে এই 'শুভ ভাবনা' আর 'শ্রেষ্ঠ ভাব' ধারণ করার বিশেষ অ্যাটেনশান রাখবে।

অশুভ ভাব আর অশুভ ভাবনাকেও নিজের শুভ ভাব আর শুভ ভাবনার দ্বারা পরিবর্তন করতে পারো। আগেও বলেছিলাম না যে, গোলাপ ফুল দুর্গন্ধযুক্ত খাদ এর থেকে সুগন্ধকে ধারণ করে সুগন্ধি গোলাপ হয়ে যেতে পারে। তাহলে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা অশুভ, ব্যর্থ, সাধারণ ভাবনা আর ভাবকে শ্রেষ্ঠত্বে বদলে দিতে পারবে না? নাকি বলবে কী করবো? সেটাকে বলা হবে অশুভ ভাবনা, আমার প্রতি এর মনের ভাব'ই খারাপ, আমি কি করবো? এই রকম কথা বলবে না, তাই না? তোমাদের তো টাইটেলই হলো বিশ্ব-পরিবর্তক। যখন প্রকৃতিকে তমোগুণী থেকে সতোগুণী বানাতে পারো, তাহলে আত্মাদের ভাব আর ভাবনার পরিবর্তক হতে পারবে না? তো এই লক্ষ্য বাবার সমান অব্যক্ত ফুরিস্তা হওয়ার লক্ষণ সহজে এবং স্বভাবতঃই নিয়ে আসবে। বুঝেছো? কীভাবে অব্যক্ত বর্ষ উদযাপন করতে হবে? উদযাপন করা অর্থাৎ

তৈরী হয়ে যাওয়া, এটাই হলো ব্রাহ্মণদের ভাষার নীতি (সিদ্ধান্ত)। তৈরী হয়ে উঠতে হবে (কর্মাভীত/সম্পন্ন) নাকি কেবল উদযাপনই করবে? তো ব্রাহ্মণদের মধ্যে বর্তমান সময়ে এই পুরুষার্থের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আর এই সেবা মালার দানকে সমীপে নিয়ে এসে মালাকে প্রকাশিত (প্রসিদ্ধ) করাবে। মালার দানা আলাদা আলাদা ভাবে তৈরী হচ্ছে। কিন্তু মালা অর্থাৎ প্রতিটি দানার কাছাকাছি আসা। তো এই দুটি বিষয় হলো দানার সাথে দানার সমীপতার সাধন (উপায়)। একেই বলা হয় সুপুত্র অর্থাৎ যারা প্রমাণ দেখায়। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল স্নেহের প্রমাণ দেখানো সুযোগ্য বাচ্চাদেরকে, সদা বাবার সমান ফরিস্তা হওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকা আত্মাদেরকে, সদা সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাবনা আর শ্রেষ্ঠ ভাব রেখে থাকা বিজয়ী আত্মাদেরকে, সদা প্রতিটি আত্মাকে শ্রেষ্ঠ ভাবনার দ্বারা পরিবর্তন করতে পারা বিশ্ব-পরিবর্তক আত্মাদেরকে, সদা বিজয়ী হয়ে বিজয় মালাতে সমীপে আসা বিজয়ী রত্নদেরকে বাপদাদার অব্যক্ত বর্ষের অভিনন্দনের সাথে সাথে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎ -

জানকী দাদীর প্রতি : - নিজের সাহস আর সকলের সহযোগের প্রার্থনা বা আশীর্বাদ শরীরকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সময় মতো শরীরও সহযোগিতা করছে। একে বলা হয় এক্সট্রা প্রার্থনা বা আশীর্বাদের সহযোগ। তো বিশেষ আত্মাদের এই এক্সট্রা সহযোগ প্রাপ্ত হয়ই। শরীরকে একটু রেস্টও দিতে হয়। যদি তা না দেওয়া হয়, তবে শরীরও গোলমাল করতে থাকে। যেমন যার যেটা প্রয়োজন তাকে তো তোমরা সেটা দিয়ে থাকো, তাই না? কারো শান্তি চাই, কারো সুখ চাই, কারো সাহস চাই, তো দিয়ে তো থাকো, তাই না? তো শরীরেরও যেটা চাই সেটা দাও। এরও তো কিছু চাই, তাই না? কেননা এই শরীরও হলো বাবার গচ্ছিত সম্পদ! এরও দেখাশোনা করতে হবে। অত্যন্ত সাহসের সাথে একে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর চলতেও হবে। সময় মতো আবশ্যিকতা অনুসারে যেমন শরীর তোমাকে সহযোগ দিচ্ছে, সুতরাং তুমিও একটু-আধটু একে সহযোগিতা করো। এ বিষয়ে তো নলেজফুল তুমি। বেশ ভালো। কেননা এই শরীরের দ্বারাই অনেক আত্মাদের কল্যাণ হবে। কেবলমাত্র তোমাদের সাথে এর অনুভবই তাদেরকে অনেক বড় বড় সহায়তার অনুভব করাবে। তোমার উপস্থিতিই সেবায় উপস্থিত থাকার কাজ করে। স্থূল সেবা যদি নাও করো, কিন্তু উপস্থিত হলেই উপস্থিতি হয়ে যায়। এক সেকেন্ডও তো সেবা ছাড়া থাকতে পারো না, আর না থাকো। সেইজন্য সেবার জমার খাতা জমা হয়েই চলেছে। অত্যন্ত ভালো ভূমিকা পালন করে চলেছো, পালন করেও চলবে। সুন্দর পার্ট পেয়েছো, তাই তো? এত সুন্দর পার্ট ড্রামার অনুসারে আশীর্বাদের (দুয়ার) কারণ হয়ে গেছে। এই ব্রাহ্মণ জন্মের আদি থেকে সংস্কার 'করুণার' (রহমদিল) আর 'সহযোগের ভাবনা'র এ হলো ফল। শরীরের দিক থেকে হোক কিম্বা মনের দিক থেকে করুণা আর সহযোগিতার ভাবনার পার্ট আদি থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। সেইজন্য তার ফল সহজেই প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। শারীরিক ভাবে সহযোগিতার সেবাও অন্তর থেকে করেছো, সেই কারণে শরীরের আয়ু দুয়ার দ্বারাই এগিয়ে চলেছে। আচ্ছা!

দাদী জীর (প্রকাশমণি দাদী) প্রতি : - আচ্ছা, সার্ভিস করে এসেছো! এই ড্রামাও সহযোগী হয়ে যায় আর এই শুভ ভাবনার ফল আর বল প্রাপ্ত হয়। সংগঠিত রূপে শুভ ভাবনা এই ফল প্রদান করে। সুতরাং ভালো ছিল আর আরোও আরও ভালোই হতে থাকবে। এখন তো আরও অব্যক্ত স্থিতির দ্বারা বিশ্বের আত্মাদেরকে আর সেবাকে এগিয়ে যাওয়ার বল প্রাপ্ত হবে। কেবল ব্রাহ্মণদের দূচ পরিবর্তনের জন্য বিশ্ব পরিবর্তন থেমে রয়েছে। ব্রাহ্মণদের পরিবর্তন কখনো পাওয়ারফুল হয়, কখনো হাল্কা হতে থাকে। তো এই অস্থিরতাও কখনো জোরদার হতে থাকে, কখনো টিলা হয়ে যায়। সম্পন্ন হয় তো এই ব্রাহ্মণরাই। আচ্ছা!

চন্দ্রমণি দাদীর প্রতি : - অসীম জগতের চক্রবর্তী হয়ে গেছো, আজ এখানে, কাল ওখানে! তো একেই বলা হয় বিশ্বের আত্মাদের সাথে স্বতঃত আর সহজ সম্বন্ধ বৃদ্ধি হতে থাকা। বিশ্বে রাজত্ব করতে হবে, বিশ্ব কল্যাণকারী তোমরা, তাই কোণে কোণে পা তো রাখা উচিত তাই না? সেইজন্য দেশ-বিদেশের চান্স এসে যায়। প্রোগ্রাম যদি নাও বানাও কিন্তু এই ড্রামার অনুসারে সঙ্গমের সেবা ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করছে। সেইজন্য বেহদের সেবা আর বেহদের সম্বন্ধ-সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। স্টেটের রাজা নয়, বিশ্বের হতে হবে! পাঞ্জাবের রাজা তো হবে না! সে তো নিমিত্ত মাত্র ডিউটি, ডিউটি মনে করে পালন করছো। তাছাড়া তোমাকে যদি অর্ডার দেওয়া হয় মধুবননিবাসী হতে, তখন কি ভাবতে থাকবে যে, তাহলে পাঞ্জাবের কি হবে? না। যতক্ষণ পর্যন্ত যেখানকার ডিউটি, সেখানে সেটা খুব ভালো ভাবেই পালন করতে হবে।

জানকী দাদীর প্রতি : - এখন যদি বলা হয় যে, তুমি ফরেন থেকে এখানে এসে যাও, তাহলে এসে বসে যাবে তো না? বাবা তোমাদেরকে পাঠান, তুমি নিজে থেকে তো যাচ্ছো না! সেইজন্য সব কিছুর থেকে তুমি পৃথকও আর সেবার ক্ষেত্রে প্রিয়ও। দেশ আর ব্যক্তিদের প্রিয় নয়, সেবার প্রিয়। আচ্ছা! সবাইকে স্মরণ জানাবে, অব্যক্ত বর্ষের অভিনন্দন জানাবে।

\*বরদান:-\* জ্ঞানকে লাইট আর মাইটের রূপ ধরে সময় মতো কার্যে ব্যবহারকারী জ্ঞানী তু আত্মা ভব  
জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ আর নলেজ ইজ লাইট, মাইট বলা হয়। যখন লাইট অর্থাৎ আলোক রয়েছে যে, এটা রং, এটা হল রাইট, এটা হলো অন্ধকার, এটা প্রকাশ, এটা ব্যর্থ, এটা হলো সমর্থ, তো লাইট আর মাইটে সম্পন্ন আত্মা কখনো অন্ধকারে থাকতে পারে না। যদি অন্ধকার রয়েছে বুঝতে পেরেও অন্ধকারে থাকে, তবে তাকে জ্ঞানী বা বোধসম্পন্ন বলা যাবে না। জ্ঞানী (তু) আত্মা কখনো রং (ভুল) কর্মের, সংকল্পের বা স্বভাব-সংস্কারের বশীভূত হতে পারবে না।

\*স্লোগান:-\* হীরো পার্ট প্লে করার জন্য জিরো বাবার সাথে কন্সাইন্ড হয়ে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যত জ্ঞানের দান করবে, ততই সম্পদ ভরপুর হতে থাকবে, বিচার সাগর মন্ডনও চলতে থাকবে, সুন্দর ধারণা হবে"

\*প্রশ্ন:- যেই আত্মাদের ভাগ্যে অসীম জগতের সুখ প্রাপ্তি নেই, তাদের নিদর্শন কি হবে?

\*উত্তর:- তারা এই জ্ঞান শ্রবণ করবে কিন্তু এমনভাবে শ্রবণ করবে যেন উল্টো ঘড়া। বুদ্ধিতে কিছুই বসবে না। তারা ভালো - ভালো করবে, মহিমা করবে। তারা বলবে - হ্যাঁ, এ সবাইকে শোনানো উচিত, এই মার্গ খুবই সুন্দর কিন্তু নিজেরা সেই পথে চলবে না। বাবা বলেন, এও ভাগ্য। বাচ্চারা তোমাদের কর্তব্য হলো সার্ভিস করা। তোমরা হাজার জনকে শোনাতে থাকো। প্রজাও তো তৈরী হয়। মা - বাবার মতো অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণের পুরুষার্থ করো। এই জ্ঞান ধারণ করে সবাইকে নিজের সমান বানাতে থাকো।

\*গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি। ভাগ্য সর্বদা দুই প্রকারের হয়। এক ভালো আর দ্বিতীয় হলো মন্দ। এক সুখের আর দ্বিতীয় হলো দুঃখের। ভারতের যেমন সুখের ভাগ্যও ছিলো, তেমনই দুঃখের ভাগ্যও ছিলো। ভারতই সুখধাম ছিলো, আবার ভারতই এখন দুঃখধাম। বাড়ি নতুন হলে ভালো ভাগ্য। আর পুরানো হলে মন্দ ভাগ্য। ভারতই প্রথমে নতুন ছিলো, এখন তা আবার পুরানো হয়ে গিয়েছে। বাচ্চারা, এই কথাও তোমরাই বুঝতে পারো, দুনিয়া জানে না। তোমাদের ধ্যান এইদিকে আকর্ষণ করানো হয় যে বাচ্চারা, তোমরা কতো ভাগ্যবান ছিলে। দেবী - দেবতা বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন আর নেই। ভালো ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে এখন মন্দ হয়ে গেছে। ভালো ভাগ্য কিভাবে আর কখন হয়, এ বোঝার মতো কথা। বোঝান একমাত্র অসীম জগতের পিতা। ভারতের উচ্চ ভাগ্য কখন ছিলো? যখন স্বর্গ ছিলো। মন্দ ভাগ্য হলো এখন। মানুষ গেয়েও থাকে -- হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাদের পবিত্র ভাগ্য বানাও। ভারত যখন পাবন ছিলো তখন সকলের খুব জোরদার ভাগ্য ছিলো। এখন সেই ভারতই পতিত, কেননা সকলেই বিকারী। বিকারী আর নির্বিকারী, দুইরকম হয়। আমরা যদি এই সময় নির্বিকারী হতে পারি তাহলে দেবতা হতে পারবো। এখন মানুষ বাবাকে ডাকতে থাকে। কুস্তুর মেলায়ও অবশ্যই গেয়ে থাকে -- পতিত পাবন সীতারাম। পতিত - পাবনী নদী তো আর নেই। মানুষের ভাগ্য যখন মন্দ হয় তখন কতো পাথর বুদ্ধির হয়ে যায়। এ হলো সুখ - দুঃখের খেলা। দুঃখ কে দেয়? সুখ কে প্রদান করে? দুটি চিত্রই সকলের পরিচিত। সুখের জন্য মানুষ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। হে দুঃখহর্তা সুখকর্তা। তাই এতে সিদ্ধ হয় যে, বাবা কখনোই দুঃখ দেন না। ওরা মনে করে, ভগবানই দুঃখ - সুখ দুই-ই দেন। পাই পয়সার কথাও কেউ বুঝতে পারে না। বাবা এখন তোমাদের পরশ বুদ্ধির বানিয়েছেন। তিনি বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন। তোমরা জানো যে, সৃষ্টির এই চক্র ঘুরতেই থাকে। সৃষ্টি যখন পুরানো হয় তখন সেখানে দুঃখ থাকে। তোমরা এখন তৃতীয় নয়ন পেয়েছো। তোমরা সকলকে বোঝাতে পারো, যেখানে তোমরা গেয়ে থাকো - পতিত পাবন এসো, তখন আবার কেন নদীর ধারে এসে বসেছো? এই যজ্ঞ - তপ ইত্যাদি করা, বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করা, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের। বাবা বলেন - এর দ্বারা আমাদের প্রাপ্ত করা যায় না। তোমাদের ভক্তি যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন আমি এসে সঙ্গতি প্রদান করি। যোগেরও জ্ঞান প্রয়োজন। পাবন হওয়ার জন্যও জ্ঞানের প্রয়োজন। শাস্ত্র পড়লে তো পবিত্র হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। বিবেক বলে যে, ভারত যখন পাবন ছিলো, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো তখন অনেক ধনবানও ছিলো। এমন ধনবান আর পবিত্র কে বানিয়েছেন? গঙ্গা স্নান করে কি এমন হয়েছে, নাকি শাস্ত্র পড়ে এমন হয়েছে? এ তো তোমরা করেই এসেছো, তবুও মানুষ ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন এসো। পতিত দুনিয়ার সময় যখন সম্পূর্ণ হবে তখনই পতিত পাবন বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করবেন। পাবন দুনিয়া হলো সত্যযুগ, পতিত দুনিয়া হলো কলিযুগ। এ কেউই বোঝে না যে, পতিত পাবন একই পরমাত্মা। মানুষ গেয়ে থাকে - পতিত পাবন সীতারাম - এর অর্থও বাবাই বোঝান যে, সকল সীতাদের রাম হলেন এক পরমাত্মা। বলা হয় - সকলের দাতা রাম। কীসের দাতা? এও মানুষ বুঝতে পারে না। বাবা বোঝান, সকলের দাতা রাম তো এক নিরাকার পিতাই। বুদ্ধিতে একদম তালা লেগে আছে। বুদ্ধিতে বসেই না। সত্যযুগে সবাই পারশ বুদ্ধির, নামই হলো পারশনাথ, পারশপুরী। বাচ্চারা, তোমরাও এই সময় পারশনাথ তৈরী হচ্ছে। আত্মা গোন্ডেন এজের তৈরী হয়। এখন আয়রন এজের বুদ্ধি। গোন্ডেন এজের বুদ্ধি সুখের হয় আর আয়রন এজের বুদ্ধি দুঃখের হয়। মানুষ বিশ্বের পিছনে হারান হয়। পবিত্র হওয়ার কারণে দেখা কতো হাঙ্গামা করে। কংস, জরাসন্ধ, দুঃশাসন, সুর্পণখার গায়নও আছে। এ সবই অতীতের ঘটনার

গায়ন । অবশ্যই এ'সব হলো সঙ্গম যুগের গায়ন । প্রতিটি ঘটনাই সঙ্গম যুগের গায়ন । বাবা বলেন - আমিও পতিতকে পবিত্র করার কারণে একবারই আসি । তোমরা জানোই যে, বাবার কাজই হলো পতিতকে পাবন বানানো । বাবা যখন রচয়িতা তখন অবশ্যই নতুন রচনাই করবেন । রাবণ পতিত তৈরী করে । বাবা পাবন তৈরী করেন । তাঁর যথার্থ নাম হলো শিব । মানুষ শিবরাত্রিও পালন করে । রাত্রির অর্থও তোমরাই বুঝতে পারো । বাবা তখনই আসবেন যখন ভক্তি অর্থাৎ রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন হবে ।

বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হও । এখন হলো ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় । সত্যযুগ ছিলো, আবার এই চক্র রিপিট হবে । আমি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানাই । দেবতারোও মানুষই ছিলো আর অন্য কোনো তফাৎ নেই । কেবল তারা সুন্দর অর্থাৎ পাবন আর এখানকার মানুষ অসুন্দর অর্থাৎ পতিত । ভারত ছিলো গোল্ডেন এজের, আর এখন আয়রন এজের । আত্মার মধ্যে খাদ জমা হয়ে গেছে, যা যোগ অগ্নির দ্বারা দূর হবে । আগে মানুষ 'মন্মনাভব' শব্দটি পড়তো কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝতে পারতো না । তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে হবে, কিন্তু তাঁর রূপ সম্বন্ধে কেউই জানে না তাই যোগ কীভাবে লাগতে পারে? মানুষ বলে, পরমপিতা নাম - রূপের উর্ধে, তাহলে যোগ কার সঙ্গে যুক্ত করবে ? ভগবান উবাচঃ -- 'মন্মনাভব ।' দেহের বোধ ত্যাগ করো, নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মার রূপ কি ? বলা হয়, আত্মা হলো স্টারের মতো, ব্রুকুটির মধ্যে বিরাজ করে । তাহলে আত্মার পিতাও এমনই হবেন । তাঁকে আবার নাম - রূপ থেকে পৃথক বলে দেয় । বাবাকে বলে থাকে, ঈশ্বর ব্রহ্ম, অথও জ্যোতি তত্ত্ব । ব্রহ্ম তো অন্তহীন হয়ে গেলো । আকাশের যেমন কোনো অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না । আত্মা, কোনো ভাবে যদি অন্ত পাওয়াও যায় কিন্তু তাতে তো কেউ মুক্তি - জীবনমুক্তি পাবে না । মুক্তি - জীবনমুক্তির অর্থও তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো । দুনিয়া তো কিছুই জানে না । মানুষ গেয়েও থাকে জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । তিনি সত্য, চৈতন্য, পতিত পাবন তাহলে অবশ্যই তিনি পতিত দুনিয়াতেই আসবেন । তোমরা বোঝাতে পারো, যখন জ্ঞান থাকবে তখন ভক্তি থাকতে পারে না । জ্ঞান হলো দিন, সত্যযুগ আর ত্রেতা । ভক্তি হলো রাত । জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা, নাকি (গঙ্গার) জল -- এ কথা সবাইকে বোঝাতে হবে । সম্পূর্ণ ভারতকে কীভাবে খবর দিতে হবে তারজন্য বাবা খুব ভালো ভালো উপায় বলে দেন । বাস্তবে তো আত্মা আর পরমাত্মার মেলারই মহিমা আছে । পরমাত্মা তো একই । পরমাত্মা সর্বব্যাপী -- এমন কোনো কথা হতে পারে না । বাবা এসেই সবাইকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন । দুঃখে তো সবাই স্মরণ করে । কতো চিৎকার করতে থাকে । জিজ্ঞেস করো, এইসব কবে থেকে করছো ? তখন বলবে, পরম্পরা ধরে । তাহলে তো পবিত্র কেউই হয় নি কিন্তু পতিত হয়ে গেছে ।

তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত জ্ঞান ভরপুর হয়ে আছে । জ্ঞানকে বলা হয় ব্রহ্মার দিন । বিষ্ণুর দিন বলা হয় না, কেননা জ্ঞান এখনই প্রাপ্ত হয় । দিনে দিনে পয়েন্টস স্বচ্ছ হচ্ছে । জীবনমুক্তি হলো এক সেকেন্ডের কথা, তবুও বলে থাকে জ্ঞানের সাগর, যতই লিখতে থাকো, শেষ হবে না । বাবা যখন বুঝিয়ে সব সম্পূর্ণ করেন তখন পরীক্ষাও সম্পূর্ণ হয়ে যায় । শুরু থেকে তোমরা কতো শুনে এসেছো । গীতা তো সম্পূর্ণ ছোটো আকারে করে দিয়েছে । এখানে কতো জ্ঞানের কথা আছে । বোঝানোও খুবই সহজ । সত্যযুগে অবশ্যই এক ধর্ম ছিলো । এখন তো কতো ধর্ম । কতো হাঙ্গামা । নিজেদের মধ্যেই বিরোধ হয়ে গেছে । যখন এক ধর্ম ছিলো তখন লড়াই ইত্যাদির কোনো নামও ছিলো না, সুখই সুখ ছিলো । এই চক্রের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, তোমরা কীভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো । এই চক্র রিপিট হতে থাকে । এখন তোমরা যোগবলের দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী হচ্ছে । তোমরা এখন আস্তিক হয়েছো । ত্রিকালদর্শীও হয়েছো । দুনিয়াতে আর কেউই রচয়িতা আর রচনাকে জানে না । তোমরা বাচ্চারা জানো কিন্তু ধারণ করে অন্যদের বোঝায় না তাই পয়েন্টস ভুলে যায় । একটি পয়েন্ট বুদ্ধিতে বসে না তাহলে অন্য পয়েন্ট কিভাবে বসবে । দান করতে থাকলে সম্পদ ভরপুর হতে থাকবে । বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকবে যে কাকে কীভাবে বোঝাবো । ভক্তির মহিমা তখন থাকে যখন জ্ঞান থাকে না । যারা সার্ভিসে থাকে তাদের বুদ্ধিতে এই নেশা থাকে । নশ্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই । মহারথী সেই হয় যে অন্যকে নিজের সমান বানাতে থাকে । নিজে জ্ঞান ধারণ করে । পদও সে তেমনই প্রাপ্ত করে । এই পরিশ্রম সম্পূর্ণভাবে গুপ্ত । তোমরা বাবার হয়েছো তাই বুঝতে পারো যে, বাবার থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো । ওখানে রাবণ থাকে না । রাবণের রাজ্যই পৃথক আর রামের রাজ্যও পৃথক । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি সবই এই সময়ের কথা । সে'সব হলো পুতুল খেলা । বাবা বোঝান যে, এই সময় সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ হলো তমোপ্রধান । সবই শেষ হওয়ার সময় । তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্য আছে । বাবা বোঝানোর জন্য কতো উপায় বলতে থাকেন । বুঝবেও কোটিতে কয়েকজন, এখন তো চারা লাগছে । যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা সবাই বেড়িয়ে আসবে । হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে হলো দেবী - দেবতা ধর্মের । তোমাদের বোঝাতে

হবে, ভারতবাসীরা দেবী - দেবতা ধর্মের মূল বা আদি। তোমরা দেবী - দেবতাদেরই পূজো করো। তোমাদের ধর্মই হলো দেবতা ধর্ম। প্রথমে তোমরা দেবতা ছিলে তারপর তোমরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছো। এখন তোমরা আবার ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতা হও। আমরা ভারতবাসীদের বোঝাবো। এখন চারাগাছ লাগানো হচ্ছে। বাবা বসে বোঝান, আমি কীভাবে শূদ্র থেকে কনভার্ট করি। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর আবার দেবতা হবে। এ কতো সহজ - সুন্দর বোঝানো। তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, শাস্ত্র পড়েছো? তখন বলো, ভক্তিমার্গে সবাই শাস্ত্র পাঠ করে কিন্তু সন্নতি তো বাবা এসেই করেন, তাই তো তোমরা ডেকে থাকো যে, হে পতিত পাবন, এসো। যুক্তির সঙ্গে বোঝাও তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে। বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের মধ্যে সাহস থাকা চাই। ডামা তোমাদের দিয়ে সার্ভিস করাবে -- এমনটা দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব কল্পেও ইনি এই পুরুষার্থ করে এই পদ প্রাপ্ত করেছিলেন, বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার উত্তরাধিকার যখন পাচ্ছি, তখন আমরা রাবণের সম্পদে কেন হাত দেবো? আমরা কেন মিষ্টি হয়ে যাই না? আমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। এ হলো রাজযোগ - নর থেকে নারায়ণ হওয়ার অর্থাৎ রাজস্ব প্রাপ্তির যোগ।

বাবা বলেন, আমি কল্প - কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। এ হলো চড়তি কলার যুগ। বাকি সবই হলো অবতরণ কলার যুগ। উত্তরণ কলা আর অবতরণ কলা হয়। এই চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবা বসে বাচ্চাদের (আত্মাদের) বলেন - আমাকে স্মরণ করো। এই অস্ত্রিম জন্ম পতিত হয়ো না তাহলে আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাবো। তোমরা কি আমার কথা শুনবে না? তাহলে তোমরা তো অসীম জগতের সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে না। তোমরা এই জন্ম তো পবিত্র হও। আমি গ্যারেন্টি করছি যে, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাবো। বাবার কথাও কি তোমরা মানবে না? যারা ফুল (পুষ্প) তৈরী হবে তাদের তৎক্ষণাৎ তীর বিদ্ধ হবে। ভাগ্যে না থাকলে এমনভাবে শুনবে যেন, উল্টো ঘড়া। প্রদর্শনীতে তোমরা কতজনকে বোঝাও, তারা ভালো - ভালো বলতে থাকে। তারা বলবে, এই মার্গ খুবই সহজ, কিন্তু নিজেরা কিছুই করবে না। কেবল মহিমা করলো, অন্যদের বললো, এ খুবই ভালো কিন্তু নিজেরা এই পথে চললো না -- এতে আর কি হলো! ওরা বলবে, ভাগ্যে নেই। এরা প্রজাতে আসবে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে সার্ভিসের শখ থাকা চাই। হাজার হাজার জনকে শোনাতে হবে। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য মা - বাবার সমান পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য অত্যন্ত মিষ্টি, সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। রাবণের সম্পদে হাত দিও না।

২) নলেজ ধারণ করে রুহানী নেশাতে থেকে সার্ভিস করতে হবে। অসীম জগতের সুখ প্রাপ্ত করার জন্য বাবার প্রতিটি নির্দেশ মেনে সেই পথে চলতে হবে।

\*বরদান:-\* অ্যাটেনশনের (মনোযোগ) বিধির দ্বারা মায়ার ছায়া থেকে নিজেকে সেফ (সুরক্ষিত) রেখে অস্থির পরিস্থিতিতেও অচল ভব  
বর্তমান সময় প্রকৃতির তমোগুণী শক্তি আর মায়ার সূক্ষ্ম রয়্যাল বুদ্ধির শক্তি নিজের কার্য তীব্রগতির সাথে করে চলেছে। বাচ্চারা প্রকৃতির ভয়াবহ রূপকে জেনে যায় কিন্তু মায়ার অতি সূক্ষ্ম স্বরূপকে জানতে ধোঁকা খেয়ে যায়। কেননা মায়া ভুলকেও সঠিক অনুভব করায়, অনুভবের শক্তিকে সমাপ্ত করে দেয়, মিথ্যাকে সত্য সিদ্ধ করাতে হুঁশিয়ার বানিয়ে দেয়। তাই "অ্যাটেনশন" শব্দটিকে আন্ডারলাইন করে মায়ার ছায়া থেকে নিজেকে সেফ রাখো আর অস্থির পরিস্থিতিতেও অচল থাকো।

\*স্লোগান:-\* প্রতিটি সঙ্কল্পে যদি উৎসাহ - উদ্দীপনা থাকে তাহলে সঙ্কল্পের সিদ্ধি হয়েই আছে।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ৩ পিতার রহস্য সকলকে গল্পের মতন করে শোনাও, অসীম জগতের পিতাকে জেনে যতক্ষণ না পর্যন্ত পবিত্র হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না"

\*প্রশ্ন:- বাবা হলেন একদমই নতুন, তিনি তোমাদের নিজের নতুন কোন্ পরিচয় দিয়েছেন?

\*উত্তর:- বাবাকে মানুষ হাজার হাজার সূর্যের সমান তেজময় বলেছে কিন্তু বাবা বলেন আমি হলাম বিন্দু। তাহলে বাবা হয়ে গেলেন নতুন, তাই না ! প্রথমেই যদি বিন্দুর সাক্ষাৎকার হয়ে যেত তাহলে কেউ মানতই না, সেইজন্য যার যেমন ভাবনা হয় তার তেমনই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়।

\*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । নিরাকার ভগবানুবাচ, কেবল ভগবানুবাচ বললে কৃষ্ণের নাম স্মরণে চলে আসে কারণ আজকাল সকলেই ভগবান হয়ে গেছে। সেইজন্য নিরাকার শিব ভগবানুবাচ বলা হয়। গডফাদার বলা হয়ে থাকে। নিরাকার ভগবানুবাচ, কাদের উদ্দেশ্যে ? নিরাকার বাচ্চাদের, আত্মাদের উদ্দেশ্যে। আধ্যাত্মিক ভগবানুবাচ বা ঈশ্বরের উবাচ -- এই শব্দটি শোভনীয় নয়। নিরাকার ভগবানুবাচ শোভনীয়। প্রতিমূহুর্তে তো আর বলবেনা। এ হলো অত্যন্ত গুপ্ত। এঁনার চিত্র বের করতে পারেনা। বিন্দু বানিয়ে ভগবানুবাচ লিখলে তখন কেউ মানবে না। ভগবানের যথার্থ নাম, রূপ, দেশ, কাল কেউ জানেই না। যদি বাবাকে জেনে যায় তাহলে রচনাকেও জেনে যাবে। কিন্তু তাদের না জানাই ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, তবেই তো পুনরায় বাবা এসে আপন পরিচয় দেবেন। বাবা বলেন - যখন আমার ভূমিকা হয় পতিতদেরকে পবিত্র করার, তখনই এসে আমি নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করি। পুরানো দুনিয়ায় বসবাসকারী মানুষেরা নতুন দুনিয়ায় বসবাসকারী মানুষদের পূজা করে। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হবে। যেমন ঋষি-মুনি প্রভৃতির সকলেই বলে, আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না, তাহলে তোমরা কোথা থেকে জেনেছো? যদি তোমরা বাবাকে আর রচনাকে জানো তাহলে আমাদের নলেজ দাও। কখনো কেউ দিতে পারেনা, অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা জানো অসীম জগতের পিতা এসেছেন, নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার অথবা সুখ প্রদান করতে। তাহলে অবশ্যই দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যাবে। ও'টা হলো সুখধাম, এ'টা হলো দুঃখধাম। এখন এই দুঃখধামের বিনাশ হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়াই এখন পুরোনো হয়েছে, পুনরায় নতুন হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ, পুরোনো দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই অল্পসংখ্যক মানুষের প্রয়োজন। সত্যযুগে একটিই ধর্ম ছিল। এইসময় তো অনেক ধর্ম, দুঃখ রয়েছে। সুখের থেকে দুঃখ, দুঃখ থেকে পুনরায় সুখ আসে। এই খেলা নির্ধারিত হয়েই রয়েছে। দুঃখ কে দেয়, তা কারো জানাই নেই। রাবণকে মায়া বলা হয়। ধনসম্পদকে মায়া বলা হয় না। বিকারী মানুষ জানে যে দেবতারা নির্বিকারী হয়। কিন্তু তাদের বিকারের নেশা চড়ে থাকে, দেবতাদের থাকে নির্বিকারীভাবের নেশা। সেখানে কেউই অপবিত্র হয় না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে সঙ্গমেই পবিত্রতার রহস্য বোঝানো হয়ে থাকে। তোমাদের আবার অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। বাবা তো সমগ্র দুনিয়াকেই বসে বোঝাবেন না। বাচ্চাদেরকেই বোঝাতে হবে কিন্তু বোঝানোর জন্য সঠিক যুক্তি চাই। সকলকে বলা যে ভারত স্বর্গ, নতুন দুনিয়া ছিল এখন তা পুরোনো হয়ে গেছে। রচয়িতা তো হলেনই বাবা। তিনি স্বয়ং বলেন -- আমি ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করি। বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট (দোক) করি। ব্রহ্মার নামই হলো প্রজাপিতা। তাহলে অবশ্যই এত এত বাচ্চাদের অ্যাডপ্টই করবেন। যেমন সল্যাসীরা ফলোয়ারদের অ্যাডপ্ট করে। পুরুষ স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে যে তুমি আমার। এখানেও তোমরা বলা - শিববাবা, আমি তোমার। ঘরে বসেও অনেকের টাচ হয়ে যায় তখন কি বলে থাকে? বলে বাবা অবশ্যই আমরা তোমায় দেখিনি কারণ বন্ধনে রয়েছি -- আসতে পারি না কিন্তু আমি তোমার। পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে অপবিত্র মুক্তি-জীবন মুক্তিতে যেতে পারে না। পতিত আহ্বান করে যে এসো, এসে পবিত্র করো। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো উচিত যে ভারত স্বর্গ ছিল। এই লক্ষী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন। অবশ্যই তাদের রাজত্ব চলেছিল। নতুন দুনিয়ায় নতুন রাজ্য ছিল, এখন তা নেই। অন্যান্য অনেক ধর্ম রয়েছে, দেবতা ধর্ম নেই। এই পুরোনো দুনিয়া আর কত দিন চলবে ? ওরা সত্যযুগকে লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। ভয়াবহ যুদ্ধেরও গায়ন রয়েছে। মাঝে সামান্যকিছু বিবাদ হয়েছিল সেইজন্য বলা হয়েছিল এ হলো মহাভারতের যুদ্ধের সময়। যাদবদের লড়াইও দেখানো হয় যে মুশলের দ্বারা নিজেদের বিনাশ করেছে। কখনো লেখে পাণ্ডব আর কৌরবদের যুদ্ধ, কখনো লেখে অসুর আর দেবতাদের। আসুরী দুনিয়ার পরে শীঘ্রই দৈবী দুনিয়া হয়ে যায়। ওরা হলো পতিত, এনারা হলেন পবিত্র। পবিত্র দেবতারা কিভাবে লড়াই করবে ? তারা থাকে সত্যযুগে। এই কলিযুগে

দুইয়ের লড়াই কিভাবে হতে পারে ? দেবতারা হলো অহিংসক। অসুররা হিংসক। দেবতারা নরকে আসবে কিভাবে ? এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছে। নতুন দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে। তারজন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। দুই পিতার রহস্য গল্পের আকারে বোঝানো উচিত। সত্যযুগে থাকে একজন পিতা। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করেই না কারণ ওটা হলো সুখধাম। দ্বাপর থেকে হয় দুই পিতা। লৌকিক বাবা থাকতেও পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে। আত্মাই নিজের বাবাকে স্মরণ করে কারণ আত্মাই দুঃখ সহ্য করে। পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা। আত্মাই শোনে। সংস্কার আত্মাতেই থাকে। যাদের মধ্যে দৈবী সংস্কার নেই তারা দৈবী সংস্কারীদের গায়ন করে। গাওয়া হয় -- আমরাই পূজ্য আমরাই পূজারী। পূজারী হয়ে গেলে তখন গেয়ে থাকে -- আমি নিগুণী.... ওনাদের গুণ রয়েছে আমাদের নেই। পূজ্যই পূজারী হয়ে যায়। তোমরাই পূজ্য তথা দেবতা ছিলে, পুনরায় তোমরাই পূজারী হয়েছো। ৮৪ জন্ম নিয়েছো। অর্ধেক কল্প পূজ্য, অর্ধেক কল্প পূজারী। হিসাব বোঝাতে হবে। দেবতা, ঋগ্বেদ, বৈশ্য, শূদ্র.... এইসময় আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, বি.কে। এইসময় আমাদের ৩ পিতা হয়ে যায়। লৌকিক পিতা, নিরাকার পারলৌকিক পিতা, তৃতীয় হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যার দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণদের পড়িয়ে থাকেন। প্রজাপিতার নাম তো শুনেছো, তাই না! ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। তোমরাও হলে ব্রাহ্মণ। তোমরাও বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন - আমি এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। নিরাকার পিতা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। তোমরা বলেও থাকো যে আমরা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধারণ করি। শরীরের নাম রূপ বদল হয়ে যায়। আত্মা তো একই থাকে। বাবার নামও একই শিবই থাকে। ঐনার তো শরীর নেই। এই পয়েন্টও নোট করা উচিত। তারপর মানুষ যেমন, তেমনই বোঝাতে হবে। আমরা বি.কে-রা দাদুর থেকে উত্তরাধিকার নিষি। তিনি রাজযোগ এবং জ্ঞানের নলেজ দিয়ে থাকেন। মানুষ থেকে দেবতা হওয়া এও তো হলো নলেজ। নলেজ পাওয়া যায় সঙ্গমে। যার ফলে পুনরায় নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার পায়। পতিত দুনিয়ায় এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। এখন বাবা এসেছেন - ঘরে (পরমধাম) নিয়ে যেতে। ড্রামা অনুসারে সকলকে ঘরে যেতে হবে। তারপর প্রথমে সূর্যবংশীয়, তারপর চন্দ্রবংশীয়, পুনরায় বৈশ্য, শূদ্রবংশীয় হয়ে যায়। ওটা হলো নিরাকার আত্মাদের বৃক্ষ (কল্পবৃক্ষ), এ হলো সাকারী মানুষদের বৃক্ষ। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋগ্বেদ, বৈশ্য, শূদ্র -- এর মধ্যেই সমগ্র বিরাট রূপ এসে যায়। ব্রাহ্মণের বুদ্ধি হতেই থাকে। রুদ্র মালা আর বিষ্ণুর মালা তৈরী হয়। ব্রহ্মার মালা বলতে পারা যায় না কারণ বদল হতে থাকে। সেইজন্য রুদ্রমালা পূজা করা হয়। এ হলো নতুন নতুন কথা। 'সমস্ত কথা কারোর বুদ্ধিতে এতটুকুও নেই। কল্পের আয়ু লক্ষ লক্ষ বছর বলে দেয়। সেইজন্য তোমাদের কথা সকলের কাছে নতুন লাগে। নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জিনিস পাওয়া যায়। বাস্তবে বাবাও হলেন নতুন। তারা তো বলে দেয় নাম, রূপ থেকে পৃথক অথবা বলে দেয় হাজার হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়। সে তো অবশ্যই ভাবনা যেমন হবে, সাক্ষাৎকারও তেমনই হবে। বিন্দুর সাক্ষাৎকার হলে তখন কেউ মানবেই না। 'সমস্ত কথা নতুন হওয়ার কারণে বিভ্রান্ত হয়। যারা এখানকার হবে, তাদেরই স্যাপলিং (চারাগাছ রোপন) লাগবে। বাচ্চারা তোমরা এখন ভালোভাবে বুঝে গেছো তাই পারলৌকিক বাবার উদ্দেশ্যও বোঝাতে হবে। তোমরা অর্ধেককল্প ধরে ঐনাকে স্মরণ করে এসেছো। সুখপ্রদানকারীকেই স্মরণ করা হয়ে থাকে। রাবণ হলো সকলের শত্রু। তবেই তো তাকে জ্বালানো হয়। জিজ্ঞাসা করো -- রাবণকে জ্বালিয়ে আসছো কত সময় ধরে? তারা বলবে অনাদি। তাদের এ কথা জানাই নেই যে রাবণ কবে থেকে আসে। সত্যযুগে তো রাবণ থাকেই না। রাবণ হলো ভারতের সবথেকে পুরানো শত্রু। আত্মাকে অপবিত্র করে। আত্মার শত্রু কে? রাবণ। আত্মার সঙ্গে শরীরও রয়েছে। তাই দুইয়েরই শত্রু কে হয়ে গেল? (রাবণ) রাবণের মধ্যে আত্মা আছে? রাবণ কি জিনিস ? বিকার ব্যস্। এমন নয় যে রাবণের মধ্যেও আত্মা রয়েছে। রাবণ ৫ বিকারকে বলা হয়ে থাকে। আত্মাতেই ৫ বিকার রয়েছে, যার পুতুল বানানো (কুশের, পোড়ানোর জন্য) হয়ে থাকে। তোমরা জানো এখন হলো দুঃখ, এরপর সুখে যেতে হবে, তাহলে অবশ্যই বাবা এসে নিয়ে যাবেন। তিনি হলেন পতিত-পাবন। যেমন আত্মা আসে তেমন ইনিও আসেন। শ্রাদ্ধ খাওয়ানো হয়, তখন আত্মাকে আহ্বান করা হয়। ব্রাহ্মণকেই নিজের বাবার আত্মা মনে করে সবকিছু করে। মনে করে, সেই আত্মাই আসে। আত্মাই বলে। হ্যাঁ ঐনার আসা আলাদারকমের। ইনি হলেন ভগবানের রথ। ভাগীরথ বলা হয়। জলের কথা নয়, এ হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা। বাবা বোঝান আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি, ঐনার নাম রেখেছি ব্রহ্মা। ঐনাকে অ্যাডপ্ট করি না। ঐনার মধ্যে প্রবেশ করি তারপর তোমাদের অ্যাডপ্ট করি। তোমরা বলে থাকো - শিববাবা, আমি তোমার। তোমাদের বুদ্ধিযোগ উপরে চলে যায় কারণ স্বয়ং শিববাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই যাত্রায় থাকো। মনে করো, এই যে বাবা বলা হয় তখন স্মরণ শিববাবাকেই করতে হবে। শিববাবা এই রথেই দিল্লি গেছেন, কানপুর গেছেন..... বুদ্ধি যেন শিববাবার স্মরণ থাকে, নীচে না থাকে, বুদ্ধি উপরে থাকে। আত্মা, পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করে। বাবা বলেন আমার বসবাসের স্থান তো ওখানে, উপরে। আমার পিছনে পিছনে এখানে ঘুরে বেড়াবে না। তোমরা আমাকে ওইখানে (পরমধামে) স্মরণ করো। তোমরা আত্মারাও বাবার সাথে থাকো। এমনও নয় বাবার স্থান আলাদা, তোমাদের আলাদা, না। এই সমস্ত কথা বুদ্ধিতে বসাতে হবে। এক-একজনকে আলাদা করে যেমন তোমরা করাচিতে বোঝাতে তেমনই ভালো ছিল। তোমরা যখন কয়েকজনকে একসাথে বোঝাও

তখন পরস্পরের ভাইব্রেশন সুস্থির হতে দেয় না। ভক্তিও একান্তেই করে। এই পড়াও একান্তেই করতে হবে। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা হলেন পতিত-পাবন। তাঁর দ্বারা আমরা পবিত্র হতে চলেছি। বাবা বলেন, বাচ্চারা এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হলে তবেই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। কত বড় উপার্জন। বাবা বলেন কাজকারবার ইত্যাদি অবশ্যই করো, কেবল আমাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও। তাহলে যোগবলের দ্বারা তোমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে। তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। একরস, কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানকে স্মরণ করতে থাকো। প্রতিকল্পে বাবা এসে আমাদের বুঝিয়ে থাকেন, আমরা আবার জগতের মানুষকে বোঝাই। ভারত অবশ্যই স্বর্গ ছিল পুনরায় হবে। এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। সত্যযুগ লক্ষ লক্ষ বছরের কীভাবে হতে পারে? এত জনসংখ্যা কোথায়? তাহলে তো অগণিত হয়ে যাবে। যুগ হলো ৪টি। প্রত্যেকটি যুগের আয়ু ১২৫০ বছর। যেমন তোমরা বুঝেছো তেমনই বোঝাতে থাকবে। বৃষ্কের বৃদ্ধি হতে থাকবে। কখনো গ্রহের দশা বসে তারপর সরে যায়। বাবা বলেন বোঝানো অতি সহজ। অল্ক আর বে (বাবা আর বাদশাহী)। মূল কথা হলো স্মরণের যাত্রা। পরিশ্রমও আছে। স্মরণ করবার কাজটা কল্পের শেষে তোমাদেরকে দেওয়া হয়। কিন্তু এ হলো গুপ্ত। এটাই হলো কঠিন বিষয়। অল্ককে (বাবাকে) স্মরণ করতে হবে, অল্ককেই ভুলে গেছো। ভগবানকে কেউ জানেই না। গাওয়া হয় সদ্ধরু ব্যতীত ঘোর অন্ধকার। আলোয় একমাত্র সদ্ধরুই নিয়ে যান। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) যোগবনের দ্বারা আত্মাকে সতোপ্রধান করে এক রস কর্মাতীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। স্মরণের জন্য গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে। একান্তে পড়াশোনা করতে হবে।

২ ) বাবার থেকে মুক্তি-জীবন মুক্তির উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য এই অস্তিম জন্মে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

\*বরদান:-\* একমাত্র "পয়েন্ট" (বিন্দু) শব্দের স্মৃতির দ্বারা মন-বুদ্ধিকে নেগেটিভের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখা নম্বার ওয়ান বিজয়ী ভব  
বর্তমানে বিশেষ ভাবে মায়ার প্রভাব মনে নেগেটিভ ভাব এবং ভাবনার উৎপন্ন করার বা যথার্থ অনুভবকে সমাপ্ত করে দেওয়ার সময় চলছে। সেইজন্য প্রথমেই সেফটির উপায়কে (সাধনকে) গ্রহণ করো। এর বিশেষ উপায় (সাধন) হলো কেবল একমাত্র "পয়েন্ট" শব্দ। কোনও সংকল্প, কথা বা কর্ম ব্যর্থ হলে তখন সেখানে পয়েন্ট লাগিয়ে দাও। তবেই নম্বার ওয়ান বিজয়ী হতে পারবে। মায়ার স্বরূপকে চেনো, সীজনকে (যে সময় চলছে) বোঝো আর নিজেকে সুরক্ষিত করে নাও।

\*স্লোগান:-\* সঙ্গমে যাদের সেবার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে, তারাই পদ্মাপদম(পদমগুণ) ভাগ্যবান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ভালো সংস্কার ধারণ করে পতিতদেরকে পবিত্র করে তোলার সেবা করতে হবে, অন্ধের লাঠি হতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - অন্তিম সময়ে তোমাদের অবস্থা (স্টেজ) কেমন হবে?

\*উত্তরঃ - অন্তিম সময়ে তোমরা নিরন্তর আত্মিক যাত্রা করবে। বসে-বসেই সাক্ষাৎকার হবে। বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে আসবে। বৈকুণ্ঠ দেখতে থাকবে, ব্যস্ এখন আমরা এই প্রালঙ্ক পাবো। মন প্রফুল্লিত হতে থাকবে। কিন্তু ভালোভাবে পুরুষার্থ না করলে অনুশোচনা হবে। কি দন্ড ভোগ করতে হবে সেটাও সাক্ষাৎকার হবে।

\*গীতঃ- রাতের পথিক.....

ওম্ শান্তি । এটা হলো আত্মিক যাত্রা। এই আত্মিক যাত্রার মাহাত্ম্য সবচেয়ে বেশি। এ হলো ঈশ্বরীয় ভাষা বা ভাষণ। তোমরাও ভাষণ দাও তাইনা। বাবা বলেন - সবচেয়ে বেশি ভাষণ আমি দিই, কেননা আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। আর পতিত-পাবন, সন্নতি দাতা একজনকেই বলা হয়। অনেককে বলা যায় না। মানুষ এটা বোঝে যে এটা হলো ড্রামা। চক্রও দেখিয়ে থাকে। কিন্তু চক্রের আয়ু তারা ভিন্ন-ভিন্ন দেখিয়েছে। চক্র সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা উচিত। এর আয়ু লক্ষ বছর বললে কোনো বিষয়ে বিচার করা যায় না। বাবাকে বলা হয় সকলের সন্নতি দাতা, লিবারেটর। এতো আত্মা যারা উপর থেকে এসেছে, তারা প্রথমে এখানে ছিল না এবং পরেও থাকবে না। সুতরাং কে এসে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ? গাইড তো একজনই আছেন পরমপিতা পরমাত্মা। গাইড অর্থাৎ যিনি আগে চলার পথ দেখিয়ে দেন। গাওয়াও হয়ে থাকে পতিত-পাবন, তিনিই হলেন গাইড। সকলের সন্নতি দাতা তিনি। গুরু হলোই গতি করার জন্য। গুরুকে আগে, এবং ফলোয়ার্সদের পিছনে রাখা হয়। এখানে এমনটা নয়। এখানে বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা আগে চলো, কেননা গোশালাও আছে না ! গরুদের পিছনে-পিছনে গোশালা থাকে, তা না হলে গরুরা এদিকে-ওদিকে চলে যায়। বাবাও পিছনে থাকেন। আজকাল ভক্তরাও মনে করে – প্রথমে মহাত্মা জী থাকুন। তাঁর আগে এগিয়ে যাওয়াকে তাঁকে অসম্মান করা মনে করে। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা আগে চলো। বাবাকে তো পিছনে সম্পূর্ণ রূপে নজর রাখতে হয় যে কেউ যেন তাদেরকে খেয়ে না ফেলে। কাহিনী আছে না বাঘ এসেছে....কিন্তু বাঘ ছিল না। তোমাদের উদ্দেশ্যও বলা হয় এই বি.কে.রা তো বলে বিনাশ হবে, কিন্তু বিনাশ হয়না। কিন্তু হবে তো নিশ্চয়ই। যত দিন এগিয়ে যেতে থাকবে মানুষ বুঝতে পারবে সত্যিই বিনাশের সময় এসেছে। তোমরা বাচ্চারা জানো কিসের জন্য এই বিনাশ হবে? দুনিয়াতে কেউ কিছুই জানে না। আত্মা মহাভারতের যুদ্ধের পর কি হয়েছিল? কারো জানা নেই। তোমরা বাচ্চারাও নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জানো। বাবা আমাদের সাহায্য করছেন। তোমরা জানো বাবা এসেছেন পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য। সুতরাং বাচ্চাদেরও এই সার্ভিস করে উচ্চ পদ পেতে হবে, পতিতদের পবিত্র করে তুলতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। রাস্তা বলে দেওয়া হয়, অল্ক আর বে এর ( ঈশ্বর এবং বাদশাহী)। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন অতি সহজ। কল্প বৃক্ষের ঝাড় সামনেই আছে। এক নম্বরে আছে ত্রিমূর্তির চিত্র শিবের সাথে। ত্রিমূর্তির চিত্র খুব পরিচিত। শিব পরমাত্মা হলেন তাদের থেকেও উচ্চ। ওরা আছে সূক্ষ্ম রূপে। ওদের থেকেও উচ্চ হলেন পরমাত্মা। কিন্তু মানুষ তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল সম্পর্কে কিছুই জানে না। তোমরা বাচ্চারাও প্রথমে জানতে না। দিনের পর দিন তোমাদের সবকিছু বোঝানো হচ্ছে। এখন তোমরা বুঝেছো যে আমরা আত্মা। আত্মার মধ্যেই সংস্কার ভরা থাকে। ভালো হোক বা মন্দ সব সংস্কার আত্মার মধ্যে থাকে। এই সময় ভালো সংস্কার খুব কম। যা কিছু আছে সবই নীচে (অধঃপতন) নামার সংস্কার। এই সময় কারো ভালো সংস্কার আছে বলা যায় না। এটা হচ্ছে রাবণ রাজ্য। মায়াবী দুনিয়াতে কেউ ভালো, কেউবা মন্দ হয়েই থাকে। কেউ পাপ করলে বলা হয় এর সংস্কার ভালো নয়। মন্দ সংস্কারধারী যারা তারা ভালো সংস্কারধারী দেবতাদের সামনে এসে তাদের মহিমা করে থাকে। ভারত সম্পূর্ণ রূপে ভালো সংস্কারধারী ছিল। এখন মন্দ সংস্কারধারী হয়ে গেছে। মানুষ এই বিষয়ে জানেই না। বাবা বোঝান উপর থেকে যে নতুন আত্মারা আসে, প্রথমে তাদের ভালো সংস্কার থাকে তারপর তাদের সংস্কার খারাপ হয়ে যায়। ওদেরও তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। ভারতের চিত্র সামনেই আছে। খারাপ সংস্কার ধারীরা বসে দেবতাদের মহিমা বর্ণনা করে কেননা তারা দৈবী গুণ সম্পন্ন। এরা হলো আসুরি গুণ সম্পন্ন। ওরা জানে বিকারে যাওয়া হলো আসুরি স্বভাব, সেইজন্যই সন্ন্যাসীরা পালিয়ে (ঘর পরিবার ছেড়ে) যায়। তারপরও বলে আমি অমুক

সন্ন্যাসীর ফলোয়ার্স। কিন্তু সবাই তো ফলো করে না।

তোমরা জানো এই দেবী-দেবতার প্রবৃত্তি মার্গের ছিল, তারাই এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। বাবা বোঝান - তোমরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছ। দৈবী দুনিয়া এবং আসুরি দুনিয়া গাওয়াও হয়ে থাকে। এখন তোমরা বুঝেছো রাবণের জন্যই এতো দুঃখ। বাবা সামনে এসে বুঝিয়ে বলেন তোমরাই পূজ্য ছিলে এখন পূজারী হয়েছো। পুনরায় আমি এসে তোমাদের পূজ্য করে তুলি। বাবা তো চির পূজ্য কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে চির পূজ্য বলা যায় না। চির পূজ্য একমাত্র বাবাই, যিনি বলেন আমিই এসে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য পূজ্য করে তুলি। অসংখ্য দেবীরা রয়েছে। তোমরা অনেকে মিলেই ভারতকে পবিত্র করে তুলেছিলে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে ফাস্টক্লাস নলেজ আছে যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে। বাবা এসেই সম্পূর্ণ রহস্য বুঝিয়ে নিজের সাথে আত্মিক যাত্রায় নিয়ে যান। তিনি হলেন স্পিরিচুয়াল ফাদার, আত্মাদের পিতা। ওঁনার মহিমা গাওয়া হয় - হে পতিত-পাবন এসো। অনেক মানুষই বোঝে যে আত্মা পতিত হয়। আবার অনেকেই বোঝে না। খারাপ বা ভালো সংস্কার আত্মার মধ্যেই আছে, আত্মাই দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং বাবা বোঝান বাচ্চারা সার্ভিস করো। পাপ আত্মাদের পবিত্র পুণ্য আত্মা করে তোলো। ভারতের জন্য গায়ন আছে যে ভারতের মতো পুণ্য আত্মা কোথাও নেই। ভারতেই শিবের প্রতি বলি প্রদত্ত ( সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ) হয় কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। ওরা মনে করে আমরা শিবপুরী মুক্তিধামে চলে যাব। এমন নয় যে সেকেন্ডেই ওদের মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তবে হ্যাঁ যে পাপ করেছিল সেটা থেকে মুক্তি পায়। তবে সুইট হোমে কিন্তু কেউ-ই যেতে পারে না। সুইট হোম হলো মাতা-পিতার ঘর। মানুষ তো কিছুই জানে না। অন্ধশ্রদ্ধায় শুধু ঈশ্বর বলে থাকে। ঈশ্বর যখন এক তখন মাতা-পিতা কেন বলে? তিনি হলেন রচয়িতা তবে তো মাতা নিশ্চয়ই হবে, তা না হলে রচনা কিভাবে হবে? তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক....সুতরাং বালক তো শরীরধারী হলো তাই না! শিববাবা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তোমাদের নিজের করেন, এনার মধ্যে প্রবেশ করে অ্যাডপ্ট করেন। এখন তোমরা বাবার কাছে সামনে বসে শুনছো। তারপর আবারও ৫ হাজার বছর পরে শুনবে। এখন তোমরা যা কিছু লিখছ সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর এইসব কথা কে বলবে? মনে করো মাটির নীচ থেকে পুরানো কাগজ ইত্যাদি উদ্ধার হলো, যার মাধ্যমে শাস্ত্র রচনা করা হয়েছিল। এরপর ভক্তি মার্গে আবার সেই সব শাস্ত্র উঠে আসবে। কেউ নতুন কিছু তৈরি করে না। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে নিচ থেকে ওগুলোই বের হবে। গীতা, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি একইভাবে তৈরি হবে। স্বর্গের সামগ্রীও সেইভাবেই তৈরি হবে ঠিক কল্প পূর্বে যেমন ছিল। আমরা এখন জানি স্বর্গে গিয়ে এমনই সব মহল তৈরি করব।

বাচ্চারা তোমাদের স্থায়ী খুশি থাকা উচিত। আমরা ওখানে গিয়ে রাজকুমার হবো। যদি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে তবে তো ঠিক যেন স্কুলে এসে অবুঝের মতো বসে আছে। এখানেও যদি নলেজকে বুঝে কাউকে না বোঝাতে পার তবে অবিচ্ছিন্ন হলে তাইনা। রাজত্ব তো করবে কেউ সূর্য বংশে গিয়ে, কেউ চন্দ্রবংশে গিয়ে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে অনেক পার্থক্য হয়ে যায়। বাবা তো কতো ভালোভাবে বোঝাতেই থাকেন। বাচ্চাদের যথার্থ রীতিতে পুরুষার্থ করতে হবে। এছাড়া বাবা আর কি করবেন? তিনি বোঝাবেন আত্মিক যাত্রায় থাকো। আর কিছু বুঝতে না পারলে চিত্র দিয়ে বোঝাও। এটাও দেখেছ যাকে বোঝাতে পেরেছে সে তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আসে। বাবা সাক্ষাৎকার তো প্রথমেই করিয়েছেন যে ইব্রাহিম, বৌদ্ধ, ক্রাইস্ট এরাও আসবে। এইসব বিষয়ে বোঝা খুবই সহজ ব্যাপার। সৃষ্টি চক্রকে বুঝতে পারাও খুব সহজ। কঠিন হল - বাবার স্মরণে থাকা। পবিত্রও হয়ে যায়। ডিফিকাল্ট হলো আত্মিক যাত্রা, যেখানে ক্লান্ত হয়ে যায়। যদি সারাদিন স্মরণে স্থিরতা আসে তবে তো কর্মভীত অবস্থা হয়ে যাবে। স্কুলে পাশ তো তখন করবে যখন রেজাল্ট বেরোবে। প্রধান বিষয় হলো আত্মিক যাত্রা। আত্মিক যাত্রা, কথাটা খুব সুন্দর। যোগেই পরিশ্রম করতে হয়। হঠযোগ শেখানোর জন্য তো অনেকেই আছে কিন্তু এটা হলো আত্মিক যোগ। তোমরা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। এই রাজযোগের দ্বারাই মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হতে পারে। এই যোগ বাবা আর তোমরা বাচ্চারা শেখাতে পারো। বাইরে যখন কেউ শুনবে তখন বলবে আমাদের যোগ ঠিক আছে বাকি সব যোগ মিথ্যা। বাইরেও তো বাচ্চাদের যেতে হবে তাইনা। এই যোগ সম্পর্কে কেউ-ই জানে না। ঐ যোগের নাম হলো হঠযোগ। এই যোগের নাম হলো রাজযোগ। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, ঐ হঠযোগ মানুষ শেখায়। ভগবান তবে কে? শ্রীকৃষ্ণ তো যোগের দ্বারাই এই পদ পেয়েছে। ভগবান তো উচ্চ থেকেও উচ্চ - নিরাকার। বীজ আর বৃক্ষের জ্ঞান খুব সহজ। কিন্তু স্মরণে থাকতে পারে না। ঝাড় ইত্যাদির রহস্য কাউকে বোঝানো খুব সহজ। বাচ্চারা যথার্থ রীতিতে বুঝিয়েও থাকে, কিন্তু যোগে পরিশ্রম করতে হয়। ক্ষণে-ক্ষণে একে অপরকে সাবধান করে দিলেও অহো ভাগ্য! বাচ্চারা জানে এটা সহজ এবং কঠিনও। অনেকেই অসফল হয় সেইজন্যই বলে আমাকে যোগে বসাও, আমি শান্তি পছন্দ করি। শান্তির নাম তো শুনেছে না! কেউ বলে নেষ্ঠাতে (বিশেষ ভাবে আয়োজন করা ধ্যান) খুব শান্তি অনুভব করি। এগুলো হচ্ছে গল্পকথা। আধ ঘন্টা যোগাসনে বসে তারপর চলে যাওয়া সেটা কোনো শান্তি নয়, এটা অল্প সময়ের জন্য। শান্তি তখনই পাওয়া যায় যখন গৃহস্থ পরিবারে থেকেও পবিত্র হয়ে

আত্মিক যাত্রায় থাকা যায়। অফিসে বসে, ঘরে বসে যাত্রায় থাকে। এই অবস্থা তোমাদের শেষে গিয়ে হবে। বসে-বসেই সাক্ষাৎকার হবে। বাবা আর উত্তরাধিকার এটাই স্মরণে আসবে। তোমরা বৈকুন্ঠ দেখবে। এই প্রালঙ্ক আমরা পেতে চলেছি। শেষে অনেক সাক্ষাৎকার হবে। অনুশোচনা এখানে হবে, যখন দেখবে অমুকে-অমুকে কি হতে চলেছে, আর আমি কি হলাম। অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। বাবা তখন বলবেন আমি তো তোমাদের কতভাবে বুঝিয়েছি। তোমরা বোঝানি। প্রমাণ ছাড়া কেউ সাজা পেতে পারেনা। সাক্ষাৎকার করিয়ে তারপর সাজা দেবেন। সুতরাং বাচ্চাদের ভালোভাবে বোঝানো হয়। এখন পুরুষার্থ না করলে কল্লে-কল্লে এমনই টিলে পুরুষার্থ হবে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে অমুকে আমার থেকে উচ্চ পদ পাবে, সার্ভিসের জন্য তোমাদের খুব আগ্রহ থাকে। কেউ এলে তাকে পথ বলে দেবো, এতটাই উৎসাহ থাকে। ডুবন্ত মানুষকে পার করে দিতে হবে, সাঁতার কাটতে পারে যে সে ঝট করে লাফিয়ে পড়ে। গেয়েও থাকে আমার নৌকাকে পারে নিয়ে চলে। বাবা আমাদের প্রকৃত পথ বলে দিচ্ছেন। আমরা আদেশ পেয়েছি যে কেউ এলে তাকে নিজের লক্ষ্য বলতে হবে। বাদবাকি এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব হলো ভক্তি কাল্ট এর। পতিত-পাবন একমাত্র বাবা যিনি এসে গীতা জ্ঞান শোনান। শ্রী-শ্রী ১০৮ এই রুদ্র অর্থাৎ শিব নিরাকারের মালা। নিরাকার এসেই পড়ান। এটা কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান নয়। আমাদের তো বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। মহিমাও একমাত্র বাবার। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এমনভাবে বোঝানো উচিত যে, কেউ যেন মাঝখানে কাটতে (খন্ডন করতে না পারে) না পারে। আমরা অসীম জগতের বাবার কাছে পড়াশোনা করি। সবারই সন্নতি দাতা একজনই - বাবা। এর উপরেই জোর দিতে হবে। না বুঝলে ছেড়ে দাও। তাকে বলো, তুমি দেবতা ধর্মের নও। এই পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু বোঝানোর জন্য সাহস চাই। সল্ল্যাসীরাও কেউ-কেউ চলে আসে। যত দিন যাবে আরও বৃদ্ধি পাবে। কুস্ত্র মেলায় অসংখ্য মানুষ আসে স্নান করতে। দিনে-দিনে ভক্তিও তমোপ্রধান হতে থাকে। একে ফল অফ পাম্প (আডম্বরের পতন, রোম এর জাঁকজমকপূর্ণ Pompeii নগরী ভূমিকম্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল) বলা হয়। এটাও একটা প্লে, যেখানে দেখানো হয় দুনিয়া কীভাবে বিনাশ হয়। এখন হলো ওদেরই (ভক্তি মার্গের) পাম্প (জৌলুস)। বাচ্চারা তোমাদের সবসময় এই নেশা থাকা উচিত যে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা আমাদের সুখধামের পথ বলে দিচ্ছেন। যদি আমরা অন্যদের পথ বলে না দিই তবে নিজেকে বাচ্চা কীভাবে বলব! উল্টো চালচলনে সম্মানহানি হয়। অনেক বাচ্চারাই মনে করে আমরা পাপ কর্ম করি, বাবা জানতে পারবেন নাকি! বাবা বলেন আরে! ভক্তি মার্গেও আমি সব জানতে পারি তবেই তো তার ফল তোমরা পাও। বাবার তো দেখে করুণা হয় - বাচ্চারা এখনও লুকিয়ে চুরিয়ে ভুল করতেই থাকে। বোঝে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) আত্মিক যাত্রায় থাকার জন্য একে অপরকে সতর্ক (সাবধান) করতে হবে। কর্মাতীত অবস্থায় যাওয়ার জন্য সারাদিন স্মরণে থাকার পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে হবে।

২) কোনো রকম উল্টো আচার-আচরণ হওয়া উচিত নয়। সবাইকে সুখধামের পথ বলে দিতে হবে। সার্ভিসের জন্য আগ্রহ (ইচ্ছা, শখ) থাকতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* 'আমার আমার' এর ময়লা সঙ্কল্প থেকেও সমাপ্ত করে বোঝা থেকে হাল্কা হয়ে যাওয়া ফরিস্তা ভব আমার আমার এর বিস্তার হলো বোঝা। যে কোনো প্রকারের আমার, আমার স্বভাব, আমার ভাব - আমার স্বভাব, আমার সংস্কার, আমার নেচার, কিছু যদি থাকে সেটাই হলো বোঝা। আর বোঝা নিয়ে উড়তে পারবে না, ফরিস্তা হতে পারবে না। সঙ্কল্পেও আমার আমার ভাব আসা অর্থাৎ মলিন হয়ে গেলো। যে কোনো জিনিসের উপর ময়লা জমে গেলে ময়লার বোঝা হয়ে যাবে। সুতরাং সব বোঝা বাবাকে সঁপে দিয়ে আমার ভাব এর ময়লা সমাপ্ত করো, তবে ফরিস্তা হয়ে যাবে।

\*স্নোগানঃ:-\* প্রতিটি পরিস্থিতিতে ফুল পাশ যে হয়, সে-ই হলো মাস্টার সর্বশক্তিমান।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে আধ্যাত্মিক প্রেমিকা - এক প্রেমিক পরমাত্মার, তোমাদেরকে এক প্রেমিককেই হৃদয় থেকে স্মরণ করতে হবে, হৃদয়ের ভালোবাসা এক বাবার সাথেই রাখতে হবে”

\*প্রশ্নঃ - মহাবীর বাচ্চাদের স্থিতি আর পুরুষার্থ কেমন হবে - তার লক্ষণ শোনাও?

\*উত্তরঃ - তারা যোগের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র (সত্যোপদান) বানানোর পুরুষার্থ করতে থাকবে। এটা ছাড়া তারা আর কোনও কথাতেই উদ্বিগ্ন হবে না। তাদের বুদ্ধিতে থাকবে - এখন পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে ট্রান্সফার হতে হবে। তারা বিনাশের কথা শুনে ভয় পাবে না। তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক প্রেমের আগুন জ্বলবে। তারা পুরুষার্থ করতে-করতে রুদ্র মালার দানা হয়ে যাবে।

\*গীতঃ- না তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন...

ওম শান্তি । একে বলা যায় আত্মিক ভালোবাসা অর্থাৎ আত্মিক বাবার প্রতি আত্মাদের ভালোবাসা। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ সেই আত্মিক বাবাকেই স্মরণ করে বলে - আমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করো বা দুঃখ হরণ করো। এখন দুঃখ হরণ করো এরপর সুখী করো-ও বলবে। সুখ আছেই সত্যযুগের আদিতে তো অবশ্যই কলিযুগের আদিতে দুঃখ হবে। এই কথা তোমরা বাচ্চারাও বুঝতে পারো। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ তো এটা জানে না। তোমাদের মধ্যেও অল্প কয়েকজন জানে। কোটির মধ্যে কয়েকজন বলা হয়ে থাকে। এটা হল আত্মাদের পরমাত্মার সাথে আত্মিক ভালোবাসা। সমগ্র দুনিয়ার প্রেমিক এক পরমাত্মাই। তিনি হলেন সকল আত্মাদের প্রেমিক, যাঁকে সবাই আহ্বান করে। আত্মা তো ছোটো বড় হয় না। আত্মারা, এখন তোমাদের ভালোবাসা আছে এক পরমপিতা পরমাত্মার সাথে। একেই আধ্যাত্মিক ভালোবাসা বলা হয়। দুনিয়াতে সেই প্রেমিক প্রেমিকারা তো শরীরধারী হয়। তাদের নিজেদের মধ্যকার ভালোবাসাও শারীরিক হয়। তোমাদের তো হল আত্মিক ভালোবাসা। বাবা-ই এসে তোমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন। তোমাদের অনেক সুখ প্রাপ্ত হয় আবার দুঃখও অনেক প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, এখন তোমাদের ভালোবাসা এক আমার সাথে আছে কেননা তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে সুখধামের মালিক বানাচ্ছেন। তিনি

হলেন মুক্তি আর জীবন্মুক্তি দাতা। বাবা বলছেন, তোমরা যদিও নিজেদের ঘরে থাকো, যেরকম শরীরধারী প্রেমিক-প্রেমিকারাও নিজেদের আলাদা আলাদা ঘরে থাকে, এটাও এইরকম। আমি দূরদেশ থেকে তোমাদেরকে পড়াতে আসি। তোমরা আমাকে আহ্বান করেছিলে যে হে পতিত-পাবন এসো, হে দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী এখন এসো। বাস্তবে আমি তো নিজের সময় অনুসারে আসি। এমন নয় যে তোমাদের আহ্বানেই চলে আসি। আমি তখন আসি যখন তোমাদের কলিযুগ থেকে সত্যযুগে যাওয়ার সময় হয় বা মানুষ থেকে দেবতা, ব্রহ্মচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার সময় হয়। তো এখন তোমাদের বাবার সাথে আত্মিক ভালোবাসা আছে। তোমাদের মধ্যে আত্মিক ভালোবাসার আগুন জ্বলছে। যেরকম অগ্নিকানালে কাম-ক্রোধের আগুন জ্বলতো। এখন তোমাদের আত্মাদের এক বাবার সাথে ভালোবাসা আছে। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারে না। বলে দেয় - পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী, নাম রূপ থেকে পৃথক। একদিকে বলে নাম রূপ থেকে পৃথক, অন্যদিকে বলে সর্বব্যাপী। তো সর্বব্যাপী বলতে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার সকলের মধ্যেই পরমাত্মার অস্তিত্ব আছে - বলে দিয়েছে।

বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে - আত্মাদের প্রেমিক হলেন পরমাত্মা, প্রীতি তাঁর সাথেই রাখতে হবে। এটা তো জানে যে দুর্যোগ অনেক আসবে। ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের বিদ্রোহ আসবে। প্রত্যেকের জীবনেই বিদ্রোহ আসে। এটা কোনো নতুন কথা নয় কারণ নতুন দুনিয়ার স্থাপনার জন্য বাবা একদমই নতুন কথা শোনাচ্ছেন। লেখাও আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। কিন্তু স্থাপনা আর বিনাশের কথা কেউ বুঝতে পারে না। কিসের স্থাপনা? বলে দেয় - রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ রচনা করেছেন। অবশ্যই যজ্ঞ রচনা করেছেন - স্বরাজ্যের জন্য। নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আচ্ছা, তাহলে তার রেজাল্ট কোথায়? এটা হল নতুন কথা এইজন্যই মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গুরু-রা তো কাউকে মুক্তি জীবন্মুক্তি দিতে পারে না। এসব কেবল গল্প কথা যে অমুক ব্যক্তি ওপারে নির্বানধামে গেছে বা বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন দিলওয়াড়া মন্দিরে উপরে বৈকুণ্ঠের চিত্র দেখিয়েছে, নীচে তপস্যা করছে। এখন তোমাদের এই বোধ হয়েছে যে এই ভারতই বৈকুণ্ঠ ছিল। কবে ছিল, এটাও তোমরা জানো। পূজারীরা আর কি বা জানে!

মানুষই কড়িতুল্য, মানুষই হীরেতুল্য হয়। আগে এসব কথা তোমাদের চিন্তাতেই ছিলো না। বাবা বলছেন যে পুরুষার্থ করে উঁচুপদ পেতে হবে। যদি ভালো পুরুষার্থ করো তাহলে নতুন রাজধানীতে উঁচুপদ পাবে। ভালো পুরুষার্থ করলে তো ভালো পদ পাবে। তোমাদের জন্য স্বর্গ কোনো দূর নয়। যেরকম স্কুলে বাচ্চারা পড়ে পাশ হয় অর্থাৎ এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ট্রান্সফার হয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে ট্রান্সফার হয়ে যাও। তোমরা জানো যে আমরা পুরুষার্থ করতে করতে সবার আগে রুদ্র মালার দানা হবো। স্কুলেও পাশ করে নম্বরের ক্রমানুসারে গিয়ে বসে। এখানেও বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা পড়াশোনা করছি তারপর আমরা আত্মারা মূলবতনে চলে যাবো, পুনরায় নতুন দুনিয়াতে আসবো। শেষ সময়ে সকলেই জানতে পারবে। অন্তিম সময়ে রেজাল্ট বেরোবে। যে মহাবীর হবে সে কোনও কথাতে উদ্বিগ্ন হবে না। তারা জানে যে বিনাশ তো হবেই। ভয় পাওয়ার কোনও কথাই নেই। ভূমিকম্প তো হবেই। তোমাদেরকে তো যেতে হবে নতুন দুনিয়াতে। যেরকম স্টুডেন্টস মনে করে আমরা আরও উঁচু ক্লাসে ট্রান্সফার হয়ে যাবো। এখন আমরা আত্মারা পড়াশোনা করছি - পরমপিতা পরমাত্মার কাছে। তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনে গেছো। তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে, পড়াও ফাইনাল হয়ে যাবে, তারপর আমরা পাশ করে বাবার কাছে পৌঁছে যাবো। এটা তো জানো যে যেটা কল্প পূর্বে হয়েছিল, এখন সেটাই হবে। বাচ্চাদেরকে তো প্রত্যেক কথাতে পুরুষার্থ করতেই হবে। বাচ্চারা তোমরা যোগবলের দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র বানাচ্ছে। যোগের দ্বারাই আত্মার থেকে খাদ বেরিয়ে যাবে। আমাদেরকে সম্পূর্ণ যোগী হতে হবে। আমরা হলাম অর্ধেক কল্পের প্রেমিকা। এখন আমরা আমাদের প্রেমিককে পেয়ে গেছি। তিনি আমাদেরকে নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য যোগ্য তৈরী করছেন। কর্মও করতে হবে। এই সব কিছু করে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - যোগের দ্বারা আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করছি। যোগের দ্বারাই আত্মার থেকে খাদ বেরিয়ে যাবে, আমাদেরকে সম্পূর্ণ যোগী হতে হবে। এতেই অনেক শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। প্রেমিক-প্রেমিকা নিজেদের কাজকর্মও করে আর প্রেমিককেও স্মরণ করে। সেই প্রেমিক-প্রেমিকা বিকারের জন্য হয় না। এরা শরীরকে প্রেম করে তাই তার গায়ন আছে। এখানে হল আত্মিক প্রেমিক-প্রেমিকা। তোমরা অর্ধেক কল্প আমাকে পুরোপুরি স্মরণ করেছে। এখন তোমাদের সাথে এসে মিলেছি। মানুষ মনে করে ভগবানের থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। বাবা বলছেন যে তোমাদের জন্য মুক্তির সাথে জীবন্মুক্তিও অ্যাটাচ আছে। মুক্তিতে গিয়ে পুনরায় জীবন্মুক্তিতে অবশ্যই আসবে। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তারপর আসবে সতোপ্রধানে। প্রথমে সুখ, পরে দুঃখ - এরকমই নির্ধারিত হয়ে আছে। সবাইকে সতো-রজো-তমোতে আসতেই হবে। এখন সৃষ্টি রূপী ঝাড়ের তমোপ্রধান জরাজীর্ণ অবস্থা। এখন তার থেকেই কলম লাগাতে হবে। দৈবী ঝাড়ের কলম লাগছে। দুনিয়ার মানুষ গাছের স্যাপলিং লাগায়। তাদের সেরিমনি করে। তোমাদের কিসের সেরিমনি হবে? তাদের হল জঙ্গলের সেরিমনি। তোমাদের হল স্বর্গের সেরিমনি। তোমরা কাঁটাদেরকে ফুল বানাচ্ছে। এসব হল সঙ্গমের কথা। এখন সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। নিরন্তর স্মরণে থাকারই পুরুষার্থ করতে হবে। তোমাদের অনেক লাভ হবে। ভালো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবার সাথে যোগ বা সম্পূর্ণ ভালোবাসা চাই। যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের মধ্যে যা কিছু খাদ রয়েছে সেসব যোগের দ্বারাই বেরিয়ে যাবে। সবকিছুই যোগের উপরে নির্ভর করছে। নাহলে তো মায়ী বিকর্ম করিয়ে দেয়। বাবা বলছেন যা কিছু বিকর্ম করেছে, সেগুলি বাবাকে বলে বাবার থেকে ক্ষমা চেয়ে নাও। বাবা সম্মুখে এসেছেন তো ক্ষমা চেয়ে নাও। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে আছে যারা বাবাকে পুরোপুরি ভালোবাসে। যারা ভালোবাসে তারাই বাবার রায় অনুসারে চলবে। তোমরা সবাই হলে সীতা, তোমাদের রাম হল এক বাবা। তোমরা তো বুঝে গেছো, এখন অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। এছাড়া ভক্তি তো হল এক ধরনের ব্যবসা। এসব করতে করতেই মরে যাবে। যুদ্ধ লাগবে, বিনাশ হবে। তখন তো আর কিছুই করতে পারবে না। ভক্তি মার্গও এভাবেই শেষ হয়ে যাবে। বাচ্চারা এখন তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহন করছো। বাবা বলছেন - বাচ্চারা ভুলে যেও না। তোমরা হলে সবথেকে বেশী লাভলী (প্রিয়)। তোমাদেরই সবথেকে উচ্চ শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়। না পড়লে পদও পাবে না।

বাবা বলছেন যা কিছু অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি হয়, এসব হল তোমাদেরই কর্মের হিসেব-নিকেশ। তোমাদেরকে পড়তেও হবে আর অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এতে গরীব, ধনী, প্রজা, চাকর-চাকরানী ইত্যাদি সব থাকবে। যারা রাজা হবে, তারা নিশ্চই ভালো কর্ম করে থাকবে। শ্রীমতে চলে তাই ভালো পদ পায়। এটা হল অনেক শ্রেষ্ঠ স্কুল। নম্বরের ক্রমানুসারে পদ আছে। কোনও ব্যারিস্টার লাখ টাকা উপার্জন করে, কোনো ব্যারিস্টার আবার ৫০০ টাকাও উপার্জন করতে পারে না। এজন্যই বলা হয় - ভাগ্য। পড়া সম্পূর্ণ না পড়লে বলা হবে ড্রামা অনুসারে এর ভাগ্য এইরকম। পড়ার ভিত্তিতেই পদ প্রাপ্ত হবে। পরবর্তী কালে তোমাদের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। তখন বাবা বলবেন তোমাদের জন্য এত পরিশ্রম করলাম আর তোমরা পড়লেই না। এখন তো শাস্তি ভোগ করতেই হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কর্মের শাস্তিরও সাক্ষাৎকার হবে। কর্মভীত অবস্থাতে যাওয়ার জন্য অন্তিম সময়ে সব সাক্ষাৎকার করতে থাকবে।

এইরকম-এইরকম করেছি, তারজন্য এই-এই শাস্তি। শাস্তিরও সাক্ষাৎকার করাবেন। এখন তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা হলাম বাচ্চা। ভক্তি মার্গে প্রেমিকের প্রেমিকা ছিলাম। এখন তো তাঁকে পেয়ে গেছো। এই প্রেমিকের থেকে কি পাওয়া যায়? অহো! তিনি আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। তোমরা এখন বাবাকে আর বাবার উত্তরাধিকারকে জেনে গেছো, এইজন্য বাবা বোঝাচ্ছেন যে কারো সাথে দেখা হলে তাকে বোঝাও - তোমার দুটি বাবা আছেন - এক হলেন পার্থিব আর অন্যটি হলেন অসীম জগতের বাবা। অসীম জগতের বাবার থেকে ২১ জন্মের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। রাবণের রাজ্যে দুঃখই দুঃখ, এইজন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকে - হে দুঃখহরণকারী সুখপ্রদানকারী এসো। কতো সহজ কথা। শুধু ব্রহ্মার মুখ দেখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কেউ তো থাকবেন তাই না। না হলে কোথা থেকে নিয়ে আসবো। বি.কে.-র প্রমাণ দেবো। আমরা বি.কে.-রা বাবার কাছে বসে আছি। এটা হল মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড় তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাও এখানেই থাকবেন।

বাবা বলছেন - মায়া তোমাদের সাথে অনেক যুদ্ধ করবে। বাবাকে স্মরণ করতে দেবে না, এইজন্য সতর্ক থাকতে হবে। মায়া বাবার থেকে তোমাদের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার পুরুষার্থ করবে। কিন্তু তোমরা বাবার থেকে বিমুখ হবে না। তোমাদের পা আছে নরকের দিকে আর মুখ আছে স্বর্গের দিকে। এখন বৈকুণ্ঠে যেতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) এই পড়া খুব ভালো ভাবে পড়তে হবে এবং অন্যদেরকেও পড়তে হবে। সত্যিকারের প্রেমিকা (আশিক) হয়ে এক বাবার সাথে আত্মিক লভ রাখতে হবে। কোনও বিকর্ম করবে না।

২ ) যদি কোনও বিঘ্ন অথবা বিপদ আপদ এসে যায়, তখন বাবার থেকে বিমুখ হবে না। বিঘ্নগুলিকে পার করে পাওয়ান হতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* প্রত্যেক আত্মার প্রতি দৃষ্টি ও ভাবনাকে প্রীতিময় রেখে বাবার সমান ভব যেরকম দ্বাপর থেকে তোমরা বাবাকে অনেক গালিগালাজ করেছো, তথাপি বাবা তোমাদেরকেই ভালোবেসেছেন। তাই ফলো ফাদার করে বাবার সমান হও। যেরকমই আত্মা হোক কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি ও ভাবনা প্রীতির হবে - তবেই তোমরা সকলের প্রিয় হতে পারবে। কেউ ইনসাল্ট করুক বা ঘৃণা, সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকবে। আত্মীয় পরিজনও যদি কিছু বলে, যা-ই করুক, কিন্তু তোমাদের ভাবনা শুদ্ধ হবে, সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা থাকবে - তবেই তোমরা বাবার সমান হতে পারবে।

\*স্নোগানঃ:-\* সে-ই হল বিশেষ আত্মা, যে অন্যদের বিশেষত্ব গুলিকেই দেখে আর তার বর্ণনা করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কর্মক্ষেত্রে এসেছো পার্ট প্লে করতে, তোমাদেরকে কর্ম অবশ্যই করতে হবে, আত্মার স্বধর্ম হল শান্তি, তাই শান্তি চাইবার প্রয়োজন নেই, স্বধর্মে কেবল স্থির হতে হবে”

\*প্রশ্নঃ - পূর্ব নির্দিষ্ট ড্রামার কথা জানা সত্ত্বেও বাবা তোমাদের কোন্ একটি কথা বলে দেন না ? তার কারণ কি?

\*উত্তরঃ - বাবা জানেন - আগামীকাল কি হতে চলেছে, তা সত্ত্বেও বলে দেন না। এমন নয় কাল ভূমিকম্প হবে - সে কথা আজই বলে দেবেন। যদি বলে দেন তবে ড্রামা রিয়াল থাকবে না। তোমাদেরকে সবকিছু সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। যদি প্রথম থেকেই জানবে তাহলে সেই সময় তোমরা বাবার স্মরণে থাকবে না, ভুলে যাবে। শেষের সীন গুলি দেখবার জন্য তোমাদের মহাবীর হতে হবে। অচল-অটল হতে হবে। বাবার স্মরণে যেন দেহ ত্যাগ হয়, তার জন্য পরিপক্ব অবস্থা বানাতে হবে।

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। মানুষ বলে মনের শান্তি চাই, কীভাবে প্রাপ্ত হবে ? এই বিষয়ে হয়ত একটি বইও লেখা হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন বাচ্চাদের, তোমরাও বলো ওম্ শান্তি। এর অর্থ কি? কেউ তো ওম্ শব্দের অর্থ ভগবান ভাবে। বাবাও বলেন ওম্ শান্তি। ওম্ অর্থাৎ অহম্ (আমি আত্মা)। পরে বলা হয় আমার শরীর। তো আত্মা নিজেই বলে ওম্ শান্তি। আমার স্ব ধর্মই হল শান্ত এবং থাকার স্থানও হল নির্বাণ ধাম, শান্তি ধাম। আত্মা নিজেই নিজের পরিচয় দেয় যে আমি শান্ত স্বরূপ, তখন আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন থাকে না যে মনের শান্তি কীভাবে প্রাপ্ত হবে? বাবাও বলেন - ওম্ শান্তি। আমিও পরম আত্মা, বাচ্চারা, তোমাদের সকলের পিতা। শান্তি ধামের নিবাসী। তোমরা আত্মারা এখানে শরীর ধারণ করো পার্ট প্লে করার জন্য। তবে মনের শান্তির তো প্রশ্ন উঠতে পারে না। ওম্ শব্দের অর্থও কেউ জানে না, তাই ধাক্কা খেতে থাকে - মনের শান্তির জন্য। আত্মা যখন অশরীরী তখন তো সে হলই শান্ত। শরীরে এসে কর্মেন্দ্রিয় গুলির দ্বারা অবশ্যই কাজ করবে। কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই কাজ কর্ম করতে হয় তাই শান্তির বিষয় নিয়ে বই লেখার দরকার নেই। এই কথা তো সেকেন্ডের মধ্যে বুঝতে হবে। আত্মা নিজেই বলে ওম্ শান্তি। বাকি আর কি চাই? শান্তি কোথা থেকে আসবে? আত্মার দেশ শান্তিধাম। এখন তো সেখানে গিয়ে বসবো না। পার্ট অবশ্যই প্লে করতে হবে। ঠিক তেমনই পরম পিতা পরমাত্মার কাছে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার জন্য কোনও বইপত্র দরকার নেই। এ তো হলো সেকেন্ডের ব্যাপার। বই ইত্যাদি ভক্তিমার্গে থাকে, জ্ঞান মার্গে নয়। তবুও জগতের মানুষকে বোঝানোর জন্য রিয়েলিটি যা বোঝাতে হয় - সত্যিকারের মনের শান্তির বিষয়ে, সত্যিকারের গীতার বিষয়ে লিখতে হয়। তা নাহলে বুদ্ধি বলে - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, সুখধাম আর শান্তিধামকে স্মরণ করো তাহলেই অন্তিম কালে যেমন মতি সেই অনুযায়ী গতি হবে। যদিও এখানে মনের শান্তি প্রাপ্ত হবে না। শান্তিধাম তো হলো নির্বাণধাম, যেখানে পিতাও থাকেন আর আমরা আত্মারাও থাকি। রুদ্র মালাও বলা হয় তো রুদ্র জ্ঞান যন্তুও হলো একই কথা। জ্ঞান সাগর পিতা একমাত্র এই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। যদিও জ্ঞান তো অনেক রকমের আছে। সায়েন্সেরও জ্ঞান, কারিগরিরও (skills) জ্ঞানও হয়। কিন্তু সেসব হল লোকেদের সাথে ব্যবহারিক ব্যাপার। জ্ঞানের দ্বারা মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। এখন বাচ্চারা তোমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। এ'হল পার্টশালা, এখানে পড়াশোনা করানো হয়। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সব নলেজ তাঁরই আছে। সব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি তিনি জানেন। রাইট-রং, সত্য-অসত্য কি, সেসব আমি বুঝিয়ে থাকি। এবারে বলো সত্য কি? সর্বব্যাপী বলা কি সত্য ? আমি তো তোমাদের পিতা সর্বব্যাপীর দ্বারা তো কোনও জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। পুরুষার্থ হতে পারে না। সর্বব্যাপী হয়ে কি করবেন ? স্বয়ং হলেন মালিক, ভগবান তো কখনও পতিত হন না। তিনি তো যখন ইচ্ছে ফিরে যেতে পারেন। এখানে তো সবাই হলো পতিত, তাই কেউ ফিরে যেতে পারে না। পতিত হলেই সম্পূর্ণ জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, বুদ্ধি মলিন হয়ে যায়। যোগ লাগে না, স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাই কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয়। স্মরণও অবশ্যই করতে হবে। বাবা ব্যতীত পুরানো পাপ বিনষ্ট হবে না। এমন নয় হরিদ্বারে থাকলে কারো পাপ বিনষ্ট হবে, না, হয় না। পাপ তো করতেই থাকে। সাধু সন্ন্যাসীরা যদি জানতেন যে আমাদের ঘর (ঠিকানা) হলো শান্তিধাম তবে সেখান থেকে হয়ে আসতেন। বাবা তোমাদের সাক্ষাৎকার করান। সুতরাং তোমরা ঘুরে এসেছো। ভক্তিমার্গেও সাক্ষাৎকার হয় - দিব্য দৃষ্টির দ্বারা। তোমরা যখন সত্যযুগে থাকবে তখন এই চোখ দিয়েই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখবে। ওনারাও তোমাদের দেখবেন। এখন সাক্ষাৎকারে দেখছো। বাবার কাছে দিব্য দৃষ্টির চাবি আছে, সেই চাবি কেউ প্রাপ্ত করতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন এই চাবি আমি কাউকে প্রদান করি না। তার পরিবর্তে আমি স্বর্গের রাজস্ব প্রদান করি। দাঁড়িপাল্লা ইকুয়াল (সমান) থাকে। তোমরা বিশ্বের মালিক হও, আমি হই না। ভক্তিমার্গেও যে সাক্ষাৎকার হয় সেই সময় মূর্তির মধ্যে কোনো শক্তি

থাকে নাকি!

বাবা বলেন - আমি মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য সাক্ষাৎকার করাই। গণেশ, হনুমান ইত্যাদি যারই পূজা করে তাদের আমি সাক্ষাৎকার করাই। কিন্তু তারা বলে পরমাত্মা সবার মধ্যেই আছেন তাই আমাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, উল্টো জ্ঞান নিয়েছে। বাস্তবে সবাই হলো ব্রাদার্স। সবার মধ্যে আত্মা আছে। সবাই ফাদার তো হবে না। সব আত্মারাই ডাকে হে গড ফাদার দয়া করো, সুতরাং সবাই তাঁর সন্তান হবে। সন্তানরা পিতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে তখন দেহ অভিমান ত্যাগ করতে হয়। শুধুমাত্র আমি আত্মা, পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্ষা) প্রাপ্ত করছি। আত্মাকে মেল বা ফিমেল বলা হয় না। যদিও বস্ত্র টি (দেহ) হলো ফিমেলের কিন্তু এই কথাটি বলা ঠিক যেমআমি বর্ষা প্রাপ্ত করছি। বাবার কাছে উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার সবার আছে। আমি খ্রীস্টান, আমি অমুক। এইসব হলো শরীরের ধর্ম। আত্মা তো এক। শরীর পরিবর্তন হয়, তখন বলে মুসলমান, হিন্দু। আত্মার নাম পরিবর্তন হয় না, শরীরের নাম পরিবর্তন হয়। বাবা তো হলেনই পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। পিতার মহিমা আলাদা। উনি, হলেন শান্তির সাগর, জ্ঞানের সাগর। তাঁর সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে আমরা শান্তিধামে চলে যাবো, তাও এখন। এমন যোগ কেউ কখনও লাগাতে পারে না। তোমরা শান্তিধামকে জানো। আর স্মরণ শিববাবাকে করে থাকো। সন্ন্যাসীরা বলেন আমরা ব্রহ্ম জ্ঞানী। ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ যুক্ত হয় তারা। কিন্তু তাতে বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। সেই যোগই হল ভুল। ব্রহ্ম অর্থাৎ থাকবার জায়গা। ব্রহ্ম জ্ঞানী অথবা তত্ত্ব জ্ঞানী কথাটি একই। বাবা বলেন এইসব হলো তাদের ভ্রম। পতিত-পাবন ব্রহ্ম তো হতে পারে না। আত্মাদের পিতা হলেন শিব, তাঁকেই পতিত-পাবন বলা হয়। যদিও ফিরে তো কেউ যেতে পারে না। সবাইকে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতেই হবে। যদিও প্রথম নম্বর শ্রী নারায়ণ হন আর বাকিরা সবাই অবশ্যই তমোপ্রধান হবে। পুনর্জন্ম নিতে থাকবে। এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হয়।

তোমরা জানো প্রত্যেকটি ধর্মের মানুষ কতগুলো জন্ম নেবে? দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে পুরোপুরি ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যদের জন্ম সঠিকভাবে বলা যাবে না। কেউ হিসেব করলে বের করতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন নেই। আমাদের নিজের পুরুষার্থ নিয়ে কাজ অতিরিক্ত কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমাদের যদি মুক্তি, জীবনমুক্তি চাই তবে মন্বনাভব। আমি হলাম পতিত-পাবন, এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি। পতিত-পাবন অবশ্যই কলিযুগের অন্তে আসবেন, দ্বাপরে নয়। শুধু শিবরাত্রি লিখলে কোনও অর্থ বোঝা যায়না। ত্রিমূর্তি শিবরাত্রি লেখা উচিত। ভক্তিতে ঘোর অন্ধকার থাকে তখন বলা হয় জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছে... অবশ্যই কলিযুগের শেষে হবে। আলোকিত অবস্থা হলো সত্য যুগে। বাবা অবশ্যই সঙ্গমে আসবেন। সবাই পতিত হবে তখন তো বাবা এসে পবিত্র করবেন, কারণ সবারই কানেকশন আছে, তাই না। অনেক সন্ন্যাসীরা বলে মনের শান্তি কীভাবে প্রাপ্ত হবে? আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত। যেমন ভারতবাসী দেবী-দেবতাদের ভুলেছে, তেমনই আত্মাও নিজের স্বধর্মকে ভুলেছে। আত্মাই জানে - আমাকে রাবণ অশান্ত করেছে। এই জ্ঞান এখন প্রাপ্ত হয়েছে। এখানে তো শান্তি কখনও প্রাপ্ত হবে না। শান্তিধামেই শান্তি প্রাপ্ত হবে। সেখানে তো সবাইকে যেতে হবে। আমরা শান্তিধামে যাবো পরে সুখধামে আসবো। অন্য ধর্মের মানুষের শান্তি অধিক প্রাপ্ত হয়, আমাদের সুখ অধিক প্রাপ্ত হয়। তারা না এত সুখ ভোগ করে, না দুঃখ। এইসব কথা হলো ডিটোলে। কেউ যদি লক্ষ্যকে ঠিক মতো ধরে থাকে, তাও যথেষ্ট। ঘরে থেকে বাবাকে অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো। কিন্তু প্রজা বানাতে পারবে না। যারা প্রজা বানাবে, তারাই রাজা রানী, মালিক হবে। পরিশ্রম আছে, তাই না। প্রজেক্টরে বোঝানো খুব সহজ। বড় বড় মানুষদের নিমন্ত্রণ দিয়ে তাদের বোঝানো উচিত। তোমরা বাচ্চারা অনেকের কল্যাণ করতে পারো। এও হলো এক নতুন উপায়। ইংরেজি ভাষাতেও প্রজেক্টর স্লাইডস দিয়ে বিদেশে গিয়ে দেখাতে পারো। এই গোলা (সৃষ্টি চক্রের চিত্র) ইত্যাদি যখন দেখবে তখন বুঝবে যে এই হলো ভারতের ফিলোসফি। এই নলেজ একমাত্র বাবা দিতে পারেন। এ'হল রুহানী জ্ঞান বা আত্মিক জ্ঞান। রুহের দ্বারাই রুহানী জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত ডক্টর অফ ফিলোসফিও হলে তোমরা। বাবা হলেন রুহানী সার্জেন। রুহ অর্থাৎ আত্মাদের ইঞ্জেকশন লাগান। তোমাদের সবই হলো গুপ্তভাবে। তারা তো বসে শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে, তাই তাদের অনেক মান সম্মান প্রাপ্ত হয়। তারা আত্মাকে পতিত ভাবে না, নির্লিপ্ত বলে দেয়। অতএব সত্য নলেজ তোমরাই দিতে পারো। তোমাদেরকে এও বোঝানো হয়েছে যে, ও'সব হলো দৈহিক সন্ন্যাস, তোমাদের হলো অসীম জগতের সন্ন্যাস, যা একমাত্র অসীম জগতের পিতা শেখান। ওটা হলো হঠযোগ, এ'হল রাজযোগ। তারা হঠযোগের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়কে বশে করতে চায়। তোমরা রাজ যোগের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়কে বশে করে থাকো। অনেক তফাৎ। এখন বাবার দ্বারা তোমরা নলেজফুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হবে নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। এমন বাবার প্রতি কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত। এ'হল গুপ্ত ভালোবাসা। আত্মাও হলো গুপ্ত। আত্মা জানে যে, আমরা বাবাকে পেয়েছি। তিনি দুঃখ থেকে মুক্ত করছেন। বাবা তুমি তো বিস্ময় (কামাল) সৃষ্টি করেছে। কল্প-কল্প তুমি আমাদের জ্ঞান প্রদান করেছে।

পরে যা আমরা ভুলে যাই। বাবা বলেন - হ্যাঁ, বাচ্চারা, আমি তো বলেছিলাম এই জ্ঞান পরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সত্য যুগে এই নলেজ থাকবে না। এইসব ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। এতটুকুও হেরফের হবে না। পূর্ব নির্দিষ্ট ড্রামা, যা কিছু হচ্ছে সাক্ষী হয়ে দেখতে চলো।

বিনাশ হবে, স্থাপনা হবে, সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। ধরো যদি আগামীকাল ভূমিকম্প হয় তখন তো আমি বলে দেব না যে এইরূপ হতে হবে। তারজন্য সবরকমের ব্যবস্থা করে নাও। সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো। মুখ্য কথা হল আমাকে স্মরণ করো। তা নাহলে আমাকে ভুলে যাবে। বাচ্চারা এখন তোমাদের মহাবীর হতে হবে। মহাবীর, মহাবীরাদ্রুপনাদের গড অফ নলেজ, গডেজ অফ নলেজ বলা হয়। গড একমাত্র যোগ শিথিয়ে মহাবীর বানিয়ে দেন। পরে যখন ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে সেই সময় মহাবীর স্থিতির প্রয়োজন হবে। যারা জ্ঞানে অচল-অটল থাকবে তারা বসে বসে দেহ ত্যাগ করবে। পরে কর্মাজীত অবস্থায় গিয়ে সার্ভিস করবে। বাচ্চাদেরকে পরিপক্ব অবস্থায় দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম বতনে গিয়ে পুনরায় নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে। আচ্ছা!

বাচ্চাদেরকে সর্বদা নিজের চার্ট দেখতে হবে যাতে আমরা বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। কোনও কথায় সংশয় প্রকাশ করে পড়াশোনা কখনও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বাবা বারংবার বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) কোনও কথায় সংশয় বুদ্ধি হয়ে পড়াশোনা ত্যাগ ছেড়ে দেবে না। নিজের স্থিতি অচল, অটল বানাতে হবে। এক বাবার সাথে প্রকৃত ভালোবাসা রাখতে হবে।

২ ) নিজের সময় বিস্তারিত কোনো কথায় নষ্ট করবে না। বুদ্ধি কোনো কর্মে যেন মলিন না হয়, এই বিষয়ে পুরোপুরি সতর্ক থাকতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* মন-বাণী-কর্মে এবং সম্বন্ধ-সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণার দ্বারা পরমপূজ্য আত্মা ভব পবিত্রতা শুধুমাত্র ব্রহ্মচর্য নয় বরং মনের সঙ্কল্পেও কারো প্রতি নেগেটিভ সঙ্কল্প যেন না থাকে, মুখের কথায় যেন এমন শব্দ না বেরোয় আর সম্বন্ধ-সম্পর্কও যেন খুব ভালো থাকে। কোনও কিছুতেই যেন পবিত্রতা এতকটুও খন্ডিত না হয় তখন বলা হবে পূজ্য আত্মা। অতএব পবিত্রতার ফাউন্ডেশন চেক করো। সদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, আমি পরম পবিত্র পূজ্য আত্মা এই দেহ রূপী মন্দিরে বিরাজমান, কোনও ব্যর্থ সঙ্কল্প মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না।

\*স্লোগানঃ:-\* নিজের ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখবার জন্য বা জানবার জন্য সম্পূর্ণতার স্থিতিতে স্থিত থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে আধ্যাত্মিক ঘোড়া, তোমাদেরকে বিজয়ী রত্ন হয়ে ওঠার রেস করতে হবে, মহারথী অশ্ব সেই হতে পারে যে, রাজস্ব লাভের জন্য রেস করে"

\*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে সতোপ্রধান পুরুষার্থী কারা আর তমোগুণী পুরুষার্থী কারা?

\*উত্তর:- সতোপ্রধান পুরুষার্থী তারা যারা রচয়িতা আর তাঁর রচনাকে জেনে পুরুষার্থ করে থাকে। যাদের বুদ্ধিতে সর্বদা এই সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান সর্বদা ঘুরতে থাকে, যাদের কাছে বাবার স্মরণের শুদ্ধ অহংকার থাকে আর তমো পুরুষার্থী হলো যারা বলে পূর্ব কল্পে যেমন পুরুষার্থ করেছিলাম, তেমনি আবার করে নেবো। যা পাওয়ার আছে তাই পেয়ে যাব।

\*গীত:- হে মোদের মাতা পিতা, দুঃখীজনে কৃপা করো...

ওম্ শান্তি । যখন এখানে এসে বসবে, তখন যতটা পারবে বাবার স্মরণে থাকবে। কাল বুঝিয়েছিলাম যে, সমগ্র কল্প তোমরা দেহ অভিমানী হয়ে ছিলে। এই সময়েই কেবল একবার দেহী অভিমানী হতে হয়। দেহ অভিমান ত্যাগ করে পুনরায় ফিরে যেতে হয়। এই বস্ত্র অর্থাৎ দেহ অত্যন্ত পুরাতন হয়ে গেছে। এই দেহের অশুদ্ধ অহংকার ত্যাগ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ তো করে সকলেই কিন্তু তারা জানে না যে আমাদের বাবা আসলে কে। যখন তারা বলে যে বাবা সর্বব্যাপী, তারপর তো তারা তাঁকে ডাকতেও পারে না। গান গেয়ে থাকে, হে গড ফাদার! যখন কেউ দুঃখী হয় তখনই ঈশ্বরকে স্মরণ করে, বুদ্ধি উদ্বোধিত হয়। যদি ভক্ত নিজেই ভগবান হয়ে যায়, তবে ভগবানকে স্মরণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। তখন ভক্ত কীভাবে বলবে যে, হে ভগবান আমরা দুঃখী কাঙাল! ভক্তি মার্গে দুঃখ পায় বলে তারা ভগবানকে স্মরণ করে। আমি বাচ্চাদেরকে সুখ প্রদান করে যাই তাই সেই সুখ সকলেই মনে রাখে। অবিনাশী পিতা আমাদেরকে অবিনাশী সুখ প্রদান করে যান। বাচ্চারা, এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে, যার মাধ্যমে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ যে, বাবা হলেন রচয়িতা আর তাঁর রচনার আদি মধ্য এবং অন্তকেও উত্তম রূপে বুঝতে পেরেছো। এর আগে ঘরে বসে যখন গীতা পড়তে তখন সেই গীতার মাধ্যমে রচয়িতা এবং রচনার কোনো জ্ঞান তোমরা পাওনি, বরঞ্চ রচনাকেই ভুলে গিয়েছিলে। রচয়িতাকে ভুলে যাওয়ার অর্থ হল রচনাকেই ভুলে যাওয়া। বাবা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করে, বুঝিয়ে দিচ্ছেন, রাজযোগ শিখিয়ে দিচ্ছেন, যার মাধ্যমে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে। গীতা পড়লে কোনোভাবেই স্বর্গের স্মৃতি জাগ্রত হয় না। লোকে কত রকম বক্তৃতা করে। এখন তোমরা স্বয়ং বাবার কাছ থেকে সরাসরি শুনছো। সেই কারণেই রাত দিনের পার্থক্য তোমরা অনুভব করতে পারো। ওখানে তো রচয়িতা আর রচনাকেও ভুলে গেছে। এখন বাবা আমাদেরকে রচয়িতা আর রচনার এই রহস্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন আর তোমরাও পুরুষার্থ করে চলেছ উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। কারোর পুরুষার্থ সতোপ্রধান হয়, কারো বা রজোগুণী, কারো আবার তমোগুণী হয়। পুরুষার্থীদের মধ্যেও উত্তম মধ্যম এবং কনিষ্ঠ এই প্রকারভেদ আছে। বাচ্চারা জানে যে আমরা পুরুষার্থের মাধ্যমে এত উচ্চপদের প্রাপ্তি করব, তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী পুরুষার্থ করি তবে। নিজেরা বোঝেও যে যদি এখন আমরা উত্তম পুরুষার্থ করি তাহলে কল্প-কল্প ধরে এইরকমই আমাদের পুরুষার্থ হবে। যদি তা সত্ত্বেও কেউ এখন পুরুষার্থ করছে না তাহলে বুঝতে হবে যে, পূর্বকল্পে সে সেইরকম পুরুষার্থ করেনি আর সেই কারণে তার পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। ঘোড়দৌড় এ ঘোড়া দৌড়ায়। যে জিতে যায় তার কথাই সবাই বলে। একইভাবে এখানেও পুরুষার্থের দৌড় অনুযায়ী সবাই ক্রম অনুসারে আসে। এমনও লোক আছে যারা বলে আমরা বেশি কিছু বুঝতে চাই না। তারা না নিজেরা কিছু বুঝতে পারে, আর না কাউকে বোঝাতে পারে। তাদের জন্য সহজ যুক্তি এটাই যে, শুধুমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো। তোমরা বাবাকে শুধু স্মরণ করার পদ্ধতিটাই শেখো, নাকি তাও শিখতে চাও না। ভক্তি মার্গে তোমরা যাকে স্মরণ করতে, সেই অসীম জগতের পিতা এখন আমাদের সামনে ব্রহ্মার দেহে এসে, আমাদের বলছেন - আমাকে স্মরণ করো। বাবা রচনার এই রহস্যও বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিববাবা তোমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদেরই পিতা। যেকোনো আত্মাকেই প্রজাপিতা বলা যায় না। সকল আত্মাই অনাদি। প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী রচনা করেছেন। আমরা আত্মারা হলাম শিব বাবার সন্তান। তিনি বলেন, তোমরা সবাই আমার। যত জনই আছে, সকলেই আমার। এখানে কম অথবা অধিক সংখ্যক আত্মা কখনো হতে পারে না। তাদের এই অনন্তের অসীম ড্রামাতে নিজ নিজ ভূমিকা রয়েছে। এ হল অনাদি অনন্তকালের পূর্ব রচিত খেলা মাত্র। বাবা বলেন আমি অবশ্যই আসি এক সত্য ধর্মের স্থাপন করতে এবং অনেক ধর্মের বিনাশ করাতে। যে সত্য ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা এখন পুনরায় প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। সত্য ধর্ম অর্থাৎ সত্যযুগের

আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, যা সত্য পরমাত্মা এসে স্থাপন করেছেন। যেমনভাবে ক্রাইস্ট স্থাপন করেছিলেন খ্রিস্টান ধর্মকে, তেমনভাবে সত্য পিতা স্থাপন করেছেন আদি সনাতন সত্য ধর্মকে। সত্য পিতাই হলেন সত্য ভূখণ্ডের স্থাপনকারী। বাচ্চারা, তোমরা ব্রাহ্মণরাই ঠিক ঠিক ভাবে জানো যে বাবা এসেছেন। বাবা বুঝিয়ে দেন যে এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সুতরাং এখন পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। এই নাটকে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর পার্ট নির্ধারিত হয়ে আছে। নিজের নিজের সময়ে অনুসারে (শরীর রূপী) বস্ত্র পরিবর্তন করে সকলেই চলে যায়। বাবা বলেন এখন তোমাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে। আত্মা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন তা ধারণ করার জন্য পবিত্র শরীর প্রয়োজন। এখন এই শরীরে থেকেই আত্মাকে পবিত্র করে তুলতে হবে। না হলে আমরা কোথায় গিয়ে আত্মাকে পবিত্র বানাবো? এখানেই পবিত্র করে তুলতে হবে। এখন প্রকৃতির পাঁচ তন্ত্রও তমোপ্রধান হয়ে আছে। যখন আত্মা পবিত্র হয়ে কর্মাতীত অবস্থায় চলে আসবে, তখন তার সমস্ত পুরানো হিসাব পত্র মেটানো হয়ে যাবে। এসকল কথা বাচ্চাদের জন্যই। বাচ্চারা তা শোনে। সুতরাং ব্রাহ্মণ অবশ্য প্রয়োজন।

তোমরা জানো যে স্বর্গের স্থাপনা কীভাবে হয়, অতএব ব্রহ্মারও প্রয়োজন অবশ্যই আছে। এ হল ব্রাহ্মণদের বংশ। বাবা বলেন - এই ব্রাহ্মণদেরকে রচনা করার জন্য, আমি ব্রহ্মার দেহের আধার নিই। এই সমস্ত কথা তোমরা ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীরাই শুধু জানো। এ হলো সঙ্গম যুগের রচনা, এ হল গুট রহস্য পূর্ণ কথা। শুরু দিকে বাবা এত গূহ্য রহস্য বোঝাতেন কি? বলা হয় হয়ে থাকে - যদি সাগরকে কালি বানাও, জঙ্গলকে কলম বানাও আর পৃথিবীকে কাগজ বানাও - তাহলেও এই জ্ঞান সম্পূর্ণ লিখে শেষ করা যাবে না। বাচ্চারা তোমরা এই জ্ঞান শ্রবণ করতেই থাকো। এই গূহ্য বিষয় শুধু তারাই ধারণ করতে পারবে, যাদের এই পড়ায় মনোযোগ আছে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য তারা একেবারে রেডি হয়ে আছে। এতটুকুও যদি সংশয় চলে আসে তো বুদ্ধি থেকে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আবার কারোর হঠাৎই কোনো জ্ঞানের তীর মনে গেঁথে যায়, তাহলে তখন একদম দৃঢ় নিশ্চয় বুদ্ধিযুক্ত হয়ে যায়। বাবা নতুন নতুন উপায় শোনাতে থাকেন। কালকেও বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছিলেন। বাবা বলেন যে - আমি পরমাত্মা পরমধাম নিবাসী, যাকে সুপ্রিম সোল বলা হয়ে থাকে। এখানকার কোনো আত্মাকে সুপ্রিম বলা যায় না। সুপ্রিম অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরম আত্মা কেবলমাত্র এক জনই আছেন, সকলে তাঁরই মহিমা কীর্তন করে। সুতরাং পরমধাম নিবাসী পরমাত্মা সর্বব্যাপী হতে পারেন না। এখানে দুঃখ আছে, জন্ম-মৃত্যু আছে। পরমাত্মা তো জন্ম-মৃত্যু রহিত। যারা মহারথী, যারা সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করে চলেছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য, দেখো তারা এই প্রতিযোগিতায় কীভাবে এগিয়ে চলেছে। ঘোড়দৌড়ে প্রথম দিকে কোনো কোনো ঘোড়ার প্রতি কারোর কোনো আশাই থাকে না। কিন্তু শেষের দিকে তারা এত দ্রুত দৌড়ায় যে সকলের আগে পৌঁছে যায়। এখানেও এরকমই হয়। কেউ কেউ চলতে চলতে দুর্বল হয়ে পড়ে যায়। কেউ কেউ আবার আঘাত পেয়ে খোঁড়া হয়ে যায়। এখানেও অনেক ভালো ভালো নতুন বাচ্চারা আছে যারা পুরানোদের থেকেও অনেক দ্রুত বেগে এগোচ্ছে। পুরুষার্থ করার ক্ষেত্রে অনেকেরই গ্রহের দশা হয়ে যায়। কারোর উপরে কখনো বৃহস্পতির দশা থাকে, কখনো শুক্রের দশা আবার কখনো শনির দশা। কখনো আবার রাহুর দশাও হয়ে যায়। তার ফলে কখনো লাভ হয় তো কখনো লোকসান হতে থাকে। বাবা নিজে জানেন যে কোন্ বাচ্চাদের গ্রহের দশা চলছে আর কোন্ কারণের জন্য তার গ্রহণ দশা চলছে। বাবা বলেন - সমস্ত কিছু থেকে পার হয়ে তীরবেগী হয়ে যাও। যখন কারোর রাহুর দশা হয় তো তখন সে দু তিন বছর পবিত্র হয়ে থেকে পুনরায় কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। বাবা বলেন কাম হলো মহাশত্রু, এর উপরে বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। ভালো ভালো বাচ্চাদেরও গ্রহের দশা হয়ে যায়। তারা বিবাহ করে নেয়। প্রথম দিকে তারা প্রতিজ্ঞা করে যে - আমরা পবিত্র হয়ে থাকবো, কিন্তু তারপর পতিত হয়ে পড়ে। কখনো শ্রীমৎ অনুসারে চলে কখনো বা উল্টো মতে চলতে থাকে। বাবা বাচ্চাদেরকে খুব ভালোভাবে চেনেন। বাচ্চারা বাবাকে বলে যে - বাবা এখন আমাদের দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে। তখন বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সতর্ক থেকে, কারণ তোমরা তো ঘোড়দৌড় এর ঘোড়া! দেখো বাচ্চারা ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য তোমরা সুখ প্রাপ্ত করবে। এ যেমন তেমন কথা নয়। এতটুকুও ভুল করলে ভবিষ্যতের সমস্ত জন্মে গ্রহণ লেগে যাবে অর্থাৎ লোকসান হয়ে যাবে। তাই বাবা বলেন, শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো। বাবা তো প্রথম থেকেই বলে দেন যে - জ্ঞান-যোগে যত অগ্রসর হতে থাকবে যত শক্তিশালী হতে থাকবে মায়ার ঝঙ্কাও তত তীর বেগে আসতে থাকবে। সতর্ক থেকে, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিকর্ম করে পাপ আত্মা হয়ে যেও না। তুমি তো ঈশ্বরের সন্তান। অতএব সেই অনুযায়ী অত্যন্ত রয়্যাল (রাজকীয়) হয়ে উঠতে হবে। লক্ষ্মীনারায়ণ দেখো কত রয়্যাল। তোমাদেরকে এখন ঈশ্বরের সন্তান বলা হয়, তাই সেই সংস্কার তোমাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এই সময়ই তোমরা এতটা সম্মানের অধিকারী হও। এই একটি মাত্র জন্মের অপরিসীম মহিমা। বাকি ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে করতে তো তোমরা পতিত হয়েই এসেছ। যতক্ষণ না বাবা আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই মনুষ্য সৃষ্টিকর্তা বৃষ্কে তার অন্তিম স্থিতি পর্যন্ত তমোপ্রধান তো হতেই হতো। সেই সর্বোচ্চ মালিকই এসে লক্ষী-নারায়ণকে বিশ্বের মালিক

বানিয়েছেন। সোমনাথের মন্দির অত্যন্ত বিখ্যাত। শিব বাবাই এই ধনসম্পদ দিয়েছিলেন, তবেই তো তাঁর মন্দির তৈরিতে অগাধ ধনসম্পত্তির প্রয়োগ হয়েছে। যখন তোমরা পূজারীতে পরিণত হও, তথাপিও তোমাদের কাছে এত অগাধ ধন ছিল যে তা দিয়ে তোমরা এত মন্দির বানিয়েছিলে। যখন তোমরা পূজনীয় ছিলে, তখন না জানি কতই না ধন ছিল। বর্তমানে তো প্রজাই প্রজার উপর রাজত্ব করছে। আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন ব্রহ্মার রাত্রি কাল চলছে। পুনরায় যখন ব্রহ্মার দিন হবে, তখন এই সৃষ্টি স্বর্গের মত সুন্দর হয়ে যাবে। হীরে জহরতের মহল তৈরি হবে। এতো অগাধ বিপুল পরিমাণে সোনা আসবে কোথা থেকে? সত্যযুগে সোনা, মাটির মতই সহজলভ্য হবে। যখন আগ্নেয়গিরিতে উত্তাপ বৃদ্ধি পায় তখন তা ফেটে বেরিয়ে আসে। খনি থেকে সোনা প্রাপ্ত হয়। ওখানে সোনার ইট বানানো হয়। যেমন ভাবে মায়ার জাদুর (মায়া মছন্দরের খেলা) খেলাতে দেখানো হয় যে, কেউ সূক্ষ্মলোকে সোনার ইট সাজানো আছে দেখে ভাবলো যে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু চোখ খুলতেই আর কিছু দেখতে পেল না। এখানেও বাচ্চারা দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে সোনার মহল দেখে আসে। বাচ্চারা এই গান তো শুনেইছে যে - দুঃখীজনে দয়া করো.... বাবার নামই হলো রিসফুল (আনন্দ প্রদাতা), সৌভাগ্য প্রদানকারী। এমনটা নয় যে তিনি সকলের মধ্যেই বিরাজমান হয়ে আছেন। মায়া এসে বুদ্ধির তালা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। বাবা বলেন - আমি ছাড়া এই তালা আর কেউ খুলতে পারেনা। কল্প পূর্বে যাদের বুদ্ধির তালা খুলেছিল, ঠিক সেইভাবে পরপর ক্রম অনুযায়ী তাদেরই তালা খুলবে। তাদের পুরুষার্থ দেখে বোঝা যায় যে তারা খুব ভালো সেবা করতে পারে। পরম পিতা পরমাত্মা অবশ্যই কোনো শরীর ধারণ করেছিলেন, তাঁর প্রথম রচনা হল ব্রহ্মা। তারপর তিনি ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত স্ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করলেন। ব্রাহ্মণ হল শিখা (টিকি, শীর্ষে)। জগদম্বা হলেন ব্রাহ্মণী আর ব্রহ্মা হলেন ব্রাহ্মণ। শক্তি সেনাতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়ই আছে। বাবা বলেন - আমি হলাম নলেজফুল, এই ড্রামাতে আমারও ভূমিকা রয়েছে। আমি এসে তোমাদেরকে রচয়িতা আর রচনার রহস্য বুঝিয়ে দিই। এখানে তো বাবা, শিক্ষক আর সঙ্গুরু একজনই। এই তিন রকমের কর্ম তিনি একসাথেই করেন। গ্যারান্টি রয়েছে যে, সঙ্গুরু সাথে করে নিয়ে যাবেন। বাবা সবাইকে সুখ-শান্তি প্রদান করেন। সকলেই তো বাবার সন্তান, তাই এরকম কখনোই হতে পারে না যে, বাবা কাউকে দিলেন আর কাউকে দিলেন না। বাবা তো সকলকেই মায়ার শিকল থেকে মুক্ত করেন, তাই সকলে তাঁকেই স্মরণ করে। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, বাদবাকি সকলকে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দেন। এ তো শুধু বাবারই কাজ। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম যেন না হয়। রয়্যাল সংস্কার তৈরি করতে হবে। মায়ার ঝড় তুফান এলে ভয় পেলে চলবে না। স্তান-যোগে আরও অনেক উন্নতি করতে হবে।

২) শ্রীমৎ অবলম্বন করে যে কোনো রকমের গ্রহের দশা কাটিয়ে উঠে তীব্রবেগী হয়ে উঠতে হবে। উল্টো মতে কখনো চলবে না। সতর্ক হয়ে এই স্মরণের যাত্রায় দৌড়াতে হবে।

\*বরদান:-\* প্রতিটি কর্ম যোগযুক্ত হয়ে এবং যুক্তিযুক্ত হয়ে করে, কর্মযোগী তথা নিরন্তরযোগী হও। কর্মযোগী আত্মার প্রতিটি কর্মই যোগ যুক্ত এবং যুক্তিযুক্ত হবে। যদি কোনো সাধারণ অথবা ব্যর্থ কর্ম হয় তবে তাকে নিরন্তরযোগী বলা যাবে না। নিরন্তর যোগ অর্থাৎ স্মরণ করার আধারই হল ভালোবাসা। যে প্রিয় হয়, সে নিয়তই মনে থেকে যায়। প্রিয় কোনো জিনিস আমাদেরকে তার দিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি বাণী - সদা সর্বদা শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবে আর এক বাবার সাথেই হৃদয়ের ভালোবাসা থাকবে - তবেই বলা যাবে কর্মযোগী তথা নিরন্তর যোগী।

\*স্লোগান:-\* পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেতে হলে ভালোবাসার দোলনায় দুলতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

## "প্রত্যক্ষতার আধার - দৃঢ় প্রতিজ্ঞা"

আজ সমর্থ বাবা তাঁর সমর্থ বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করছেন। সমর্থ বাবা প্রতিটি বাচ্চাকে সর্ব সমর্থ হওয়ার খাজানা অর্থাৎ সর্ব শক্তির খাজানা ব্রাহ্মণ জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই জন্মসিদ্ধ অধিকারের রূপে দিয়ে দিয়েছেন আর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা নিজের এই অধিকারকে প্রাপ্ত করে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে অন্যদেরকেও সম্পন্ন বানাচ্ছে। এই সর্ব সমর্থ হওয়ার খাজানা বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে অতি সহজ আর সেকেন্ডে দিয়ে দিয়েছেন। কীভাবে দিয়েছেন? সেকেন্ডে স্মৃতি এনে দিয়েছেন। তো স্মৃতিই সর্ব সমর্থ হওয়ার চাবি হয়ে গেছে। স্মৃতি এসেছে 'আমার বাবা' আর বাবা বললেন 'আমার বাচ্চা'। এই 'আত্মিক স্মৃতি' - সর্ব খাজানার চাবী সেকেন্ডে দিয়ে দিয়েছেন। আমার বলে মেনে নেওয়া আর সর্ব জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হলো! তাহলে সহজেই পাওয়া গেলো, তাই তো? এখন প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা নিশ্চয় আর নেশার সাথে বলে থাকে যে, বাবার খাজানা মানে আমার খাজানা। বাবার খাজানাকে নিজের বানিয়ে দিয়েছে।

আজকের দিনটিকেও বিশেষ স্মৃতি দিবস বলে থাকো তোমরা। এই স্মৃতি-দিবস হলো বাচ্চাদেরকে সর্ব সমর্থী (শক্তি) প্রদান করার দিবস। এমনিতে তো ব্রাহ্মণ জন্মের দিবসেই সমর্থী গুলি প্রাপ্ত করার দিন, কিন্তু আজকের স্মৃতি-দিবসের বিশেষ গুরুত্ব বা মহত্ব রয়েছে। কোন্ বিশেষ মহত্ব? আজকের স্মৃতি দিবসে বিশেষ ভাবে, ব্রহ্মা বাবা নিজেকে নিজে অব্যক্ত বানিয়ে, ব্যক্ত সাকার রূপে বিশেষ, বাচ্চাদেরকে বিশ্বের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করবার বিশেষ উইল-পাওয়ার উইল করেছিলেন। যেমন আদিতে নিজেকে, সর্ব সম্বন্ধ আর সম্পত্তিকে সেবার্থে শক্তিদেরকে উইল করেছিলেন, সেই রকমই আজকের স্মৃতি দিবসে ব্রহ্মা বাবা সাকার দুনিয়াতে সাকার রূপের দ্বারা বিশ্ব-সেবার নিমিত্ত শক্তি সেনাকে নিজের সাকার রূপের পাট প্লে করবার সকল উইল পাওয়ার বাচ্চাদেরকে উইল করেছিলেন। নিজে অব্যক্ত গুপ্ত রূপধারী হয়ে আর বাচ্চাদেরকে ব্যক্ত রূপে বিশ্ব-কল্যাণের জন্য নিমিত্ত বানালেন অর্থাৎ সাকার রূপে সেবার উইল পাওয়ার উইল করলেন। সেইজন্য এই দিনটিকে স্মৃতি-দিবস বা সমর্থী দিবস বলা হয়ে থাকে।

বাপদাদা দেখেছেন যে, সেই স্মৃতির আধারে দেশ-বিদেশের চতুর্দিকের বাচ্চারা নিমিত্ত হয়ে সেবাতে সদা এগিয়ে চলেছে আর এগিয়ে যেতেও থাকবে। কেননা বিশেষ ত্রিমূর্তি বরদান বাচ্চাদের সাথে রয়েছে। শিববাবার তো আছেই কিন্তু তার সাথে ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্মা বাবারও বরদান রয়েছে, তার সাথে জগৎ অম্বা সরস্বতী মা'এরও মধুর বাণীর বরদান রয়েছে। সেইজন্য ত্রিমূর্তি বরদানের দ্বারা সহজেই সফলতার অধিকার তোমরা অনুভব করে চলেছো। যত দিন যাবে আরও সহজ সাধন (উপকরণ) আর শ্রেষ্ঠ সফলতার অনুভব হওয়ারই আছে। বাপদাদাকে প্রত্যক্ষ করবার উৎসাহ-উদ্দীপনা চতুর্দিকে রয়েছে, যাতে অতি দ্রুত প্রত্যক্ষতা হয়ে যায়। তোমরা সবাই এটাই তো চাও তাই না? তাড়াতাড়ি যেন হয়ে যায়! কালই হয়ে যাক, তাহলে এখানে বসে বসেই প্রত্যক্ষতার দামামা শুনি! হয়েই রয়েছে। শুধু কী করতে হবে? করছোও তোমরা আর করতেও হবে। সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষতার দামামা বাজানোর জন্য কেবল একটি জিনিস করতে হবে। প্রত্যক্ষতার আধার হলে তোমরা বাচ্চারা আর বাচ্চাদের মধ্যে একটি বিষয়কে আন্ডারলাইন করতে হবে। প্রত্যক্ষতা আর প্রতিজ্ঞা এই দুয়ের ব্যালেন্স হলো সকল আত্মাদের বাপদাদার দ্বারা ব্লেসিংস্ প্রাপ্ত হওয়ার আধার। প্রতিজ্ঞা তো তোমরা রোজ করে থাকো, তাহলে প্রত্যক্ষতা হতে এত দেরী হচ্ছে কেন? এখনই এখনই তো তবে হয়ে যাওয়ার কথা তাই না?

বাপদাদা দেখেছেন - প্রতিজ্ঞা অন্তর থেকে, ভালোবেসে তোমরা করছো। কিন্তু এক হলো 'প্রতিজ্ঞা' আর দ্বিতীয় হলো 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞা'। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন কী? প্রাণ চলে যাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা যেন ভঙ্গ না হয়। যখন জীবনের বাজির কথা এসে যায়, তখন ছোট ছোট সমস্যা গুলি বা সময়ে সময়ে যত ভয়াবহ রূপধারী সারকামস্যাক্সই (পরিস্থিতি) আসুক... তখন জীবনের বাজির তুলনায় সেটা কী? তো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেটাকেই বলা যায়, পরিস্থিতি যেমনই হোক, কিন্তু পর-স্থিতি, স্ব-স্থিতিকেও নাড়াতে পারবে না। কখনোই কোনও অবস্থাতেই হেরে যাবে না, বরং গলার হার হয়ে যাবে, বিজয়ী রত্ন হয়ে যাবে, পরমাত্ম- গলার শৃঙ্গার হয়ে উঠবে। একে বলা হয় দৃঢ় সংকল্প অর্থাৎ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তো 'দৃঢ়তা'কে আন্ডারলাইন করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া। কিন্তু কখনো কখনো বাচ্চারা প্রতিজ্ঞাও করে তার সাথে সাথে একটা খেলাও খুব ভালো মতন করে থাকে। যখন কোনো সমস্যা বা সারকামস্যাক্স ঘটে যা কিনা প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করে দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেই কারণকে নিবারণ করার পরিবর্তে বাহানাবাজির খেলা খুব ভালোই খেলতে থাকে। এতে

তার খুব দক্ষ।

বাহানাবাজির লক্ষণ গুলো কী থাকে? বলবে - এই রকম তো ছিল না, এই রকম ছিল ; এই রকম না হলে ওই রকম হতো ; অমুকে এই রকম করলো, সারকামস্যাপসই এই রকম ছিল, বিষয়টাই এমন ছিল। তো 'এই রকম' আর 'সেই রকম' এই ভাষা হলো বাহানাবাজির। আর দুট প্রতিজ্ঞার ভাষা হলো 'এই রকমই' হোক কিম্বা 'সেই রকম', যেমনই হোক আমাকে 'বাবার মতো' হতে হবে। আমাকে হতে হবে। আমাকে অন্যরা বানাবে না, আমাকে হতে হবে। অন্যরা এই রকম করছে করুক, কিন্তু আমি তো ঠিক আছি, অন্যরা সহযোগিতা করলে আমি সম্পন্ন হবো বা সম্পূর্ণ হবো, না। এইরকম নেওয়ার বদলে আমি মাস্টার দাতা হয়ে সহযোগিতা, স্নেহ, সহানুভূতি দেওয়াই হলো নেওয়া। মনে রাখবে ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থই হলো 'দেওয়াই হলো নেওয়া', 'দেওয়ার মধ্যেই নেওয়া রয়েছে'। সেই কারণেই দুট প্রতিজ্ঞার আধার হলো - স্ব অর্থাৎ নিজেকে দেখা, নিজেকে বদলানো, স্বমানে থাকা। স্বমান হলোই মাস্টার দাতা ভাবের। এই অব্যক্ত বর্ষে কী করবে? মধুবনে প্রতিজ্ঞা করে যাবে আর সেখানে গিয়ে বাহাবাজির খেলা খেলবে?

প্রতিজ্ঞা দুট হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল হওয়ার বা প্রতিজ্ঞাতে লুজ হওয়ার কারণ হলো একটিই। যে রকম যত বড় মেশিনারীই হোক না কেন একটা ছোট স্ক্রু'ও (screw) যদি টিলা হয়ে যায়, তাহলে গোটা মেশিনই অকেজো হয়ে যায়। তেমনই প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করবার জন্য তোমরা খুব ভালো ভালো প্ল্যান বানাও ঠিকই, খুব ভালো পুরুষার্থও করতে থাকো। কিন্তু পুরুষার্থ বা প্ল্যানকে দুর্বল করে দেওয়ার স্ক্রু হলো 'অমনোযোগিতা'। সেটা নানান রকম ভাবে আসে আর সদা নতুন নতুন রূপে আসে, পুরানো রূপে আসে না। তো এই 'অমনোযোগিতা'র লুজ স্ক্রু'কে টাইট করো। এই রকম তো হয়ই, না। হতেই হবে। এই রকম তো চলেই, হয়ই - এ' সব হলো অমনোযোগিতা। হয়ে যাবে - দেখে নিও, বিশ্বাস করো ; দাদী-দিদি আমার ওপরে আস্থা রাখো, হয়ে যাবে। না। বাবার মতো হতেই হবে, এখনই-এখনই হতে হবে। তৃতীয় ব্যাপার হলো প্রতিজ্ঞাকে দুট থেকে দুর্বল বানানোর আধার আগেও মজার ব্যাপার বলেছিলাম, কোনো বাচ্চার কাছে দৃষ্টি একটু ক্ষীণ আর দূরেরটা খুবই প্রখর। কাছে দৃষ্টি হলো নিজেকে দেখা, নিজেকে বদলানো আর দূরের দৃষ্টি হলো অন্যকে দেখা, তার মধ্যেও ত্রুটি গুলিকেই দেখা। বিশেষত্বকে নয়। সেইজন্য উৎসাহ-উদ্দীপনাতে ফারাক পড়ে যায়। বড় বড়রাও তো এই রকম করছে, আর আমরা তো ছোট। তো দূরের ত্রুটি গুলোকে দেখার দৃষ্টি ধোঁকা দিয়ে দেয়, সেই কারণে প্রতিজ্ঞাকে প্রাক্তিক্যালে নিয়ে আসতে পারে না। বুঝেছো, কারণটা কী? তাহলে এখন স্ক্রুকে টাইট করতে পারবে নাকি পারবে না? 'বোধবুদ্ধির' স্ক্রু ড্রাইভার তো আছেই, যন্ত্র তো আছেই, তাই না?

এই বছরে বুঝতে পারা, চাওয়া আর করা - তিনটিকেই সমান বানাও। তিনটিকেও সমান করা অর্থাৎ বাবার সমান হওয়া। বাপদাদা যদি বলেন যে লিখে দাও, সেকেন্ডের মধ্যেই লিখে দেবে। এক টুকরো কাগজে লিখে দেওয়া এমন কি বড় ব্যাপার! ললাটে দুট সংকল্পের কালি দিয়ে লিখে দাও। লিখতে পারো তাই না? ললাটে লিখতে জানো নাকি কেবল কাগজের টুকরোতেই লিখতে পারো? সকলে লিখেছো? পাচ্ছা? কাঁচা নয় তো যে দুই দিনেই মুছে গেলে? করতেই হবে, প্রাণ চলে যায় যাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়, এই রকম সংকল্পই সহজেই 'বাবার সমান' বানিয়ে দেবে। নাহলে কখনো পরিশ্রম, কখনো ভালোবাসা এই রকম খেলার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকবে। আজকের দিনে দেশ বিদেশের সব বাচ্চাদের শরীর ওখানে পড়ে আছে মন পড়ে রয়েছে মধুবনে। সেইজন্য সব বাচ্চাদের স্মৃতি-দিবসের অলৌকিক অনুভবে বাপদাদা দেখেছেন বাচ্চারা অনুভব করেছে, সেবাও করেছে। প্রতিটি বাচ্চাকে অলৌকিক অনুভবের আর সেবার অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সকলের শুদ্ধ সংকল্প, মিষ্টি মিষ্টি আন্তরিক বার্তালাপ আর প্রেমে মুক্তোর মালা গুলি বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। রিটার্নে বাপদাদাও স্নেহের মালা সব বাচ্চাদের গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। প্রতিটি বাচ্চা নিজের নিজের নামসহ বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার করো। বাপদাদার কাছে রুহানী ওয়্যারলেস সেট এতটা পাওয়ারফুল যে একই সময়ে অনেক বাচ্চাদের হৃদয়ের আওয়াজ পৌঁছে যায়। কেবল আওয়াজই পৌঁছে যায় না, সকলের স্নেহের মূর্তিও ইমার্জ হয়ে যায়। সেইজন্য সকলকে সম্মুখে দেখে বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছেন। আচ্ছা!

সকল সমর্থ আত্মাদেরকে, সকল দুট প্রতিজ্ঞা আর প্রত্যক্ষতার ব্যালেন্স রাখতে পারা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বুঝতে পারা, চাওয়া আর করা তিনটিকেই সমান বানাতে পারা বাবার সমান বাচ্চাদেরকে, সদা সমস্যা গুলিকে পরাভূত করতে পারা, পরমাত্মার গলার হার হয়ে ওঠা বিজয়ী রত্নদেরকে সমর্থ বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎ -

সবাই তোমরা হলে দুটি উইলেরই পাত্র, আদি কালের উইলও আবার সাকার স্বরূপ এর অস্তিত্বেরও উইল। উইল-পাওয়ার এসে গেছে তো না? উইল-পাওয়ারের দ্বারা সর্বদাই নিজের পুরুষার্থের দ্বারা এক্সট্রা কার্য করিয়ে থাকে। এই সাহসের প্রত্যক্ষ ফলে পদমণ্ডল সহায়তার পাত্র হয়ে যায়। অনেকেই মনে করে এই আল্লারাই কেন নিমিত্ত হলেন? তো এর রহস্য হলো যে, বিশেষ সময় মতো বিশেষ সাহস রাখার প্রত্যক্ষ ফল চিরকালের ফল হয়ে যায়। সেইজন্যই এই কথাটা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, সাহসের একটি কদম আর পদম কদম বাবার সহায়তার। সেইজন্য সदा সব বিষয়কে অতিক্রম করবার উইল-পাওয়ার উইলের রূপে প্রাপ্ত হয়েছে! তোমরা সকলে হলে সাথী। সাথ ভালো মতোই রক্ষা করে চলেছো। যারা সাথ বজায় রাখে, বাবাও সব সময় তাঁর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তো এই পুরো গ্রুপ হলো সাথ রক্ষা করতে সমর্থ গ্রুপ। (সভার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখলেন) তোমরা সকলে সাথ রক্ষাকারী তাই তো? নাকি কেবল ভালোবাসতেই পারো? করার জন্য অনেকেই থাকে কিন্তু সাথ রক্ষা খুব কম জনই করতে পারে। তাহলে তোমরা কোনটার মধ্যে? কোটির মধ্যে কেউ নাকি তার মধ্যেও কেউ তোমরা? দেখো, দুনিয়াতে গন্ডগোল শুরু হয়েছে আর তোমরা কী করছো? আনন্দে মেতে আছো। নাকি হকচকিয়ে গেছো যে কী করবো, কী হবে কে জানে? তোমরা বলে থাকো যে সব কিছুই ভালোই হবে। তো কতখানি প্রভেদ রয়েছে! দুনিয়াতে সব সময় কোশ্চেন মার্ক রয়েছে কী জানি কী হবে? আর তোমাদের কাছে কি আছে? ফুলস্টপ। যা হয়েছে ভালোই আর যা হবে আমাদের জন্য ভালোই। দুনিয়ার কাছে আছে অকালে মৃত্যু আর তোমাদের জন্য হলো আনন্দের (মৌজ)। ভয় করে? একটু আধটু রক্ত দেখে ভয় করবে? তোমাদের সামনে ৭ - ৮ জনকে গুলি বিদ্ধ হতে দেখলে ভয় পেয়ে যাবে? স্বপ্নে সেসব দৃশ্য চলে আসবে না, তাই না? শক্তি সেনা অর্থাৎ নির্ভয়। না মাঝাকে ভয় না প্রকৃতির অস্থিরতাকে ভয়। এই রকম নির্ভয় তোমরা নাকি একটু একটু দুর্বলতাও রয়েছে? আচ্ছা!

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎ : - "সর্ব শক্তি অর্ডারে থাকলে তখন মায়াজীত হয়ে যাবে"

সকলে নিজেকে সदा মায়াজীত অনুভব করে থাকো? মায়াজীত হয়ে উঠছে নাকি এখন হতে হবে? যত যত সকল শক্তি গুলিকে নিজের অর্ডারের মধ্যে রাখবে আর সময় মতো কাজে লাগাবে, তবে সহজেই মায়াজীত হয়ে যাবে। সর্ব শক্তিগুলি যদি নিজের কন্ট্রোলে না থাকে তবে কোথাও না কোথাও হেরে যেতে হবে।

মাস্টার সর্বশক্তিবান অর্থাৎ কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকা। যে সময়ে যে শক্তির আহ্বান করবে সেই শক্তি হাজির হয়ে যাবে, সহযোগী হয়ে। এই রকম অর্ডারে রয়েছে? সকল শক্তি গুলি অর্ডারে রয়েছে নাকি আগে পরে হয়ে থাকে? অর্ডার করলে এখন আর এলো ঘন্টা থানেক পরে, তবে তাকে মাস্টার সর্বশক্তিবান বলা যাবে? যখন তোমাদের সকলের টাইটেল হলো মাস্টার সর্বশক্তিবান, তবে তো যেমন টাইটেল সেইরকমই কর্ম হওয়া উচিত। হলে মাস্টার আর শক্তি সময় মতো কাজে যদি না আসে, তবে দুর্বল বলবে নাকি মাস্টার বলবে? তো সदा চেক করো আর তারপর চেক (পরিবর্তন) করো - কোন্ কোন শক্তি সময় মতো কাজে লাগতে পারে আর কোন্ শক্তি সময় মতো ধোঁকা দিয়ে দেয়? যেমন চাইবে সেইমতো কন্ট্রোল করতে পারবে।

এই বছরে কী নতুন করবে? যারা বলে তারা করে দেখায়। মুখে বলা আর কাজে করে দেখানো দুটোই সমান হবে। যেমন বলা হয় মাস্টার সর্বশক্তিবান আর কাজে করে দেখানোর ক্ষেত্রে কখনো বিজয়ী, কখনো কম হয়ে যায়। তাহলে মুখে বলা আর কাজে করার মধ্যে তফাৎ হয়ে গেলো না? তো এখন এই তফাৎটাকে সমাপ্ত করো। যেটা মুখে বলছো সেটাকে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে নিজেও অনুভব করো আর অন্যরাও যাতে অনুভব করে। অন্যরাও যাতে বুঝতে পারে যে এই আল্লা একেবারেই অন্য রকম। হাজার জন লোকের মাঝেও তোমাদেরকে যেন অন্য রকমের দেখায়, সাধারণ নয়। কারণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অলৌকিক। এটা তো অলৌকিক জন্ম তাই না? সুতরাং ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ অলৌকিক জীবন, সাধারণ জীবন নয়। এই রকম অনুভব করো? লোকে মনে করে যে ইনি তো একেবারেই আলাদা? নাকি ভাবে যেমন আমরা ইনিও তেমনই?

সকলের থেকে পৃথক হওয়ার লক্ষণ হলো যতখানি পৃথক ঠিক ততটাই সকলের প্রিয় হবে। বাবা যেমন সকলের থেকে আলাদা আবার সকলেরই প্রিয়। তো সব কিছুর থেকে আলাদা ভাব প্রিয় বানিয়ে দেয়। তো এই রকম আলাদা আর আল্লাদের প্রিয় কতদূর হয়েছে সেটা চেক করো। লৌকিক জীবনেও অলৌকিকতার অনুভব করাও। কীভাবে সকলের থেকে আলাদা হতে হয় সেই যুক্তি জানা আছে তো? যত যত নিজের দেহের ভাব এর থেকে পৃথক হতে থাকবে, ততই প্রিয় অনুভূত হবে। দেহ-বোধ এর থেকে আলাদা। তো অলৌকিক হয়ে গেছো তাই তো? সুতরাং সর্বদা নিজেকে দেখতে থাকো যে, "দেহ-বোধ এর থেকে পৃথক থাকছি? বার বার দেহের বোধে চলে আসছি না তো?" দেহ-বোধে আসা অর্থাৎ লৌকিক

জীবন। মাঝে মাঝে প্র্যাক্টিস করো দেহে প্রবেশ করে কর্ম করলাম আর তারপর পরক্ষণেই দেহ-বোধের থেকে পৃথক। তাহলে এই পৃথক অবস্থাতে স্থিত থাকলে কর্মও সুন্দর হবে আর বাবা এবং সকলের প্রিয় হয়ে যাবে। দ্বিগুণ লাভ হয়ে গেলো না? পরমাত্ম-ভালোবাসার অধিকারী হওয়া - এ যে কত বড় লাভের হয়ে গেলো! কখনো ভাবতে পেরেছিলে যে এই রকম অধিকারী হয় যাবো? স্বপ্নেও ভাবতে পারোনি তোমরা, কিন্তু হয়ে গেছো! তো সदा এটা স্মৃতিতে নিয়ে এসো যে, আমরা হলাম পরমাত্ম-ভালোবাসার পাত্র! দুনিয়ার মানুষ তো তাঁকে খুজতেই থাকে আর তোমরা পাত্র হয়ে গেলে! তো সदा "বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য!" এই গীত গাইতে থাকো আর উড়তে থাকো। উড়তি কলায় সকলের কল্যাণ। তোমরা উড়তে থাকলে সকলের কল্যাণ হয়ে যায় বিশ্বের কল্যাণ হয়ে যায়। আচ্ছা! সবাই আনন্দে থাকো? সর্বদা আনন্দে খুশীতে থাকবে আর অন্যদেরও খুশী করবে। যে যেমনই হোক, কিন্তু তুমি খুশীতে থাকবে আর খুশী করে যাবে। আচ্ছা!

**\*বরদান:-\*** শ্রেষ্ঠ কর্ম আর যোগী জীবনের দ্বারা সন্তুষ্টতার ৩ সার্টিফিকেট নেওয়া সন্তুষ্টমণি ভব  
শ্রেষ্ঠ কর্মের নিদর্শন হলো - নিজেও সন্তুষ্ট আর অন্যরাও সন্তুষ্ট থাকবে। এইরকম নয় যে, আমি তো সন্তুষ্ট, অন্যরা হোক বা না হোক। যোগী জীবন যাদের, তাদের প্রভাব অন্যদের উপরে স্বাভাবিকভাবেই পড়ে। কেউ যদি নিজের প্রতি নিজে অসন্তুষ্ট হয় কিম্বা অন্যরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, তবে বুঝতে হবে যোগযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও ঘাটতি রয়েছে। যোগী জীবনের তিন সার্টিফিকেট হলো - এক, নিজের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্বিতীয় - বাবা সন্তুষ্ট আর তৃতীয় হলো লৌকিক অলৌকিক পরিবার সন্তুষ্ট। যখন এই তিন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হবে তখন বলা হবে সন্তুষ্টমণি।

**\*স্নোগান:-\*** স্মরণ আর সেবাতে বিজি থাকা - এটাই হলো সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য (খুশনসীবী)।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যদিও এখানে তোমাদের সম্মুখে আছেন কিন্তু তোমাদের তাঁকে শান্তিধাম ঘরেই করতে হবে -  
তোমাদের বুদ্ধিযোগ যেন সদা উপরেই আটকে থাকে"

\*প্রশ্নঃ - 'অহো ভাগ্য' কোন্ বাচ্চাদের বলবে আর কেন ?

\*উত্তরঃ - যে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বাবার জ্ঞান এসেছে, তাদের হলো 'অহো ভাগ্য', কেননা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করলে সন্নতি হয়ে যায়। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। বাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান না থাকে ততক্ষণ কেউ যদি শিব বাবাকে শরীরও সমর্পণ করে দেয়, তার প্রাপ্তিও অল্পকালের হয়। সে বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে না। ভক্তিতে ভাবনায় শান্তি প্রাপ্ত করে কিন্তু সন্নতি প্রাপ্ত করে না।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের হৃদয়ে সদাই থাকে যে, বাবা এসে আমাদের পড়ান। এখানে তো তোমরা সম্মুখে বসে আছো। বুদ্ধিতে আসে যে - আমাদের বাবা এসেছেন। পূর্ব কল্পের মতো তিনি আমাদের আবার রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যাবেন। বাচ্চারা, এও তোমরাই জানো। আমরা যত পুরুষার্থ করবো তত গিয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো। একথা বুদ্ধিতে থাকে। বাচ্চারা জানে যে, এখন ভক্তিমার্গ শেষ হয়ে যাবে। ভক্তি আর জ্ঞান, এই দুই একত্রে চলে না। মানুষ যে পূজা অর্চনা করে, শাস্ত্র পাঠ করে - সেসব কোনো জ্ঞান নয়। সে'সব হলো ভক্তি। বাবাও বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করা, জপ - তপ আদি করা, এ যা কিছু ভক্তি অর্ধেক কল্প ধরে করে আসছো, একে জ্ঞান বলা হবে না। জ্ঞানের সাগর এক বাবা-ই। তিনি তোমাদের সম্পূর্ণ সঠিক পথ বলে দেন যে, বাচ্চারা এখন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। কোনো দেহধারীকেই স্মরণ ক'রো না। তোমাদের বুদ্ধিযোগ উপরে আটকে থাকা উচিত। এমন নয় যে, বাবা এখানে আছেন, তাই বুদ্ধিও এখানেই থাকবে। বাবা যদিও বা এখানে থাকেন, তবুও তোমাদের বুদ্ধিযোগ ওখানে শান্তিধামে জুড়ে থাকা উচিত। এই জ্ঞান হলো এক সেকেন্ডের। ভক্তি তো অর্ধেক কল্প ধরে চলতে থাকে আর অর্ধেক কল্প তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। ভক্তি আর জ্ঞান, এই দুই একত্রে হতে পারে না। দিন আর রাত আলাদা - আলাদা। এ হলো অসীম জগতের দিন এবং রাত। ব্রহ্মার দিন, তাই বি. কের দিন। বাচ্চারা জানে যে, আমরা দেবতা তৈরী হচ্ছি। সত্যযুগকে বলা হয় জীবনমুক্তিধাম। এ হলো জীবনবন্ধ ধাম। এই সময় সকলেই রাবণের বন্ধনে আছে, সকলেই শোক বাটিকাতে আছে। তোমরা এখন জানতে পেরেছো - কাকে শোক বাটিকা আর কাকে অশোক বাটিকা বলা হয়। ভক্তি হলো অবতরণের কলার মার্গ।

বাবা বলেন - এখন আবার মুক্তিধামে ফিরে যেতে হবে। এমন কেউই বলতে পারে না যে - আমার বাচ্চারা, এখন তোমাদের মুক্তিধাম যেতে হবে, অর্থাৎ জীবনবন্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হবে। এরপর প্রথমে কোন্ ধর্ম জীবনমুক্তিতে আসবে? এও বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে, এই খেলা সম্পূর্ণ ভারতের উপরে। বাকি, মাঝে সব হলো বাই - প্লটস। আমাদের সে'সবের সাথে কোনো কানেকশন নেই। জ্ঞান আর ভক্তির কথা ওরা বুঝতেই পারে না। ওদের পাটাই নেই। এই পাটাই হলো তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের। আদিতে, সত্যযুগে দেবী - দেবতারা ই ছিলেন। এখন কলিযুগে অনেক ধর্ম। তোমাদের এ হলো লিপ জন্ম, কল্যাণকারী জন্ম। এ তো সঙ্গমের সুন্দর যুগ, তাই না। তোমরা জানো যে, আমরা লৌকিক বাবারও, আবার বেঁচে থেকেও পারলৌকিক বাবার হয়ে গেছি। লৌকিক বাবাও যেমন আছেন, ঠিক তেমনই পারলৌকিক বাবাও হাজির আছেন। তোমাদের আত্মা বলে - বাবা, তুমি পরমধাম থেকে এসেছো আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা, বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলতে পারেন। আত্মাকে যেমন এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না, তেমনই পরমাত্মাকেও দেখতে পারে না। হ্যাঁ, দিব্যদৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার হতে পারে। এমন দেখানো হয় যে, বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার হয়েছিলো যে, রামকৃষ্ণের আত্মা নির্গত হয়ে আমার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আত্মা তো বিলীন হতে পারে না। কিন্তু আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। পরমাত্মারও যথার্থ রূপ হলো বিন্দু, কিন্তু গায়ন আছে যে, তিনি হাজার সূর্যের থেকেও তেজময়। তাহলে পরমাত্মা যদি সেই সাক্ষাৎকার না করান তাহলে বিশ্বাস হবে না। বিন্দু রূপের সাক্ষাৎকারে কেউ বুঝতে পারবে না, কেননা তাঁকে কেউ জানেই না। এই নতুন কথা বাবাই বলেন। পরম আত্মা তো কোনো বড় জিনিস হতে পারে না। তিনি অতি সূক্ষ্মর থেকেও সূক্ষ্ম। তাঁর থেকে সূক্ষ্ম আর কিছুই নেই। বাচ্চারা, এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আত্মা আর পরমাত্মা, যা বিন্দু রূপ, তার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্ট নির্ধারিত করা আছে। আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট প্রত্যেকের যার যার নির্ধারিত করা আছে। এ কতো বিচিত্র ব্যাপার! বাবা ছাড়া কেউই বোঝাতে পারে না। এই কথা

তোমরা যদি বিদেশের মানুষদের বোঝাও তাহলে তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে আর তোমাদের কাছে সমর্পিত হয়ে যাবে । প্রাচীন ভারতের জ্ঞান আর যোগ তোমরাই বোঝাতে পারো । সবার প্রথমে এই কথা বোঝাতে হবে যে, আত্মা আর পরমাত্মা কি বস্তু । আত্মার জন্য বলা হয়, আত্মা হলো স্টারের মতো । পরমাত্মার বিষয়ে বলা হয় না যে, পরমাত্মা হলেন স্টার । আত্মা কখনো ছোটো - বড় হয় না । সে হলো এক বিন্দু, যা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করে । বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, ড্রামাতে যা কিছুই চলছে, সে সবই নির্ধারিত আছে । এই চক্র ঘুরতে থাকে । এই সব বুদ্ধিতে প্রাক্টিক্যালি আসা উচিত । দুনিয়ায় তো কেউ এইসব কথা জানে না । সবথেকে তীক্ষ্ণ দৌড় হলো আত্মার, এক সেকেন্ডে কোথা থেকে কোথায় চলে যায় । এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় । তাহলে সেকেন্ডে আত্মাও সেখানে পৌঁছায় । আত্মা বলে যে, আমার থেকে তীক্ষ্ণ আর কিছুই নেই । আমার থেকে ছোটোও আর কিছু নেই । ছোট আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে । ওঁনাকে বলা হয় গড ইজ নলেজফুল । পূর্বে বলতে যে, ভগবান সর্বজ্ঞ । এর অর্থ এই নয় যে, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বসে প্রত্যেকটি কথা জানেন । এ তো ড্রামাতেই সবকিছু নির্ধারিত রয়েছে ।

বাবা বোঝান যে, আমি হলাম এই সৃষ্টি রূপী ঝাড় বীজরূপ । বৃক্ষের বীজ যদি চৈতন্য হয় তাহলে বোঝাতে পারতো যে, আমি এইভাবে ধরণীতে থাকি । এমন গায়নও আছে যে -- ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা হয় । বীজ তো এক, তাই না । তোমরা আত্মারা এখানে শরীর ধারণ করে ভূমিকা করো । বাবা কিভাবে এসে প্রবেশ করেন তা তোমরা বাচ্চারা এখন জানতে পেরেছো । বাবা এসে জ্ঞান দান করেন, তিনি সর্বদা বসে থাকেন না । বাবা বুঝিয়েছেন যে -- সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের যখন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়, আমি তখনই আসি । এখন সহায়তার জন্য মানুষ অনেক যত্ত্ব রচনা করবে । কিন্তু এ হলো রুদ্ধ জ্ঞান যত্ত্ব । কৃষ্ণ জ্ঞান যত্ত্ব হতে পারে না । শ্রীকৃষ্ণ তো দেবতা ছিলেন, তিনি দ্বাপরে আসতে পারেন না । দেবতারা আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র হয় । শ্রীকৃষ্ণ দেবতা ছিলেন, তিনি কীভাবে দ্বাপরে আসতে পারেন? রাবণ রাজ্যে দেবতারা চরণ রাখেন না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আত্মা হলো অবিনাশী । আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে । শরীর তো বিনাশ হয়ে যায় । আত্মার মধ্যেই 'ভালো এবং মন্দ' সংস্কার থাকে । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, যত মানুষ আছে, তারা সব ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী চলছে । আগে তোমরা বুঝতে না যে, সৃষ্টি কিসের আধারে চলছে । ঈশ্বরের আধারে তো নয় । এ তো এক বানানো ড্রামা, যা ঘুরতেই থাকে । এমন নয় যে ঈশ্বরের আধারে দাঁড়িয়ে আছে । তোমাদের যেমন পার্ট আছে, তেমনই পরমাত্মারও পার্ট রয়েছে । তোমাদের সাক্ষাৎকারও আমি করাই । ভক্তিমার্গে প্রত্যেকেরই মনোকামনা অল্পকালের জন্য পূরণ হয় । দান - পুণ্য ইত্যাদি যা কিছুই করে তার সুখ অল্পকালের জন্য প্রাপ্ত হয় । অল্প সুখ প্রাপ্ত করলো তারপর এমন কর্ম করতে শুরু করলো যে ভুগতে হয় । বলা হয়, ভাগ্যে যদি সামান্যতমও কিছু থাকে (ছোলায় দানাও যদি থাকে) সেও ভালো । ভক্তিমার্গে মানুষ পরিশ্রম করে, কি পায় ? ছোলায় মতো অল্পপ্রাপ্তি । শিববাবার কাছে যদি শরীরও হোম করে তাহলেও অল্পপ্রাপ্তি, উত্তরাধিকার তো আর পেতে পারবে না । কাশী কলবট থাওয়ার সময় বিকর্ম যদিও বা সাময়িকভাবে নাশ হবে তবুও আবারও শুরু হয়ে যাবে । তাহলে তো অল্পপ্রাপ্তিই হলো, তাই না । জ্ঞানমার্গে দেখো তোমরা কতো প্রাপ্তি করো । তোমরা একবারে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । এই জ্ঞান যদি কারোর বুদ্ধিতে এসে যায় তাহলে 'অহো সৌভাগ্য !' জ্ঞানের দ্বারাই সন্নিহিত হয় । একে নলেজ বলা হয় । এই নলেজ বাবা ব্যতীত আর কেউই দিতে পারে না । মানুষ কতো শাস্ত্র পাঠ করে । এতে খুব দক্ষ হয়ে যায় তারপর সেই সংস্কার সঙ্গে নিয়ে যায় । আত্মা, তারা কি পায় ? ছোলা (অল্পপ্রাপ্তি), আর তো কিছুই নয় । তারপরও নীচে নামতেই থাকে । মনে করো, কারোর রাজার ঘরে জন্ম হলো, খুশী প্রাপ্ত করে, যদিও তারা রাজকুমার, কিন্তু তোমরা বলবে, ওদের অল্পপ্রাপ্তি হয়েছে । কোথায় বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে বাদশাহী প্রদান করেন আর কোথায় এই অল্পপ্রাপ্তি (ছোলা) । অনেকে প্রচুর দান করে । তারা গিয়ে রাজার ঘরে জন্ম নেয়, তবুও তোমাদের তুলনায় ছোলায় তুল্য অল্পপ্রাপ্তি । তাহলে এখন সেই রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করা উচিত, লৌকিক বাবাও বাচ্চাদের দেখে খুব খুশী হন । ইনি হলেন অসীম জগতের মাতা - পিতা, যাঁর দ্বারা ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত হয় । এখন দেখো দুনিয়াতে দুঃখ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এখন হলো এই দুঃখধামের অন্তিম সময় । পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে বাচ্চারা কি প্রাপ্ত করে ? লৌকিকে বাচ্চারা কি প্রাপ্ত করে ? এখানে কতো তফাৎ । এখানে কর্ম অনুসারে কেউ গরীব হয়, কেউ আবার অন্যরকম হয় । ওখানে গরীবও সুখে থাকে । নামই হলো সুখধাম । এ হলো দুঃখধাম । সন্ন্যাসীরা বলে, আমরা গৃহত্যাগ করেছি, ভারতকে পবিত্র রাখার জন্য পবিত্রতা ধারণ করেছি । গভর্নমেন্টও তাঁদের সম্মান করে, কিন্তু দুঃখধামকে সুখধামে পরিবর্তিত করা, এ হলো বাবার কাজ । সকলকে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ তো আজ সারা দুনিয়ার প্রশ্ন । ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো তখন দেবতারা ছিলো । বাবা নির্দেশ দেন, তোমাদের যুক্তির সঙ্গে লেখা উচিত । দেবতারা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছে, এরপর আবার মনুষ্য থেকে দেবতা হয় । মানুষ থেকে দেবতায় বাবাই পরিণত করবেন, আর কারোরই এমন শক্তি নেই । সন্ন্যাসীদের থেকে ভারতের কিছু লাভ হয় । তাঁরা পবিত্র থাকে । পূর্বে তো রচয়িতা আর রচনার বিষয়ে বলা হতো -- "অন্তহীন", আমরা তো জানিই

না । এখন তো বলে দেয় - আমিই ভগবান । তব্বকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না । বাবার মহাবাক্য হলো - মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । আমিই হলাম পতিত পাবন । আমি এসেই সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পাবন করি । সমস্ত খড়ের গাদায় এখন আগুন লাগবে । সম্পূর্ণ দুনিয়া অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত । ড্রামা প্ল্যান অনুসারে সম্পূর্ণ দুনিয়াই এখন নাস্তিক । বাবা বলেন, আমি এসেই সবাইকে আস্তিক বানাই । এখন যারা সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে গেছে তারাই নিজেদের ভগবান বলে দেয় । তোমরা তো এই সৃষ্টিচক্রের রহস্যকে জেনে চক্রবর্তী রাজা হও । মহাবীর হও । তোমরা তো প্রালঙ্কে সম্পদ প্রাপ্ত করো । ওরা কি প্রাপ্ত করে? ছোলা । তোমরা মায়াতে জয় করো । স্বদর্শন চক্র তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের জন্যই । বিষ্ণুর মন্দিরকে নর নারায়ণের মন্দির বলা হয় । বাস্তবে লক্ষ্মী - নারায়ণের তো পৃথক দুইটি করে ভূজের প্রয়োজন, কিন্তু তাদের একত্রে চার ভূজ দিয়ে দিয়েছে । লক্ষ্মী - নারায়ণ তো আলাদা, তাই না । তাঁরা যদি চার ভূজ'র হতেন তাহলে তাঁদের সন্তানও চার ভূজেরই হতো । এমন তো হয় না । দেখো, বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । তোমরা এখন বুদ্ধিমান, মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছো । তোমাদেরকে, অর্থাৎ পতিতকে পাবন বানাতে হবে । গৃহস্থীদের উন্নত করতে হবে । গৃহকেও মন্দির করে তুলতে হবে । বাচ্চারা বলে - বাবা, অম্মকের বুদ্ধির তালা খোলো । এখন আমি কি এই কাজ করার জন্য বসে আছি ? তোমরা তো ব্রাহ্মণী, ভোঁ-ভোঁ গুঞ্জন তোমাদেরই করতে হবে । ব্রাহ্মণদের সার্ভিস করতে হবে । তোমাদের পদও প্রাপ্ত করতে হবে । আমি নিষ্কাম সেবাবাদী, আর কেউই নিষ্কাম সেবাবাদী হতে পারে না । আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই । আমি কিন্তু মালিক হই না । বাচ্চারা, বাড়িও তোমাদের জন্যই বানানো হয়েছে । আমি তো পুরানো কুটিরে বসে আছি । আমার জন্য পুরানো বাড়ি, পুরানো শরীর । শিব বাবা পুরানো তনে থাকেন, তাহলে ইনি কোথায় যাবেন ? নিষ্কাম সেবা এক বাবাই করতে পারেন । তোমরা জানো যে, বাবার কাছ থেকে আমরা বিশ্ব মালিকানার উত্তরাধিকার গ্রহণ করি, তাই খুশীতে ঝুলি ভরপুর হওয়া উচিত । দেখো, জ্ঞান কতো উচ্চ । ভক্তিতে তো কতো কি দান - পুণ্য, জপ - তপ আদি করতে হয় । সন্নতিদাতা তো একমাত্র বাবাই । বাবা এসে জ্ঞানের ঘূত ঢালেন । সত্যযুগে সকলের জ্যোতিই জাগ্রত থাকে, কিন্তু ওখানে এমন কোনো জ্ঞান থাকে না যে, আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছি । ও হলো প্রালঙ্ক, আবার নতুনভাবে চক্র শুরু হয় । এই চক্র হলো অনাদি । সূর্য উদয় হয় আবার অস্ত যায়, এ হলো ধরিত্রীর আবর্তন । এমন নয় যে ঈশ্বর আবর্তিত হচ্ছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার জানাচ্ছেন ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) প্রতিটি বাড়িকে কে মন্দির বানাতে হবে । পরিবারের সকলের সেবাও করতে হবে । উচ্চ জ্ঞানের মন্ত্রন করে খুশীতে ঝুলি ভরপুর করতে হবে ।

২ ) কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করবে না । নিজের বুদ্ধিযোগ উপরে আটকে রাখতে হবে । এই সুন্দর সঙ্গম যুগে বেঁচে থেকেও পারলৌকিক বাবার হয়ে থাকতে হবে ।

\*বরদান:-\* যথার্থ সেবার দ্বারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল ভক্ষণ করে মন - বুদ্ধিতে সদা স্বাস্থ্যবান ভব সেবা যদি যোগযুক্ত আর যথার্থ হয় তাহলে সেবার ফল খুশী, অতীন্দ্রিয় সুখ, ডবল লাইটের অনুভূতি বা বাবার কোনো না কোনো গুণের অনুভূতি প্রত্যক্ষ ফলের রূপে অবশ্যই হয় । আর যে প্রত্যক্ষ ফল ভক্ষণ করে সে মন - বুদ্ধিতে সদা স্বাস্থ্যবান থাকে । যদি দুর্বল থাকে তাহলে মনে করবে যে, সে তাজা প্রত্যক্ষ ফল ভক্ষণ করে না । প্রত্যক্ষ ফল সদা হেলদি বানায়, তাই তোমাদের স্নোগান হলো - এভারহেলদি, এভারওয়েলদি আর এভারহ্যাপি ।

\*স্নোগান:-\* নিজের প্রতিটি কর্মের দ্বারা ব্রহ্মা বাবার কর্মকে যারা প্রত্যক্ষ করতে পারে, তারাই কর্মযোগী ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিবজয়ন্তীর উৎসব হলো বড়র থেকেও বড় (সর্ববৃহৎ) উৎসব, বাচ্চারা, তোমাদের এই উৎসবকে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালন করা উচিত, যারফলে সমগ্র দুনিয়া বাবার অবতরণকে জানতে পারে"

- \*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ বিষয়ে আলস্য আসা উচিত নয়? যদি আলস্য আসে তবে তার কারণ কি?
- \*উত্তর:- পড়াশোনা বা যোগে তোমাদের এতটুকুও আলস্য আসা উচিত নয়। কিন্তু অনেক বাচ্চারা মনে করে যে সকলেই তো বিজয়মালায় আসবে না, সকলেই তো রাজা হবে না -- সেইজন্য অলস হয়ে পড়ে। পড়ায় ধ্যান দেয় না। কারণ যার বাবার প্রতি পুরোপুরি ভালোবাসা আছে, সে অ্যাকিউরেট পড়া পড়বে, তাদের আলস্য আসতে পারে না।
- \*প্রশ্ন:- চলতে চলতে অনেক বাচ্চাদের অবস্থা টালমাটাল (টেলোমলো) কেন হয়ে যায়?
- \*উত্তর:- কারণ বাবাকে ভুলে দেহ-অহংকারে (অভিমান)ে চলে আসে। দেহ-অহংকারের কারণে একে-অপরকে খুব বিরক্ত করে। চাল-চলনে এমনই দেখতে পাওয়া যায় যেন দেবতা হবেই না। কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । সমস্ত ব্রাহ্মণদের এ'কথা জানা আছে যে শিবজয়ন্তী হলো মুখ্য। আজকাল সকলেরই বার্থডে পালন করা হয়। কিন্তু শিবজয়ন্তীর সময়কাল(সাল) কারোরই জানা নেই। মানুষের (জাগতিক দুনিয়ার) সম্বৎ এর (সাল-গণনা) প্রচলন রয়েছে। খ্রিস্টের সম্বৎ কাল জিজ্ঞাসা করলে তৎক্ষণাৎ বলে দেবে। এঁনার বার্থডেও পালন করা হয়। প্রথমে তোমরা শিবজয়ন্তী এত ধুমধাম করে পালন করোনি। এখন বাচ্চাদের বিচার করতে হবে যে দুনিয়া কিভাবে জানবে? কারণ এখন শিবজয়ন্তী আসতে চলেছে। সেইজন্য এমন ধুমধাম করে জয়ন্তী পালন করো যাতে সমগ্র দুনিয়া জেনে যায়। পরিশ্রম করতে হবে। সমস্ত বাচ্চারা কীভাবে জানবে যে যিনি সমগ্র দুনিয়ার রচয়িতা তিনি এইসময় এখানে রয়েছেন। বাচ্চারা জানবে কীভাবে! সংবাদপত্রে তো অনেকই ছাপা হয়ে থাকে। তাকে বলা হয়ে থাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, যার দ্বারা নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সংবাদপত্রে খরচও অনেক হয়। এখন শিবজয়ন্তীকে তো সকলেরই জানা উচিত। তোমাদের সমগ্র দুনিয়ার চিন্তা থাকা উচিত। বাবার পরিচয় সকলকে দিতে হবে। গাওয়াও হয়েছে যে বাচ্চারা ঘরে-ঘরে বাবার সংবাদ পৌঁছেছে যে বাবা এসেছেন, যারা উত্তরাধিকার নেবে তারা এসে নিয়ে যাও। কিন্তু নেবে তারাই, যারা কল্পপূর্বে নিয়েছিল। আত্মা তো জানে, এখন সকলেই জানতে পারবে তখন চলে আসবে কারণ অন্যান্য ধর্মে অনেকেই কনভার্ট হয়ে গেছে। তোমরাও কি নিজেদের দেবী-দেবতা মনে করতে নাকি! না তা করতে না। শূদ্র ধর্মে ছিলে, এখন বাবা বুমিয়েছেন। এখন তোমরা বুমিতে পেরেছো যে আমাদেরকে কে পড়ান। তবুও প্রতিমুহূর্তে ভুলে যায়, সেইজন্য তাদের অবস্থাও এরকমই থাকে। দেবতা হওয়ার মতন উপযুক্ত হয়ই না। কাম-বিকারের ভূত বা দেহ-অভিমানের ভূত থাকার কারণে বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। যখন দেহী-অভিমानी হবে তখন বাবাকে স্মরণ করবে। বাবার সঙ্গে যেন ভালোবাসাও থাকে আর পড়াও অ্যাকিউরেট হয়। এ হলো অতি মূল্যবান জ্ঞানরত্ন, যার নেশা অধিকমাত্রায় থাকা উচিত। জাগতিক অধ্যয়নে রেজিস্টার থাকে। তাতে ম্যানার্সও দেখানো হয়ে থাকে - গুড, বেটার, বেস্ট.... এখানেও এরকমই হয়। কেউ তো একদম কিছুই জানেনা। বাচ্চা তো অবশ্যই হয়ে গেছে, বাবার কাছেই পড়ে রয়েছে তবুও অনেকের থেকেই গৃহীদের চালচলন ভালো হয়। আবার সার্ভিসও করে, মুখ্য কথা হলো সার্ভিসের। বিজয়মালাতেও তারাই গাঁথে যাবে, বাকিরা তো প্রজা হবে। প্রজা তো অনেকই হয়ে থাকে। কেউ বড় ঘরে জন্ম নিলে তখন সকলে তাকে অভিনন্দন জানায়। এছাড়া দুনিয়ায় তো অনেকেই জন্ম নিতে থাকে। তোমরা তো বাবার উত্তরাধিকারী হয়েছো। তাহলে সেই অসীম জগতের বাবার জন্মদিন পালন করা উচিত। ধুমধাম করে ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী পালন করতে হবে। কি করা যায় যাতে অনেকেই জানতে পারে? এই চিন্তা থাকে, তাই না! কিধরনের সার্ভিস করব যাতে আমাদের কল্প-পূর্বের ব্রাহ্মণ কুলভূষণেরা পুনরায় চলে আসে। যুক্তি রচনা করা হয়ে থাকে। বাবা বলেন সংবাদপত্র ছাড়া তো মুশকিল। সংবাদপত্র সব দিকে যায়। সংবাদপত্রের ২-৪ পৃষ্ঠা নিয়ে নিতে হবে। যখন সিলভার জুবিলী (রজত জয়ন্তী) পালন করা হয় তখন সংবাদপত্রে ২-৪ পেজ নিয়ে নেওয়া হয়। এখন ওরা তো কমন (লৌকিক) পাই-পয়সার সিলভার জুবিলী পালন করে। তোমাদের এই গোল্ডেন জুবিলী সবথেকে আলাদা। সর্বদা গোল্ডেন, সিলভার জুবিলী পালন করা হয়ে থাকে। কপার, অয়রন জুবিলী পালন করা হয় না। পঞ্চাশ বছর হলে তখন তাকে গোল্ডেন জুবিলী বলা হয়ে থাকে। এখন তোমাদের বাবার জয়ন্তী (জন্মদিন) পালন করতে হবে, যাতে সকলেই জানতে পারে। সংবাদপত্রে ২পৃষ্ঠা দিয়ে দাও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। অনেকেরই জেনে যাওয়া উচিত।

সময় দুর্বল (নাজুক) হয়ে আসছে। নাহলে আবার দেরি হয়ে যাবে। শিবজয়ন্তীর জন্য এখন প্রথম থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। সংবাদপত্রের ২-৪ পেজ নিয়ে তাতে ত্রিমূর্তি, কল্পবৃক্ষ আর আজকালকার পয়েন্টস লেখা হোক। গঙ্গাস্নানের দ্বারা সদগতি হয় না। যেমন ৪ পেজের লিটারেচার রয়েছে তেমন আগে-পরেও দেওয়া যেতে পারে। অবতরণ কলা আর উত্তরণ কলার চিত্র আর যে মুখ্য চিত্র রয়েছে। বিচার করা উচিত যে কোন কোন মুখ্য চিত্র রয়েছে যার দ্বারা মানুষ বুঝে যায় যে অবশ্যই দুর্গতি হয়েছিল। বাবা বাচ্চাদের ধ্যান আকর্ষণ করান। বিচার সাগর মন্ডন করা উচিত। এই বিষয়ের উপরে অত্যন্ত অল্প বাচ্চারাই রয়েছে যাদের খেয়াল চলতে থাকে। ৪-৫ হাজার খরচ হবে, ক্ষতি নেই। প্রচুর বাচ্চা রয়েছে, বিন্দু বিন্দুতে জলাশয় হয়ে যাবে। তোমরা জানো আগা খাঁ-কেও (ইমাম, আধ্যাত্মিক লিডার) সমতুল হীরে দিয়ে ওজন করা হয়েছিল। সে তো কিছুই নয়। ইনি হলেন কল্যাণকারী বাবা। ওখানে তো সব পয়সা যায় বিকারে। বাচ্চারা, তোমাদের তো এই বিকার থেকে মুক্ত করা হয়, মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয়। তোমাদের মধ্যে না কামের হিংসা, না ক্রোধের হিংসা আছে। তাহলে সংবাদপত্রের ৪-৫টি পৃষ্ঠা অবশ্যই নেওয়া উচিত, যারা সার্ভিসেবেল বাচ্চা তারা মনে করে আমরা সার্ভিস করছি। প্রদর্শনী, প্রজেক্টরের জন্য চিত্র বানানো হচ্ছে, যাদের বুদ্ধি চলে তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন -- হিন্মত বাচ্চাদের, বাবা সাহায্য করার জন্য বসে রয়েছেন। যারা বুদ্ধিমান লেখা-পড়া জানা বাচ্চা তারা তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রের জন্য ম্যাটার (বিষয়) লিখে তৈরী করবে। সংবাদপত্রে কোনো জিনিস ছাপা হলে সেগুলির উপরে দৃষ্টিও দিতে হবে। এখনও শিবজয়ন্তীতে দুই-আড়াই মাস বাকি রয়েছে। তোমরা অনেক কাজ করতে পারো। ২-৪টি সংবাদপত্রে দেওয়া উচিত -- মুখ্য হলো হিন্দী আর ইংরেজী। এই দুই-এ(ভাষা) ছাপা হোক। শিবজয়ন্তী এই রীতি অনুসারে পালন করাই সঠিক হবে। এ হলো সমগ্র দুনিয়ার পিতার জন্মদিন, তাই সকলের জানা হয়ে যাক। সংবাদপত্র তো দূর পর্যন্ত যায়। যে সেক্সীবেল এডিটর (সম্পাদক) হয়, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা-সম্পন্ন হয়, সে পয়সা নেয় না। এ হলো সকলের কল্যাণের জন্য। করলেও সামান্য খরচ হবে। সাহস বাচ্চাদের সাহায্য বাবার। এমন-এমন চিন্তা চলতে থাকা উচিত। মানুষ জানে না যে কল্যাণ অকল্যাণ কাকে বলা হয়। কল্যাণ কে করতে পারে? কিছুই বোঝেনা। বাচ্চারা, তোমরা জানো। তোমাদের মধ্যেও অল্পসংখ্যকই রয়েছে যারা বিজয়মালায় আসবে। বাকিরা প্রজায় যাবে। এ হলো রাজযোগ, রাজস্ব প্রাপ্ত করার। পড়ায় বা যোগে আলস্য এলে রাজস্ব প্রাপ্ত করতে পারবে না। লিমিট রয়েছে -- এতজন রাজা হবে। বেশি হতে পারে না। যারা শুভচিন্তক হবে, তারা তৎক্ষণাৎ জেনে যাবে যে রাজকূলে আসতে পারবে কিনা। সেইজন্য এখন সেন্টার থেকে রায় দেওয়া হয়। বাবার অনেক বড় বড় দোকান(সেন্টার) রয়েছে। সব সেন্টার তো একই রকমভাবে চলতে পারে না। কোনো ম্যানেজার ভালো হলে তখন দোকান ভালোভাবে চালায়। কারোর উপরে গ্রহের দশা বসে, তখন ভালো-ভালোরাও ফেল হয়ে যায়। বাবা বলেন সময় এখন কাছে এসে গেছে। লড়াই-এর প্রস্তুতিও চলতে থাকে, বিপর্যয়ও আসবে। খুব কম সময় রয়েছে, যোগযুক্ত হতেই বেশি পরিশ্রম লাগে। যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। যদি যোগে থেকে গোল্ডেন এজ(স্বর্ণযুগ) পর্যন্ত পৌঁছনো না যায় তাহলে রয়্যাল ঘরানায় আসতে পারবেনা। প্রজায় চলে যাবে। যারা ভালো পুরুষার্থী হবে, তারা কখনো বলবে না যে যা ভাগ্যে থাকবে। ড্রামা অনুসারে এমন-এমন চিত্তনকারীরা প্রজায় গিয়ে চাকর-বাকর হবে। পদ উঁচু পেতে হলে তখন অ্যাডভার্টাইজ করতে হবে। নাহলে অনুযোগ করবে (বাবা এসেছেন জানাওনি কেন আমাদের) সেইজন্য সংবাদপত্রে দিতে হয়। প্রধান প্রধান চিত্র এবং মুখ্য-মুখ্য কথা লিখতে হবে। ত্রিমূর্তি, গোলক (চিত্র) দিতে হবে। অবতরণ কলা, উত্তরণ কলার চিত্রও দিতে হবে। ভারত দি হেভেন(স্বর্গ), ভারত দি হেল(নরক)। স্বর্গে কতখানি সময় থাকে, নরকে কতখানি সময় থাকে। এখন বাবা ডাইরেকশন দিচ্ছেন। যদি কেউ মুরলী মিস করে ফেলে তাহলে (বাবার) ডাইরেকশন জানতেই পারবে না। সাহায্যকারীও হতে পারবেনা।

বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে এই বিষয়টি তৈরি করেছে? সেক্সীবেল বাচ্চাদের মহিমা নানান স্থানে হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার অত্যন্ত বিরক্তও করে। দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। সেন্টারের হেড হয়ে, যদি দেহ-অহংকার আসে তাহলে মরেছে। বাবার কখনো অহংকার আসতে পারে না। বাবা বলেন -- আমি হলাম ওবিডিয়েন্ট (আজ্ঞাকাারী) সার্ভেন্ট। দেখো, এখানে অনেক বড় বড় (গণ্যমান্য) ব্যক্তির আসে। তারা দেখে যে হাত দিয়ে বাসন মাজা হচ্ছে তখন নিজেরাও মাজতে শুরু করে দেয়। কিন্তু কারো-কারোর আবার দেহ-অহংকার চলে আসে। থালা-বাটি পরিষ্কার করতে পারে না। এইরকম দেহ-অভিমানীরা অধঃপতনে যায়। নিজের অকল্যাণ করে বসে। বাবা কি কখনো সেবা নেন নাকি! না তা নেন না। শিববাবার তো শরীরই নেই যে সেবা নেবেন। তিনি তো সেবা(সার্ভিস) করেন। বাবা দেহী-অভিমানী হওয়া শেখান। মা-বাবা কখনো বাচ্চাদেরকে অ্যালাউ করবেনা যে তারা বাসন মাজুক। তাই মা-বাবার সাথে রেষারেষি করা উচিত নয়। আগে মা-বাবার মতন হওয়া উচিত। তোমাদের সাথে তারাও পড়েন কিন্তু নিয়মানুসারে সাক্ষাৎকারও হয়ে যায় যে প্রথম নম্বরে এঁনারা পাস হন। সার্ভিসের অনেক শখ রাখতে হবে। ঘরে ঘরে গীতা পাঠশালা খুলতে হবে, তবেই বৃদ্ধি হতে থাকবে। লিখে দিতে হবে যে এসো, তোমাদেরকে আমাদের পারলৌকিক বাবার পরিচয় জানাই। অসীম জগতের বাবার

থেকে কীভাবে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তা এসে বোঝা। এক সেকেন্ডে কীভাবে জীবন মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এমন কোনো বুদ্ধিমান নেই যে বুঝতে পারে। তোমাদের মধ্যেও মজায়-মজায় জ্ঞান অত্যন্ত কমেরই আছে, যাদের জ্ঞানের নেশা চড়ে রয়েছে তারা নিজেরাই রায়(মত) দিতে থাকে। তোমাদের যে সব স্লোগান রয়েছে তাতে কি বোঝানো হয়েছে সেটাও লিখতে হবে। দিল্লি, বম্বেতে (মুম্বাই) অনেক সমঝদার বাম্ভারা রয়েছে, যাদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় রয়েছে, তারা এই কাজ করতে পারে। এডিটর্সদের (সম্পাদকদের) বোঝাতে হবে। তাদের হাতে অনেক কিছুই থাকে। হাফ (অর্ধেক) দামে দেবে, কোয়ার্টারে (এক-চতুর্থাংশ) দেবে। ধর্মীয় কথা (বিষয়) ফ্রিতেও দিয়ে দিতে পারে। বাবা রায় দেন - এই শিবজয়ন্তী অত্যন্ত ধুমধাম করে পালন করো, এমন অনুপ্রেরণা এসেছে। খরচ হলেও ক্ষতি নেই। চিত্র ছাপাতে হবে। রঙ্গীন উইকলি (সাপ্তাহিক) বেশ ছোটই হয়, তাতে চিত্র অত্যন্ত ক্লিয়ার থাকা চাই। বাবা সার্ভিসেবল বাম্ভাদের রায় দেন আর সার্ভিসেবল বাম্ভারাই রেসপন্ড করবে। আইডিয়া লিখবে, ম্যাটার(বিষয়) তৈরি করবে। আলাদা বিষয়ে ছাপিয়েও সংবাদপত্রের সাথে পাঠানো যেতে পারে। সংবাদপত্র-বাহকের (পেপার- ওয়ালাদের) সাথে কথা বলে সেভাবেও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংবাদপত্রের ভিতরে পর্চা দিয়ে দেবে। আগে কারো দেওয়া বিজ্ঞাপনের আলাদা পাতা খবরের কাগজের মাঝে দিয়ে দেওয়া হতো, এখন বোধহয় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করলে হতে পারে। নাহলে সকলে জানবে কীভাবে - ত্রিমূর্তি শিবের জয়ন্তীকে (জন্মদিন)। প্রদর্শনীও ৭ দিন ধরে চলে। শিবজয়ন্তী তো একদিনের, তা অত্যন্ত ধুমধাম করে পালন করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাম্ভাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) বাবার সহায়তাকারী হয়ে, সকলকে বাবার পরিচয় দেওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। জ্ঞানের নেশা থাকতে হবে।

২) দেহ অহংকারকে পরিত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হতে হবে। নিজের সেবা অন্যের থেকে নেওয়া উচিত নয়। মাতা পিতার সঙ্গে রেস (প্রতিযোগিতা) করা উচিত নয়। তাদের সমান হতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* স্নেহের শক্তির দ্বারা পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া পরমাত্ম-স্নেহী ভব  
স্নেহের শক্তি পরিশ্রমকে সহজ করে দেয়, যেখানে ভালোবাসা রয়েছে, সেখানে পরিশ্রম থাকে না। পরিশ্রম মনোরঞ্জে পরিণত হয়ে যায়। বিভিন্ন বন্ধনে বেঁধে থাকা আত্মারা পরিশ্রম করে, কিন্তু পরমাত্ম-স্নেহী আত্মারা সহজেই পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই স্নেহের বরদান যেন সদা স্মৃতিতে থাকে তাহলে যত বড় পরিস্থিতিই আসুক, ভালোবাসায়, স্নেহের দ্বারা পরিস্থিতি-রূপী পাহাড়ও পরিবর্তিত হয়ে জলের সমান হালকা হয়ে যায়।

\*স্লোগানঃ:-\* সর্বদা নির্বিঘ্ন থাকা আর অন্যদেরকে নির্বিঘ্ন বানানো - এটাই হলো যথার্থ সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছ কিন্তু এই অলঙ্কার এখন তোমাদের দেওয়া যাবে না, কেননা হলে তোমরা এখন পুরুষার্থী"

\*প্রশ্নঃ - গৃহস্থ পরিবারে থেকে কর্ম অবশ্যই করতে হবে কিন্তু কোন্ বিষয়টিতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন?

\*উত্তরঃ - কর্ম করবার সময় এবং যখন মানুষজনের সংস্পর্শে আসছো, অল্পের (খাদ্য) প্রতি অত্যন্ত সংযমী হতে হবে। পতিতদের হাতে তৈরি খাবার খাওয়া উচিত নয়, নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। কর্ম সন্ধ্যাসী হতে হবে না কিন্তু সংযমী অবশ্যই হতে হবে। তোমরা হলে কর্মযোগী। কর্ম করার সময়েও বাবার স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। যখন কেউ গীতা শোনায় তখন বলে যে যদা যদাহি..... যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর তখনই ভগবান আসেন। প্রকৃত অর্থেই ধর্মের গ্লানি হয়। গ্লানি মানে নিন্দা... সুতরাং ভারতে ধর্মের গ্লানি হয় আর অধর্ম বৃদ্ধি পায়। আমি তখনই আসি, যখন এইরকম অবস্থা হয়। এখানে ভীষণ দুঃখ, মৃত্যুও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিনাশের জন্য মুসলও (মিসাইল) তৈরি আছে। এখন তোমরা জানো বাবা এসেছেন, আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করতে। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ, বিষ্ণু দ্বারা পালনা.... পূর্বের মতোই এই তিন কর্তব্য আবারও চলছে।

এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ আর তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে চলেছি। এখন আমরা শিববাবার পৌত্র। শিববাবার এক সন্তান, তারপর এক থেকে তোমরা কত অসংখ্য বাচ্চা হয়ে যাও। তোমরা পতিতদের পবিত্র করে তোলার সেবা করে চলেছো। এটা হলো অসীমের অনন্ত যজ্ঞ। এই যজ্ঞে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া স্বাহাঃ হয়েছিল। এই যজ্ঞের পর আর কোনো যজ্ঞ হবেই না। সত্যযুগ ত্রেতায় কেউ-ই যজ্ঞ রচনা করেনা। যজ্ঞ রচনা করা হয় বিঘ্ন নাশ করার জন্য। এখানে এটাও খুব বড় বিঘ্ন সুতরাং এর জন্য বড় যজ্ঞের প্রয়োজন। এটা হলো অসীমের (বেহদের) যজ্ঞ। এই যজ্ঞে পুরানো দুনিয়ার যা কিছু সামগ্রী আছে সব স্বাহাঃ হবে। রুদ্র অথবা শিব একজনই। যেমন শিববাবার রূপ তেমনই রুদ্রেরও রূপ আছে। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন সাকারী। আর এর প্রকৃত সত্য নামই হলো শিব জ্ঞান যজ্ঞ। শিববাবা বলেন, রুদ্র বাবা বলা হয় না। শিববাবাকে ভোলা ভান্ডারী বলা হয়। এ হলো শিববাবার যজ্ঞ। ওঁনার কাছে আমরা সৃষ্টির আদি- মধ্য- অন্তের নলেজ পাই। তোমরা জানো আমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছি। দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দেখানো হয় তাইনা। কিন্তু এটা হলো জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র যা তোমরা ব্রাহ্মণরা পেয়ে থাকো, যার মাধ্যমে তোমরা দেবতা হয়ে ওঠো। ওখানে তৃতীয় নেত্রের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমাদের জন্য তো দেখানো সম্ভব নয় কেননা তোমরা এখন পুরুষার্থী। চলতে-চলতে কেউ পালিয়ে যায় সেইজন্যই যারা ফাইনাল রেজাল্ট প্রাপ্তির অধিকারী হবে তাদের জন্যই এই অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে। নয়তো দেবতাদের কাছে শঙ্খ, চক্র ইত্যাদি আছে নাকি। এই সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য অন্তের নলেজ তোমাদেরকে শুনিয়ে থাকি। ওরা (ভক্তি মার্গে) তারপর শাস্ত্রে লিখেছে যে এই স্বদর্শন চক্র দিয়ে অমুককে মারা হয়েছে, এই করেছে। বাবা বলেন আমি তো পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য আসি, এর মধ্যে হিংসার কোনো প্রশ্নই আসে না। দেবতাদের হলো অহিংসা পরম ধর্ম। তবে ওরা শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে হিংসার কথা কীভাবে লিখতে পারে। কেমন কেমন সব অদ্ভুত চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। সেখানেই গীতা শোনান, রাজযোগ শেখান, তারপর সেখানেই হত্যা করা হচ্ছে! তোমরা বাবাকে স্মরণ করো এইজন্যই যে পতিত দুনিয়াকে এসে পবিত্র করে তোলো, রাজযোগ শেখাও। বাবা বলেন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। তোমরাও নলেজ পাচ্ছো, একেই অমরকথা বলা হয়। ওরা তো শিবশঙ্করকে এক বলে থাকে। শঙ্কর হলো সূক্ষ্মলোকবাসী, সে কীভাবে কথা শোনাবে। তাকে তো নলেজফুল বলা যায় না। শিববাবা সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। যে নলেজ কারো কাছেই নেই। বাবাকে না জানার কারণেই অনাথ হয়ে গেছে। লড়াই ঝগড়া করতেই থাকে। সত্যযুগে কোনো ঝগড়া হয় না। না কান্নাকাটি, না মারামারি.... সেইজন্যই মোহজীত রাজার কাহিনী শোনান। কাহিনী তো ঢের আছে। প্রতিটি ধর্মের ভিন্ন-ভিন্ন কাহিনী আছে, যা সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। ভক্তি করে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। অর্ধেক কল্প ধরে চলে ভক্তি। ভগবানকে তো কেউ-ই পায়নি। এখন বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে (নিজের) পরিচয় দিয়েছেন। তোমাদের এখন অন্যদের দিতে হবে। সন শোজ ফাদার

(সন্তানের মধ্যে পিতা প্রত্যক্ষ হওয়া)। সুতরাং সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে নলেজ দিতে থাকে।

তোমাদের প্রত্যেক বাচ্চার বুদ্ধিতে আছে যে শিববাবা হলেন আমাদের আত্মিক পিতা। এই বিষয়েও ভক্তি মার্গের মানুষদেরকে বোঝাতে হবে যে তোমাদের দুইজন পিতা। একজন লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন পারলৌকিক পিতা, যাঁকে গডফাদার বলা হয় যিনি এই অসীমের রচয়িতা। বাবার কাছে অবশ্যই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। তিনিই স্বর্গ রচনা করেন। ভারত স্বর্গ ছিল। এখানেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। ওদের এই রাজ্য কে দিয়েছে? কলিযুগের শেষে কেউ-ই বিশ্বের মালিক নয়। এই দুনিয়া হলো রাবণের রাজ্য, মানুষ বলে আমাদের রামরাজ্য, নতুন দিল্লীতে রাজত্ব চাই। সত্যযুগ-ত্রৈতা হলো রামরাজ্য। রাবণ রাজ্য দ্বাপর-কলিযুগ। দ্বাপর থেকেই ভক্তি মার্গ শুরু হয়। বিকারও তখন থেকেই শুরু হয়, যার চিহ্নও আছে। জগন্নাথ পুরীতে মন্দিরের বাইরে দেবতাদের নোংরা চিত্র তৈরি করেছে। মুকুট সিংহাসন ইত্যাদি সবই আছে, শুধু চিত্র বিকারগ্রস্ত তৈরি করা হয়েছে। যখন দেবতার বাম মার্গে যেতে শুরু করে তখন ধরনী উত্থালপাথালও হয়। সোনা-হীরার তৈরি মহল সব নিচে চলে যায়। পূজার জন্য কত বিশাল মন্দির নির্মাণ করেছে, ভক্তি মার্গে। নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী। বাবা বোঝান - আমি তো পূজারী হইনা। যদি আমি পূজারী হই তাহলে আমাকে কে পূজ্য করে তুলবে? না আমি পতিত হই, না পতিত বানাই। রাবণ তোমাদের পতিত বানায়, যাকে দহন করা হয়। এই সময় পাপ আত্মাদের দুনিয়া। গেয়েও থাকে পতিত-পাবন এসো। তারপর আবার বলে পতিত-পাবন সীতারাম। সাথে সাথেই ত্রৈতার রাম স্মরণে আসে। কিন্তু সে তো পতিত-পাবন নয়। বাবা এ'সব বিষয় বুঝিয়ে বলেন। তোমরা সবাই হলে সীতা, দ্রৌপদী। একজনের কথা নয়। দ্রৌপদীর ৫ জন পতি দেখানো হয়েছে। এমনটা কিন্তু নয়। একমাত্র ভারতই পবিত্র খন্ড ছিল কেননা পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার বার্থ প্লেস (অবতরণ ভূমি)। উনি এখানে এসে পতিত নরকবাসীদের উদ্ধার করেছিলেন। সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা গডফাদারকে স্মরণ করে কেননা সবকিছুই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ইব্রাহিম, বৌদ্ধ ইত্যাদি সব ধর্ম স্থাপকরাই এই সময় হাজির (উপস্থিত) আছে। প্রথম নম্বরে ব্রহ্মাও পতিত দুনিয়াতে আছে আর কেউ কীভাবে ফিরে যেতে পারে। এই সময় সব কবরস্থ হয়ে আছে। বাবা এসে সবাইকে সঙ্গতি দেন। সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিল। দেবতার সামনে মহিমা করে বলে তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী....আমি বিকারী। এই সময় সবাই বিকারগ্রস্ত, সবাইকে নির্বিকারী করে তোলার জন্য বাবাকে আসতে হয়। সুতরাং পতিত-পাবন বাবা, জলের নদী নয়। পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর থেকে বেরিয়েছে এই জ্ঞান গঙ্গারা (ব্রাহ্মণ বাচ্চারা)। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা। শিবের কাছ থেকেই জ্ঞানের কলস (কলসি) পাওয়া যায়। বাবা বলেন - বাচ্চারা গৃহস্থ পরিবারে থাকো কিন্তু পবিত্র হও। কর্মও অবশ্যই করতে হবে। এ হলো কর্মযোগ। কর্ম-সন্ধ্যাস তো হতে পারে না। ওরা মনে করে ঘরে খাবার তৈরি করা যায় না, ভিক্ষা করেই চালাতে হয়, সেইজন্যই ওরা কর্ম সন্ধ্যাসী। ওরা তো তাহলে হলো ফকির। তাদের বিকারগ্রস্তদের দেওয়া অন্ন পেটে পড়ে, এতে অন্নদোষ লেগে যায় (অন্নের প্রভাব শরীরে পড়ে)। যতই পতিত ঘর থেকে বেরিয়ে যাক কিন্তু জন্ম তো পতিত ঘরেই নিতে হয়। অন্ন তোমাদেরও প্রভাবিত করবে, সেইজন্যই সংযম রাখতে হয়। পতিতদের অন্ন খাওয়া উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। এই নিয়ে কারো সাথে খুব ঝগড়াও হয়ে যায়। এক ভাই জ্ঞানে আছে, দ্বিতীয় জন আসে না এমন বহু কেস আছে। অসীমের রাজ্য ভাগ্য নিতে চলেছে কিছু ঝগড়া তো নিশ্চয়ই হবে। যে কোনো অবস্থাতেই তোমাদের নিজেকে রক্ষা করতে হবে। মুক্তি তো কেউই পায় না। গল্প তৈরি করে আমি জ্যোতিতে লীন হয়ে যাব। বোঝাতে-বোঝাতে ওদেরও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিতে আসবে যে এই কথাগুলো ঠিক। সত্যযুগের আয়ু যদি লক্ষ বছরের হতো তাহলে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতো। এখন তো সংখ্যা আরও কম কেননা অসংখ্য মানুষ অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। দেবতা ধর্মের যারা তারা সূর্যবংশের। রামকে ওরা ঋত্রিয় বলে চিহ্নিত করেছে। তোমরা এখন হলে আত্মিক ঋত্রিয়। মায়ার উপরে তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করো, এ'সব বিষয়ে বোঝার জন্য অনেক বড় বুদ্ধি থাকা চাই। যোগ খুব সহজ। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আত্মাদের যোগযুক্ত হতে হবে। যোগ আশ্রম তো অনেক আছে কিন্তু সবাই হঠাৎ যোগ করিয়ে থাকে। এটা তো তারা বলবে না যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও। তোমরা বাচ্চারা জানো - বাবাকে আমরা দালালের রূপে পেয়েছি। তিনি বলেন - মামেকম স্মরণ করলে খাদ বেরিয়ে যাবে। স্মরণ করতে-করতে তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে।

বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, দেখো দুনিয়ার কি অবস্থা হয়েছে। তোমরা তো বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন ভিখারি হয়ে গেছে। এরপর আবার তোমাদের বেগর থেকে প্রিন্স হতে হবে। ভারত এখন বেগার (ভিখারি) হয়ে গেছে। পতিত রাজারা, পবিত্র মহারানা-মহারানীদের মন্দির নির্মাণ করে পূজা করে। নিরাকার শিববাবার পূজা করে। নিশ্চয়ই তিনি কিছু করে গেছেন। কতো মন্দির তৈরি করেছে। তোমরা জানো ৫ হাজার বছর আগেও তিনি এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তোমরা অনেক বার রাজ্য পেয়েছ তারপর হারিয়েছো। এখন আবার শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো, এই দু'খ ধামকে ভুলে

যাও। এসবই বিনাশ হবে। তোমরা পুনরায় স্বর্গের মালিক হবে। বাবা বলেন - আমি হলাম তোমাদের অসীম জগতের পিতা, তোমাদের অসীমিত উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। তোমাদের অন্তরে খুশি অনুভব হয়, আমরা শ্রীমৎ অনুসারে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করতে চলেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ গুপ্ত রূপে। রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। গাওয়াও হয়ে থাকে মায়া জীত জগত জীত (যে মায়াকে জয় করে, সে জগতকেও জয় করতে পারে)। ৫ বিকারকেও জয় করতে হবে। ৫ বিকারের উপরে সন্ন্যাস নিতে হবে। মাঝি হলেন এক বাবা। সবার সন্নতি দাতা সদ্ধুরু ছাড়া এখন ঘোর অন্ধকার। ভারতে গুরু তো অনেক আছে। প্রত্যেক স্ত্রীর পতিও গুরু। তারপরেও এতো দুর্গতি কেন হয়েছে? বলে থাকে সবই ঈশ্বরের রূপ। আমিও ঈশ্বর, তবে যোগযুক্ত হবে কার সাথে? এরজন্য তো ভক্তিও বন্ধ হয়ে যাবে। ভগবান বলে তবে কাকে ডাকে? কার সাধনা করে? স্বয়ং ঈশ্বর হলে খোড়াই কখনও অসুস্থ হবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ-ই নেই। ভয় পায়, পাছে শাপ শাপান্ত না করে বসে। বাস্তবে শাপ দেয় রাবণ। বাবা তো উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। রাবণ হলো শত্রু সেইজন্যই তাকে দহন করা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে কি কখনও দহন করা হয়? কখনোই নয়। রাবণ কি জিনিস - এখন তোমরা বুঝেছ। সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তিতে সুখ ছিল। এখন পতিত প্রবৃত্তিতে দুঃখ। এইবার এর বিনাশ হবে। তোমরা দেখবে ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে থাকবে। বাবাও আর কতদিন বসে শিক্ষা দেবেন? একটা লিমিট আছে তাইনা। রাজস্ব স্থাপন হবে তারপর বিনাশ হবে। শেষে তোমরা অনেক মজা দেখবে শুরুর থেকেও বেশি। ওটা তো ছিল পাকিস্তান। এখন বিনাশের সময়। বাবা তোমাদের অনেক কিছু দেখাবেন। যে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে না তারা অন্তর্মনে ছটফট করবে। কি আর করা যাবে? সুতরাং এখন যতটা পুরুষার্থ করার করে নাও, ছেলেমেয়েদেরও সামলাতে হবে। ভীত হওয়া উচিত নয়। প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ব্যস্ এতেই পরিশ্রম করতে হয়। পাপের বোঝা নয়তো মাথা থেকে কীভাবে নামবে? সেইজন্যই হলো সহজ যোগ। এ হলো জ্ঞানের বল (শক্তি), যোগবল যার দ্বারা মায়াকে জয় করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) শ্রীমৎ অনুসারে জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বিনাশের আগেই নিজের বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

২) অসীমের রাজ্য নেওয়ার জন্য প্রতিটি বিষয়ে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। অল্পদোষ যাতে না হয় সেইজন্য খুব সামলে চলতে হবে।

\*বরদান:-\* সঙ্গম যুগের মহত্বকে জেনে স্নেহের অনুভূতিতে সমাহিত হয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী যোগী ভব  
সঙ্গম যুগ হলো পরমাত্ম-স্নেহের যুগ। এই যুগের মহত্বকে জেনে স্নেহের অনুভূতিতে সমাহিত হয়ে যাও। স্নেহের সাগর স্নেহের হীরে মোতির থালা ভরে ভরে দিচ্ছেন। সুতরাং নিজেকে সবসময় ভরপুর করো। সামান্য অনুভবেই খুশি হয়ো না, সম্পন্ন হয়ে যাও। পরমাত্মার এই স্নেহের হীরে-মুক্তো হলো অমূল্য। এর দ্বারা নিজেকে সাজিয়ে তোলা। কেননা এ হলো স্নেহের যোগ আর স্নেহে সমাহিত হয়ে যাওয়াই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞান। এই আত্মিক স্নেহ সদা অনুভবকারীই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানী-যোগী।

\*স্লোগান:-\* যে ব্যর্থের অনুভবের থেকে উদ্ধার থাকে সে-ই মায়াজীত হতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের লৌকিক - অলৌকিক পরিবারের প্রতি দায়িত্ব - কর্তব্য পালন করতে হবে, কিন্তু কারোর প্রতি মোহ রাখবে না, তোমাদের মোহজিৎ হতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - এই সময় হলো অন্তিম সময়, তাই বাবার কোন্ শ্রেষ্ঠ মত সবাইকে শোনাতে থাকবে?

\*উত্তরঃ - বাবার শ্রেষ্ঠ মত শোনাও যে, শেষ সময়ের পূর্বে নিজের পাপের হিসাবপত্র পরিশোধ করে নাও । নিজের ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলিহারি (সমর্পণ) যাও । অন্তিম সময়ের পূর্বে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা মুক্তি - জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিয়ে নাও । সম্পূর্ণ পুরুষার্থ এখনই করতে হবে । বাবার কাছে সবকিছু সমর্পণ করে দিলে তাহলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত করবে । বাবার হয়ে প্রতি পদে তাঁর নির্দেশ নিতে থাকো ।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । তোমাদের এখন ৩ বাবার সাথে সম্বন্ধ পালন করতে হবে । ভক্তিমার্গে দুই বাবার সাথে সম্বন্ধ পালন করতে হয় । সত্যযুগে যখন থাকো তখন এক বাবার সাথে সম্বন্ধের কর্তব্য পালন করতে হয় । ঠিক না? এই হিসাব বুদ্ধিতে বসছে তো? যার হতে হয় তার সাথেও সম্বন্ধ পালন করতে হয়। তাই বাবা বলেন, লৌকিক কুটুম্ব পরিবারের প্রতিই দায়িত্ব কর্তব্য দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হয় অন্তিম সময় পর্যন্ত । কোনো লৌকিক সম্বন্ধীকে যদি চিঠি লেখো তাহলে তা ভায়া পোস্ট অফিস যায় । এখানেও তোমরা অসীম জগতের পিতাকে চিঠি লেখো, শিব বাবা, কেয়ার অফ ব্রহ্মা । এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারে না । এখানে যদি কোনো নতুন মানুষ এসে বসে, আর বাবা বলেন, তোমার তিন বাবা, তাহলে বুঝতে পারবে না । এক হলো লৌকিক বাবা । দ্বিতীয় - এই সঙ্গমযুগী অলৌকিক বাবা আর তৃতীয় হলো পারলৌকিক বাবা, তিনি তো সকলেরই । ভক্তিমার্গেও আছেন, এখনো আছেন । এ কেউই জানে না । কেবল তাঁর মহিমা আর পূজা করে । বাচ্চারা, তোমরা এই তিন বাবারই জীবন কাহিনী জানো । তোমাদের কতো কথা বোঝাতে হয় ।

সত্যযুগে সবাই সঙ্গতিতে থাকে । সকলেই সেখানে সুখী । সকলেই সুখধাম আর শান্তিধামে থাকে । রাবণরাজ্যে সবাই দুঃখী । দেবতার যখন বামমার্গে যায় তখন নামতে থাকে । দেখানো হয় যে, সোনার দ্বারকা জলের তলায় চলে গিয়েছিলো । এই চক্র ঘুরতেই থাকে । নতুন যখন উপরে আসবে তখন পুরানো নীচে চলে যাবে । তারপর আবার সত্যযুগ নীচে চলে যাবে আর কলিযুগ উপরে এসে যাবে । তারপর সত্যযুগ আবার কখন উপরে আসবে ? পাঁচ হাজার বছর পরে । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন এই সম্পূর্ণ নলেজ এসে গেছে । এই জ্ঞান তো সহজ । কেবল যোগের জন্য পরিশ্রম করতে হয় । কেউ বেশী স্মরণ করে, কেউ আবার কম স্মরণ করে । মাতা - পিতা তাই বাচ্চাদের বোঝান - লৌকিক সম্বন্ধীদের থেকে মোহমুক্ত হয়ে কর্তব্য পালন করতে হবে । আজ নয় তো কাল তাদের বুদ্ধিতেও বসবে । বুঝতে পারবে, এ তো ঠিক । এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । কোনো সাধুসন্ত বা গুরুদের স্মরণ করা চলবে না । স্মরণ তো চৈতন্যকেও করে আবার জড়কেও করে । সত্যযুগে কারোর মধ্যেই মোহ থাকে না । ওখানে সবাই মোহজিৎ থাকে । এখানে সকলের মধ্যে মোহ থাকে । তফাৎ তো আছে, তাই না । ড্রামাতে প্রতিটি যুগের নিয়মকানুন সেই যুগের মতো । একথা বাবা বসেই বোঝান কেননা বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । ইনিও বাবা, আবার উনিও বাবা । উনিও ক্রিয়েটর, আবার ইনিও ক্রিয়েটর । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি করেন । বাবা তোমাদের দত্তক নেন । এই দত্তক নেওয়া অর্থাৎ নিজের করে নেওয়া । যারা শূদ্র ধর্মের, যাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, বাবা তাদেরই দত্তক নেন । বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জেনেছো আর বাবার দ্বারা এই সৃষ্টিচক্রকেও জেনেছো । বাবার কাছে তোমরা কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, তাও জেনে গেছো । তোমরা বড়, তোমরা বুঝতে শিখেছো, তাই তো এডাপ্ট হয়েছো । না বুঝে কিভাবে এডাপ্ট হবে ? কারোর নিজের সন্তান না হলে সে অন্যের সন্তানকে আপন করে নেয় । বিত্তবানরাই দত্তক নিতে পারে । গরীব তো বাচ্চা দত্তক নিতেই পারবে না । বাবা বলেন, আমার বাচ্চাদের চাই । তাহলে অবশ্যই দত্তক নেবেন । এও তোমরাই জানো যে - বাবা তাদেরই দত্তক নেবেন, যাদের পূর্ব কল্পে নিয়েছিলেন । পূর্ব কল্পে যে অভিনয় চলেছিলো, তাই আবার রিপিট হতে থাকবে । যখন আমার হবে, তখন আমি তাদের পড়াবো । তোমরা বাবাকে আর ঘরকে স্মরণ করো । সুখধাম আর শান্তিধামকে স্মরণ করা খুবই সহজ কিন্তু এতে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন । ছোটো বাচ্চারা বুঝতে পারবে না । তারা কেবল 'বাবা - বাবা' বলবে, আর কারোর কাছেই যাবে না । এখানে তো সবই হলো গুপ্ত কথা । বোধও আছে - এখানে বুদ্ধিকে শক্তি প্রদান করা হয় । এই শক্তি প্রাপ্ত করলে বুদ্ধি সোনার মতো হয়ে যায়

। কেউ দুর্বল হলে তাকে সোনার সলিউশন খাওয়ানো হয় । সোনার জলও তৈরী করা হয় । এখানে তো তোমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্ত করছো । এখানে এই জ্ঞানই হলো উপার্জন । জ্ঞান তো সবাই একই প্রাপ্ত করে, এরপর যারা যেমন পুরুষার্থ করবে । এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার বা ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কথা নেই । তোমাদের কেবল বাবার হতে হবে । বাবার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে । সারাদিন তো নিরন্তর স্মরণ করতে পারবে না । কাজকারবারও করতে হবে । কারোর আবার তো কোনো কাজকর্মও নেই তবুও স্মরণ করতে পারে না । যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থা আসবে পুরুষার্থ করতে হবে । সেই বায়ুমণ্ডল তখন দেখা যাবে । তখন বুঝতে পারবে যে, সময় নিকটে চলে আসছে । যখন অতি দুঃখ আসবে তখন সবাই ভগবানকে স্মরণ করতে থাকবে । মৃত্যুও সামনে দৃশ্যমান হবে । তোমাদের মধ্যেও সকলেই নিজের অবস্থা বুঝতে পারবে যে, আমাদের উপার্জন কম হয়ে গেছে । যোগে থাকলে আত্মার থেকে খাদ দূর হতে থাকবে । বাবাও তখন বুদ্ধির তালা টিলা করে দেবেন । মানুষ অসুখের সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে কারণ তারা তখন ভয় পায় । সবাই তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে -- রামকে ডাকো, রামকে ডাকো । বাবাও বলেন, তোমরা বাবাকে আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো । একে অপরকে সচেতন আর সাবধান করে উল্লতিতে যেতে হবে । এমন নয় যে পুরুষ শ্রীমতে চললো আর স্ত্রীকে চলালো না । এই জোড়া হলো হাফ পার্টনারের, কিন্তু এখন এই হাফ পার্টনারও বোঝে না । কেউ কেউ আবার সম্মান রাখে । না হলে, আজকাল এমন বাচ্চা হয়েছে যারা বাবার সম্পত্তি উড়িয়ে দেয়, মাকে জিজ্ঞেসও করে না । ওখানে তো এইসব ঘটনা হয় না, কখনো কোনো দুঃখ হয় না । এখানে তো প্রথমে দুঃখই প্রাপ্ত হয়, বিবাহ করে আর কাম কাটারি চালাতে থাকে । দেবীদের তলোয়ার ইত্যাদি দেখানো হয় । বাস্তবে এ হলো জ্ঞানের অলংকার । স্বদর্শন চক্রও দেবতাদের নেই । এ থাকে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের । গদাও তোমাদের চিহ্ন । জ্ঞানের গদায় তোমরা মাঝাকে জয় করো । বাকি, ওখানে এইসব জিনিসের দরকার হয় না । ওখানে সবাই খুবই মস্তিতে থাকে । ওখানে তপস্যা করারও কোনো প্রয়োজন হয় না । তারা তো তপস্যার ফল ভোগ করে । সূক্ষ্ম বতনে ফরিস্তারা থাকে । সে হলো ফরিস্তাদের দুনিয়া । ফরিস্তারা এখানে থাকে না । দেবতাদের দেবতা বলা হবে । ওরা হলো ফরিস্তা আর এখানে হলো মনুষ্য । সকলেরই আলাদা আলাদা সেকশন । সত্যযুগে দেবতারা রাজত্ব করেন । সে হলো টকি (সবাক) দুনিয়া । সূক্ষ্মবতনে হলো মুন্ডি দুনিয়া । দুনিয়াও তিনটি -- মূলবতন, সূক্ষ্মবতন আর স্থূলবতন । তিন লোক তো বলা হয়, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা প্রত্যক্ষভাবে আছে । মনুষ্য তো শোনা কথায় চলতে থাকে । তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে, এই দুনিয়ার চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । তিন লোককেও তোমরা জানো । বাবা ছাড়া আর কেউই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বলতে পারে না । কেউই ত্রিকালদর্শী নয় । এ তো কেউই জানে না যে, মূলবতনে আত্মারা কোথায় আর কিভাবে থাকে । তোমরা জানো যে, ওখানে আত্মাদের ঝড় আছে । সেখান থেকে নব্বরের ক্রমানুসারে আসতে থাকে । আমরা সব আত্মা বাচ্চারা শিব বাবার গলার মালা । যেভাবে বংশের তালিকা বানানো হয় । খ্রিস্টানরাও বৃক্ষ (খ্রীষ্টমাস ট্রি) তৈরী করে । তারাও উৎসবের খুশী পালন করে । ক্রাইস্টের জন্মদিন পালন করে । এখন তোমরা কার জন্মদিন পালন করবে? মানুষ এ কথা জানেই না যে, আমাদের ধর্মস্থাপক কে? আর সকল ধর্ম স্থাপকগণের হিসেবনিকেশ আছে । দেবী - দেবতা ধর্ম কে স্থাপনা করেছিলেন একথা কেউ জানেই না । বাবা বসে বোঝান যে, মেজরিটি হলো মাতাদের । শক্তির মান বৃদ্ধি করা উচিত । এমন নয় যে, আমাদের দেহ বোধ এসে গেলো, আমরা হুঁশিয়ার । তা নয় । তবুও মাতার সম্মান করতে হবে । নামই হলো ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় । জ্ঞানের কলস মাতাদের মস্তকে রাখা হয় । তারা ভীক্ষু বুদ্ধি সম্পন্ন । সরস্বতীর হাতে সেতার দেখানো হয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ আর সরস্বতীর সম্পর্কও জানে না । সরস্বতী হলো ব্রহ্মার পুত্রী । এও খুব কম মানুষই জানে । তোমাদের প্রতিটি বিষয়ই খুব ভালোভাবে বোঝানো হয় ।

বাবা বুঝিয়েছেন - এই জ্ঞান - যোগ ছাড়া কেউই মুক্তি আর জীবনমুক্তি পেতে পারবে না । আর সবাই তো এইসব পড়বেও না । প্রত্যেকেই নিজের - নিজের হিসেবনিকেশ শোধ করতে হবে । পাপের সাজা তো ভোগ করতেই হয় । দুনিয়ার মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না যে, এ হলো শেষ সময় । তোমাদের সব পাপের হিসেবনিকেশ শোধ হয়ে যায় । তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য এতটা জমা করতে হবে যাতে অর্ধেক কল্প পর্যন্ত চলতে পারো । সমস্ত পুরুষার্থ এখনই করতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা সবকিছু বলিদান করে দাও তাহলে ২১ জন্মের জন্য তার ফল প্রাপ্ত করবে । গরীবরা চট করে সওদা করতে পারে । যাদের কাছে লাখ - কোটি টাকা আছে, তাদের বুদ্ধিতে বসে না । বাবা কিছুই নেন না । তিনি বলেন - তোমরা ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো । তোমরা আমার শ্রীমতে চলো । আমি তো জয় করেছি । কেউ জীবিত অবস্থায় ট্রাস্টে দিয়ে দেয় । তারা মনে করে, হঠাৎ মারা গেলে ঝগড়াঝাঁটি লেগে যাবে । বাবাও (ব্রহ্মা) জীবিত অবস্থায় বসে আছেন । তিনি বলেন - তোমরা বাবার হয়ে তাঁর নির্দেশ মতো চলো । এটা করবো, নাকি করবো না ? বাবা রায় দেন - করলে করো, সবকিছুই এক একজনের অবস্থার উপর নির্ভর করে । কেউ উইলও করে ফেলে । মোহও অনেকের মধ্যে আছে, যারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরও দিয়ে দেবে । বাবার কাছে অনেক চালাকও আসে - তারা বাচ্চাদের দিয়ে বাকি

নিজের জন্য রেখে দেয়। বাকি আমরা এই দিয়েই চালাই। এমনও করে থাকে। ইনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা। ইনি তাঁর প্রতিটা বাচ্চাকে জানেন, ড্রামাকেও জানেন। বুঝতে পারেন, এতে কোনো অর্থের দরকার নেই। ওই মিলিটারিদের জন্য গভর্নমেন্ট অনেক খরচ করে। তোমাদের কিছুই খরচ নেই। এতে রাত - দিনের তফাৎ। তোমরা জানো যে এই সমস্ত সম্পত্তি আদি একদিন শেষ হয়ে যাবে। আমাদের এই ধরনী নতুন সতোপ্রধান হওয়া চাই। এখন তো তমোপ্রধান। লক্ষ্মীর আহ্বান করে তখন সমস্ত ঘর পরিষ্কার করে যাতে শুদ্ধ গৃহে দেবী আসে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, দেবতারা এই ধরনীতে চরণ রাখেন না। তাঁরা কেবল সাক্ষাৎকার করান। সাক্ষাৎকারে তো ধরনীতে চরণ থাকেই না। মীরাও ধ্যানে দর্শন করতেন। এখানে কোনো দেবতা আসতে পারে না। দেবতারা সত্যযুগে থাকে আর কলিযুগে দেবতার বিপরীত। দেবতা আর অসুরের লড়াই হয় না। বাস্তবে এ হলো মায়ার লড়াই। যোগবলের দ্বারা মায়াকে জয় করান, সকলের সঙ্গতি করান একমাত্র শিব বাবা। প্রথম - প্রথম হলো রুদ্র মালা। ওখানে এই মালাকে কেউই জানেই না। তোমরা এই সঙ্গম যুগেই জানো যে, ব্রাহ্মণদের মালা তো হতে পারে না। এর পরে হলো বিষ্ণুর মালা। এ সবই হলো বিস্তারিত কথা। কেউ কেউ বলে, আমাদের ধারণাই হয় না। আচ্ছা, এতে কোনো সমস্যা নেই। বাবাকে স্মরণ করা তো সহজ, তাই না। যেই বাবার থেকে তোমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পাও, জোরদার উপার্জন হয়, তোমরা সেই বাবাকে কিভাবে ভুলে যাও। মায়া তোমাদের বুদ্ধির যোগ সরিয়ে দেয়। সাজন, যে শৃঙ্গার করিয়ে মহারানী তৈরী করে, এমন সাজনকেই ভুলে যায়। অর্ধেক কল্প ধরে মায়ার রাজত্ব চলে। তোমরা এখন মায়াকে জয় করে জগৎজিৎ হও।

ওই সম্পূর্ণ দুনিয়া কিভাবে চলে - তোমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্তই জানো। নাটক যখন দেখে আসে তখন জানতে পারে যে, পরের দিকে এখন এই সীন হবে। এতে এমন নয়। তোমরা জানো যে, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা চলছে তাই ড্রামা। ড্রামার দৃশ্যের উপর মজবুত থাকতে হবে। যা কিছুই হয়ে যায় সবই ড্রামা। এখানে অখুশী হওয়ার কোনো কথাই নেই। কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে, তার আবার গিয়ে অন্য কোথাও অভিনয় করতে হবে। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকা উচিত। তোমাদের শঙ্খধ্বনি করে বাবার পরিচয় দান করতে হবে। তোমাদের হাতে যেন এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র থাকে, যেই চিত্র দেখিয়ে বলবে যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ভারতের মালিক ছিলেন। এখন হলো কলিযুগ। বাবা আবার এসেছেন রাজ্য - ভাগ্য দান করতে। আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা পড়ছি, আমরা ঠাকুরদার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। তোমরাও যদি নিতে চাও, নিতে পারো। এ হলো তোমাদের নিমন্ত্রণ, এরপর অনেকেই আসবে, বুদ্ধিও হতে থাকবে। শিব জয়ন্তীতেও ভালোই আওয়াজ ছড়াবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) ড্রামার ট্র্যাকের উপরে দৃঢ় বা মজবুত থাকতে হবে। কোনো কথাতেই অখুশী হওয়া না। সদা খুশীতে থাকতে হবে।

২) একে অপরকে সাবধান করে দিয়ে উল্লসিত হতে হবে। কাজকারবার করেও বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* সুখ স্বরূপ হয়ে সবাইকে সুখ প্রদান করে মাস্টার সুখদাতা ভব  
সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দুঃখের চিহ্নমাত্রও থাকবে না, কেননা সুখদাতার সন্তান তোমরা হলে মাস্টার সুখদাতা। যে মাস্টার সুখদাতা হয়, সুখ স্বরূপ হয়, সে নিজে দুঃখে কীভাবে আসতে পারে। সে বুদ্ধির দ্বারা দুঃখধাম থেকে কিনারা করে নিয়েছে। সে স্বয়ং তো সুখ স্বরূপ থাকেই, আবার অন্যদেরও সুখদান করে। বাবা যেমন প্রতিটি আত্মাকে সদা সুখদান করেন, তাই বাবার যেমন কার্য, তেমনই বাচ্চাদের কার্য। কেউ যদি দুঃখদানও করে, তবুও তোমরা দুঃখ দিতে পারো না, তোমাদের স্লোগান হলো - "না দুঃখ দাও, আর না দুঃখ নাও।"

\*স্লোগানঃ:-\* প্রফুল্লিত এবং গম্ভীর হওয়ার ব্যালেন্সকে ধারণ করে একরস স্থিতিতে স্থির থাকো।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করো, মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র এই নরক থেকে তোমার অন্তঃকরণকে দূরে সরিয়ে নাও তাহলেই তোমরা এভার নিরোগী হয়ে যাবে”

\*প্রশ্নঃ - বাবা ডাইরেক্ট এসে নিজের সন্তানদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রালঙ্ক নির্মাণ করার জন্য কোন্ রায় দিয়ে থাকেন?

\*উত্তরঃ - বাচ্চারা, এখন তোমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কিছুই কাজে আসবে না তাই সুদামার মতন নিজের ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক বানিয়ে নাও। বাবা ডাইরেক্ট এসেছেন, তাই নিজের সবকিছু সফল করে নাও। হাসপিটাল কাম কলেজ খোলো যাতে অনেকের কল্যাণ হয়। সবাইকে পথ বলে দাও। সদা শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে থাকো।

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বোঝাতে তাকে হয় যারা বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে অবশ্যই সবাই হল পতিত এবং পতিত-পাবন বাবাকেই স্মরণ করে। পতিত মানুষকে অবশ্যই নির্বোধ বা অবুঝ বলা হবে। সবাই আহবান করে হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র বানাও। ভারতবাসী জানে যে সত্য যুগে এই ভারত পবিত্র ছিল। পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল, এই সময় হল পতিত গৃহস্থ অধর্ম। ধর্মাত্মা পবিত্রকে বলা হয়। এই ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন পবিত্র রাজ্য বলা হত। নর ও নারী উভয়ই ছিল পবিত্র। বাবা বসে বোঝান অর্ধেক কল্প থেকে ভক্তিমার্গ চলেছে। জপ তপ ইত্যাদি করা, বেদ পাঠ করা, এই সব হল ভক্তিমার্গ, এর দ্বারা কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারে না। আমি হলাম বাবা, আমাকে জানেই না। এইরকম ভাবে ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ এনার্জি করে। দ্বাপর থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয়। পরে দেবতারা বাম মার্গে যায়। লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে দেবতাদের মন্দির নির্মাণ করে। সোমনাথ মন্দির হীরে-জহরাত দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। সেই সময়ের হিসেবে কোটি টাকা খরচ হয়নি হয়তো কারণ সেই সময় হীরে-জহরাত ইত্যাদি বহু মূল্যের ছিল না। এই সময় যদি সেই মন্দির নির্মাণ হতো তবে তো অসীম পদ্মগুণ সম্পত্তি হয়ে যাবে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা বেদ, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, এ'হল ভক্তি, তাকে জ্ঞান বলা হয়। সত্যযুগে তীর্থ ইত্যাদি করা হয় না। গঙ্গা-যমুনা নদী তো সত্যযুগেও থাকে। এখনও আছে। সত্য যুগে কোনও তীর্থ করার জন্য নদী ছিল না। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর, উনি বসে জ্ঞান প্রদান করেন। অর্ধেক কল্প এই ভক্তি চলে। প্রথমে থাকে অব্যভিচারী ভক্তি। শিবের পূজা হতো। পরে দেবতাদের, এখন তো ভক্তি ব্যভিচারী হয়ে গেছে। ভক্তি করে, শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে এখন সবাই ভক্ত হয়ে গেছে। সজনীরা, আমি একমাত্র সজন, আমাকেই স্মরণ করে। ভক্তদের রক্ষা করেন ভগবান। অবশ্যই ভক্তিতে কষ্ট ভোগ করে তবে তো আহবান করে যে, এসে আমাদের লিবারেট করুন। দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। গাইড রূপে মুক্তিধামে নিয়ে চলুন। তারা এ'কথা জানেনা যে ভগবান কে। শিবের বা শঙ্করের মন্দিরে যায়। শিব-শঙ্করকে একসাথে করে দিয়েছে। যদিও ওনারা হলেন আলাদা, শিব হলেন নিরাকার, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম দেহধারী। শিববাবা হলেন মূললোক নিবাসী, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মলোক নিবাসী। তাই শিববাবা বোঝান মন্দিরে ষাড দেখানো হয়েছে। তারা ভাবে শিব-শঙ্কর যাত্রা করেছেন বলদের উপরে বসে। শিবের জন্য বলে দেয় উনি হলেন সর্বব্যাপী। এমন বলবে না শিব শঙ্কর হলেন সর্বব্যাপী। এক পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকারকে বলা হয়। এখন বাবা বলেন দেখো, আমি নিরাকার তোমাদেরকে কীভাবে পড়াই। ষাঁড়ের উপরে বসে যাত্রা তো করি না। আমার যাত্রা ষাঁড়ের উপরে কেন দেখিয়েছে ? আমি তো সাধারণ মানুষের দেহে প্রবেশ করে আসি। এনার ৮৪ জন্মের কাহিনী তোমাদেরকে শোনাই। তোমরাও এসে ব্রহ্মা মুখ বংশী হয়ে যাও। এনার নাম হল ভগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ কারণ সর্বপ্রথমে ইনি (ব্রহ্মাবাবা) শোনে এবং ইনি হলেন সৌভাগ্যশালী। সত্যযুগে সংখ্যা খুব কম থাকে। বাকি সব আত্মারা ফিরে যায় নিজের ঘরে, যেখান থেকে এসেছে। এ'হল কর্ম ক্ষেত্র। সৃষ্টির চক্র আবর্তিত হয়। মূল লোক, সূক্ষ্ম লোকে সত্য যুগ ত্রৈতা হয় না। এই ড্রামার চক্র এখানে আবর্তিত হয়। অর্ধেক কল্প জ্ঞান সত্যযুগ-ত্রৈতা, অর্ধেক কল্প ভক্তি দ্বাপর-কলিযুগ। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ দি ফার্স্ট, সেকেন্ড... রাজত্ব চলে। ত্রৈতায় হলো চন্দ্রবংশী রামের ডিনায়স্টি। সত্যযুগে ৮ টি জন্ম, ত্রৈতায় ১২টি জন্ম। এই ৮৪ জন্মের কাহিনী শিববাবা এসে বোঝান। বাবা এসে নিজের সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হন অন্য কারো সঙ্গে নয়। সন্তান রূপে কাছে এলে তবে তাদের পড়ান। বাবা বলেন - আমি তোমাদের পিতা-শিক্ষক-সদ্বৃক। সদ্বৃতি করে সঙ্গে নিয়ে যাই। পবিত্র হওয়ার খুব সহজ উপায়, যা আমি তোমাদেরকে বলি। এখানে বসে তোমরা কি করো ? বাচ্চারা বলে - বাবা আমরা আপনাকে স্মরণ করি। আপনার আদেশ হল যে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো তাহলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর

তোমরা পবিত্র সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। এখন তোমরা হলে তমোপ্রধান, স্মরণের দ্বারাই আত্মার খাদ দূর হবে। কষ্টের কোনও কথা নেই। এভার নিরোগী (সদা সুস্থ) হওয়ার জন্য এ'হল সহজ যুক্তি। দেবতার কখনও রোগে আক্রান্ত হয় না। এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা নিরোগী হয়ে যাবে। পাপ ভস্ম হলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এ'হল বিশাল উপার্জন। ঘোরো ফেরো তার সাথে শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। প্রথমে এই প্র্যাক্টিস করতে হবে। স্মরণ করলে আমরা ২১ জন্মের জন্য নিরোগী হয়ে যাবো। কোনও কষ্ট নেই, শুধু মামেকম্ স্মরণ করো। এই কথাটি বাবা আত্মাদেরকে বলেছেন, হে আত্মারা শুনছো ? বাবা মুখের দ্বারা বলেন আমাকে স্মরণ করো এবং ঘর অর্থাৎ পরম ধামকে স্মরণ করো। এখন এই নরকটি শেষ হয়ে যাবে। ফিরে যেতে হবে পরমধাম (ঘর)। আহা! প্রস্তুত করার সময়ও স্মরণ করার পুরুষার্থ করো। যদিও তোমরা হলে কর্ম যোগী তবুও কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণ অবশ্যই করো। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট, আধ ঘন্টা এইভাবে চার্টটিকে বাড়তে থাকো। চেক করতে থাকো আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করলাম? যে পিতার কাছে বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়, ২১ জন্মের জন্য সদা সুস্থ সবল নিরোগী হয়। কতখানি সহজ এই যুক্তি। চক্রের নলেজ বোঝানো হয়েছে যে শিখা বা টিকি হল ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চক্রটি স্মরণ করতে হবে। বীজ এবং বৃক্ষকে স্মরণ করো। এখন তোমরা জানো এক ধর্মের স্থাপনা হলেই অন্য ধর্ম গুলির বিনাশ হয়ে যাবে। সত্য যুগে একটি ধর্ম থাকে। তোমাদের সব পরিশ্রম হল একমাত্র এতেই। বাবা বলেন আমি বীজ আমাকে স্মরণ করো এবং বৃক্ষকেও স্মরণ করো। স্থাপনা, বিনাশ এবং পালনা (প্রতিপালন).... এ' হল খুব সহজ। সহজযোগ এবং সহজ জ্ঞান। বীজ থেকে বৃক্ষের উৎপত্তি কীভাবে হয়, সেই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। গৃহস্থ থাকো কিন্তু পবিত্র থাকতে হবে। এ'তো ভালো কথা তাইনা। বাবা বলেন ৬৩ জন্ম তোমরা নরকে হাবুডুবু খেয়েছো। পাপ কর্ম করেছো, এখন পুরোপুরি পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছো। রাবণের মতানুসারে চলেছো। গান্ধীও রামরাজ্য চাইতেন। এর অর্থ রাবণ রাজ্যে বসবাস ছিল। মানুষের বুদ্ধি কতখানি মলিন হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারে না। স্বর্গ কবে ছিল কেউ জানেই না। লক্ষ্মী-নারায়ণের (রাজস্ব কালের) ৫ হাজার বছর হয়েছে, সে কথা কারো জানা নেই। সত্য যুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। অর্ধকল্প হল জ্ঞান, অর্ধেক কল্প হল ভক্তি তারপর যখন পুরানো দুনিয়া হয় তখন আসে বৈরাগ্য। এই নরকের প্রতি আসক্তি দূর করতে হবে।

তোমরা এখানে বসে অনেক উপার্জন করো। বাবা বলেন - তোমরা চক্রবর্তী রাজা হও। এ'হল তোমাদের অন্তিম ৮৪-তম জন্ম, বিনাশ সামনে রয়েছে। মৃত্যুলোকের বিনাশ অমরলোকের স্থাপনা হচ্ছে। অমর নাথ বাবার কাছে আমরা সত্য নারায়ণ হওয়ার সত্য কাহিনী শুনছি। এ'হল একটি কাহিনী। শাস্ত্র ইত্যাদি অসংখ্য তৈরি করেছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। সবই হল মিথ্যা। বাবা সত্য কথা শুনিye সত্যথণ্ডের রচনা করেন। কত ভালো ভাবে বোঝানো হয়। সে যেমনই হোক অবলা, গণিকা, অহল্যা সবাই স্বর্গের মালিক হতে পারে। তোমাদের কাছে এখন কি আছে? আমেরিকায় কি আছে? বিরাট বিরাট মহল আছে। সে সব ধ্বংস হলো বলে। স্বর্গে তো অপরিসীম ধন ছিল। এখানে তো ধন নেই। আমেরিকার হোয়াইট হাউস কি লুট হবে? কিছুই নেই। সেখানে সত্য যুগে তো গরিবের মহলও এখানকার থেকে ভালো থাকবে। রৌপ্য স্বর্ণ জড়িত থাকবে। সেখানে সবই সম্ভা থাকবে, সেখানে সবার কাছে নিজস্ব জমি থাকে। সুদামার দৃষ্টান্ত রয়েছে.... ভক্তিমাগে দুই মুঠো ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে এসেছে। কেউ হাসপিটাল খুললে পরের জন্মে সুস্বাস্থ্য লাভ করে। কোনো রোগ ইত্যাদি হয় না। কেউ কলেজ নির্মাণ করলে পরের জন্মে পড়াশোনায়ে বুদ্ধিমান হয়। এক জন্মের ফল অন্য জন্মে প্রাপ্ত হয়। পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার বাবা তো হলেন দাতা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, একটি হাসপিটাল কাম কলেজ খোলো, এতেই অনেকের কল্যাণ হবে। যার ফল তোমরা ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত করবে। সেইসব হল ইন্ডাইরেক্ট এক জন্মের জন্য, এ'হল ডাইরেক্ট, ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয় কারণ এখন পিতা ডাইরেক্ট বসে আছেন। বাবা বোঝান তোমার যা কিছু আছে সব শেষ হয়ে যাবে। মহল, সম্পত্তি ইত্যাদি সব মাটিতে মিশে যাবে তাই এখন ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন কর যা তোমাদের কাজে লাগবে। যে আসুক তাকেই পথ বলে দাও, বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের মরচে দূর হয়ে যাবে। শিববাবা হলেন পারলৌকিক পিতা। বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুসরণ করে চললে তোমরা স্বর্গের মালিক, পারসবুদ্ধিধারী হতে পারবে। কত রকমের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে থাকেন। প্রত্যেকের কর্মের হিসেব নিকেশ নিজের নিজের। বাবা কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বসে বুঝিয়ে দেন। কোনও রকমের কষ্ট থাকলে সার্জনের কাছে এসে মতামত নাও। অহল্যা, কুন্ডা.... সকলকেই পথ বলে দিতে হবে। পবিত্রতার বিষয়েই ঝঞ্জাট হয়ে এসেছে। বিষ না দিলে মারপিট করে। ঘর থেকে বের করে দেয়। কতরকমের ঝঞ্জাট করে। বাবা বলেন এই জ্ঞান যশ্বে অসুরদের বিঘ্ন অনেক পড়বে। অবলাদের উপরে অত্যাচারও অনেক হবে, অন্য সংসঙ্গ গুলিতে গেলে কখনও অত্যাচার হয় না। এখানে বিঘ্ন পড়ে। বাবা বলেন - অনেকে পতিত হয়ে গেছে। এখন তোমরা পবিত্র হয়েছো - পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য। বাবার আদেশ হল এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থেকে আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এরই নাম সহজ রাজ যোগ, অন্য কোনও শাস্ত্রে এমন যুক্তি নেই। গীতাতেও আছে দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজ পিতাকে স্মরণ করো। শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান নন। ভগবান

হলেন সর্ব আত্মাদের একমাত্র পিতা। দেহটি লোনে নিয়েছেন, ইনি (ব্রহ্মাবাবা) হলেন ভাগ্যশালী রথ। এনার খুশী এতেই যে, আমার দেহ ভগবানের কাজে লেগেছে। এই দেহে পিতা পরমাত্মা এসে সকলের কল্যাণ করেন। এছাড়া ষাঁড় ইত্যাদি কিছু নয়। এই সব কথা নতুনরা কীকরে বুঝবে! আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) এই অন্তিম জন্মে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। এই পতিত দুনিয়ার থেকে মনের সংযোগ দূর করতে হবে।

২) স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। হাসপিটাল কাম কলেজ খুলে অনেকের কল্যাণ করতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে সুপ্রিম সার্জনের শ্রীমৎ নিতে হবে।

\*বরদান:-\* দিব্য বুদ্ধির দ্বারা ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভবকারী সফলতা মূর্তি ভব  
ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষ উপহার হলো দিব্য বুদ্ধি। এই দিব্য বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে, নিজেকে এবং তিনটি কাল-কে স্পষ্ট ভাবে জানতে পারো। দিব্য বুদ্ধির সাহায্যেই স্মরণের দ্বারা সর্ব শক্তি গুলিকে ধারণ করতে পারো। দিব্য বুদ্ধি ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভব করায়, সেই বুদ্ধির সামনে তিনটি কাল স্পষ্ট থাকে। বলাও হয় যা ভাববে, যা বলবে, আগের আর পরেরটা চিন্তা করেই করবে। পরিণামের কথা বুদ্ধিতে রেখে কর্ম করলে সফলতা অবশ্যই প্রাপ্ত হয়।

\*স্নোগান:-\* যথার্থ নির্ণয় দিতে হলে আত্মিক নেশার (কহানী ফাখুর) দ্বারা চিন্তামুক্ত (বেফিকর, নিশ্চিন্ত) স্থিতিতে স্থিত থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখানে ওখানে বসে ফালতু কথায় নিজের সময় নষ্ট করো না, বাবার স্মরণে থেকে সময়কে সফল করো"

\*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা বাবার নাম উচ্ছল করে তুলতে পারে?

\*উত্তরঃ - যারা বাবার মতোই সেবা করতে পারবে তারাই বাবার নাম উচ্ছল করে তুলবে। যখন প্রতিটি কমই বাবার মতো করে করবে, তখন অনেক বড় ফল প্রাপ্ত হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে তাঁর মতো তাঁর সমান বানানোর জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন।

\*প্রশ্নঃ - অন্তর্মুখী কাকে বলা হবে? তোমাদের এই অন্তর্মুখীতা অভিনব, কীভাবে?

\*উত্তরঃ - সোল কনসাসে (আত্ম অনুভূতিতে, soul conscious) থাকাই হলো অন্তর্মুখী হওয়া। ভিতরে যে আত্মা আছে তাকে সমস্ত কিছু একমাত্র বাবার থেকেই শুনতে হবে। এক বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগ যুক্ত রেখে গুণবান হয়ে উঠতে হবে - একেই বলে অভিনব অন্তর্মুখীতা।

\*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গান শুনলো। তারা শুনলো বাবার মহিমা আর বাবার এই মহিমার ফল পুনরায় বাচ্চাদেরই প্রাপ্ত হচ্ছে। তারপর বাচ্চারা তাদের মাধ্যমে বাবাকেই প্রতিফলিত করে। বাবার নাম উচ্ছল তখনই করতে পারবে, যখন তাঁর মতো সেবা করতে পারবে। তবেই তারা বহুগুণ ফল প্রাপ্ত করতে পারবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা প্রাক্টিক্যালি এখানে রয়েছে। ভক্তরা তো শুধুমাত্র গায়ন করতে থাকে। তোমরা জানো যে বাপদাদা সঙ্গম যুগে আমাদের সামনে বসে আছেন। দাদার শরীরে এসে তবেই তো বাবা বলবেন। বাচ্চাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে, তারা পুরুষার্থ করে অবশ্যই বাবার সমান হয়ে উঠতে পারবে। বাবা হলেন পতিত পাবন জ্ঞানের সাগর। তাঁর থেকেই তোমরা বাচ্চারা পতিতপাবনী জ্ঞান-গঙ্গা সকল নির্গত হয়েছে। তোমাদেরকে গঙ্গা কেন বলা হয়? তার কারণ তোমরা সবাই হলে সজনী। সকলকেই জ্ঞান-গঙ্গাই বলা হয়। বাচ্চারা এই নেশায় মগ্ন থাকে যে তারা এই শ্রীমং পালন করে সমগ্র বিশ্বকে, বিশ্বের মনুষ্য মাত্রকে সুখ প্রদান করতে পারে, যা আর কেউ দিতে পারে না। এখন বাবা এসেছেন সকলকে সংগতি দেওয়ার জন্য। বাচ্চাদের মাধ্যমে তিনি তা সকলকে প্রদান করেন। কারন তিনি করণকরাবনহার। সুতরাং এমন বাবার শ্রীমতে তো অবশ্যই চলতে হবে। বাবা বলেন, যে করবে আর যত সেবা করবে, সে-ই শুধুমাত্র ২১ জন্মের জন্য উঁচু প্রালঙ্ক প্রাপ্ত করতে পারবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কিছুই করার নেই। অত্যন্ত সহজ কথা। দিন দিন বাবা খুব ভালো ভালো পয়েন্ট দিতে থাকেন আর বাবা বলতে থাকেন, ঝুলি যতটা ভরে নিতে চাও ততটা ভরে নাও। এটা তোমরা নিজেরাও উপলব্ধি করতে পারো যে তোমরা নিজেরাও ঝুলি ভালো করে ভরে নিতে পারছো, নাকি অন্য কোথাও সময় নষ্ট করছো। ভক্তিতে তো অনেক সময় নষ্ট করেছো, শক্তি নষ্ট করেছো, অর্থ নষ্ট করেছো, পরিশ্রমও নষ্ট করেছো। ভক্তিতে অনেক পরিশ্রম করে থাকে। জপ, তপ, দান, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি অনেক কিছুই করে। এখন যা কিছু ঘটছে সে সবকিছুই ড্রামা অনুযায়ী ঘটছে। এখন তো পুরুষার্থ করার সময়। যা অতীত হয়ে গেছে, যা ঘটে গেছে তাকে কোনো ভাবে পাল্টানো যাবে না। তা পরবর্তী কল্পে আবার নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী রিপিট হবে। এখন বাবা বলেন যে শ্রীমং অনুযায়ী চলো। এখানে ওখানে নিজের সময় নষ্ট করো না। বাবার স্মরণের মাধ্যমে সময়কে সফল করো। অনেক বাচ্চারাই বাবার কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। যে ভালোভাবে নিজে ধারণ করতে পারবে সে তারপর অন্যদেরকেও তা বোঝানোর জন্য সেবা অবশ্যই করবে। নিজের সময় অন্য কোথাও নষ্ট করবে না। অনেক বাচ্চারাই আছে যারা সারাদিন বহিমুখী হয়ে থাকে। বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করে অন্তর্মুখী হতে হবে। ভেতরে তো আত্মা রয়েছে। এই দৃঢ় নিশ্চয় থাকতে হবে যে, আত্মাদেরকে বাবা খুব ভালোবেসে বোঝাচ্ছেন যে - বাচ্চারা তোমাদেরকে সোল কনসাস (আত্ম অনুভূতিতে) থাকতে হবে। একেই বলা হয় সত্যিকারের অন্তর্মুখীতা। এই অন্তর্মুখ হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত অভিনব। ভেতরে যে আত্মা আছে সে যেন সমস্ত কিছু এক বাবার থেকেই শোনে। বাবা অত্যন্ত ভালোবেসে বাচ্চাদেরকে বারবার বোঝাতে থাকেন। মাতা পিতার থেকে শেখো এবং যে অনন্য ভাই-বোনেরা আছে যারা খুব ভালো সেবা করে, তাদের থেকে তোমাদেরকে শিখতে হবে। অল্পবিস্তর অবগুণ তো এখন সকলের মধ্যেই আছে। গানও আছে যে, আমি নির্গুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই... বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে গুণবান হয়ে উঠতে হবে। সেইরকম তখনই হয়ে উঠতে পারবে, যখন বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত হবে। মায়া অনেক ভাবে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করবে। বাচ্চারা চলতে চলতে পড়ে যায়, আবার উঠে চড়তে থাকে। যে বডি কনসাসে (দেহবোধে) থাকে সে চলতে চলতে পড়ে যায়। যে সোল কনসাসে থাকে, সে কখনো পড়ে যায়

না। তারা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে করে, যে আমরা এ কাজ করে দেখাবোই। সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে দেখাবোই। অন্তরে এই নিশ্চয় করতে হবে যে আমরা বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। কোথাও ফালতু সময় নষ্ট করবো না। বাচ্চাদেরকে জীবন যাপন করার জন্য জীবিকা করতে হবে। ঘর সংসার সব ত্যাগ করা - সে তো হঠযোগী সন্ন্যাসীদের কাজ। তোমাদেরকে তো নিজের রচনার সম্পূর্ণ দেখাশোনা করতে হবে আর হৃদয়ে এই নিশ্চয় রাখতে হবে যে এই চর্মচক্ষে আমরা যা কিছু দেখছি সে সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। যদি এখনো এসব কিছুর প্রতি তোমরা মমত্ব রাখো তাহলে তোমরা নিজেদের লোকসান নিজেরাই করবে। মমত্ব শুধুমাত্র এক বাবার প্রতি রাখতে হবে। মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতার। এইজন্যই অনেক ঝামেলা হয়। ক্রোধের জন্য এতটা ঝামেলা হয় না। বাবা বলেন এই কাম বিকার তো এখন সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছে। সকলে বিকার এর দ্বারাই জন্ম নেয়। তোমরা বোঝাতে পারো যে - আমরা ব্রহ্মচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে সাহায্য করছি।

বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে সোল কনসাস হতে হবে। পতিত পাবন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সবাই তাঁকে এই বলেই ডাকে যে, হে পতিত পাবন এসো। তো তিনি এসে কি করবেন? অবশ্যই সবকিছু পবিত্র করে তুলবেন। এখানে স্নান ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার কোনো কথা বলা হচ্ছে না। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যোগ অগ্নির দ্বারাই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে। লৌহ যুগ থেকে তোমরা স্বর্ণযুগে যেতে পারবে। এই একমাত্র উপায়, এছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উপায় নেই। সমস্ত রোগের এই একমাত্র ওষুধ হলো - বাবার স্মরণে থাকা। এর মাধ্যমে সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বাবার স্মরণের মাধ্যমে উত্তরাধিকারও স্মরণে আসবে। বাবা অর্থাৎ তাঁর উত্তরাধিকার। লৌকিক বাবা যত গরিবই হোক না কেন তবু একটু একটু করে অল্পবিস্তর যা কিছু থাকবে তাঁর উত্তরাধিকার অবশ্যই তিনি দেবেন। তাই তোমাদেরকে প্রথমে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর তারপর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন মনমনাভব, মধ্যাজী ভব। বাবা এসে তোমাদেরকে সমস্ত বেদের এবং শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে দেন। দ্বিতীয় আর কেউ এই সার জানেই না। বাবা স্পষ্টভাবে সরাসরি বলেন যে বাচ্চারা তোমরা দেহের প্রতি অহংকার ত্যাগ করো। তোমাদেরকে এ কথা বুঝতে হবে যে তোমাদের সাথে অর্থাৎ আত্মাদের সাথে স্বয়ং বাবা কথা বলছেন। নিরাকার পিতা নিরাকার বাচ্চাদেরকেই বলবেন আর তা তোমরা আত্মারা এই কান দিয়ে শুনবে। তোমরাই সবকিছু করো। কোনোভাবেই বাচ্চাদেরকে দেহের প্রতি অহংকারী হলে চলবে না। নিজেকে আত্মা জেনে বাবাকে স্মরণ করো। সেবাও করো, কারণ এই দেহের দ্বারাই তো সমস্ত কাজ হয়ে থাকে। সেই সমস্ত কর্ম তো করতেই হবে। কেউ কেউ কিছু সময়ের জন্য অচেতন হয়ে যায়, বোধ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সেসব তো কোনো জ্ঞানের কথা নয়। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করাতেই পরিশ্রম করতে হবে এবং এই কাজে মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা জানো যে আমরা বাবার কোলে এসে বসেছি, তো বাবাকে তো অতি অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। যখন তোমরা ভোগ বান্ধাও তখন তো শিব বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করে তা বানাবে। এর আগে ভক্তি মার্গে যখন তোমরা ভোগ রান্না করতে তখন শ্রীকৃষ্ণকে, রামকে গুরুনানককে স্মরণ করতে, গুরু বাণী পড়তে। যখন স্মরণ করে বানাবে তবেই তো তা পরিশুদ্ধ হবে। তারপর একসময় সেটা অভ্যাস হয়ে যায়। এখানেও স্বয়ং বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব ভোগ অথবা ভোজন রান্না করার সময়, বাবাকে অতি অবশ্যই স্মরণ করতে হবে - এ অত্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে না। ভান্ডারাতে একে অপরকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করে তারপর খাবার রান্না করো। এইরকম করতে করতে এই অভ্যাস পাকা হয়ে যাবে। যাদের এই অভ্যাস তৈরি হয়নি, তারা তো কখনো বাবাকে স্মরণ করবে না। তোমরা ব্রহ্মা ভোজন এর এত মহিমা শুনেছো তাহলে তার কিছু তো মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে। দেবতারাও ব্রহ্মা ভোজন করার অভিলাষী হয়। সুতরাং বাবার স্মরণে থেকে খাবার রান্না করতে নিজেরও কল্যাণ হয় আর যে সেই ভোজন গ্রহণ করে তারও কল্যাণ হয়। স্মরণে থাকলে বুদ্ধিতে এটা এসে যায় যে, আমরা শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। কিন্তু তবুও বাচ্চারা স্মরণ করে না, এই বিষয়ে কাঁচাই রয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এমন বাচ্চারা আসবে যারা বাবার স্মরণে একেবারে বৃন্দ হয়ে থাকবে। বাবার স্মরণেই ভোজন ইত্যাদি সকল কাজ করবে। যেমনভাবে সুরার নেশায় বৃন্দ হয়ে যায়, ঠিক তেমনভাবে বাচ্চারা, তোমাদেরও এই আত্মিক পিতার স্মরণের নেশা থাকা উচিত - এতে অনেক লাভ আছে। তাঁকে প্রিয় ভেবে কিংবা বাবা ভেবে স্মরণ করতে হবে - তিনি আমাদের অতি মিষ্টি মধুর বাবা। ঐনার মতো মধুর আর কেউ হতে পারে না। বাইরের দুনিয়ার লোকেরা তো এই সমস্ত কথা জানেই না। শুধুমাত্র দেবী দেবতা ধর্মের লোকেরাই তা বুঝতে পারে। স্বমেব মাতা চ পিতা স্বমেব... এই মহিমা হল এক নিরাকার বাবারই মহিমা। নিশ্চয়ই বাবা এত মহান কোনো কর্তব্য পালন করেছিলেন, তবেই তো ভক্তি মার্গে তাঁর এত মহিমা কীর্তন হয়।

এখন বাবা বলেন - বাকি সমস্ত দিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নাও। সমগ্র দুনিয়া থেকে এমনকি নিজের দেহের থেকেও বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। এই দেওয়া-নেওয়ার সওদা অত্যন্ত সস্তা, কিন্তু নেওয়ার হলো নস্বর ক্রম অনুসারে। এমনভাবেই এই ড্রামা তৈরি হয়ে আছে। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। কেউ কেউ ভালোভাবে শুনে তা ধারণও করে, আবার কেউ বা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে তা বের করে দেয়। এখানে সামনে বসে শুনে বাচ্চারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে যায়, পুনরায় যেই বাইরে যায় আবার ভুলে যায়। তখন আর কোনো কিছুই স্মরণে থাকে না। কেউ কেউ খুব ভালোভাবে তা রিপিটও করবে। যা বাবা বোঝান, তাই সে তার জীবনে প্র্যাকটিক্যাল (বাস্তবায়িত) করে। সকালে উঠে তোমরা বাবাকে স্মরণ করে খাবার প্রস্তুত করবে, তবে খাবারে শক্তি সঞ্চারিত হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে যেন এতটা নেশা থাকে যে - সমগ্র মানব কুলের উদ্ধার করতে হবে। মানব কুলেরই বিষয় এটা। এমন নয় যে পশু ইত্যাদির উদ্ধার করবে - তা নয়, ড্রামাতে এদের এমনই পার্ট রয়েছে। মানুষ যেমন হবে তাদের ফার্নিচার (আসবাবপত্র) সেই রকমই হবে। সত্যযুগে এইসব আজো জিনিস থাকে না। সেখানে তোমাদের জন্য অফুরন্ত বৈভব থাকে। ওখানে পশু পাখি ইত্যাদি সব রয়্যাল হবে। যেমন মানুষ সেই রকমই তাদের সামগ্রী হবে। গরীবের আর কী থাকতে পারে! ধনাঢ্য ব্যক্তির সামগ্রী কত রয়্যাল হবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে বাবা আমাদের কত মহান উচ্চ কর্ম করছেন। একই পড়াশোনা সকলের জন্য - কিন্তু যে যতটা করবে সে ততটাই পাবে। প্রত্যেকে ক্রম অনুযায়ী পদপ্রাপ্ত করবে। রাজা রানি প্রজা এবং ধনী ব্যক্তির অধস্তন দাস-দাসী, দরিদ্র ব্যক্তির দাস-দাসী - ইত্যাদি সমস্ত পদ রয়েছে। বুদ্ধিতে রয়েছে যে তোমরা নিজেদের রাজধানী যোগবলের মাধ্যমে স্থাপন করছো। অস্ত্রশস্ত্রের কোন কথাই নেই। এ'সব হলো এখনকার কথা - যোগ বলের মাধ্যমে তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করছো। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণী অর্থাৎ শক্তি। সত্য যুগে দেবীদের হাতে কোনো অস্ত্রশস্ত্র থাকে না। এ তো এখনকার কথা - জ্ঞান তলোয়ার, জ্ঞান খড়্গ। কিন্তু সেই সবকে মানুষ স্থূল রূপে নিয়ে গেছে। এখন তোমাদের চেহারা এবং মনোভাব উভয়ের পরিবর্তিত হয়। অসুন্দর থেকে সুন্দর - এখনই তোমরা হও। সর্বগুণ সম্পন্ন আর ১৬ কলা সম্পূর্ণ হও, তোমরা যে যত পুরুষার্থ করবে তত পাবে - এতে মিথ্যের কোনো স্থান নেই। যদি কারোর মধ্যে অন্ধকারের কালিমা থাকে তাহলে তার বাইরেও কালোই দেখা যাবে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এমন মধুর স্বভাবের হও যাতে সকলেই যেন বুঝতে পারে যে, এদেরকে এমন ভাবে কে তৈরি করেছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান রয়েছে। এই সৃষ্টি চক্রকে জানতে পারলে তবেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। বোর্ড লাগিয়ে দাও যে, বাবা হলেন রচয়িতা আর তিনি সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমরা সকলের থেকে আলাদা। তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, তোমাদেরকে বাবা এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। সুতরাং শিববাবার প্রতি তোমাদের কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত। কিন্তু অনেক ভালো ভালো প্রথম সারির বাচ্চারাও যোগে ফেল হয়ে যায়। এই জ্ঞান তো বড়ই সহজ। মুরলীও খুব সুন্দর পড়তে পারে কিন্তু যোগে পরিশ্রম লাগে। বাবাকে স্মরণ করার মাধ্যমে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে, এই পরিশ্রম করতে হবে। শুধু এতেই অনেকে ফেল করে যায়। ভগবান বলেছেন যে - আমি তোমাদেরকে মানব থেকে দেবতা আর পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে এসেছি। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতিপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং যিনি জ্ঞানের সাগর অবশ্য তিনিই সকলকে সেই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। বাদবাকি যে সকল জলের সাগর বা নদী রয়েছে তা কি কখনো কাউকে পবিত্র করে তুলতে পারে? বাচ্চারা এখন তোমরা এই বিষয়টিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারো যে তোমরা নিজেদের জন্য রাজধানী স্থাপন করছো। আত্ম অভিমানী হয়ে উঠছো। আমরা বাবার থেকে এই জ্ঞানের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাব। কোথায় ওদের বুদ্ধি আর কোথায় তোমাদের বুদ্ধি। ওরা সকলে বিনাশের জন্য কর্ম করে চলেছে আর তোমরা স্থাপনার জন্য কর্ম করছো। এইই সকল কথা যেন কখনো ভুলে যেও না। কিন্তু যাদের ভাগ্যেই তা নেই, তারা ধারণ করতেই পারবে না। উচ্চপদ লাভের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। আমরা পাস করে অনেক নস্বর নেব - সকলে এটাই চায় কিন্তু সেই অনুযায়ী পরিশ্রম করতে পারে না। এ হল সেই অসীম অনন্তের পড়াশোনা, এর মাধ্যমে বাবা সমগ্র বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন - আশ্চর্য তাই না! বাবা অনেক ভালোবেসে বুঝিয়ে দেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো, অত্যন্ত নিবিড় ভাবে দৃঢ়ভাবে স্মরণ করো। বাবা পুনরায় এসেছেন। আমরা অবশ্যই বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। বাবা আমরা তোমাকে চিনেছি। এমনও বাচ্চারা আছে যারা বাবাকে কখনো দেখেনি পর্যন্ত, তবু ঘরে বসেও তারা সেই অনুভব করতে পারে। কারো কারোর ক্ষেত্রে অল্প শুনলেও ঘোর লেগে যায়। তখন তাদের ভাগ্য তাদের সহায় হয়। কেউ কেউ আবার অসৎ সঙ্গে পড়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। রাবণের মতাদর্শীরা পৃথক আর ঈশ্বরীয় মতাদর্শীরা পৃথক। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে কীভাবে যোগবলের মাধ্যমে এই রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এই জগতে অনেক রকমের

বাহুবল রয়েছে, যোগবল শুধুমাত্র এক প্রকারেরই। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্নরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) অন্তর্মুখী হয়ে শুধুমাত্র এক বাবার থেকে শুনতে হবে। একমাত্র বাবার সাথেই বুদ্ধি যোগ যুক্ত হয়ে গুণবান হয়ে উঠতে হবে। বহিমুখীতাতে কখনো আসবে না।

২) আত্মিক পিতার স্নরণের নেশায় থেকে খাবার রান্না করতে হবে এবং খেতে হবে পাক্ষা যোগী হয়ে উঠতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* স্বরাজ্যের স্মৃতির দ্বারা তুফান গুলিকে উপহারে পরিবর্তিত করে নিয়ে অখন্ড সুখ-শান্তি সম্পন্ন হও  
অখন্ড সুখ-শান্তিময়, সম্পন্ন জীবনের অনুভব করার জন্য স্বরাজ্য অধিকারী হও। স্বরাজ্য অধিকারীর কাছে যদি কোনো পরিস্থিতি বা সমস্যার ঝড় আসে, তা তাকে আরো অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য, উড়তি কলাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য - এক উপহার স্বরূপ হয়ে যায়। তাদের কাছে কোনো সাধন, স্যালভেশন (কাউকে অবলম্বন বানিয়ে) অথবা প্রশংসার ভিত্তিতে সুখের অনুভব হয় না। বরং পরমাত্ম প্রাপ্তির আধারে অখন্ড সুখ শান্তির অনুভব হয়। যেকোনো রকমের পরিস্থিতি, যা অশান্ত করে তুলতে পারে, সেই পরিস্থিতিও তাদের অখন্ড শান্তিকে খন্ডিত করতে পারে না।

\*স্লোগানঃ:-\* সদা ভরপুর হয়ে থাকার অনুভব করতে হলে, দোয়া (আশীর্বাদ) দাও আর দোয়া নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

## "ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস - সদা উৎসাহ আর উদ্দীপনা"

আজ ত্রিমূর্তি শিব বাবা সকল বাচ্চাদেরকে বিশেষ ত্রি-সম্বন্ধের দিক থেকে দেখছেন। সবথেকে প্রথমে প্রিয় সম্বন্ধ হলো সর্বপ্রাপ্তির মালিক উত্তরাধিকারী (আরবি শব্দ ওয়ারিশ) তোমরা, উত্তরাধিকারীর সাথে সাথে ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীও তোমরা, তার সাথে প্রতি কদমে ফলো করতে থাকা, সন্মুখের প্রিয় হলে তোমরা। ত্রিমূর্তি শিব বাবা বাচ্চাদেরও এই তিন সম্বন্ধ বিশেষ রূপে দেখছেন। এমনিতে তো সর্ব সম্বন্ধ পালনের অনুভবী আত্মা তোমরা, কিন্তু আজ বিশেষ তিন সম্বন্ধ দেখছেন। এই তিন সম্বন্ধ সকলের কাছেই প্রিয়। আজ বিশেষ ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালনের উৎসাহে সকলে ছুটে ছুটে এসে পৌঁছে গেছে। বাবাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছো নাকি বাবার থেকে অভিনন্দন নিতে এসেছো? দুটি কাজই করতে এসেছো। যখন নামই হলো শিব জয়ন্তী বা শিব রাত্রি, তো ত্রিমূর্তি কী প্রমাণিত করে? প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা কী করেন? তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। তাদেরই তারপর পালন (পালনা) হয়। তো ত্রিমূর্তি শব্দ প্রমাণিত করে যে, বাবার সাথে সাথে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও রয়েছে। একা একা বাবা কী করবেন! সেইজন্য বাবার জয়ন্তী তথা তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরও জয়ন্তী। তো বাবা বাচ্চাদেরকে এই অলৌকিক দিব্য জন্মের বা এই ডায়মন্ড জয়ন্তীর পদ্মাপদম গুণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তোমাদের সকলের অভিনন্দনের পত্র, কার্ড বাবার কাছে পৌঁছেই গেছে আর এখনও অনেক বাচ্চারা অন্তর থেকে অভিনন্দনের গীত গাইছে, দূর থেকেই হোক অথবা সামনে উপস্থিত থেকে। দূরে যারা রয়েছে তাদের অভিনন্দনের সঙ্গীতও কানে ভেসে আসছে। রিটার্নে বাপদাদাও দেশ-বিদেশের সকল বাচ্চাদেরকে পদম-পদম অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন।

এ তো তোমরা সব বাচ্চারাই জানো যে, ব্রাহ্মণ জীবনে যে কোনো উৎসব পালন করা অর্থাৎ সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্ণ জীবন নির্মাণ করা। ব্রাহ্মণদের অলৌকিক ডিক্শনারীতে পালন করার অর্থই হলো নির্মিত হওয়া। সুতরাং কেবলমাত্র আজকে উৎসব পালন করবে নাকি উৎসাহ পূর্ণ জীবন গঠন করবে? যেমন এই স্থূল দেহে শ্বাস আছে তো জীবন আছে। যদি শ্বাস চলে যায় তবে জীবন কী হবে? অবসান। সেই রকমই ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো সদা উদ্দীপনা আর উৎসাহ। ব্রাহ্মণ জীবনে প্রতিটি সেকেন্ডে উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই তো ব্রাহ্মণ জীবনই নেই। শ্বাসের গতিও নর্মাল হওয়া চাই। যদি শ্বাসের গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়ে যায়, তবে সেটাও যথার্থ জীবন নয় আর যদি স্লো হয়ে যায় তবেও যথার্থ জীবন বলা যাবে না। হাই প্রেশার অথবা লো প্রেশার হয়ে যায় তাই তো? তো তাকে নর্মাল জীবন বলা যায় না। তো এখানেও চেক করো যে, 'আমার ব্রাহ্মণ জীবনে উৎসাহ-উদ্দীপনার গতি নর্মাল আছে?' নাকি কখনো খুব ফাস্ট, কখনো স্লো হয়ে যায়? একরস থাকে? একরস হওয়া উচিত তাই না? কখনো বেশী, কখনো কম সেটা তো ঠিক নয়, সেইজন্য সঙ্গমযুগের প্রতিটি মুহূর্ত হলো উৎসব। এটা তো বিশেষ মনোরঞ্জনের জন্য উদযাপন করে, কেননা ব্রাহ্মণ জীবনে আর কোথায় গিয়ে মনোরঞ্জন করবে? এখানেই তো উদযাপন করবে তাই না? কোনো বিশেষ সাগরের তীরে বা বাগানে অথবা ক্লাবে তো চলে যাবে না! এখানেই সাগরের তীরও আছে, বাগান আছে তো ক্লাবও রয়েছে। এই ব্রাহ্মণ ক্লাসই তো ভালো তাই না? তো ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো উৎসাহ-উদ্দীপনা। শ্বাসের গতি ঠিক আছে তো নাকি কখনো কখনো নীচে-উপরে হয়ে যায়? বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে চেক করতে থাকেন। এটা কানে লাগিয়ে চেক করতে হয় না। আজকাল তো সায়েন্সও অটোমেটিক সব কিছু বের করেছে।

তো শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি দুয়ের রহস্যকে ভালো ভাবে বুঝে গেছো তো না? দুটোর রহস্যও নিজেরাও জেনে গেছো আর অন্যদেরকেও সুস্পষ্ট ভাবে বোঝাতে পারবে। কারণ বাবার জয়ন্তীর সাথে তোমাদেরও জয়ন্তী। নিজের বার্থ ডে (জন্মদিন) এর রহস্য তো বোঝাতে পারবে, তাই না? স্মরণিককে তো ভক্তরা অত্যন্ত ভাবনার সাথে উদযাপন করে। কিন্তু তফাৎ হলো এটাই যে, তারা শিব রাত্রিতে প্রতি বছর ব্রত রাখে আর তোমরা তো পিকনিক করে থাকো। কারণ তোমরা সকলে জন্মের সাথে সাথেই চিরকালের জন্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ জীবনের জন্য একবার ব্রত ধারণ করে নিয়েছো। সেইজন্য বারে বারে করতে হয় না। তাদেরকে প্রতি বছর ব্রত রাখতে হয়। তোমরা সকল ব্রাহ্মণ আত্মারা জন্ম নিয়েই এই ব্রতকে নিয়ে নিয়েছো যে, আমরা সদা সমান আর সম্পূর্ণ থাকবো। এই পাক্ষা ব্রত নিয়েছো নাকি একটু কাঁচা, একটু পাকা...? যখন আত্মা আর পরম-আত্মার সম্বন্ধ হলো অবিনাশী, তাহলে ব্রতও তো অবিনাশী তাই না? দুনিয়ার মানুষ কেবল খাবার আর পানীয়ের ব্রত (নির্জলা উপবাস) রাখে, এ'সবের দ্বারা কী সিদ্ধ করা হয়? তোমরা তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনে

চিরকালের জন্য আহার আর পানীয়েরও ব্রত নিয়েছো তাই না? নাকি এতে ফ্রি, যা ইচ্ছা তাই খাওদাও? পাক্ষা ব্রত নিয়েছো নাকি "কখনো কখনো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে ব্রত ভঙ্গ করো? কখন সখনো বানানোর সময় নেই, কিছু একটা বাইরে থেকে আনিয়ো নিই"? একটু আধটু শিথিল করে দাও? দেখো, তোমাদের ভক্তরা ব্রত রাখছে। হয়ত সেটা বছরে একবার, কিন্তু মর্যাদাকে পালন তো করছে তারা। তাহলে যখন তোমাদের ভক্ত ব্রততে পাক্ষা, তাহলে তোমরা কতটা পাক্ষা? পাক্ষা তোমরা? নাকি কখনো কখনো একটু নিয়মকে শিথিল করে দাও যে চলো কালকে ভোগ লাগাবো, আজকে থাকুক। এও আজ তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের জীবনের অসীমিত ব্রতের স্মরণিক তৈরী হয়ে রয়েছে।

বিশেষ এই দিনে পবিত্রতারও ব্রত রাখা হয়। এক তো পবিত্রতার ব্রত রাখে, দ্বিতীয় হলো আহার-পানীয়ের ব্রত রাখে, তৃতীয় হলো সারাদিন কাউকেই কোনো ভাবেই দুঃখ বা ধোঁকা দেবো না, এই ব্রতও রাখে। কিন্তু তোমাদের এই ব্রাহ্মণ জীবনের ব্রত হল অসীম জগতের, তাদের হলো এক দিনের। পবিত্রতার ব্রত তো ব্রাহ্মণ জন্মের সাথে সাথেই ধারণ করে নিয়েছো তাই না? কেবল ব্রহ্মচর্য নয়, বরং পাঁচটি বিকারের উপরেই বিজয় হলে তবেই তাকে বলা হবে পবিত্রতার ব্রত। তাহলে ভেবে দেখো পবিত্রতার ব্রততে কতদূর সফল হয়েছো? যেমন ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ কাম মহাশত্রুকে নিজের জীবনের জন্য বিশেষ অ্যাটেনশানে রেখে থাকো, সেই রকমই বাকি কাম মহাশত্রুর চার সাথী, সেগুলির প্রতিও এতটাই অ্যাটেনশন রেখে থাকো? নাকি সেগুলিকে ছাড় রয়েছে যে, প্রয়োজনে একটু আধটু রাগ দেখাতে হয়? এগুলোকে ছাড় দেওয়ার নয়, কিন্তু নিজের জন্য ছাড় দিয়ে দাও। দেখা গেছে যে, ক্রোধের যে ছেলেপুলে রয়েছে সেগুলিকে ছাড় দিয়ে দিয়েছে। ক্রোধ মহাভূতকে তো তাড়িয়েছো, কিন্তু তার যে ছেলেপুলে রয়েছে, সেগুলির প্রতি এখনও একটু আধটু স্নেহ রেখে দিয়েছে। ছোট বাচ্চাদেরকে যেমন ভালো লাগে, সেই রকম। ব্রত অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্রতার ব্রত। কোনো কোনো বাচ্চা বেশ সুন্দর সুন্দর কথা বলে থাকে। বলে "ক্রোধ আসেনি, কিন্তু আমাকে ক্রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কি করবো? আমার রাগ আসেনি কিন্তু অন্যরা রাগিয়ে দেয়।" বেশ মজার কথা বলে থাকে। বলে, তুমিও যদি সেই সময় থাকতে তবে তোমারও রাগ এসে যেতো। তো বাপদাদা কী বলবেন? বাপদাদাও বলেন, আচ্ছা, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু এরপর আর করবে না।

শিবরাত্রির অর্থই হলো অন্ধকার দূর করে আলো নিয়ে আসা রাত। মাস্টার জ্ঞান-সূর্য প্রকট হওয়া - এটাই হলো শিব রাত্রি। তোমরাও মাস্টার জ্ঞান-সূর্য হয়ে বিশ্বের অন্ধকারকে দূর করে আলো নিয়ে এসে থাকো। যারা বিশ্বকে আলোকিত করে তোলে তারা নিজে তবে কী হবে? নিজেরা তো অন্ধকারে থাকবে না তাই না? প্রদীপের মতো তো নও? প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকে, উপরে আলো থাকে। তোমরা হলে মাস্টার জ্ঞান-সূর্য। তো মাস্টার জ্ঞান-সূর্য স্বয়ং হলো প্রকাশ স্বরূপ, লাইট-মাইট রূপ তার এবং অন্যদেরকেও লাইট-মাইট প্রদান করে থাকে। যে স্থান চির আলোকিত থাকে, সেখানে অন্ধকার থাকতেই পারে না। তো সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্থাৎ আলোক। অন্ধকার দূরকারী আত্মাদের কাছে অন্ধকার থাকতে পারে না। থাকতে পারে? আসতে পারে? চলো থাকবে না, কিন্তু এসে চলে যাবে এটা হওয়া সম্ভব? বিকারের কোনো অংশও যদি রয়ে যায়, তবে তাকে আলোকিত বলা হবে নাকি অন্ধকার বলবে? অন্ধকার সমাপ্ত হয়ে গেছে তো না? শিবরাত্রির চিত্র তোমরা তো দেখিয়ে থাকো, তাতে তোমরা কী দেখাও? অন্ধকার পালিয়ে যাচ্ছে নাকি একটু একটু থেকে গেলো? এই শিবরাত্রিতে বিশেষ ভাবে কী করবে তোমরা? কিছু করবে নাকি কেবল ধ্বজা উত্তোলন করবে? যেমন তোমরা সদা প্রতিজ্ঞা করে থাকো যে, আমরা এই এই গুলো করবো না... আর তারপরে সেই গুলোই করবে, এইরকম নয় তো? আগেও বলেছি যে, প্রতিজ্ঞার অর্থই হলো প্রাণ চলে যাক, কিন্তু প্রতিজ্ঞা না ভঙ্গ হয়। যেটাই ত্যাগ করতে হয় করবো, কথাও যদি শুনতে হয় শুনবো, তবু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবো না। এই রকম নয় যে, যখন কোনো সমস্যা নেই তখন তো প্রতিজ্ঞা ঠিক আছে, কিন্তু যখন কোনো সমস্যা এসে গেলো, সমস্যা শক্তিশালী হয়ে গেলো আর প্রতিজ্ঞা তার সামনে দুর্বল হয়ে পড়লো। তাকে প্রতিজ্ঞা বলা যাবে না। কথা দেওয়া মানে কথা দেওয়া। সুতরাং এই রকম প্রতিজ্ঞা মন থেকে করো, কেউ বলার পরে নয়। বলে যাকে করানো হয়, সেই সময় শক্তিশালী সংকল্প তো করে থাকে, বলে যাকে করানো হচ্ছে তার মধ্যে শক্তি তো থাকে, কিন্তু সর্ব শক্তি গুলি থাকে না। মন থেকে যখন প্রতিজ্ঞা করে থাকো তোমরা আর কার কাছে প্রতিজ্ঞা করছো? বাবার কাছে। তো বাবার প্রতি মন থেকে প্রতিজ্ঞা করা অর্থাৎ মনকে 'মন্মনাভব'ও বানানো আর মন্মনাভব'র মন্ত্র সদা যে কোনো পরিস্থিতিতে যন্ত্র হয়ে যায়। কিন্তু মন থেকে করলে তবেই সেটা হবে। মনের মধ্যেই আসবে যে, আমাকে এটা করতেই হবে। মনের মধ্যে যখন এই সংকল্প জন্মায় যে, চেষ্টা করবো, করতে তো হবেই; তৈরী হতে তো হবেই; এইভাবে না করলে তবে কী হবে; কী করবো, তাই করেই ফেলো... একে বলা হয় একটু একটু বাধ্যবাধকতা। যে মন থেকে করে সে কখনও ভাববে না যে করতেই হবে...। বরং সে এটাই ভাববে যে, বাবা বলেছেন আর সেটা হয়েই রয়েছে। নিশ্চয় আর সফলতাতে নিশ্চিত হবে। এ হলো ফার্স্ট নম্বরের প্রতিজ্ঞা। সেকেন্ড নম্বরের প্রতিজ্ঞা হলো তৈরী তো হতে হবে, করতে তো হবেই, কী জানি কবে হবে। এই 'তো', 'তো'... করা অর্থাৎ তোতা হয়ে গেলো তাই না! বাপদাদার কাছে প্রত্যেকে কতো

কতো বার প্রতিজ্ঞা করেছে, ফাইল হয়ে রয়েছে। ফাইল অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন আর ফাইল ভর্তি করা নয়, ফাইনাল করতে হবে। যখন কেউ বাপদাদাকে বলে যে, আমাদের প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞার চিরকূট লেখান, তো বাপদাদার সামনে সমস্ত ফাইল এসে যায়। এখনও এই রকমই করবে? ফাইলে কাগজ অ্যাড করবে নাকি ফাইনাল প্রতিজ্ঞা করবে?

প্রতিজ্ঞা দুর্বল হওয়ার একটিই কারণ বাপদাদা দেখেছেন যে সেই একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রয়্যাল রূপে চলে আসে আর দুর্বল করে দেয়। সেই একটিই শব্দ হলো বডি-কনসাস এর 'আমি'। এই 'আমি' শব্দই ধোঁকা দিয়ে দেয়। 'আমি' এটা মনে করি, 'আমি'ই এটা করতে পারি, 'আমি' যেটা বলেছি সেটাই ঠিক, 'আমি' যেটা ভেবেছি সেটাই ঠিক। তো 'ভিন্ন ভিন্ন' রয়্যাল রূপে এই আমিত্ব ভাব প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করে দেয়। শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে হতাশা ব্যাঞ্জক শব্দ ভাবতে থাকে - আমি এতটা সহ্য করতে পারব না ; নিজেকে একেবারে এতটা নির্মান করে দেবো, এতটা তো করতে পারবো না ; এতখানি সমস্যা তো পার করতে পারবো না, খুব শক্ত। এই 'আমিত্ব' ভাব দুর্বল করে দেয়। বেশ সুন্দর রয়্যাল রূপ এটা। নিজের লাইফে দেখো এই 'আমিত্ব' সংস্কারের রূপে, স্বভাবের রূপে, ভাব এর রূপে, ভাবনার রূপে, বোল এর রূপে, সম্বন্ধ-সম্পর্কের রূপে আর তা অতীব মিষ্টি রূপ ধরে আসে। শিবরাত্রিতে এই 'আমি' 'আমি'র বলি চড়ে। ভক্তরা বেচারী তো ছাগলের 'ম্যা ম্যা'... বলি চড়াতে থাকে। কিন্তু এই 'আমি' 'আমি'র (হিন্দি = ম্যা ম্যা) বলি চড়াও। স্মরণিক তো তোমাদের, কিন্তু পালন করেছে অন্য রূপে। বলি চড়ে গেছো নাকি এখনও একটু 'আমিত্ব' ভাব এর বলি চড়া রয়ে গেছে? কী রেজাল্ট এলো? প্রতিজ্ঞা করতে হলে তবে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞা করো। যখন বাবার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, ভালোবাসায় তো সকলে পাশ। কেউ বলবে নাকি যে বাবার প্রতি ৭৫ শতাংশ ভালবাসা আছে, ৫০ শতাংশ ভালোবাসা আছে? ভালবাসার বিষয়ে সবাই বলবে ১০০ শতাংশেরও বেশি ভালবাসা রয়েছে। বাবাও বলেন যে, সকলেই বাবাকে ভালোবাসে, এতে সকলে পাশ। ভালবাসায় ত্যাগ আর কী জিনিস! তাই প্রতিজ্ঞা মন থেকে করো আর দূত করো। বারে বারে নিজেকে চেক করো যে, প্রতিজ্ঞা পাওয়ারফুল আছে নাকি পরীক্ষা পাওয়ারফুল? কোনো না কোনো পরীক্ষা প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করে দেয়।

ডবল বিদেশী তো প্রতিজ্ঞা করার ব্যাপারে খুব পটু তাই না? ভাঙতে নয় বরং জুড়তে নিপুণ তোমরা। বাপদাদা সকল ডবল বিদেশী বাচ্চাদের ভাগ্যকে দেখে প্রফুল্লিত হন। বাবাকে চিনে নিয়েছে এটাই হলো সবথেকে বড়'র চেয়েও বড় বিস্ময় সৃষ্টি করে ফেলেছে! দ্বিতীয় বিস্ময়টি হলো - ভ্যারাইটি বৃক্ষের ডালপালা হওয়া সত্ত্বেও এক বাবার চন্দন গাছের ডালপালা হয়ে গেছে! এখন তোমরা একটি গাছেরই ডালপালা। বিভিন্নতার মাঝেও একতা নিয়ে এসেছো। দেশ ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, কালচার ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তোমরা বিভিন্নতাকে একতাতে এনেছো। এখন সকলের কালচার কোনটা? সকলে ব্রাহ্মণ কালচারের। এটা কখনো বলবে না যে আমাদের বিদেশের কালচার এইরকম বলে ; কিন্তু ভারতীয়রা বলবে যে, আমাদের ভারতের কালচারে তো এই রকম হয়ে থাকে । না ভারত, না বিদেশ - ব্রাহ্মণ কালচার। তো ভিন্নতার মধ্যে একতা এটাই তো হলো বিস্ময়ের! আরও বিস্ময়কর কী করেছে? বাবার হয়ে গেছে তো সকল প্রকারের আলাদা আলাদা রীতি নীতি, দিনচর্যা ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক করে দিয়েছে। আমেরিকাতেই থাকো, কিস্তা লন্ডনে থাকো, যেখানেই থাকো না কেন, ব্রাহ্মণদের দিনচর্যা হলো একই রকম। নাকি অন্য রকম? বিদেশের দিনচর্যা আলাদা হবে, ভারতের আলাদা হবে, না। সকলেরই এক হবে। তো এই ভিন্নতার ত্যাগ এটাই হলো কামাল। বুঝেছো, কী কী কামাল করেছে? তোমরা যেমন বাবার জন্য গাও যে, বাবা কামাল করে দিয়েছেন! বাবা তখন গান - বাচ্চারা কামাল করে দিয়েছে । বাপদাদা দেখে-দেখে প্রফুল্লিত হতে থাকেন। বাবা প্রফুল্লিত হন আর বাচ্চারা খুশীতে নাচতে থাকেন।

সেবাও চতুর্দিকে বিদেশের, দেশের শুনতে থাকেন। দুটি সেবাতেই তোমরা রেস করছো। প্রোগ্রেস সকলে ভালোই করেছে আর আগেও করতে থাকবে। এই দূত সংকল্প ইউজ করেছে অর্থাৎ সফল করেছে। যত দূত সংকল্পকে সফল করতে থাকবে ততই সহজে সফলতার অনুভব করতে থাকবে। কখনো এই রকম ভাববে না যে এটা কী করে হবে? 'কী করে'র পরিবর্তে ভাবো যে 'এই ভাবে' হবে। সঙ্গমযুগের বিশেষ বরদানই হলো অসম্ভবকে সম্ভব করা। তাহলে 'কী করে' এই শব্দটাই আসতে পারবে না। এটা হওয়া শক্ত, না। নিশ্চয় রেখে চলো যে, এটা হয়েই রয়েছে, কেবল প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসতে হবে। এটা রিপোর্ট হতে হবে। আগেই বানানো রয়েছে, যেটা বানানো রয়েছে, সেটাকে বানানো অর্থাৎ রিপোর্ট করা। একে বলা হয় সহজ সফলতার আধার। দূত সংকল্পের খাজানাকে সফল করো। বুঝেছো? কী হবে, কী করে হবে। না। হবে আর সহজে হবে! সংকল্পের দোলাচল তো আছেই, সেটা সফলতাকে দোলাচলে নিয়ে যাবে। আচ্ছা!

চতুর্দিকের সদা উৎসব উদযাপনকারী, সদা উৎসাহ-উদ্দীপনাতে উড়তে থাকা, সদা সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞার পাত্র অধিকারী আত্মারা, সদা অসম্ভবকে সহজে সম্ভব করতে পারা, সদা সব রকমের পরীক্ষাকে দুর্বল করে প্রতিজ্ঞাকে পাওয়ারফুল বানাতে সক্ষম, সদা বাবার ভালবাসার রিটার্নে যে কোনো কিছুকে ত্যাগ করার সাহস রাখে, এই রকম ত্রিমূর্তি শিব বাবার

জন্ম-সার্থী, ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে অলৌকিক জন্মদিনের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর অভিনন্দন । বাপদাদার বিশেষ শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে নমস্কার।

**\*বরদান:-\*** জ্ঞান, গুণ আর শক্তি রূপী ঐশ্বর্যের (খাজানা) দ্বারা সম্পন্নতার অনুভবকারী সম্পত্তিবান ভব  
যে বাচ্চাদের কাছে জ্ঞান, গুণ আর শক্তির ঐশ্বর্য রয়েছে, তারা সদা সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট থাকে। তাদের  
কাছে অপ্রাপ্তির নাম নিশানও থাকে না। সীমিত ইচ্ছা গুলির অবিদ্যা হয়ে যায় । তারা দাতা হয়ে থাকে ।  
তারা সীমিত অর্থাৎ জাগতিক ইচ্ছা বা প্রাপ্তির পিপাসু হয় না। তারা কোনো কিছুই চাইতে জানে না। এই  
রকম সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট বাচ্চাদেরকেই সম্পত্তিবান বলা হয় ।

**\*স্লোগান:-\*** ভালবাসায় সদা লভলীন থাকো তবে পরিশ্রম অনুভব হবে না ।

সূচনাঃ - আজ অন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, তৃতীয় রবিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত সকল ভাই বোন যোগ অভ্যাসে সকল আত্মাদের প্রতি  
এই শুভ ভাবনা রাখবেন যে - সকল আত্মাদের কল্যাণ হোক, সকল আত্মারা সত্য মার্গে চলে পরমাত্ম সম্পদের অধিকার প্রাপ্ত করে নিক।  
আমি বাবার সমান সকল আত্মাদেরকে মুক্তি জীবনমুক্তির বরদান প্রদানকারী আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা এইসময় তোমাদের সামনে উপস্থিত এবং দৃশ্যমান (হাজির-নাজির) আছেন, তোমাদের সর্বপ্রথমে এই নিশ্চয় চাই যে, আমাদের পড়ান স্বয়ং শিববাবা, কোনো দেহধারী নয়"

\*প্রশ্নঃ - বাবাকে কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অর্থ বাবাকে অপমান করা ?

\*উত্তরঃ - বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞেস করে -- বাবা আপনার এই তনে পধারমণি আরও কতদিন পর্যন্ত বা বিনাশ হবে? বাবা বলেন -- এ যেন তোমরা আমাকে অপমান করো। অতিথিকে কি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, কতদিন পর্যন্ত থাকবেন? সে তো অপমান করাই হলো, তাই না! তিনি তো বলবেন, আমি কি তোমার জন্য বোঝা হয়ে আছি। শিববাবা তো যতদিন এখানে আছেন, ততদিন পর্যন্ত এখানে আছেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা বাচ্চারা তো খুশী, তাই না, তাই এমন প্রশ্ন বাবাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে ব্রহ্মার দ্বারা তাঁর নিজের বাচ্চাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের বোঝান। ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরাও বুঝতে পারে যে, নিরাকার বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বোঝাচ্ছেন। বাবা তো হলেন নিরাকার। কাউকে যদি সাক্ষাৎকারও করাতে হয় তাহলে ব্রহ্মার শরীরই সামনে রাখবেন। যদি নিজের সাক্ষাৎকার করান তাহলে তো কেউ বুঝতেই পারবে না। তিনি তো হলেন এক বিন্দু। এখন আত্মা যেমন স্টারের মতো, তেমনই পরমাত্মাও এক বিন্দু। একথা বুদ্ধির দ্বারা বোঝা যায়। যদিও সাক্ষাৎকার হয় তবুও ওই একই জিনিস দেখবে আর অন্য কোনো জিনিস কি হতে পারে। বেশিরভাগই অনেককেই তিনি ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার করান যে, এনার কাছে যাও। ছোটো জিনিসকে কেউ বুঝতে পারে না। ব্রহ্মার দ্বারা বাবা তোমাদেরকে বসে বোঝান, জ্ঞান প্রদান করেন। তিনি বলেন -- বাচ্চারা, আমি এই সাধারণ মনুষ্য তনের আধার গ্রহণ করি। ব্রহ্মা তো প্রখ্যাত। মানুষ মনে করবে যে, বাবা এনার মধ্যে আছেন। ইনি হলেন ব্রহ্মার রথ। বাবা যদি না থাকতেন তাহলে এই ব্রহ্মার কি পরিচয়! আর এই বি.কেরাও কিসের জন্য? বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে। তোমরা বুঝতে পারো যে, এই নলেজ পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত আর কেউই দিতে পারে না। তিনি নলেজফুল এবং নিরাকার। অর্গ্যান্স ছাড়া তিনি কিভাবে জ্ঞান দিতে পারেন? বাচ্চাদের এই নিশ্চয় আসা উচিত যে, এই সময় বাবা এখানে উপস্থিত এবং দৃশ্যমান (হাজির-নাজির) আছেন। বুদ্ধি একথা বলে যে, বাবা এনার মধ্যে প্রবিষ্ট, যিনি বসে জ্ঞান প্রদান করেন। সেই পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যায় না।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে, ভক্তি মার্গে যে সব উৎসব ইত্যাদি পালন করা হয় সে সবই এই সময়ের স্মরণিক। শিব জয়ন্তীও এই সময়েরই উৎসব। ত্রিমূর্তি শিব, পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তো নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করবেনই না। ব্রাহ্মণ কুলই আসে। তারা একথা জানেই না যে ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা হয়। ব্রহ্মার সন্তান তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। অন্য ধর্মের যে মানুষ বুঝতে পারে যে, আমাদের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হলেন ব্রহ্মা, যাঁকে আদম - বিবি অথবা আদিদেব - আদি দেবী বলা হয়। তারাও হলো শিব বাবার রচনা। বাবা কিভাবে এই রচনা রচিত করেছিলেন? তিনি অ্যাডস্ট (দওক) করেছিলেন। এ হলো এক নম্বর কথা। অল্ফ (আল্লা) এর পরে হলো বে বা বাদশাহী। এই কথা যারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে তারাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে।

তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো যে, মানুষ কতো ঘোর অন্ধকারে আছে। কল্প পূর্বেও যখন আগুন লেগেছিলো তখন মানুষ জেগেছিলো। সেই সিন আবারও হবে। তা অবশ্যই হতে হবে। অন্য ধর্মের যারা, তারা এই কথা বুঝতে পারবে না, না তারা কোনো পুরুষার্থ করবে। সত্যযুগে তো এতো মানুষ যেতে পারবে না। ওখানে খুবই অল্পসংখ্যক থাকবে, যারা সূর্যবংশী ঘরানাতে রাজত্ব করবে। সবাই এই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। বাবা নিজেই বলেন -- আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। কোনো কথার রেস্পন্ড (উত্তর) যদি ড্রামাতে থাকে, তাহলেই বলে দেবো। সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্য এখন তো বলবোই না। আমার মধ্যেও পার্ট নির্ধারিত করা আছে। তা যেমনভাবে ইমার্জ হয়, আমি সেভাবেই তোমাদের বোঝাতে থাকি। সবকিছুই ড্রামা অনুসারে চলতে থাকে, এতে কোনো তফাৎ হতে পারে না। ড্রামাতে না থাকলে আমি কোনো উত্তর দেবো না। এমন নয় যে,, আমি বলে দেবো, এখনো এতো বছর বাকি আছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে - বাবা, আর কতদিন পর্যন্ত এই শরীরে অতিথি - পর্যটক হয়ে থাকবেন? বাবা বলবেন না। ড্রামাতে না থাকলে কি আর করবেন। ড্রামাতে থাকলেই তিনি বলবেন। আমি এসেছি তোমাদের মতো বাচ্চাদের পড়াতে। আমি তোমাদের বাবাও। তোমরা গেয়ে

থাকো - তুমি মাতা - পিতা.... সেই পাটাই আমি প্লে করছি। আমার কর্তব্য হলো তোমাদের শিক্ষা প্রদান করা। আমাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। চৈতন্য বীজই তো সবকিছু বলবেন, তাই না। এই কল্প বৃক্ষের (ঝাড়) প্রসঙ্গে বটবৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া হয়। তোমরা দেখো যে, এখন আর দেবী - দেবতা ধর্ম নেই। বাকি সব ধর্মই আছে। এখন এই সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। আবার নিজের সময় মতো এসে স্থাপনা করবে। আমি দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। যখন সেই ধর্ম লোপ হয়ে যায়, তার চিত্র আছে কিন্তু একথা কেউ জানে না যে কবে এই দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো। এ আবার কবে হারিয়ে গেলো। মানুষ কেবল বলবে যে, লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো। এই শাস্ত্র ইত্যাদি সবই ভক্তির জন্য। দ্বাপরে আবার বসে শাস্ত্র ইত্যাদি বানাবে। সত্যথও কেবল দেবতারাজ্য করতো। এ হলো মিথ্যাখণ্ড। ওখানে তো কোনো পাপ হয় না। বাবা এখন তোমাদের পুণ্য আত্মা তৈরী করছেন। এও ড্রামাতে নির্ধারিত আছে। রাবণ রাজ্যেই ভক্তি, শাস্ত্র ইত্যাদি শুরু হয়। এই অনাদি ড্রামা শ্যুট হয়েই আছে। এ হলোই মিথ্যা দুনিয়া। ঈশ্বরের নামেও মিথ্যাই মিথ্যা বলতে থাকে। ঈশ্বর তো উঁচুর থেকেও উঁচু, আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাই তাহলে অবশ্যই তাঁর থেকে কিছু প্রাপ্ত হয়। বাবার থেকে কি প্রাপ্ত হবে? তিনি হলেন সর্বের সঙ্গতি দাতা। তিনি সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। রাবণও খুব জ্বরদস্ত। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণের রাজত্ব চলে, কিন্তু রাবণ দুঃখ দেয়, তাই সবাই বাবাকে স্মরণ করে। রাবণ এতটাই প্রভাবশালী, যে তোমাদের সম্পূর্ণ রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়। তোমরা এখন জেনেছো যে - বাবা আমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, আর রাবণ দেয় অভিশাপ। মানুষ একথা জানেই না যে, বাবা কবে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম গীতাতে দিয়ে দেওয়ার কারণে গীতাকে মিথ্যে করে দিয়েছে। সবথেকে বড় ভুল হলো এটা। এই ব্রহ্মা বাবাও তো নারায়ণের খুব ভক্ত ছিলো, উনি গীতা পাঠ করতেন। গীতা পাঠ না করে কোনো কাজই করতেন না। তাঁর যখন সাক্ষাৎকার হলো, তাঁর নিশ্চয় হলো যে, বাবা আমাকে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। এখন অনেককিছুই বুঝে গেছেন, শিব বাবা তো বোঝাতে থাকেন। তিনি কখনো কোনো শাস্ত্র পাঠ করেননি। বাবা তাঁকে শোনাচ্ছেন। তিনি এও বলেন যে - আমি শুনছি। কখনো বাবা না থাকলে তখন ইনিও শোনান। এনার মধ্যে বাবা আছেন তাই ব্রহ্মার নাম এতোটা নেই। আজমীরে একটা মন্দির বানানো আছে কিন্তু মানুষ তার কিছুই বুঝতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী দেওয়া হয়েছে আর সরস্বতীকে সেতার (বীণা) দিয়ে দিয়েছে। সরস্বতীকে জ্ঞানের দেবী বলা হয়। গড অফ নলেজ ব্রহ্মার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলে দিয়েছে। এতেই মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে।

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান যে, ত্রিমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ তো নেই। যদিও আছেন গুপ্তভাবে। একথা কেউই জানে না যে, রাধা - কৃষ্ণই লক্ষ্মী - নারায়ণ হন, পরমপিতা পরমাত্মাই তা বুঝিয়েছেন। তিনি এখনো বোঝাতেই থাকেন। সাধুসন্তরা যদি এই কথা বুঝে যায় তাহলে এখানে সকলের ভিড় হয়ে যাবে, কিন্তু ড্রামাতে এমনও নেই। বাবা বলেন - আমি সঙ্গম যুগে এসে তোমাদের রাজযোগ শেখাই, যারা আমার নিকটেই থাকে সে সূর্যবংশীর হয় আর যারা ফেল করে যায় তারা চন্দ্রবংশীতে যায়। সূর্যবংশীর প্রজা সূর্যবংশীই হবে আর চন্দ্রবংশীর প্রজা চন্দ্রবংশীই হবে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে। তোমরাই হলে স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ। এ হলো সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল। তোমরা হলে সেবাধারী। তোমরা গুপ্ত বেশে যোগবলের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানাও। তোমাদের জন্য অবশ্যই স্বর্গের প্রয়োজন। পুরানো দুনিয়াকেও শেষ করতে হয়। তোমরা এখন শ্রীমতে চলে নিজের রাজধানী স্থাপন করছো। যাদবদের রাজত্ব শেষ হতে হবে। নতুন দুনিয়ার জন্য পাণ্ডবরা রাজত্ব স্থাপন করছে। পুরানো খড়ের গাদায় আগুন লেগে যাবে। তোমরা এও বুঝতে পারো - বাকি আর কতদিন আছে? খুবই অল্প। আর কতো সময় বাকি আছে? এ আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি না। অতিথিকে জিজ্ঞাসা করা যায় না যে, আপনি আর কতদিন থাকবেন? তিনি বলবেন, আমি সম্ভবত তোমার বোঝা। শিব বাবা বলেন - আমি এখানে আছি, তাই তোমরা তো খুশী আছো, তাই না। তাহলে জিজ্ঞেস কেন করো, কতদিন পর্যন্ত পধারমণি হবে? একথা জিজ্ঞাসা করার অর্থও অপমান করা, এতেও লজ্জা আসা উচিত। একথা জিজ্ঞাসা করার অর্থ, বাবা যত শীঘ্র চলে যায়, ততই ভালো। তাই এমন কথা বাবাকে জিজ্ঞাসাও করা যাবে না। এমন বাবা তো তোমরা কোথাও পাবে না। বাচ্চারাও বাবাকে জানতে পেরেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য এমন বলা হবে না যে, এনার মধ্যে পরমাত্মা আছেন। শ্রীকৃষ্ণই স্মরণে আসতে থাকতে। পরমাত্মা তো স্মরণে আসবেই না। শ্রীকৃষ্ণকেই দেখতে থাকবে। শিবকে স্মরণই করে না, তাই বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, শিব বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা দেহ - বোধে থেকো না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কম কিছু নয়।

বাবা বলেন, আমাকে পুরানো দেশ, পুরানো শরীরে আসতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ তো রাবণের দেশে আসতেই পারে না। এখন তোমরা জানো যে, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে এখন এই শরীরে আছেন। এ হলো তাঁর অন্তিম শরীর। ইনিই আবার এক নব্বয় পবিত্র দেহধারী হন। এই সব কথা আর কারোর বুদ্ধিতেই আসতে পারবে না। মানুষ রাবণের

চিত্র তৈরী করে কিন্তু বুঝতেই পারে না যে, রাবণের প্রবেশ কবে থেকে হয়েছিলো ? রাবণকে জ্বালিয়েই এসেছে । মারা গেলে তখন জ্বালানো বন্ধ করে দিতো, কিন্তু রাবণের মৃত্যুই হয় না । প্রতি বছর রাবণকে জ্বালানো হয় । এ সবকিছুই হলো ভক্তিমাগের । বাবা বলেন, আমি তোমাদের সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী বানিয়েছিলাম । তোমরা আবার কিভাবে শূদ্রবংশী হয়ে গেলে ? এখন আবার তোমাদের সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী তৈরী করছি । তোমরা এখন জানো যে, আমরা এই বিশ্বে একবার জয়লাভ করি, আর একবার হার প্রাপ্ত করি । যখন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । এখন আবার সেই ধর্মের স্থাপনা হবে এবং অন্য সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে । এর প্রভাবও তোমরাই দেখতে পাবে । সায়ম্বের কতো কাজ চলে । মানুষ খুশীও পালন করে । এমন এরোপ্লেন আবিষ্কার হবে যে, তিন - চার ঘন্টায় লন্ডন পৌঁছে যাবে । আজকাল এরোপ্লেনে হাতি, বানর, ব্যাঙ সবই যায় । এসব সুখের জন্যও, আবার দুঃখের জন্যও । ওখানে বিমানে ঘুরতে থাকে । তোমরা এখন উচ্চ ভাগ্য বানানোর জন্য এসেছো । তোমরাই সেই দেবী - দেবতা তৈরী হচ্ছে । মানুষ স্বর্গের মহিমা করে কিন্তু জানেই না যে স্বর্গ কখন ছিলো ? মানুষ বলে থাকে, স্বর্গে গেছেন তাহলে অবশ্যই নরকে ছিলেন, কিন্তু সোজাসুজি যদি তাকে নরকবাসী বলা তাহলে রেগে যাবে । তোমাদের মধ্যে এখন শক্তি আছে । তোমরা বলতে পারো, তোমরা পতিত পাবনকে ডাকো, তাহলে তোমরা অবশ্যই পতিত । বাবা বলেন -- এখন সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে । মহাভারী লড়াই এর কথা সকলের জানা । তোমরা জানো যে, আমরা এসেছি রাজস্ব গ্রহণ করতে । এই স্থাপনার আমরা নিমিত্ত । অদূর ভবিষ্যতে এই সন্ন্যাসী, মহাত্মারাও তোমাদের কথা মানবেন, এ সবই ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) গুপ্ত রূপে যোগবলের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে । রুহানী সেবানারী হতে হবে ।

২ ) আমাদের হলো সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল, আমরাই স্বদর্শন চক্রধারী । এই নেশাতেই থাকতে হবে । কোনো বিষয়েই যেন সংশয় উৎপন্ন না হয় ।

\*বরদানঃ:-\* পরমাত্মা চিন্তনের আধারে সদা নিশ্চিত থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিত ভব  
দুনিয়ার মানুষের প্রতি পদে চিন্তা আর বাচ্চারা, তোমাদের প্রতি সংকল্পে পরমাত্মা চিন্তন, তাই তোমরা নিশ্চিত । করাবনহার করাচ্ছেন, তোমরা নিমিত্ত হয়ে করছো, সকলের সহযোগের অঙ্গুলি আছে, তাই প্রতিটি কার্য সহজ এবং সফল হচ্ছে, সব ঠিকঠাক চলছে আর চলতেই হবে । যিনি করানোর তিনিই করাচ্ছেন, আমাদের কেবল নিমিত্ত হয়ে তন - মন - ধন সফল করতে হবে । এটাই হলো সম্পূর্ণ নিশ্চিত স্থিতি ।

\*স্লোগানঃ:-\* সদা সন্তুষ্টতার অনুভব করতে হলে সকলের শুভেচ্ছা গ্রহণ করতে থাকো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের খুশি হওয়া উচিত যে এখন আমরা এই দুনিয়া, এই সবকিছু পরিত্যাগ করে আপন ঘর শান্তিধামে যাব তারপর সুখ-ধামে আসবো"

- \*প্রশ্নঃ - এই বন্ধুর (নাজুক, কষ্টকর) পথে নিরন্তর এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোন্ সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে?
- \*উত্তরঃ - কখনো কেউ ব্যর্থ বা অশুভ কথা শোনাতে তার বন্ধু হয়ো না। হ্যাঁ ঠিক ঠিক বলে গ্লানির কথা শোনা অর্থাৎ বাবার অবাধ্য হওয়া। সেইজন্য সহৃদয় হয়ে তার ওই অভ্যাসকে দূর করতে হবে। বাবার আঙাকারী হতে হবে, জ্ঞানের অঞ্জন (কাজল) পরে নিতে হবে। এটাই হলো অত্যন্ত বন্ধুর (কঠিন) পথ, যেখানে সতর্ক হয়ে চললে তবেই এগিয়ে যেতে থাকবে।
- \*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে চলো....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি বাচ্চারা এখন তোমরা বিচারবুদ্ধসম্পন্ন হয়েছো, তাই ফীল করে থাকো যে আগে আমরা কত অবুঝ ছিলাম। এও বুঝতে পারতাম না যে এ হলো অপবিত্র দুনিয়া আর এই ভারতেই যখন দেবী-দেবতারা রাজত্ব করতেন তখন পবিত্র সুখী ছিলেন। সেখানে কোন দুঃখের কথাই ছিল না। কিন্তু এই নিশ্চয়ই ছিল না যে স্বর্গে সদাই সুখ থাকবে। স্বর্গের কথা কারোর জানাই ছিল না। মানুষ তো মনে করে সেখানেও দুঃখ ছিল এও হল বোধহীনতা। বাচ্চারা এখন তোমরা সমস্যার হয়েছ বাবা এসে বুঝিয়েছেন উনার শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা চলছো। মানুষ বলেও থাকে যে এ হলো পতিত দুনিয়া। স্বর্গ পবিত্র দুনিয়া ছিল। পবিত্র দুনিয়াতেও দুঃখ থাকলে তবে তো দুঃখেরই দুনিয়া হয়ে গেল। তাহলে গানও রং(ভুল) হয়ে যায় বলে হে বাবা এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে আরাম সুখ শান্তি রয়েছে। বাচ্চারা এও জানে যে স্বর্গ ছিল সোনার পাখী। দেবী দেবতারা ছিলেন, তারা বলেও থাকেন আমরা একে-অপরকে দুঃখ দিতাম না। কিন্তু আবার বলা হয়ে থাকে যে এই দুঃখ-সুখ সব পরম্পরা ধরে চলে আসছে। কৃষ্ণের উপরেও মিথ্যা কলঙ্ক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে যেমন পতিতদের দৃষ্টি তেমনই সৃষ্টি, মনে করে যে সমগ্র সৃষ্টিই অপবিত্র। এই সময় তাদের দৃষ্টিই পতিত হয়ে যায়, তাই সমগ্র সৃষ্টিকেই অপবিত্র মনে করে। তারা বলে, পরম্পরা ধরে এই অপবিত্রতা চলে আসছে।

বাচ্চারা এখন তোমাদের মধ্যে বোধ আসছে, সেও পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে। বাচ্চাদের পরমপিতা পরমাত্মার ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয়। বাবা বসে আত্মাদের বোঝান, সমস্ত আত্মারাই পতিত হয়ে গেছে, তাই পতিত আত্মাদেরকে পাপ আত্মা বলা হয়ে থাকে। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন -- তোমরা হলে আমার অবিদ্যার সন্তান। আবার মাঝে-মাঝেও বলে থাকো। এই দুনিয়ায় কাউকেই পিতাশ্রী বলতে পারো না। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কিন্তু এখানে একজন মানুষও শ্রেষ্ঠ নয়। এ তো একজনেরই মহিমা হতে পারে। অবশ্যই তোমরা এনাদের এইসময় বলে থাকো কারণ সন্ন্যাস নিয়েছে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। তোমরা জানো আমরা এখন ফুরিস্তা হয়ে যাব। কিন্তু চলতে চলতে, শ্রেষ্ঠ হতে হতে ঝট করে মায়া রাবণ চড় মেরে ভ্রষ্ট বানিয়ে দেয়। ভ্রষ্টকে শ্রী বলতে পারবে না। শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাধে, শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়ে থাকে। মন্দিরে গিয়েও তাদের মহিমা কীর্তন করে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলতে পারে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝেছো যে ভারত শ্রেষ্ঠ ছিল। ওখানে নোংরা-আবর্জনা(অশুদ্ধতা) ছিল না। শুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ছিল। বাবার মহিমা রয়েছে, তাই না ! নোংরা কাপড়কে ধুয়ে সোনা করে দেয়। এই সময় সকলেই হলো পতিত। অবশ্যই এ হলো রাবণ রাজ্য। মানুষ রাবণকে প্রতি বছর জ্বালিয়ে থাকে। কিন্তু পোড়েই না বরং পুনরায় দাঁড়িয়ে পড়ে। এও মানুষের বুদ্ধিতে আসে না, যখন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তখন প্রতিবছর নতুন কেন বানানো হয় ? এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে রাবণ রাজ্য যায়নি। স্বর্গে যখন রাম রাজ্য থাকে তখন সেখানে রাবণের কুশপতলিকা বের করবে না। বলা হয়ে থাকে যে রাবণকে জ্বালিয়েছে তারপর লঙ্কাকে লুণ্ঠন করেছে। বলে থাকে রাবণের লঙ্কা সোনার ছিল । কিন্তু এরকম হয় না। সমগ্র এই দুনিয়াই তো হলো লঙ্কা। এ হলো দ্বীপ, তাই না! সমগ্র দুনিয়াতেই রাবণের রাজ্য রয়েছে। বাচ্চারা, এও তোমরা বুঝে গেছো। কলেজে যদি কোনো নির্বোধ গিয়ে বসে তাহলে কি আর বুঝবে! কিছুই না, সময় নষ্ট করবে। এ হলো ঈশ্বরীয় কলেজ। এখানে নতুন কোনো মানুষ এলে বুঝতে পারবে না সেইজন্য ৭ দিন কোয়ারেন্টাইনে বসাতে হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত উপযুক্ত হয়। তবুও ভালো লোক, রিলিজিয়াস মাইন্ডেড হলে তখন তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের কে হন ? তিনি হলেন আত্মাদের পিতা আর প্রজাপিতাও তো হলেন পিতা। এই পয়েন্ট খুবই ভালো। কিন্তু বাচ্চারা এতে এত আনন্দিত হয় না। বাবা বলেন -- তোমাদের নতুন নতুন পয়েন্ট

শুনিয়ে থাকি, যাতে তোমাদের নেশা চড়ে। কাউকে বোঝানোর জন্য যুক্তি আসে। তোমরা ফর্ম ভরিয়া জিজ্ঞাসা করতে পারো যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্বন্ধে ? তারা বলবে পরমপিতা তো পিতা হয়ে গেল তাই না ! তখন সেইসময় সর্বব্যাপির জ্ঞানই উড়ে যায়। তোমরা যখন প্রশ্ন করবে তখন বলবে তিনি হলেন বাবা। আমরা সকলেই হলাম বাচ্চা। এতখানি মেনে নিলে তখন লিখিয়ে নেওয়া উচিত। প্রজাপিতারও সন্তানই হয়ে গেল। ওই শিববাবা হয়ে গেলেন দাদু আর উনি বাবা। শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করবেন তাহলে অবশ্যই তার থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। অত্যন্ত সহজ থেকেও সহজ কথা(যুক্তি) বের করতে হবে। আত্মীয়-পরিজনাদিদের কাছে যাও, তাদেরকেও এটা বোঝাও। এ হলো নেশা, তাই না ! যে আমরা বাপদাদার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। মায়ের থেকে উত্তরাধিকার পাবে না। বাবাকেই স্বর্গের স্থাপনা করতে হবে, তাই না ! তিনি হলেন মালিক। যেমন এনার দাদুর থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে তেমনই পৌত্র-পৌত্রীদেরও অধিকার রয়েছে। এমন বলে না যে এই দেহধারীকেও স্মরণ করো। বাবা সামনাসামনি কথা বলছেন। কল্প-পূর্বেও এমনভাবেই বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু বাচ্চাদের দেহ-অভিমান চলে আসে। দেহধারীদের সঙ্গে প্রেম হয়ে যায়। বাবা বলেন -- হে আত্মারা তোমরা তো অশরীরী এসেছিলে তারপর ভূমিকা পালন করে এখন ৬৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছে। এখন আমি বলছি তোমাদের ফিরে যেতে হবে। মামেকম স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। দেহধারীকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে বাবা আমরা তোমাকেই স্মরণ করবো। তোমাদের এই পুরোনো দুনিয়ায় এখন থাকতেই হবে না, এখানে কোন শান্তি নেই সেইজন্য বলে থাকো, এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে সুখ শান্তি আছে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা প্রথমে শান্তিধামে যাব। সেখানে সুখের নাম নেবে না। সেখানে শান্তিই শান্তি থাকবে। তারপর যাবে সুখধামে। সেখানে আবার শান্তির নাম নেবে না যখন দুঃখ থাকে তখন অশান্তি হয়। সুখে তো শান্তি থাকে কিন্তু ওটা শান্তিধাম নয়। শান্তিধাম হলো আত্মাদের সুইট হোম। বাবা হলেন সমগ্র আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞাতা। বাচ্চারা, এখন তোমাদের কাজই হলো পড়া এবং পড়ানো। আর তারপরে নিজের শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে।

তোমরা জানো যে আমরা এই মৃত্যুলোক থেকে অমর লোকে চলে যাব ভায়া শান্তিধাম। একথা বুদ্ধির দ্বারা স্মরণে রাখতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা ট্রান্সপার হয়ে যাচ্ছে। নিজের পড়ার ফলাফল জানা পর্যন্ত পড়তে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু হচ্ছে, পড়তেই হবে। এ তো স্মরণ করতে পারো, তাই না ! যে এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে। এই দুনিয়া এই সবকিছু পরিত্যাগ করতে হবে। খুশি হওয়া উচিত। অসীম জগতের নাটকের রহস্য বুঝে গেছো। পার্থিব জগতের নাটক সম্পূর্ণ হলে যেমন বস্ত্র বদল করে ঘরে চলে যায় তেমনি আমাদেরও যেতে হবে। ৬৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। স্মরণও করে হে পতিত পাবন এসো। শিববাবাকেই স্মরণ করবে। একদিকে বলে পতিত-পাবন এসো, অন্যদিকে আবার সর্বব্যাপী বলে দেয়। কোন অর্থই বের হয় না। বাচ্চাদের, কত সহজ রীতিতে বুঝিয়ে থাকেন শান্তিধামকে স্মরণ করো। এ হলো দুঃখধাম, এর বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই হলো সেই মহাভারতের যুদ্ধ। ইউরোপবাসী যাদবও আছে আর কৌরব-পাণ্ডব ভাই ভাইয়েরাও আছে। আমরা হলাম একই ঘরের, তাই না ! ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ হতে পারে না। এখানে তো যুদ্ধের কথাই নেই। কিন্তু মানুষের কাজই হলো পরস্পরের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেওয়া। এ হলো এক প্রথা। সকলেই একে-অপরের শত্রু। বাচ্চাও বাবার শত্রু হয়ে যায়। মৃত্যুলোকে রীতি-রেওয়াজও প্রত্যেকের নিজের নিজের মতো। দেখো, বাবার প্ল্যান কত বড়(মহান)। সকলের প্ল্যান সমাপ্ত করে দেয় আর সুখধামের স্থাপনা করে। বাকি সকলকেই শান্তিধামে পাঠিয়ে দেন। বাচ্চারা, তোমরা দেখো যে আমরা কার সামনে বসে রয়েছি। নিশ্চয় রয়েছে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের নলেজ দিচ্ছেন আর কোন সংসঙ্গে এরকম হবে কি ! বাবা এখানে সামনে বসে বুঝিয়ে থাকেন। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা কানের দ্বারা শুনিছি। বাবা এই দাদার মুখের মাধ্যমে বলে থাকেন। যে রক্ত বাবার মুখ থেকে বেরোয়, তাই তোমাদের মুখ থেকে বেরোনো উচিত। সদাই মুখ থেকে যেন রক্তই বেরোয়। ব্যর্থ, অশুভ কথা শোনাও উচিত নয়। কেউ আবার অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বসে শোনে। বাবা বলেন -- যদি এমন কথা শোনো বা কাউকে বলতে দেখো তখন বাবাকে বলো তাহলে বাবা বুঝিয়ে দেবেন। নাহলে সে পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এরকম হতেই থাকে। বাবাকে শোনায় না যে বাবা এ ব্যর্থ কথা শোনায়, একে বারণ করা হোক তাহলে অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। বাবা সভায় বুঝিয়ে দেবেন, কিন্তু এরকমেরই মিত্র হয়ে যায়। মায়া ভালো ভালো বাচ্চাদের বুদ্ধিও পাথর বানিয়ে দেয়। বাবার আঞ্জাকারী বাচ্চা হয়ই না, এই হল বড় কঠিন রাস্তা।

এতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সহৃদয় হয়ে কারোর মধ্যে অভ্যাস থাকলে তা দূর করা উচিত। হ্যাঁ জী বলে শোনা উচিত নয়। বাবা যিনি সুখধামের মালিক করে দেন এমন বাবার গ্লানি তো আমরা কখনোই শুনবো না। আমাদের শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে আর অন্যকথার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ? কেউ শুনুক বা না শুনুক আমরা তো

জ্ঞানের কাজল পড়ে নিই। কেউ জ্ঞান-কাজল (জ্ঞান-অঞ্জন) পায়, কেউ তো আবার ধূলি-কাজল পায়। তাতে তো জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খোলেই না। বাবা এত সহজ করে বোঝায় যে যেমনই রোগী, অন্ধ, ল্যাংড়া হোক, সেও বুঝে যাবে। অক্ষ আর বে (বাবা আর বাদশাহী) দুটি অক্ষর রয়েছে। বাবা বুঝিয়ে থাকেন -- বাচ্চারা, আত্মীয়-পরিজন প্রভৃতিদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব রাখো। অত্যন্ত মিষ্টি (স্বভাবের) হও। তোমাদের কাজই হল বাবার পরিচয় দেওয়া। অবশ্যই শত্রু হোক, তবুও মিত্রতা রাখতে হবে। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। বাবা বলেন তোমরা আসুরীয় মতে চলে আমায় কত গালি দিয়েছে, আমার অপকার করেছে। তবুও আমি তোমাদের উপর কত উপকার করে থাকি। ঈশ্বরের অপকার হওয়াও নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তবেই তো বলে থাকে, যদা যদাহি ধর্মস্য..... আসেনও ভারতেই। তিনি বুঝিয়েও থাকেন। বাচ্চাদের প্রত্যেকটি কথা ভালোভাবে বুঝতে হবে। কারোর ভাগ্যে না থাকলে তখন সেই আসুরীয় কাজকর্মই করতে থাকবে। এখান থেকে বাইরে যাবে আর এইকথাগুলিকে ভুলে যাবে। নিন্দা করতে করতে এইরকম অবস্থা হয়েছে। এখন এই নিন্দা করা ছেড়ে দাও। তোমাদের নাম তো লেখা রয়েছে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। বুঝতে পারবে, শিবের পৌত্র-পৌত্রী নিশ্চয়ই। অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। ভারতেরই উত্তরাধিকার (প্রাপ্তি) ছিল, এখন নেই, পুনরায় এখন প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে কেবল সূর্যবংশীয়রা ছিল। এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর ওখানে পৌঁছে যাবে। কত ভালোভাবে বোঝায়। বাচ্চারা, তোমাদের সার্ভিস করতে হবে কিন্তু প্রথমে নিজের বৃত্তিও ভালো হওয়া চাই। কেবল পন্ডিত হলে হবে না। পরিপক্ব যোগী, রাজস্বয়ী হলে তখন অন্যেরও তীর লাগবে। নিজের মধ্যেই যদি কমজোরি থাকে তখন অন্যকে বলতে পারবে না। লজ্জা লাগবে, নিজের পাপ ভিতরে দংশন করবে। প্রত্যেক কথা বাবা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে থাকেন। কল্প-পূর্বেও এভাবেই বুঝিয়েছিলেন। দেবী-দেবতা ধর্ম তো অবশ্যই স্থাপিত হবে, কেউ পড়ুক বা না পড়ুক। তথাপি বাবা বলেন একটু বুঝদার হও। এই উপার্জন আর ওই উপার্জন বুদ্ধিতে রাখো। প্রকৃত উপার্জন বাবাই করিয়ে থাকেন। বাবা এবং স্বর্গকে স্মরণ করা, এটা ভুলে যেও না। স্মরণ করতে করতে যেমন মতি তেমনি গতি হয়ে যাবে। সকালে উঠে বাবার স্মরণে বসো। যদি আলস্য আসে তখন বোঝা যায় ভাগ্যে নেই। এমন অভ্যাস করতে হবে যাতে অন্তিমে দেহও স্মরণে না আসে। আমরা হলাম আত্মা। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) নিজের বৃত্তিকে শুদ্ধ রেখে শত্রুকেও মিত্রে পরিণত করতে হবে। অপকারীর উপরেও উপকার করে বাবার প্রকৃত পরিচয় দিতে হবে।

২ ) যে রত্ন বাবার মুখ থেকে বেরোয়, সেই রত্নই বের করতে হবে। কোনো ব্যর্থ কথা না শুনবে, না শোনাবে।

\*বরদান:-\* সঙ্গমযুগে সময়ের মহত্বকে জেনে পরমাত্ম আশীর্বাদে (দোয়া) ঝুলি পরিপূর্ণকারী মায়াজীত ভব সঙ্গমযুগের এক সেকেন্ড অন্যান্য যুগগুলির এক বছরের থেকেও বেশি, এইসময় এক সেকেন্ডও হারানো মানে সেকেন্ড নয় বরং অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলা। এত মহাত্ম সর্বদা যদি স্মরণে থাকে তবে প্রতিটি সেকেন্ডে পরমাত্ম-আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে থাকবে। আর যার ঝুলি পরমাত্ম-আশীর্বাদে সদা ভরপুর থাকে, তার কাছে কখনো মায়া আসতে পারে না। দূর থেকেই পালিয়ে যায়। তাই সময়কে বাঁচানো - এটাই হলো তীর পুরুষার্থ। তীর পুরুষার্থী অর্থাৎ সদা মায়াজীত।

\*স্নোগান:-\* যে আন্তরিকারী হয়, সে-ই বাবার এবং পরিবারের দোয়ার (আশীর্বাদের) পাত্র হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকলে হলে সমগি মানবের কল্যাণকারী, তোমাদের অসংখ্য মানুষের কল্যাণ করতে হবে, অশরীরী হওয়ার অভ্যাসের সাথে-সাথে সার্ভিসও করতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - কোন্ একটা বিষয়ে বাবাও ডামার ভবিতব্য বলে চুপ করে যান?

\*উত্তরঃ - বাচ্চারা, যারা অনেক সময় ধরে বাবার পালনায় থেকেও মায়ার বশীভূত হয়ে যায়, বিবাহ করে কোথাও না কোথাও চলে যায়, আশ্চর্যবৎ ভাগলি হয়ে যায়, সুতরাং বাবা একে ডামার প্ল্যান বলে চুপ করে যান। বাবা জানেন এইভাবেও যন্তে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বাবা উদ্বিগ্ন হন এই ভেবে যে বাচ্চারা, কারো নাম - রূপে যেন ফেঁসে না যায়। মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সেইজন্যই বাবা রায় দিয়ে থাকেন বাচ্চারা, তোমরা মায়াকে ভয় পেওনা। বাবার স্মরণে থেকে বিজয়ী হতে হবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে আমরা বাবা আর দাদার সামনে বসে আছি। প্রতিটি বিষয় নতুন এবং সেইজন্যই শ্রীমৎ অনুসারে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা শ্রীমৎ দেন ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা। ক্ষণে-ক্ষণে বাচ্চাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় মন্মনাভব অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এই দাদাকে (ব্রহ্মা) স্মরণ করবে না। এই দাদার আত্মাও বাবাকে স্মরণ করে সুতরাং তোমাদেরও করতে হবে। তোমরা আত্মারা অশরীরী, আমিও অশরীরী শুধুমাত্র এই শরীরের দ্বারা তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। ব্রহ্মা সর্বশক্তিমান নয়। সর্বশক্তিমান হলেন একমাত্র বাবা। যদিও তোমরা বিশ্বের মালিক হও তথাপি তোমাদের কিন্তু সর্বশক্তিমান বলা যাবে না। সর্বশক্তিমানের দ্বারা তোমরা রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে নিজের রাজ্যের পদ নিয়ে থাকো। বাবার আদেশ হলো, আমি তোমাদের পিতা আমাকে স্মরণ করো। তোমরা কল্প বৃক্ষের যে ঝাড় তার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে বুঝেছো। এখন তোমরা কত সুবুদ্ধিসম্পন্ন (বুদ্ধদার) হয়ে গেছো অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধিতে এখন নলেজ আছে। এই নলেজের দ্বারাই তোমরা উচ্চ পদ পেয়ে থাকো। তোমরা নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠো। এটা হলো রাজযোগের অধ্যয়ন। কল্প পূর্বেও তোমরা এই পড়াশোনা করেছিলে। এইম অবজেক্ট সামনে রয়েছে, তারপর যে যেমন পুরুষার্থ করবে। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে আর এটা করাও খুব সহজ। নিজের ঘরকে জানা, এটা এমন কিছু মুশকিল নয়। আমরা আত্মারা অশরীরী। আমরা শান্তিধামে থাকি। ওখানে মনের শান্তি ইত্যাদির কথা বলা হয় না, মনের শান্তি, বাস্তবে এই শব্দটি বলাও ভুল। মন তো একটা ঘোড়া। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর আত্মার সাথে আছে মন শান্ত হতে পারে না। কর্ম তো করতেই হবে। অল্প সময়ের জন্য শান্তি তো রাতে ঘুমের মধ্যে হয়। আত্মা কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন অশরীরী হয়ে যায়। আত্মাই বলে আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ক্লান্ত। সুতরাং আত্মা তখন অশরীরী হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করলে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। অশরীরী হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই বিকর্ম বিনাশ হবে না। বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে, যে পুরুষার্থ করা খুবই প্রয়োজন। ক্ষণে-ক্ষণেই বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর। যে যত সার্ভিস করবে, নিজের প্রজা তৈরি করবে। অসংখ্য প্রজা তৈরি করতে হবে, অনেকের কল্যাণকারী হতে হবে। তোমরা হলে সমগ্র মানবের কল্যাণকারী। রাবণ রাজ্যে কেউ-ই কারো কল্যাণ করে না। মানুষ যখন দান-পুণ্য করে, মনে করে আমি ভালো কর্ম করছি। যেমন তোমরা বলো এই লড়াইয়ে বৈকুণ্ঠের দরজা খুলে যায়। এই লড়াই তো ভালোর জন্যই। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন জ্ঞানী আত্মা হয়েছে। যার মধ্যে ৫ বিকার আছে সে দেবতা কীভাবে হবে। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য ভালো পরিশ্রম করতে হয়। অসীমের (বেহদের) পুরুষার্থ করতে হবে। এমন উচ্চ পদ বাবা ছাড়া আর কেউ প্রাপ্ত করতে পারে না। কেউ রাজযোগ শেখাতে পারবে না। তোমরা লক্ষী-নারায়ণের বায়োগ্রাফি সম্পর্কেও জানো। ওরা এই রাজ্য কিভাবে পেল? কোথা থেকে নিল? কাকে জয় করেছে? তোমরা সবাইকে বুঝিয়ে থাকো যে - এই রাজযোগ শিখে আমরা লক্ষী-নারায়ণের মতো হবো। স্বয়ং ভগবান নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার জন্য পড়াশোনা করান। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের কত নেশা থাকা উচিত।

বাবা বুঝিয়েছেন - এই ব্রাহ্মণ ধর্ম পরমপিতা পরমাত্মাই স্থাপন করেন। এখন ব্রাহ্মণ ধর্ম কোথায় আছে? সত্যযুগে আছে কি? না নেই। তবে নিশ্চয়ই এখানেই আছে। প্রজাপিতাও এখানে। বাবা ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী রচনা করেছেন। তিনি স্বয়ং বলেন যে আমি অনেক জন্মের অন্তিমে এসে সাধারণ মানুষের শরীরে প্রবেশ করি। সেও (ব্রহ্মা) নিজের জন্ম সম্পর্কে জানেনা। জিজ্ঞাসা করে ব্রহ্মাকে এখানে কেন রাখা হয়েছে? বাবা বলেন আরে প্রজাপিতা তো এখানেই থাকা উচিত তাইনা। মনে করে সূক্ষ্মলোক বাসী দেবতা এখানে কিভাবে হতে পারে! প্রজাপিতা ব্রহ্মার ৮৪ জন্মের রহস্য

বাবা বসে বোঝান। এটা হচ্ছে তার অন্তিম জন্ম, এর মধ্যেই প্রবেশ করতে হবে। যে আদি থেকে আছে সে অন্তিমেও থাকবে। এ'সব রহস্য বাবা বসে বোঝান। চিত্রও শিববাবা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে তৈরি করেছেন। বাবা ডায়রেকশন দিয়েছেন যে কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছরের- এটা প্রমাণ করে বলতে হবে। স্বর্গ-নরকের চিত্র বাবা তৈরি করেছেন। গীতায় এই কথা খোড়াই লেখা আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা পড়িয়েছেন। দেখো বোঝানোর জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। দিনের পর দিন তোমাদের বোঝানো হচ্ছে। কল্প পূর্বেও যে সময় বুঝিয়েছিলাম, এখনও ঐ সময়েই বোঝাচ্ছি। আমি আত্মার মধ্যে যে পার্ট নির্ধারিত হয়ে আছে, সেটাই রিপ্টি হচ্ছে। এটা তো তোমরা বুঝেছ যে এই দুনিয়া এখন পতিত হয়ে গেছে। সবার অন্তিম জন্ম। নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। তা না হলে সত্যযুগে দৈবী ধর্ম কিভাবে স্থাপন হবে। সত্যযুগে একটাই অদ্বৈত দেবী-দেবতা ধর্ম। এই সময় তোমাদের হচ্ছে ব্রাহ্মণ ধর্ম। বিরোট রূপের রহস্যও তোমাদের বুঝিয়েছি। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সবার উপরে (চোটি), তারপর তোমরা ব্রাহ্মণরাই দেবতা হও। মানুষ তো জানেই না যে শিববাবা ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করেন। এখন তোমরা ট্রান্সফার হচ্ছে। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, নীচের থেকে আকাশে (পরমধাম) চলে যাও। আত্মাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে।

মানুষ দেবীদের মন্দিরে যায় কিন্তু জানে না যে জগত অম্বা কে? জগত অম্বাও ব্রাহ্মণী। তোমরাও ব্রাহ্মণী। জগত অম্বা আর জগত পিতাও আছে, যে যার পূজারী হবে তারই মন্দির নির্মাণ করবে। নলেজ তো কিছুই নেই যে জগত অম্বা কে। তিনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী, যিনি পরে রাজ-রাজেশ্বরী হন। দেবীদের অনেক পূজা করা হয়। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ, ত্রেতায় রাম-সীতা। বাকি সব চিত্র এই সময়ের জন্য। অনেক চিত্র আছে, অনেক মন্দির তৈরি হয়েছে। তোমরা জানো ব্রহ্মা সরস্বতী ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। লক্ষ্মীকে ব্রাহ্মণী বলা হয় না, কারণ লক্ষ্মী হচ্ছে দেবতা। যখন ব্রাহ্মণী হয় তখন ২১ জন্মের জন্য সব ইচ্ছা পূর্ণ করে। যখন লক্ষ্মী হয় তখন গ্রেড হ্রাস পায়। এখন তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ। তোমাদের গ্রেড এখন অনেক উঁচুতে। এই বিষয়ে কোনো মানুষ বুঝতে পারবে না। তোমরা হচ্ছে ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। এখন তোমরা ঈশ্বরের হয়েছ তারপর তোমরা দেবতা কুলে যাবে। এই সঙ্গম যুগ হলো কল্যাণকারী যুগ। বাবা ভারতকে স্বর্গ করে তোলেন। ভারতই প্রাচীন স্বর্গ ছিল, কিন্তু কারো বুদ্ধিতেই বসে না। ভারতবাসীরা জানতে পারলে খুশি হবে যে আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম। কেউ মারা গেলে বলা হয় স্বর্গে গেছে। হেভনলি গডফাদারই হেভন তৈরি করেন। মূললোক তো আছেই। ঐ লোকের জন্য স্থাপনা শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। স্থাপনা হয় ধর্মের। মূললোক আত্মাদের ঘর যা এখন খালি হচ্ছে, তারপর নম্বরানুসারে সবাই সেখানে যাবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা বসাতে হবে অন্যদের বোঝানোর জন্য। ধর্ম স্থাপনার জন্য যে আত্মাই আসুক না কেন তাকে কিন্তু সত্যোঃ, রজোঃ এবং তমোঃ-র মধ্যে আসতেই হবে। তোমাদের এখন উপরে যেতে হবে। তোমাদের এখন উত্তরণের কলা। তোমরা হলে মুখ বংশাবলী আত্মিক ব্রাহ্মণ। ওরা হলো গর্ভে জন্ম নেওয়া, শরীরধারী ব্রাহ্মণ। ওরা শারীরিক তীর্থ করায়, কাহিনী শোনায়। তোমরা ব্রাহ্মণরা সৃষ্টির আদি- মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে থাকো। এখানেও শরীরধারী ব্রাহ্মণরা আসে- ওরা যখন বুঝতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য ব্রাহ্মণ তখন ভাবে যে আমরা প্রকৃতপক্ষেই মিথ্যা কাহিনী শুনিয়ে থাকি। ওরা যা কিছু বলে ওদের ধর্মগ্রন্থ থেকে পড়ে শোনায় কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে জ্ঞান, যেমন বাবার বুদ্ধিতে আছে। বাবা সত্য, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ, বীজরূপ তিনি এবং নিরাকার। তোমাদের বুদ্ধিতেও নলেজ ধারণ করতে হবে নলেজ কোনো ডিফিকাল্টি নয়, শুধু অ্যাটেনশন দিতে হবে। এমনও নয় যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা তো একটা বাহানা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন মনে করো একটি মেয়ে বিবাহ করতে চায় না, তখন তার বাবা মারধোর করে। কিন্তু ছোট বলে পালিয়ে যেতে পারে না। যখন সে কিশোরী হয় তখন এসে আশ্রয় নেয়। গেয়ে থাকে তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছি। কেননা রাবণ রাজ্যে খুব দুঃখী। তারপর বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকে। মনে করো কারো স্বামী খুব মারধর করে, তখন সে মনে করে তার স্ত্রী এখন গিয়ে বাবার আশ্রয় নেবে। কিন্তু ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যাওয়া কোনো মাসির বাড়ি যাওয়া নয়। পরিশ্রম করতে হয়। সন্ন্যাসীরা যতই সন্ন্যাস করুক না কেন বন্ধু-আত্মীয় স্বজনদের কথা কেউ ভুলে যায় না। কেউবা আবার ফিরেও আসে, পরিশ্রম করতে হয়। ব্রহ্ম তত্ত্বের সাথে যোগ তড়াতাড়ি লাগে না। তোমরা জানো এখানে পুরানো দুনিয়া আর পুরানো সম্পর্ক। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ছাড়তে হবে, সেইজন্যই তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসে। পুরানো শরীরের প্রতিও তোমাদের বৈরাগ্য আসে। এ হলো অসীমের (বেহদের) বৈরাগ্য। ওদের (সন্ন্যাসীদের) হলো সীমিত রজোগুণী বৈরাগ্য। এ হলো অসীমের সত্যপ্রধান বৈরাগ্য। দুনিয়াকে ছাড়তে হয়না। তোমরা পুরুষার্থ করছো পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। ওরা খোড়াই এমন মনে করে যে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে সুখ ভোগ করবে। এই সুখ তোমাদের জন্য। ওদের হলো রজোগ্রন্থান সন্ন্যাস। তোমাদের হলো সত্যপ্রধান সন্ন্যাস। বাচ্চাদের সত্যপ্রধান হতে হবে। যোগ দ্বারা আত্মার মধ্যে জমে থাকা খাদ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। সেইজন্যই একে যোগ অগ্নি বলা হয়। স্মরণের অগ্নি কথাটা শোভনীয় নয়। যোগ অগ্নি বলা হয়, যার মাধ্যমে বিকর্ম ভস্ম হবে। খুব সহজ কথা। কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে বাচ্চারা বলে বাবা

আমরা ভুলে যাই। বাবা বলেন – বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা পর্যন্ত তোমরা সোল কনসাসে থাকো। তোমরা অর্ধেক কল্প সোল কনসাস, অর্ধেক কল্প বডি কনসাসে থাকো। সুতরাং এখন সোল কনসাস (দেহী-অভিমানী) হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। সত্যযুগে মনে করে আমি এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করব। সাপের খোলস ছাড়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে ...এই দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্য। সন্ন্যাসীরা জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার কথা বলে। ওরা এটা জানে না যে আমাদের আবারও ফিরে এসে নতুন চোলা (শরীর) নিতে হবে। তোমরা জানো এই বৃদ্ধ শরীর ছেড়ে নতুন শরীর ধারণ করবে। পুরানো কাপড় ছেড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। কচ্ছপের দৃষ্টান্তও তোমাদের জন্য। কর্ম করতে-করতেও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবাই হলেন সন্নতি দাতা। সন্নতি দাতা একজনই শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। তোমরা সব আত্মারা শিববাবার সন্তান তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। প্রথমে ব্রাহ্মণ তারপর ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন ধর্মের এই ঝাড়। প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্ম তারপর আসে ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম এইভাবেই ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডালপালা ছড়িয়ে পড়ে। যখন কিছু নতুন সৃষ্টি হয় তখন তার মহিমা করা হয়। পরে তার শক্তি কমে যায়। তোমরা হচ্ছে মহা শক্তিশালী, যারা বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছে। ওখানে কোনো মিনিস্টার ইত্যাদি হয় না। সেখানে রাজার হুকুম চলে। দ্বাপর থেকে উজির আসে। এখন তো রাজা-রানী নেই। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। ভারত প্রথমে স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। নরকও প্রথমে সতোপ্রধান ছিল তারপর এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে, যাকে রৌরব (অত্যন্ত ভয়ঙ্কর) নরক বলা হয়। বাবা বলেন - আমাকে কত পরিশ্রম করতে হয়। কত উদ্বিগ্ন থাকতে হয়, এই ভেবে যে কোথাও কোনো বাচ্চা যেন গুন্ডার হাতে না পড়ে। দুনিয়া ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। সেন্টারেও নোংরা (স্বভাবে নোংরা) মানুষ আসে। নাম রূপে ফেসে যায়। যজ্ঞে অনেক রকমের বিঘ্ন সৃষ্টি আসে। মায়াও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তারপর অনেকেই ঝিমিয়ে পড়ে। তারপরেও কিন্তু বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। অনেকেই প্রশ্ন করেন। মনে করে কত বছর ধরে পালনা নিয়েছি, তারপর বিবাহ করে কোথাও না কোথাও চলে যায়। আশ্চর্যবৎ ভাগ্যি যায়। তখন বাবা ড্রামার ভবিতব্য বলে চুপ করে যান। যারা সার্ভিস করে তারা খুব খুশিতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) বাবার শরণে আসার জন্যে বুদ্ধিতে অসীমের সন্ন্যাস নিতে হবে। পুরানো দুনিয়া আর দেহকে ভুলে আত্ম-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২ ) আমরা ব্রাহ্মণেরা সকলের মনোকামনা পূর্ণ করি - এই নেশায় থাকতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, বৃত্তি, কৃতির দ্বারা সেবা করে নিরন্তর সেবাধারী ভব যেমন এই শরীর শ্বাস ছাড়া থাকতে পারে না, ঠিক তেমনই ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো সেবা। যেমন শ্বাস না চললে বেহঁশ হয়ে যায় তেমনই ব্রাহ্মণ আত্মারাও সেবায় বিজি না থাকলে বেহঁশ হয়ে পড়ে। সেইজন্যই প্রতিটি মুহূর্ত নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, বৃত্তি, কৃতি দিয়ে সেবা করতে থাকো। বাণীর দ্বারা সেবার সুযোগ না পেলে মনসা সেবা করো। যখন সব রকমের সেবা করবে তবেই ফুল মার্কস পাবে।

\*স্নোগানঃ:-\* সাক্ষী ভাবের স্থিতির সিংহাসনই হলো যথার্থ নির্ণয় নেওয়ার আসন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহের অহংকার ত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হও, নিজের কল্যাণের জন্য স্মরণের চার্ট রাখো, বিশেষ স্মরণে বসো - এই স্মরণের মাধ্যমে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে"

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা সবার প্রথমে কোন্ নিয়ম শুনিয়েছিলেন ?

\*উত্তরঃ - প্রথম নিয়ম হলো - সবকিছু দেখে শুনেও তোমাদের বুদ্ধি যেন বিচলিত না হয়। শুধু এক বাবার স্মরণ যেন থাকে। নিজের পরীক্ষা নিজেই নিতে হবে যে - যদি আমি কোনো খারাপ কিছু দেখি তাহলে কি আমার সংকল্প পরিবর্তিত হয়? তোমাদেরকে এই হাত দিয়ে কর্ম করতে করতে, হৃদয় থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে - এতে চোখ বন্ধ করে বসার কোনো দরকার নেই।

ওম্ শান্তি। সাধারণত ভক্তি মার্গে কোনো সন্ন্যাসী যখন ধ্যানে বসেন, তখন চোখ বন্ধ করে বসেন। এখানকার নিয়ম হলো - এই চোখ দিয়ে দেখেও, বিচলিত যেন না হও। নিজেই নিজের পরীক্ষা নিতে হবে যে, কোনো কিছু দেখার ফলে আমার বৃত্তি খারাপ হয়ে যায় না তো? আমরা এই চোখ দিয়ে যা কিছুই দেখি না কেন, কিন্তু বুদ্ধির যোগ শুধুমাত্র যেন বাবার সাথেই যুক্ত থাকে। কেউ কখনো রান্না করার সময় তো চোখ বন্ধ করে রান্না করে না, তাই না? একেই বলা হয় হাতে কাজ করো আর হৃদয় তাঁকে স্মরণ করো। কর্মেন্দ্রিয় গুলি দিয়ে কাজ করতে থাকো কিন্তু স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করো। ঠিক যেমনভাবে কোনো স্ত্রী তার স্বামীর জন্য রান্না করে যখন তখন সে হাত দিয়ে কাজ করতে থাকে কিন্তু তার বুদ্ধিতে সর্বদাই থাকে যে - আমি আমার স্বামীর জন্য এই খাবারটা বানাচ্ছি। ঠিক সেই ভাবেই বাচ্চারা, তোমরাও বাবার সেবায় নিযুক্ত রয়েছো। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের অনুগত ভূত্য। বাবা তো বাচ্চাদেরকেই বোঝাবেন অর্থাৎ আত্মাদেরকেই বোঝাবেন, তাই না। আত্মা বলে - আমার মিষ্টি বাবা, তুমি আমাদেরকে যে জ্ঞান আর যোগ শিখিয়েছো, আমরা সেই সেবাতেই নিযুক্ত আছি। আর তুমি তো নির্দেশ দিয়েই ছিলে যে - ঘর গৃহস্থের সমস্ত কর্মের মধ্যে থেকেও প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা নিয়মিত স্মরণ করতে পারো না। কেউ বলে যে সে ১২ ঘন্টা আমাকে স্মরণ করে, তা কিন্তু নয়। মায়া প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধির যোগ অবশ্যই সরিয়ে দেবে। তোমাদের এই যুদ্ধ তো মায়ার সাথে চলছে। যেহেতু তোমরা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করছো, তাই মায়া স্মরণ করতে বাধা দেয়। যে রাবণজিৎ হতে পারে, সেই জগতজিৎ হতে। শ্রী রামচন্দ্র জগতজিৎ ছিলেন। সমস্ত সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশীরা জগতজিৎ ছিলেন। সুতরাং এই দু'চোখ দিয়ে সবকিছু দেখেও বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সাথে যুক্ত রাখতে হবে। পরখ করে দেখতে হবে যে, আমার বুদ্ধি কোনোভাবে বিচলিত হয় না তো? বাবাকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণে রাখতে হবে। এমন যেন কখনো মনে না হয় যে - আমি তো শিব বাবার হয়েই আছি তাহলে আলাদা করে স্মরণ করার কি দরকার? কিন্তু না, বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে। আর তা লিখে রাখতে হবে যে, সারাদিনে আমরা কতটা সময় বাবাকে স্মরণ রাখতে পেরেছি। এমন অনেকেই আছেন যারা সারাদিনের সমস্ত ইতিহাস লিখে রাখেন যে, সারাদিনে কি কি করেছেন। নিশ্চয়ই ভালো মানুষেরাই তা লিখে রাখেন। তাদের সংকর্মের কথা লিখে রাখলে, পরবর্তী প্রজন্ম তাদের দেখে ভালোটাই শিখবে। যদি তাতে খারাপ কিছু লেখা থাকে তো তা দেখে বাকিরা আরো অধিক খারাপ শিখবে। এখন বাবা এসে বাচ্চাদেরকে এই রায় দিচ্ছেন যে তোমাদেরকে স্মরণের চার্ট রাখতে হবে। এই জ্ঞান তো খুবই সহজ। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ খুবই বিখ্যাত। ভক্তি মার্গে বিভিন্ন প্রকারের হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয়। তাদের এটা জানা নেই যে বাবা কোন্ যোগ শিখিয়েছিলেন? যদিও কিছু কিছু শব্দের মধ্যে তার আভাস রয়েছে - মনমনাভব, দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। সুতরাং সেই ঈশ্বরই যে সর্বব্যাপী - এ'কথা বলা ভুল। এই ভাব নিয়ে কেউ তাঁকে স্মরণ করতেই পারবে না। প্রস্তুতবুদ্ধি হওয়ার জন্য তারা এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। বাবা বুঝিয়ে দেন যে - একমাত্র তাঁকে স্মরণ করো। বাবা বলেন যে - এ আমার দেহ নয়। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এই জ্ঞান প্রদান করতে পারে না, শুধুমাত্র নিরাকার বাবাই এসে বলেন যে, নিজেদেরকে অশরীরী আত্মা হিসাবে জানো। তোমরা অশরীরী রূপেই এসেছিলে। ওরা বুঝলো নাগা রূপ। ভক্তি মার্গে অযথার্থ ভাবে লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন - নিজেকে দেহের থেকে পৃথক বলে জানবে। দেহ অহংকার ত্যাগ করো, দেহী অভিমানী হও। সমস্ত জন্ম জন্ম ধরে তোমরা নিজেদেরকে দেহ হিসেবে জেনেছো। এখন এ হলো অন্তিম জন্ম। এখন তোমাদেরকে দেহী অভিমানী হতে হবে। সত্যযুগে দেবতারা আত্ম অভিমানী ছিল। তারা জানতো যে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে হবে। আনন্দ সহকারে তারা পুরনো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। সন্ন্যাসীরা তো তা শেখাতে পারে না। তারা কালের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা কালের ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। ওরা

নিবৃতি মার্গের পাটধারী, ওরা নতুন সৃষ্টি চক্রের নিজ নিজ সন্ধ্যাস ধর্মে পুনরায় আসবে। তারা প্রবৃতি মার্গে আসতে পারবে না। সেটাও ভারতের জন্য ভালো ধর্ম। পবিত্র থাকে তারা। যত শ্রেষ্ঠ বাবার মহিমা, ততটাই শ্রেষ্ঠ ভারতের মহিমা। এক সময় ভারত ছিল পবিত্র - এখন আর নেই। সকলের তীর্থস্থান হলো ভারত। এখন সকল মানুষেরই সদগতি হবে। বলা হয়ে থাকে যে গডফাদার হলেন মুক্তিদাতা, গ্রাণকর্তা। তিনি দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তিধামে নিয়ে যান। যদি ভারতবাসীরা এ কথা জানত তাহলে তারা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলতে পারতো না। এখানে শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। তারা গাইতেও থাকে যে, হে পতিত পাবন এসো। ভারতবাসী এই গান গেয়ে থাকে। তারা নিরাকার বাবাকে স্মরণ করে থাকে। সবচেয়ে বেশি পবিত্র ভারতবাসী হয়ে থাকে। এখন তোমরা জানো যে এটা একেবারে রাইট কথা। বাকি শাস্ত্র তো অনেক আছে। প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা নিজেরাই নিজের ধর্মগ্রন্থ রচনা করে। নতুন নতুন ধর্মকে সকলেই খুব মানে। দ্বাপর যুগ থেকে ভারতবাসীরা ক্রমাগত অধোগামী হয়েছে। এখন সকলেই পতিত হয়ে গেছে। সমগ্র দুনিয়া পতিতপাবন বাবাকে স্মরণ করে। এখানেই এমন বাবার আগমন হয়। সোমনাথের মন্দিরও এই ভারত ভূমিতেই আছে, যদি সবাই তাঁর সম্বন্ধে জানতে পেরে যায়, তাহলে তারা সেই একজনকেই পূজা করবে, কারণ তিনিই সকলের উদ্ধারকর্তা। আমাদের তো এক শিব বাবা আর দ্বিতীয় কেউ নেই। কেউ মারা গেলে তার তাকে ফুল অর্পণ করা হয়। শিব বাবার কোনো মৃত্যু নেই, তিনি সকলকে শান্তিধামে নিয়ে যান। শিবের মন্দির যত্রতত্র আছে। বিদেশেও সকলে শিবলিঙ্গকে পূজা করে। কিন্তু তারা এটা জানে না যে তারা কেন তাঁকে পূজা করে। বাবা স্বয়ং নিজে এসে বসে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে শিব জয়ন্তীর পর শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী ভারতে পালন করা হয়। শিব জয়ন্তীর পরেই নতুন দুনিয়ার সূচনা হয়। বাবা আসেন পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে তুলতে। ভারতের স্থান সবার উপরে। এই ভারত ভূমির নামই হল স্বর্গ। তোমরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে থাকো, তার কারণ তোমরা সকলে শ্রীমৎ অনুসরণ করে স্বর্গের স্থাপনা করছো। তোমরা সবাই খোদার খিদমতগার, মুক্তিযোদ্ধা। তোমরাই সমগ্র দুনিয়াকে রাবণের শিকলের বাঁধন থেকে মুক্ত করো। তোমরা জানো যে, বাবার সাথে আমরা ভারতের খিদমত করছি। গান্ধীজী এসে বিদেশীদের হাত থেকে এই ভারত ভূমিকে মুক্ত করেছিলেন কিন্তু অধিক সুখের প্রাপ্তির পরিবর্তে আরো দুঃখের সৃষ্টি হলো। একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বাবা বলেন আমি আসি তোমাদেরকে রাবণের এই শিকল থেকে মুক্ত করার জন্য। এক রাবণের শিকলে বন্দি থাকার জন্য আরো অনেক রকমের শেকলে আমরা বন্দী হয়ে যাই। সত্যযুগে এমনটা হয় না। ওখানে দুঃখের কোনো ব্যাপারই নেই। এখন এখানে কত রকমের নিয়মব্রত ইত্যাদি পালন করা হয়। এই সবই তারা করে শ্রীকৃষ্ণপূরীতে যাওয়ার জন্য।

এখন বাবা এসে বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, ফাদার শো'জ সন, সন শো'জ ফাদার (বাবার মধ্যে সন্তান প্রতিফলিত হয় আর সন্তানের মধ্যে বাবা)। তোমরা সকলকে ঘরে ফেরার রাস্তা বলে থাকো। একে বলা হয় গোলক ধাঁধার খেলা। ভক্তি মার্গে, শত মাথা কুটলেও বাবার থেকে উত্তরাধিকার কেউ প্রাপ্ত করতে পারে না। মানুষ ভক্তি, জপ, তপ, দান ইত্যাদি করতে করতে মাথা নত করতে থাকে। সেই সকলকে সঠিক পথের সন্ধান এক বাবাই দিতে পারেন। যদি আর কেউ সেই পথের ঠিকানা জানে তো বলুক। এর থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় যে আর কেউ তা জানে না। কেউই সেই পথের সন্ধান জানে না। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলা মশাদের মতো এখন সকলকে, পুনরায় ঘরে ফিরে যেতে হবে। সকলেরই দেহের বিনাশ হবে। বাকি আত্মারা হিসাব-নিকাশ সমস্ত মিটিয়ে দিয়ে আবার ঘরে ফিরে যাবে। একেই বলা হয় কয়ামতের মুহূর্ত। মানুষ দীপাবলীর সময় সারা বছরের লাভ-লোকসান জমা-খরচের হিসাব করে। এ হল তোমাদের কল্প-কল্পের জমা খরচের হিসেব। এখন তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য জমা করতে হবে। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই জমা হতে থাকবে, ফলে পরবর্তী ২১ জন্ম কোনো কষ্ট থাকবে না। কোন বস্তুই অপ্রাপ্ত থাকবে না। এখনকার পুরুষার্থের ওপরেই নির্ভর করছে স্বর্গে কি কি প্রাপ্তি ঘটবে। এই সমস্ত কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। এখন তোমরা তা অনুভব করতে পারছো। যখন তোমরা স্বর্গে যাবে, তখন কেউ কি আর তা বসে বসে লিখে রাখবে? শাস্ত্র ইত্যাদি তো পরবর্তীকালে লেখা হয়েছিল। শাস্ত্রে লেখা রয়েছে যে - যমুনার উপকণ্ঠে মহল ছিল, দিল্লি ছিল পরীস্থান। বিড়লা মন্দিরে লেখা আছে যে ৫ হাজার বছর আগে ধর্মরাজ অথবা যুধিষ্ঠির এই পরীস্থান স্থাপন করেছিল। আজ অবধি, গঙ্গা যমুনা নদীর মহিমা রয়েছে। বাস্তবে, তোমরাই হলে জ্ঞান-গঙ্গা। যমুনার এতটাও মহিমা নেই যত গঙ্গার মহিমা রয়েছে। বেনারস হরিদ্বার ইত্যাদি স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে। সেই সব স্থানে বহু সাধু সন্তের সমাগম হয়। সেই স্থানে গিয়ে তারা বলে - শিব কাশি বিশ্বনাথ গঙ্গা। বিশ্বনাথ নিজের জটা থেকে গঙ্গাকে প্রবাহিত করেছেন। তারা এরকম বলে আর মনে করে যে এমন গঙ্গার তীরে বসবাস করলে তারা মুক্তিপ্রাপ্ত করবে। বহু লোকেই কাশি বাস করে এই আশায়। আগেকার দিনে লোকে নিজেকে বলি দিত, এখন বলে যে এখানে থাকলেই মুক্তি পেয়ে যাবে। তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ যে জ্ঞান মার্গে আর ভক্তি মার্গে কি বলা হয়েছে। কত বৈপরীত্য রয়েছে। মানুষ অর্ধেক কল্প ধরে কত বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট সহ্য করেছে, দেবী দেবতার সামনে নিজেকে বলি দিয়েছে। এখন জ্ঞান মার্গে তোমরা নিজেকে বলি দাও, সম্পূর্ণ সমর্পণ করো - এই সব কিছু ঈশ্বরের। সূতরাং ঈশ্বরের সবকিছুই তো

তোমারও। ঈশ্বরের কাছে রয়েছে স্বর্গ। এখন তোমরা নরকবাসী হয়ে আছো। বাবার সন্তান হয়ে পুনরায় তোমরা স্বর্গবাসী হচ্ছে। বাবার শ্রীমং সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। শিব বাবাকে কোনো বাড়ি ঘরদোর বানাতে হবে না, তিনি তো দাতা। এই সমস্ত কিছু তো সব বাচ্চাদের জন্যই রয়েছে। শিব বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ট্রাস্টি হয়ে এই সব সামলাও। ভক্তি মার্গে সকলেই বলে যে শিব বাবা এসব কিছু তুমিই তো দিয়েছো, অতঃপর যখন সেই সব ফেরৎ নিয়ে নেওয়া হয়, তখন তারা কত দুঃখী হয়ে যায়। এখন বাবা তোমাদের কাছ থেকে কোনো কিছুই নেন না। বাবা শুধু বলেন যে, এই সমস্ত কিছু থেকে নিজের মমত্ব ত্যাগ করো। ট্রাস্টি হয়ে ঘর গৃহস্থের দায়িত্ব পালন করো। বাবা বলেন যে, এই সমস্ত আমি নিয়ে কি করবো? তোমাদের জন্যই সেন্টার খোলা হয়েছে। এই সেন্টার হল কম্বাইন্ড রূপে একাধারে হসপিটাল আর অন্যদিকে কলেজ। স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি এখানে উভয়ই প্রাপ্ত হয়। পড়াশোনাকে বলা হয় সোর্স অফ ইনকাম (অর্থ উপার্জনের উপায়)। এখানে যে যত পড়াশোনা করবে সে বাবার থেকে তত উত্তরাধিকার পাবে। পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে। মাতা পিতাকে অনুসরণ করো। স্বমেব মাতা চ পিতা স্বমেব... বলা হয়ে থাকে, তাই না। সেই পরমপিতা এসে এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করেন, এনার মাধ্যমে সকলকে অ্যাডপ্ট করেন। তাঁরা হলেন মাতা-পিতা। আমরা তো তাদের মহিমা বর্ণনা করি। শিববাবা বলেন যে - আমি, এই ব্রহ্মার মুখ দিয়ে তোমাদেরকে বলছি যে, তোমরা আমার। আমি তোমাদেরকে অ্যাডপ্ট করেছেন, মাতাদের দেখাশোনা করার জন্য সরস্বতীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তোমরা তো কেউ ছোট বাচ্চা নও। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আমার হয়েছে, আচ্ছা, এখন ট্রাস্টি হয়ে থাকো। ঘর গৃহস্থের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করো। সব থেকে ভালো হলো, এই আত্মিক হসপিটাল খোলা। শিববাবা বলেন আমি এ'সব সামলে কী করবো? ব্রহ্মা বাবার ক্ষেত্রেও বলেন যে, তিনিও বা নিয়ে কি করবেন! তাঁর কাছে যা কিছু ছিল সমস্তই শিববাবাকে তিনি দিয়ে দিয়েছেন। ট্রাস্টি হতে হয়। এখানে সবকিছুই বাচ্চাদের জন্যই করা হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকেই বাবা এই সমস্ত শিক্ষা প্রদান করেন। এমন নয় যে এই বাড়ি ঘর সবকিছু শিব বাবা কিংবা ব্রহ্মা বাবার। এই সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সন্তান, এর মধ্যে ঝগড়া বিবাদের কোনো কথাই নেই, এ'সব হলো সকলেরই কম্বাইন্ড সম্পত্তি। এত অসংখ্য বাচ্চারা রয়েছে, এখানে কোনো পার্টিশনের (ভাগাভাগির) ব্যাপার নেই। গভর্নমেন্টও কিছু করতে পারবে না। এসবই ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের, তারাই সব মালিক। সবাই হলো সন্তান। কেউ গরীব, কেউ ধনী - এখানে সকলেই এসে থাকে, এ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। লাখ লাখ সংখ্যায় হয়ে যাবে। মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের জন্যই সবকিছু। তোমরা হলে আত্মিক সন্তান। তোমরা বাবার যতটা প্রিয় ততটা লৌকিকেরাও হতে পারে না। ওরা হলো শূদ্র জাতির আর তোমরা হলে ব্রাহ্মণ জাতির, তাই ওদের সাথে কানেকশন ছিল হয়ে যায়। সল্যাসীরা কখনো এ কথা বলবে না যে - সমস্ত কিছু তোমার জন্যই, আমিও তোমার। শিব বাবা বলেন - আমি নিষ্কাম সেবান্বী, মানুষ কখনো নিষ্কামী হতে পারে না। যে করবে সে তার বহুগুণ ফল অবশ্যই পাবে। আমি কোনো ফল নিতে পারি না। পুরাতন দুনিয়াতে পুরাতন শরীরে এসে আমি প্রবেশ করি। এখানে আমার জন্য এই পুরাতন শরীর রয়েছে। ভক্তিতে আমার জন্য অনেক বড় বড় মন্দির বানানো হয়, এখন দেখো আমি কোথায় এসে বসেছি, কতটা গৃহ্য (গোপন) রহস্য বাচ্চাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিই। কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদিতে বাবা কখনো মুরলী চালাবেন নাকি! বাচ্চাদের খুশীর পারদ উপরে চড়তে থাকে। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে পড়ান। তিনি কিভাবে এসে পড়ান, তা শুধুমাত্র তোমরাই জানো। এতে ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নেই। সকলেই সেই বাবার সন্তান। যা কিছু হয় সব বাচ্চাদের জন্য হয়। এমন নয় যে সবাইকে এখানে এসে বসতে হবে, তোমাদেরকে তো নিজের নিজের ঘর গৃহস্থের মধ্যে থাকতে হবে। সবাই যদি এসে একসাথে থাকে তাহলে সমগ্র দিল্লীর মতো এত বড় জায়গা দরকার তোমাদের থাকার জন্য। এমন তো হওয়া সম্ভব নয়। তবুও যদি বাবার সাথে যোগ যুক্ত হয়ে থাকো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মা গোল্ডেন এজেড হয়ে যাবে, তবেই ঘরে ফিরতে পারবে। মাঝা বাবার মতো সম্মানের সাথে পাস করে যেতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐন্নার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) শ্রীমং অনুসরণ করে খোদার খিদমতগার হতে হবে। বাবার শো (বাবার গুণাবলী, বাবার কর্তব্য নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার জন্য) করার জন্য সকলকে ঘরে ফেরার রাস্তা বলে দিতে হবে।

২) ট্রাস্টি হয়ে সবকিছু সামলাতে হবে। কারোর প্রতি কোনো মমত্ব যেন না থাকে। মাতা পিতার মতো সম্মানের সাথে পাস করতে হবে।

- \*বরদান:-\* সম্বন্ধ সম্পর্কে এসেও সদা সর্বদা নিজে সন্তুষ্ট থাকা আর অন্যকে সন্তুষ্টকারী গুণ পুরুষার্থী ভব  
সঙ্গম যুগ হলো সন্তুষ্টতার যুগ, যদি সঙ্গম যুগে সন্তুষ্ট না হয়ে থাকো তাহলে আর কবে হবে? সুতরাং নিজের  
প্রতি যেন কোনো রকমের খিটখিটে ভাব না থাকে আর অন্যদের সাথে সম্বন্ধে সম্পর্কেও যেন কোনো বৈরী  
ভাব না থাকে। মালা, তখনই তৈরি হতে পারে যখন প্রতিটি দানা অন্য দানার সম্পর্কে আসে। তাই সমস্ত  
সম্বন্ধে সম্পর্কে সর্বদা নিজেও সন্তুষ্ট থেকো আর অন্যকেও সন্তুষ্ট রাখো, তবেই মালার দানা হতে পারবে।  
পরিবারের অর্থই হলো সর্বদা নিজে সন্তুষ্ট থাকা আর অন্যকে সন্তুষ্টকারী।
- \*স্লোগান:-\* পুরানো স্বভাব-সংস্কারের বংশকেও যে ত্যাগ করতে পারে, সে-ই হলো সর্বংশ ত্যাগী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে বসার সময় চোখ খুলে বসো, কারণ তোমাদের থাওয়া দাওয়া করার সময় এবং চলতে ফিরতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে”

\*প্রশ্নঃ - ভগবানের সন্ধান মানুষ দ্বারে-দ্বারে ধাক্কা খায় - তার কারণ কি ?

\*উত্তরঃ - কারণ মানুষ ভগবানকে সর্বব্যাপী বলেছে, এর জন্যই অনেক ধাক্কা খায়। সর্বব্যাপী যখন, তাহলে সন্ধান পাবে কোথায়? তারপরে বলে দেয় পরমাত্মা তো নাম-রূপ বিহীন। যখন নাম-রূপ বিহীন তো কীভাবে প্রাপ্ত হবে, তাহলে কাকে খুঁজবে? তাই দ্বারে-দ্বারে ধাক্কা খেতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের বিভ্রান্তি এখন বন্ধ হয়েছে। তোমরা দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে বলে থাকো - বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। আমি বাচ্চাদের সঙ্গে এই অর্গ্যান্স দিয়ে কথা বলি। বাকি নাম-রূপ বিহীন কোনো কিছুই হয় না।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসে আছো। এই কথাটা কে বলছে এবং কাকে ? সব আত্মাদের পিতা নিজের সন্তানদের, আত্মাদের বলেছেন। আত্মারা অর্গান দিয়ে শুনেছে যে বাবা কি বলছেন? শিববাবা বলছেন, নিজের পিতাকে কি স্মরণ করো? পিতাকে স্মরণ করার জন্য কি চোখ বন্ধ করতে হয়? সন্তান যখন নিজের পিতাকে স্মরণ করে তখন তো চোখ খোলাই থাকে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে বাবার স্মরণ বাচ্চাদের থাকে। চোখ বন্ধ করার দরকার নেই। আত্মা জানে যে, আমার বাবা এই অর্গানের দ্বারা আমার সাথে কথা বলেন। পরম ধাম থেকে এসেছেন, এই পতিত দুনিয়াকে নতুন দুনিয়া বানাতে। এই কথাটি বুদ্ধিতে আছে, চোখ তো খোলা আছে। বাবা কথা বলছেন, তোমরা শুনছো এবং স্মরণেও আছো। কে শোনাচ্ছেন ? পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর নাম কি ? যেমন তোমাদের শরীরের নাম আছে। সে নাম পরিবর্তন হতে থাকে। এক শরীর ধারণ করলে, ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করলে তখন নামও অন্য হয়ে যায়। আত্মার নাম পরিবর্তন হয় না। বাবা বলেন আমিও আত্মা, তোমরাও আত্মা। আমি পরমধাম নিবাসী পরম আত্মা, তাই সুপ্রিয় আত্মা বলা হয়। সুপ্রিয় উচ্চ থেকে উচ্চকে বলা হয়। উঁচু আত্মারাও আছে তো নীচ আত্মারাও আছে। কেউ পুণ্য আত্মা, কেউ পাপ আত্মা। বাবা বলেন - আমি আত্মার নাম সদাই এক শিব। নাম তো অবশ্যই চাই তাইনা। জ্ঞান না থাকার দরুন তারা বলে দেয় নাম-রূপ বিহীন। কিন্তু নাম-রূপ হীন কোনও বস্তু হয় না। যেমন আকাশ, কোনও বস্তু তো নয়, তাইনা। শূন্যই শূন্য। তবুও নাম তো আছে না, আকাশ। খুবই সূক্ষ্ম তত্ত্ব। আত্মা, তার চেয়েও উপরে দেবতাদের বাস। সেই স্থানও শূন্য। আকাশে বিরাজিত আছেন। তারও উপরে অন্য আকাশ, সেখানেও আত্মাদের বসার স্থান আছে। সেটিও আকাশ, যাকে ব্রহ্ম তত্ত্ব বলে। এই হল তিনটি তত্ত্ব - স্থূল, সূক্ষ্ম, মূল। আত্মারা তো নিশ্চয়ই শূন্যে বাস করবে, তাইনা। সুতরাং এইভাবে তিনটি আকাশ হল। এই আকাশে (স্থূল তত্ত্বে) খেলা হয় তাই আলো প্রয়োজন। মূল বতনে খেলা হয় না, তাকে ব্রহ্ম তত্ত্ব বলা হয়। সেখানে আত্মারা বাস করে। ওটা হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ তৃতীয় লোক অর্থাৎ এই দুনিয়ার তিন তল। এমন নয় সাগরের নীচে কোনও লোক আছে। জলের তলায় পৃথিবীই আছে, যার উপরে জল স্থির থাকে। অতএব এই হল তিন লোক। সাইলেন্স, মুক্তি এবং টকি। এই কথা শিববাবা বসে বোঝান। শিববাবাকে কি চোখ বন্ধ করে স্মরণ করতে হবে? না। অন্যরা চোখ বন্ধ করে কেন? কারণ এই চোখ খুব ধোঁকা দেয়।

মানুষ নিজেই বলে দেয় পরমাত্মা হলেন নাম-রূপ থেকে পৃথক। তারপরে বলে পাথরে নুড়িতে সবেতেই ভগবান আছেন। ২৪-টি অবতার আছে। কচ্ছ, মচ্ছ অবতার আছে। বাস্তবে এই সবই হল অসত্য। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে কতখানি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ভক্তিমার্গ হল ধাক্কা খাওয়ার অর্থাৎ বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর মার্গ। আমাকেও খুব ধাক্কা খাওয়ায়। এখন ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে বলে যে আমাদের এই ভক্তি থেকে, এই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচাও। যখন এখানে এসে মিলিত হয় তখন বলে যে, বাবা আমরা তোমাকে অনেক খুঁজেছি। অনেক ধাক্কা খেয়েছি কিন্তু তোমাকে তো পাইনি। আরে কবে থেকে ধাক্কা খেয়েছো? বাবা, সে কথা তো জানি না। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হয়। মানুষ কুস্তুর মেলায় ধাক্কা খেতে যায়। যেখানেই জল সেখানে গিয়েই স্নান করবে। কুস্ত অর্থাৎ সঙ্গম। আসলে হল আত্মা ও পরমাত্মার মিলন মেলা। কিন্তু ভক্তিতে সেসব সাগর ও নদীর মেলা বানিয়ে দিয়েছে। দেশ-দেশান্তরে মেলার আয়োজিত হয়। সেসব হল জলে স্নান ইত্যাদি করার মেলা। অনেকে এই কথা গুলি বিশ্বাস করে। অনেকে করে না। অনেকে তো না ভক্তিকে বিশ্বাস করে, না জ্ঞানকে। কিছু মানুষ তো শুধু জন্ম নেয় আর তারপর একদিন মরে যায়। নেচারই এই রকমের। নানান মত রয়েছে। একই গৃহে স্ত্রীর মত আলাদা স্বামীর মত আলাদা। একজন পবিত্রতাকে মানবে আরেকজন মানবে না। এখন তোমরা শ্রীমৎ

প্রাপ্ত করছে। গায়নও আছে - শ্রীমৎ ভগবানুবাচ। তাঁর মতানুসারে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। দেবতা ধর্ম এখন নেই। প্রমাণচিহ্ন গুলি হল চিত্র যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তারা রাজত্ব করে গেছেন। পুরানো থেকে পুরানো বস্তু হল দেবী-দেবতাদের। লর্ড কৃষ্ণ বলবে, নাহলে বলবে গড শ্রী নারায়ণ। তোমরা জানো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল যাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের মালিক ছিলেন, সত্য যুগের প্রিন্স ছিলেন, তাহলে কৃষ্ণ দ্বাপরে গেলেন কীভাবে? সেই নাম-রূপে তো পুনরায় আসবেন না। তিনি যে চৈতন্যে ছিলেন তারই জড চিত্র এখানে আছে। কিন্তু সেই আত্মা কোথায়? সেকথা কেউ জানেনা। বাবা বলে দেন - আত্মা ৮৪ জন্ম নেয় এখন এখানে পাট প্লে করছে। ভিন্ন নাম-রূপ, দেশ, কালের পাট প্লে করে এসেছে। আত্মা ই বলে আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি। নাম-রূপ, দেশ, কাল, আত্মীয় পরিজন সব আলাদা থাকে। অন্য জন্মে সব পরিবর্তন হয়ে যায়।

তোমরা জানো আমরা এখন পড়ছি। পরে আমরাই দেবী-দেবতা হবো। সূর্য বংশে ৮ জন্ম নেবো। এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করবো। সেখানে গর্ভ জেল নয়, গর্ভ মহল থাকবে। এখানে গর্ভজেলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হয়। দুঃখ হয় তখন বলে আমাদের বাইরে বের কর। আমরা আর পাপ কর্ম করবো না। কিন্তু বাইরে মায়ার রাজ্য হওয়ার কারণে পুনরায় পাপ কর্ম করতে আরম্ভ করে দেয়। সেখানে গর্ভ মহলে আরামে থাকে। তাই বাবা বলেন সব বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদির সার আমি তোমাদেরকে বোঝাই। আত্মা বাবা কুস্ত্র মেলার বিষয়ে বোঝান অনেকে স্নান করতে যাবে। অনেক ভীড় হবে। এলাহাবাদে ত্রিবেণীতে মেলার আয়োজন হয়। এবারে সে তো কোনও সঙ্গম নয়। সঙ্গম হওয়া উচিত সাগর এবং নদীর। এ হল নদীর সঙ্গম। দুটি নদী মিলিত হয়। তারা বলে তৃতীয় নদীটি গুপ্ত। যদিও কোনও গুপ্ত নদী হয় না। আছেই দুটি নদী। দৃশ্যমান দুটোই। একটি নদীর জলের রঙ সাদা, আরেকটির ঘোলাটে, আর কোনও নদী নেই। গঙ্গা, যমুনা আছে। তৃতীয় নদী নেই। এই কথাতো অসত্য। সঙ্গমও নেই। কলকাতায় সাগর আর ব্রহ্মপুত্র রয়েছে। নৌকোয় বসে নদী পার করা হয়, সেখানে মেলা বসে। অনেক পরিশ্রম করে। অমরনাথে তীর্থ যাত্রায় যায়, সেখানেও শিবলিঙ্গের মূর্তি আছে। সেই মূর্তি তো ঘরেও রাখা যায়। তাহলে তো সেখানে যাওয়ার দরকার নেই, এও একপ্রকারের বিভ্রান্তিতে বিচরণ করা যা ড্রামায় ফিক্সড আছে। ত্রিবেণীতে যায়, ভাবে এ হলো পতিত-পাবনী। অনেকে তো এই কথাও জানেনা নদী কোথা থেকে আসে। পাহাড় থেকে আসে। কিন্তু জল তো সাগর থেকে আসে। মেঘ বর্ষা হয় তখন উঁচু পাহাড় হওয়ার কারণে বরফ জমে যায়। পরে সূর্যের কিরণে যখন বরফ গলে যায় তখন জল একত্রিত হয়ে নদীতে নেমে আসে। এখন চিন্তন করো যে, পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর বা জ্ঞানের নদী? নাকি জলের সাগর বা নদী? অনেকে অন্ধকারে ধাক্কা খায়। এবারে তাদেরকে কীভাবে বলা যায় যে, এই নদী পতিত-পাবনী নয়, এ'তো বৃষ্টির জল। মেঘ থেকে জল নেমে আসে, মেঘ পুনরায় সাগর থেকে জল প্রাপ্ত করে। জল তো পতিত-পাবন হতে পারে না। গানও গেয়ে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম, হে পতিত-পাবন এসো। আত্মারা বলে হে পতিতদের পবিত্রকারী বাবা, দয়া করো।

বাবা বোঝান - এই ভক্তির ধাক্কা খেয়ে কেউ কখনও পবিত্র হয় না। এই নদীগুলি তো হলো অনাদি। জল হলো পান করার জন্য আর কৃষি কাজ করার জন্য। জলের দ্বারা কীভাবে পবিত্র হবে? এখন হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। আমি আসি তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য। সত্যযুগ পবিত্র দুনিয়া ছিল। এ'হল পতিত দুনিয়া। যারা পবিত্র ছিল তারাই ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছে তাই পুনরায় পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে আহ্বান করে। অর্ধেক কল্প ধরে অবনমন কলায় নেমে এসেছে। ভারত সত্যযুগে খুব সুখী ছিল, পবিত্র ছিল। এখন দুঃখী হয়েছে কারণ পতিত হয়েছে, তাই আহ্বান করে - ও গড ফাদার! এবং তারপরেও বলে দেয় তাঁর নাম-রূপ নেই। তাহলে আহ্বান করে কাকে এও বুঝতে পারে না। যেমন বলে, আত্মা হল স্টারের মতো। জ্বলজ্বল করে আজব নক্ষত্র। আত্মা অতি সূক্ষ্ম বিন্দু সম। তিলকও এখানেই লাগানো হয় এবং বলে ক্রুকুটির মাঝখানে ঝিকমিক করে এক অদ্ভুত নক্ষত্র....। তো এমন ছোট্ট বিন্দুর মতো আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পাট ফিক্সড আছে। যা কখনও নষ্ট হতে পারে না। এই সম্পূর্ণ নাটকটি হল অবিনাশী। চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। এমন তো নয় সৃষ্টি এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রথমে ছিল, সে ধর্ম এখন নেই। অবশ্যই যখন থাকবে না তখনই তো আমি আসবো। আমি এসে পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। তাই চক্র আবর্তিত হয়। হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি পুনরায় রিপিট হয়। সত্য যুগে সূর্যবংশী রাজ্য ছিল। ত্রেতায় চন্দ্রবংশী এখন পুনরায় তোমরা ৮৪ জন্মের কথা জেনেছো। কীভাবে আমরা উত্তরণ কলায় যাই। বাবা সব বাচ্চাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দেন। এমন বলেন না যে, চোখ বন্ধ করে আমাদের স্মরণ করো। খাবার দাবার খাওয়ার সময়, চলতে ফিরতে আমাদের স্মরণ করতে হবে। চোখ বন্ধ করে খাবার খাবে কি? মাছি ইত্যাদি মুখে ঢুকে যাবে।

বাচ্চারা, তোমাদের আত্মা জানে যে, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন - বাচ্চারা, আমাদের স্মরণ করো, তবে

তোমরা পবিত্র হবে। মানুষ যত দিন তীর্থ যাত্রায় থাকে তত দিন মানুষ পবিত্র থাকে। ফিরে এসে পুনরায় পতিত হয়ে যায়। তোমাদের হলো রুহানী যাত্রা যা শিববাবা করান। বাবা বলেন - তোমাদেরকে অমরলোকে যেতে হবে তাই আমাকে স্মরণ করো। আত্মা পবিত্র হলেই তোমরা উড়তে পারবে। অন্তিম সময়ে যেমন মতি সেই রূপ গতি প্রাপ্ত হবে। বাবার শ্রীমতের দ্বারাই সদগতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীমৎ বলে, হে আত্মারা মামেকম স্মরণ করো তো খাদ বেরিয়ে যাবে আর তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে, পরে জীবন মুক্তিতে আসবে। এই চক্রের বিষয়টি বুঝলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। সত্যযুগ ত্রেতায় তোমরা পবিত্র ছিলে তাই বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন তাইনা যে, কে তোমাদেরকে পতিত বানিয়েছে? এই কথাও এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে যখন থেকে রাবণের রাজত্ব শুরু হয় তখন থেকে পতিত হওয়া আরম্ভ হয়। অর্ধেক কল্প পরে পুরানো দুনিয়া হয়ে যায়। পরে সুখ তো তোমাদের নতুন দুনিয়ায় প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সেসব আমি এসে প্রদান করি। আমি তোমাদের পবিত্র করি, রাবণ তোমাদের পতিত বানায়। আমি উত্তরাধিকার প্রদান করি, রাবণ অভিশপ্ত করে। এ হল খেলা। রাবণ হল তোমাদের বড় শত্রু। তার এফিজি বানিয়ে জ্বালানো হয়। কখনও দেখেছো যে শিবের ছবিতে কেউ আগুন দিচ্ছে? না। শিব তো হলেন নিরাকার। রাম হলেন সুখ প্রদানকারী তাহলে তাঁকে কীভাবে দহন করবে। দুঃখ দেয় রাবণ, তারা বলে অনাদি কাল থেকে দহন করা হচ্ছে। তাহলে কি শুরু থেকেই রাবণ রাজ্য ছিল? রামরাজ্য হয়নি? এই সব বোঝাতে হয়। রাবণের রাজ্য কবে শুরু হয়েছে, সে কথা কেউ জানেনা। অর্ধেক কল্প থেকে শুরু হয়। তোমরা সব দ্রোপদীরা আহবান করো যে- বাবা আমাদেরকে রক্ষা করো। আরে তোমরা বলো আমরা পতিত হতে চাই না। সাহস চাই, নষ্টমোহ হতে হবে। আমি শরণ বা আশ্রয় দেব যখন তোমরা নষ্ট মোহ হবে। আমার তো একমাত্র শিববাবা দ্বিতীয় নয় কেউ। স্বামী, সন্তান সকলেই স্মরণে আসবে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। গৃহস্থ থেকে বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) শ্রীমৎ অনুসারে সবাইকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিতে হবে। পতিত-পাবন পিতার পরিচয় দেওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে।

২) বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য বা বাবার শরণে আসার জন্য সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট মোহ হতে হবে। চোখ খুলে বাবাকে স্মরণ করার প্র্যাক্টিস করতে হবে।

\*বরদান:-\* সর্ব শক্তি গুলিকে সময় মতো অর্ডার অনুসারে কাজে লাগাতে সমর্থ মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব মাস্টার এর অর্থ হল প্রত্যেকটি শক্তিকে যে মুহূর্তে আহবান করবে সেই শক্তি যেন প্রাক্টিক্যাল স্বরূপে অনুভব হবে। যে সময়ে, যে শক্তির প্রয়োজন, সেই সময় সেই শক্তি যেন সহযোগী হয়। শক্তিকে অর্ডার করা মাত্রই যেন হাজির হয়। এমনও নয় অর্ডার করলে সহ্য শক্তিকে আর এসে পড়লো সম্মুখীন হওয়ার শক্তি, তো তাকে মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা হবে না। যেমন শরীরের শক্তি গুলি অর্ডার অনুসারে থাকে তেমনই সূক্ষ্ম শক্তি গুলিও যেন অর্ডার অনুসারে কাজ করে, এক সেকেন্ডেরও তফাৎ যেন না ঘটে।

\*স্লোগান:-\* প্রসন্নতার আধার হলো সন্তুষ্টতার শক্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এটা যেন স্মৃতিতে থাকে যে এটা হল আমাদের অন্তিম ৮৪ তম জন্ম, এখন আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপর নিজের রাজ্যে আসতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - বাবা হলেন খাঁটি সওদাগর, কীভাবে?

\*উত্তরঃ - যারা এখন ধনবান, যাদের টাকা-পয়সার নেশা আছে, বাবা বলেন যে, তোমরা এখানের নিজের রাজস্ব সামলাও। তাদেরটা বাবা স্বীকার করেন না। গরিবদেরই বাবা উচ্চ থেকে উচ্চ বানান। গরিবদেরই পাই-পয়সা সফল করে তাদেরকে ধনবান বানিয়ে দেন। সেইজন্য বাবাকে খাঁটি সওদাগর বলা হয়।

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের মধ্যে কোন্ আলস্য একদমই থাকা উচিত নয়?

\*উত্তরঃ - অনেক বাচ্চাদের মুরলী শুনতে এবং পড়তে আলস্য আসে। মুরলী মিস করে দেয়। বাবা বলেন যে বাচ্চারা এতে অলসতা এনো না। তোমাদের একটিও মুরলী মিস করা উচিত নয়।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদেরকে অসীম জগতের পিতা বলেন যে আর যে সকল গুরু গোঁসাই ইত্যাদিরা আছে তারা নিজের ফলোয়ারদেরকে (অনুসরণকারী) বাচ্চা কখনোই বলবে না। আজকাল তো ভালো-ভালো যুবা বিদ্বানও ভাষণ করে, এমনকি প্রবীণ মাতা বা কোনো বয়োজ্যেষ্ঠও ভাষণ করে, তবুও তাদেরও সাহসেই আসবে না যে তারা বলবে হে বাচ্চারা! এই সম্বোধন তারা তাদের বাড়ির বাচ্চাদেরকেই করতে পারে। বাচ্চা শব্দটি হল ফ্যামিলির। বাবা এটি বলতে পারেন। জাগতিক সন্ধ্যাসীরা তো ফ্যামিলির নয়। ওরা তো হল নিবৃত্তি মার্গের। তাই গৃহস্থ ব্যবহারের খেয়াল বুদ্ধিতে আসে না। ইনি হলেন মাতা-পিতা তাহলে অবশ্যই বাচ্চা - বাচ্চাই বলবেন। তোমরাও জানো যে অসীম জগতের বাবা আমাদের অর্থাৎ এই বাচ্চাদেরকে বসে বোঝান। জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা তোমাদের ঘর কোনটা? (পরমধাম)। পরমধাম বললে কেউই বুঝবে না। বলা উচিত শান্তিধাম, নির্বাণধাম। তোমাদেরকে স্মরণ করতে হবে নিজের ঘরকে। তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন, আমাদেরকে শৃঙ্গার করিয়ে ঘরে নিয়ে যাবেন। তারপর আমরা সুখধামে আসবো। এখন তো এটা হল দুঃখধাম। এর থেকে তোমাদের সন্ধ্যাস নিতে হবে। এই অসীম জগতের সন্ধ্যাস পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতিত কেউই শেখাতে পারেন না। ওরা তো সীমিত জগতের অর্থাৎ ঘর গৃহস্থের সন্ধ্যাস করে থাকে। ইনি হলেন মাতা-পিতা তাই না। মাতা-পিতা ঘর গৃহস্থ কিভাবে পরিত্যাগ করাবেন? ওদের তো ধর্মই হল নিবৃত্তি মার্গের। যে'রকম অন্য অন্য ধর্ম আছে, আর্য সমাজী, রাধা স্বামী..... এখন প্রশ্ন হলো রাধার স্বামী কে? এটা তো কেউই জানে না। বাস্তবে রাধা কৃষ্ণ তো হলেন প্রিন্স প্রিন্সেস। পারস্পরিক সম্বন্ধে উভয়ই হল সখা আর সখী। তাকে রাধার স্বামী বলা যাবে না। যখন রাধার স্বামী হন তখন নাম পরিবর্তিত হয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম হয়ে যায়। শ্রী নারায়ণ হলেন স্বামী। হ্যাঁ, যতক্ষণ বিবাহ না হয় ততক্ষণ স্বামী বলা যায় না। এটি হল বোঝার বিষয়।

বাবা বাচ্চাদের থেকে জিজ্ঞাসা করেন নিজের শান্তিধাম, সুখধাম স্মরণে আছে? এই রাবণপুরী হল দুঃখধাম। পুরী হল বসবাসের স্থান। রাবণপুরীতে রাম সীতা নেই। যদিও তোমরা সকলেই হলে সীতা আর বাবা বলেন - আমি হলাম রাম। আমাকে সীতারো তোমাদেরকে রাবণের জেল থেকে ছাড়াতে হবে। যেখানে সমগ্র দুনিয়া হল সমুদ্রের মাঝখানে, সেখানে হলো রাবণের রাজ্য। রামরাজ্য তো সত্যযুগে ছিল, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। ভারতেই তাদের রাজত্ব ছিল। কিন্তু সেই সময় আর কোনো খণ্ড না থাকার কারণে বলা হয় যে, এনারা বিশ্বের মালিক ছিলেন। তারা ছিলেন ভারতের মালিক, আর কোনো খণ্ডের নাম বা চিহ্নটুকুও থাকে না। তাহলে হল না সমগ্র দুনিয়ার মালিক! আর সেখানে তোমাদের রাজ্যে মিষ্টি জলধারা প্রবাহিত হয়। তাই এটা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে সর্বদাই থাকা উচিত যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন সকলকে ফিরে যেতে হবে। আমরা ৮৪'র চক্র পরিক্রমা করি। মানুষের বুদ্ধিতে কিছুই আসে না। শুধু-শুধুই শোনা শোনা কথা বলে দেয়। তোমরা জানো যে - আমরা ৮৪'র চক্র আবর্তন করে এসেছি। এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আবারও নতুনভাবে চক্র শুরু হবে। পুরাতন দুনিয়া কলিযুগ থেকে নতুনভাবে শুরু হতে পারে না। কিন্তু নতুন চক্র সত্যযুগ থেকে শুরু হবে। এই সকল কথা বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝানো হয়, কিন্তু কতো কথা বাচ্চারা ভুলে যায়। ধারণা না হওয়ার কারণে সেই খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হতে পারে না। আমাদের এটা ৮৪ তম অন্তিম জন্ম। তারপর আমরা নিজের ঘরে ফিরে যাবো। যতক্ষণ না পর্যন্ত পবিত্র হবে ততক্ষণ কেউ ফিরে যেতে পারবে না। জন্ম নিতেই হবে। তোমরা যারা প্রথমে ছিলে তারা এখন পিছনে চলে গেছো। সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের আত্মারা এখন অন্তিমে ভিন্ন নাম, রূপ,

দেশ, কালে আছে। গুরু নানক যিনি শিখ ধর্ম স্থাপন করেছেন, ওনার আত্মা কোথায় আছে? এখানেই ভিন্ন নাম রূপে আছে। সকলকে সম্পূর্ণ পার্ট প্লে করতেই হবে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো - নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। পরবর্তীকালে সকলকে হিসাব-নিকেশ সমাপ্ত করে তারপর যেতে হবে। গুরু নানকের আত্মা আবারও নিজের সময় আসবেন। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপরে তিনি আসতে পারবেন না। উনি আসেন কলিযুগে। নিজের সময়ে এসে ধর্ম স্থাপন করবেন। ক্রমিকানুসারে অবতারেরা আসতে থাকে, যারা এসে নিজের ধর্ম স্থাপন করতে থাকে। প্রথম নম্বর অবতার হলো ভগবানের। এখন নিরাকার কিভাবে অবতার নেবেন? বলেন যে আমি এই বস্ত্রের আধার নিয়েছি। ইনি নিজের জন্মকে জানেন না। শরীর তো হল এনার তাই না। গায়নেও বলা হয় - এসেছেন তিনি পরের দেশে। আর সকলে নিজের দেশে নিজের শরীরে আসে। হ্যাঁ, ধর্মস্থাপকরা অন্যের শরীরে আসতে পারে, তারপর তাদের নাম খ্যাত হয়। পবিত্র আত্মা এসে প্রবেশ করবে। যে প্রথম আত্মা, সে ধর্ম স্থাপন করবে না, যে আত্মা প্রবেশ করবে সে-ই স্থাপনা করবে। অত্যাচার, কষ্ট ইত্যাদি প্রথম আত্মাই সহ্য করবে। যেমন ক্রাইস্টের আত্মা এসেছিল সে তো সত্যোপস্থান ছিল, তাকে কোনো কিছুই সহ্য করতে হয় না। তাকে তো প্রথমে সতঃ-তেই আসতে হবে। তাই যে প্রথম আত্মা, সে-ই সহ্য করে থাকে। দুঃখ তো আত্মারই হয় তাই না, যখন শরীরের সাথে থাকে। ধর্মরাজও শরীর ধারণ করিয়ে শাস্তি দেবে। আত্মা অনুভব করবে যে আমি শাস্তি ভোগ করছি। সেজন্যই বলা হয় পাপাত্মা, পুণ্য আত্মা। পাপ শরীর, পুণ্য শরীর বলা হয় না। সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয় আত্মা হল নির্লেপ, শরীরে পাপ লাগে। অনেক প্রকারের গুরু রয়েছে। বাবা তো অনেক গুরুর অনুভব রয়েছে। বাবা প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতেন - কেন সন্ন্যাস নিয়েছেন? ঘর গৃহস্থ কিভাবে পরিত্যাগ করেছেন? বলতো না তারা। তাই আমি বলতাম তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমি করতে পারব কি পারবো না? এরূপ-এরূপ কথা বড়ই বুদ্ধিমত্তার সাথে বলতেন। এখন বোঝেন যে এই যে সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড় আছে সেটির এখন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে গেছে। এখন আবার নতুনভাবে প্রারম্ভ হবে। প্রলয় তো হয় না। শাস্ত্রে মহাপ্রলয় দেখানো হয়েছে। সেটা তো হয় না। বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সাগরে অস্থস্থ পাতায় করে এসেছে। এই সব কিছুই হল গল্প কাহিনী।

বাবা বলেন - আমি তো আসি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। সর্বদা প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ, পালনা..... এ'রকম বলা উচিত। এ'রকম নয় প্রথমে স্থাপনা, পালনা তারপর বিনাশ বলবে। তাই কোনো সেন্সিবেল বাচ্চা শুনলে বলবে যে এ তো তোতা পাখির মতো পড়ছে। স্থাপনা, পালনা তারপর বিনাশ কিভাবে হবে! সেইজন্য নিয়মানুসারে সঠিক শব্দ বলতে হবে। স্থাপনা, বিনাশ, পালনা। এখন উচ্চ থেকে উচ্চ বাবার থেকে তোমরা শ্রীমত প্রাপ্ত করো। প্রদান করেন ব্রহ্মার তন দ্বারা, এই বাবার শরীর নির্ধারিত করা আছে। যারা সেন্সিবেল বাচ্চা হবে তাদের কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হলে শ্রীমতের আধারেই নেবে। শ্রীমত অনুসরণ করলে কখনো প্রতারণিত হবে না। শিববাবারই শ্রীমত হয়। বাবা দূরে কি খোড়াই আছেন। বাবা দেখতে থাকেন বাচ্চার ভুল পথে চলছে না সঠিক পথে চলছে। প্রত্যেককেই সার্জনের থেকে পরামর্শ প্রাপ্ত হতে পারে। ইনি হলেন সবথেকে বড় সার্জেন। কোনো কথায় কষ্ট অনুভব করলে বাবা তো বসে আছেন। শ্রীমতের আধারে চলতে থাকো। মনে করো কোনো গরীব বাচ্চা আছে, তার ধারণা ভালো, সার্ভিসেবল, কিন্তু গরীব সেইজন্য এসে সাফা করতে পারছে না। এরাও টিকিট প্রাপ্ত করতে পারবে। বাবা তো হলেন গরীবের ভগবান তাই না। এইরকমই তো বাবার বাচ্চা দরকার যারা গরীবের থেকেও গরীব হবে আর পড়াশোনা করে উচ্চ থেকে উচ্চ স্থান প্রাপ্ত করবে। আজকাল তো সকলেই হল গরীব। ১০-২০ লাখ তো কিছুই নয়। ১০-২০ কোটি থাকলে তাদের ধনবান বলা যায়। বাবা বুঝিয়েছেন - পদ্মপতি এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। তারা অর্পণ হতে পারবে না। আর না বাবা তাদের অ্যালাউ করবেন। গরীবের পাই-পয়সা সফল হয়। এঁনার কি প্রয়োজন আছে, ইনিও হলেন খাঁটি সওদাগর, সেইজন্য ধনবানরা আসেই না। বাবা বলেন তোমরা নিজের রাজস্ব সামলাও।

এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে - বাবা এসে সকল বেদ, শাস্ত্রের সার বোঝান। এটাও বাবা বোঝান যে - বিষ্ণুর ব্রহ্মা হতে ৫ হাজার বছর আগে আর ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে এক সেকেন্ড.... আর কেউ এ কথা বুঝতে পারবে না। বাবা কতো ভালোভাবে হিসাব বোঝান। বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে ৮৪ জন্ম পরে এখন ব্রহ্মার জন্ম হয়। এখনকার ব্রহ্মা, সরস্বতী পরবর্তীকালে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যায়। সূর্যবংশী হবে তারপর চন্দ্রবংশী হবে। এই সমগ্র চক্র বুদ্ধিতে আছে। ব্রহ্মাই বিষ্ণু, বিষ্ণুই ব্রহ্মা এই টপিকটি হল খুবই ভালো। সমগ্র চক্রের রহস্য এতেই এসে যায়। এইসব কথা সেন্সিবেল বাচ্চারা ভালোভাবে ধারণ করতে পারবে আর পয়েন্ট লেখার সময় কারেন্টও লিখতে থাকে। ভাষণ যখন করে, কারোর কারোর স্মরণে থাকে না তাই কাগজ সামনে রেখে দেয়। বাচ্চারা তোমাদের মুখে মুখে বোঝাতে হবে। ব্যারিস্টাররা অনেক অভ্যাস করে। তারপর অন্য উকিল উক্তি করলে তখন বই খুলে দেখবে। তারপর বলবে জজ সাহেব দেখুন অমুক ল(Law) বইয়ে এটা আছে। তারপর উনি বলবেন অমুক বইয়ে এটা আছে। ওদের কাছে অনেক পয়েন্টস্ থাকে।

ইঞ্জিনিয়ারদেরও বুদ্ধি চলতে থাকে। আমাদেরও এইরূপ প্ল্যান বানাতে হবে। তোমাদেরকেও বুদ্ধি চালাতে হবে। টপিকের লিস্ট বানানো উচিত। এর উপরে এই-এই পয়েন্টস্ বোঝাবো। তারপর সমগ্র নলেজ বুদ্ধিতে এসে যাবে, তারপর অ্যাকিউরেট ভাষণ করবে। হঠাৎ ভাষণ করলে গড়বড় হয়ে যাবে। এটাও হলো সকলের ক্রমিকানুসার প্র্যাক্টিস। তাই তো যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তাদেরকে আহ্বান করা হয়, এসে ভাষণ করো। মনে করে ইনি হলেন বড় দিদি। ভাইদের মধ্যে জগদীশ হল বুদ্ধিমান। তাই বলবে ইনি হলেন বড় ভাই, সেইজন্য ওনার রিগার্ড সম্পূর্ণভাবে রাখা উচিত। তারপর বড়'র কাজ হল ছোটদের শেখানো। স্কুলেও ম্যানার্সও শেখানো হয়। এখানেও ম্যানার্স ভালো হওয়া দরকার। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। মুড়ি হলে চলবে না। কখনো মিষ্টি, কখনো অন্যরকম হলে তারা কখনোই সার্ভিস করতে পারবে না। অনেক মিষ্টি হতে হবে। অনেক ভালোবাসার সাথে কাউকে বোঝালে তখন ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। সকলকে রাজি করতে হবে। তোমরা এটা তো জানো যে বাবা এসে সকল মানুষকে খুশী করে থাকেন। তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা, সকলকে সুখ শান্তি প্রদানকারী। তিনি হলেন প্রেমের সাগর, সুখের সাগর। তিনি হলেন তোমাদের বাবা, তাই বাবার মতন মিষ্টি হতে হবে। তোমরা প্রতি কল্পে বাবাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে থাকো। শিব শক্তি পান্ডব সেনা তোমরা স্বর্গের স্থাপনা করো। সময় লাগে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আসুরী গুণ পরিবর্তন হয়ে দৈবীগুণে পরিণত হয়ে যায়। আত্মায় যে জং লেগে আছে তা কিভাবে নির্গত হবে? যোগবলের দ্বারা। যত বাবার স্মরণ থাকবে ততই জং দূরীভূত হবে। বাচ্চাদের মুরলী একদিনও মিস করা উচিত নয়। অনেক অলস বাচ্চারাও রয়েছে, তারা মুরলী পড়ে না। মুরলীতে অনেক ভালো-ভালো পয়েন্টস্ থাকে। তাই কখনোই মুরলী মিস করা উচিত নয়। কিন্তু বাবা জানেন যে ভালো-ভালো বি.কে.ও মুরলীকে গুরুত্ব দেয় না। মনে করে আমরা খুবই বুদ্ধিমান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) সকলকে খুশী করতে হবে। মুড়ি স্বভাবের হলে চলবে না। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। ভালো ম্যানার্স শিখতে আর শেখাতে হবে।

২) প্রতিটি পদক্ষেপে সুপ্রীম সার্জনের থেকে পরামর্শ নিতে হবে। শ্রীমতের আধারে চলতে হবে। সেন্সিবেল হয়ে প্রতিটি পয়েন্ট নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে থেকে ড্রামার প্রত্যেকটি সময়ের পার্ট দেখে যারা মাস্টার নলেজফুল ভব ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত থেকে দেখো যে আমি কি ছিলাম, এখন কি হয়েছি আর আগামীতে কি হবো... এই ড্রামাতে আমার বিশেষ পার্ট নিহিত আছে। এতটাই যেন স্পষ্ট অনুভব থাকে যেন কাল আমরা দেবতা ছিলাম আবারও আগামীতেও হতে চলেছি। আমাদের তিন কালের নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন কোনো দেশে যখন টপ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে সমগ্র শহরকে দেখে তখন কত মজা হয়, এই রকমই সঙ্গমযুগ হলো টপ-পয়েন্ট, এর উপরে দাঁড়িয়ে নলেজফুল হয়ে প্রতিটি পার্টকে দেখো তবে খুব মজার অনুভব হবে।

\*স্লোগানঃ:-\* যে সর্বদা যোগযুক্ত থাকে, সকলের সহযোগ তার স্বতঃই প্রাপ্ত হতে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

## "হাইয়েস্ট এবং হোলিয়েস্ট আত্মার লক্ষণ"

আজ বাপদাদা নিজের সকল হাইয়েস্ট এবং হোলিয়েস্ট বাচ্চাকে দেখছেন। সব বাচ্চা এই অসীম ড্রামার ভিতরে অথবা সৃষ্টি-চক্রের ভিতরে সর্বাপেক্ষা হাইয়েস্টও এবং সর্বাধিক হোলিয়েস্টও। আদি থেকে এখন সঙ্গমের সময় পর্যন্ত দেখ, তোমরা সব আত্মার থেকে কেউ হাইয়েস্ট শ্রেষ্ঠ হয়েছে? তোমরা যত শ্রেষ্ঠ স্থিতি, শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করো এত আর কোনো আত্মা, তারা ধর্মপিতা হোক কিংবা মহান আত্মা, এত শ্রেষ্ঠ কেউ থাকেনি কেননা, সর্বোচ্চ ভগবান দ্বারা ডায়রেক্ট পরিপালন, পঠন-পাঠন এবং শ্রেষ্ঠ জীবনের শ্রীমং নেওয়া আত্মা তোমরা। নিজেকে জানো তো না? নিজের অনাদিকালকে দেখ, অনাদিকালেও পরমধামে বাবার সমীপ থাকো। নিজের স্থান স্মরণে আছে তো না? সুতরাং অনাদিকালেও তোমরা হাইয়েস্ট, সমীপ, সাথে থাকো আর সৃষ্টিচক্রের আদিকাল সত্যযুগেও দেব-পদ প্রাপ্তকারী আত্মা। দেব আত্মাদের সময় 'আদিকাল'ও সর্বশ্রেষ্ঠ আর সাকার মনুষ্য-জীবন সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ হয়। সৃষ্টিচক্রের ভিতরে এই দেব পদ অর্থাৎ দেবতা জীবনই এমন জীবন যেখানে তন, মন, ধন, জন চার

প্রকারেরই সর্বপ্রাপ্তি প্রাপ্ত হয়। নিজের দৈবী জীবন স্মরণে আছে নাকি ভুলে গেছ? অনাদিকালও স্মরণে এসে গেছে, আদিকালও স্মরণে এসে গেছে! ভালোভাবে স্মরণ করো। সুতরাং উভয় সময়তে হাইয়েস্ট তোমরা, তাই তো না!

তার পরে মধ্য কালে আসো। তখন দ্বাপরে আত্মাদের জড় চিত্র তৈরি হয় অর্থাৎ পূজ্য আত্মা হও তোমরা। পূজ্যতেও দেখ, সবচাইতে বিধিপূর্বক পূজা হয় তোমরা সব দেব-আত্মার। তোমাদের সবার মন্দির তৈরি হয়েছে। ডবল বিদেশিদের মন্দির তৈরি হয়েছে? নাকি শুধু ভারতবাসীদেরই তৈরি হয়? তৈরি হয়েছে, তাই না! যেভাবে দেব আত্মাদের পূজা হয় সেভাবে আর কোনো আত্মাদের পূজা হয় না। তারা মহাত্মা প্রমুখ এঁদের মন্দিরে বসিয়েও দেয়, কিন্তু এমন ভাবনা আর বিধিপূর্বক যেমন সব কর্মের পূজা হয় তেমনভাবে পূজা হয় না। তাইতো মধ্যকালেও পূজ্য রূপে তোমরা শ্রেষ্ঠ, হাইয়েস্ট। এখন অস্ত্রে আসো, সঙ্গমযুগেও এখন সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ আত্মা 'ব্রাহ্মণ সেই ফরিস্তা' আত্মা তৈরি হও। সুতরাং অনাদি, আদি, মধ্য আর অন্ত হাইয়েস্ট হয়ে গেছ, তাই না। আছে এত নেশা? রুহানী নেশা আছে তো না! অভিমান নয় বরং স্বমান থাকে, স্বমানের নেশা আছে। স্ব অর্থাৎ আত্মার, শ্রেষ্ঠ আত্মার রুহানী নেশা থাকে। সুতরাং সমগ্র চক্রে তোমরা হাইয়েস্টও আর সেইসঙ্গে হোলিয়েস্টও। হতে পারে অন্য আত্মারাও হোলি অর্থাৎ পবিত্র হয় কিন্তু বর্তমান সময়ে তোমাদের পবিত্রতা তারপর আবার দেবতা জীবনের পবিত্রতা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ আর অনুপম। এই সময়ও সম্পূর্ণ পবিত্র, অর্থাৎ হোলি হও।

সম্পূর্ণ পবিত্রতার পরিভাষা অনেক শ্রেষ্ঠ আর সহজও। সম্পূর্ণ পবিত্রতার অর্থই হলো স্বপ্নমাত্রও অপবিত্রতা মন আর বুদ্ধিকে টাচ্ করতে পারে না। তাকেই বলা হয়ে থাকে প্রকৃত বৈষ্ণব। হতে পারে এখন তোমরা নম্বরানুক্রমিক পুরুষার্থী কিন্তু পুরুষার্থের লক্ষ্য সম্পূর্ণ পবিত্রতা থাকা আর তোমরা সহজে পবিত্রতা ধারণকারী আত্মা। সহজ কেন? কারণ সাহস বাচ্চাদের আর সহায়তা সর্বশক্তিমান বাবার, সেইজন্য কঠিন বা অসম্ভবও সম্ভব হয়ে গেছে, এবং হচ্ছে নম্বর ক্রমানুসারে। তো হোলি অর্থাৎ পবিত্রতারও শ্রেষ্ঠ স্থিতির অনুভব হয় তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার। সহজ লাগে নাকি কঠিন মনে হয়? সম্পূর্ণ পবিত্রতা কঠিন নাকি সহজ? কখনো কঠিন, কখনো সহজ? সম্পূর্ণ হতেই হবে এই লক্ষ্য আছে তো না। লক্ষ্য হাইয়েস্ট তো, তাই না। নাকি লক্ষ্যই শিথিল, ভাবছ যে, কোনও ব্যাপার না, সবকিছু ঠিক আছে? না। এটা ভাবো না তো অল্প-বিস্তর সেতো হয়ই? এমন তো ভাবো না "একটু তো হয়ই, যেমন পারো চালিয়ে নাও, খোড়াই কেউ জানতে পারবে, 'মনের ভাবনা' (মন্সা) তো কেউ দেখতে পায় না, কর্মে তো আসে না?" কিন্তু মন্সার ভাইব্রেশন লুকিয়ে থাকতে পারে না। যারা চালিয়ে নেয় তাদেরকে বাপদাদা খুব ভালোভাবে জানেন। সেভাবে 'নাম প্রকাশ' (আউট) করেন না, নয়তো তিনি 'নাম প্রকাশ' করতেই পারেন। কিন্তু এখন করেন না। যারা চালিয়ে নেয় তারা নিজেরাই চলতে-চলতে, চালিয়ে নিতে নিতে ত্রেতা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যতই হোক, সবার লক্ষ্য সম্পূর্ণ পবিত্রতারই।

সমগ্র চক্রে শুধু দেব আত্মাদের দেখ যাদের শরীরও পবিত্র আর আত্মাও পবিত্র। আর যারাই এসেছে আত্মা পবিত্র হলেও কিন্তু শরীর পবিত্র হবে না। তোমরা আত্মারা ব্রাহ্মণ জীবনে এমন পবিত্র হও যে শরীরও, প্রকৃতিও পবিত্র বানিয়ে দাও, সেইজন্য শরীরও পবিত্র আত্মাও পবিত্র হয়। কিন্তু তারা কোন আত্মা যারা 'শরীর' এবং 'আত্মা' উভয়তঃ পবিত্র হয়?

তাদের দেখেছ? কোথায় সে'সব আত্মা? তোমরাই সেই আত্মা! তোমরা সবাই তাদের মধ্যে আছ নাকি অল্প কিছু আছ?

তোমরা নিশ্চিত তো না যে আমরাই ছিলাম, আমরাই তৈরি হচ্ছি। সুতরাং হাইয়েস্টও তোমরা আর হোলিয়েস্টও তোমরা। উভয়তঃই তোমরা তো না? কীভাবে হয়েছে? অনেক অলৌকিক রহনী হোলি উদযাপন করায় তোমরা হোলি হয়েছে। কোন্ হোলি খেলেছ তোমরা যার দ্বারা হোলিয়েস্টও হয়েছে আর হাইয়েস্টও হয়েছে?

সবচাইতে ভালোর থেকেও ভালো শ্রেষ্ঠ রঙ কী? সর্বাপেক্ষা অবিনাশী রঙ হলো বাবার সঙ্গের রঙ। সঙ্গ যেমন হয় তেমনই রঙ লাগে। তোমাদের কা'র রঙ লেগেছে? বাবার তো না! সুতরাং বাবার সঙ্গের রঙ যত পাকাভাবে লাগে ততই তোমরা হোলি হও, সম্পূর্ণ পবিত্র হও। সঙ্গের রঙ সহজ, তাই না! সঙ্গে থাকো, রঙ আপনা থেকেই লেগে যাবে, পরিশ্রম করারও আবশ্যিকতা নেই। সঙ্গে কীভাবে থাকতে হয় জানো তোমরা? ডবল বিদেশিরা একলা থাকা পছন্দ করে নাকি একাকীত্ব ভাবের অনুভব তাড়াতাড়ি আসে? কখনো কখনো কমপ্লেন আসে তো না কি আমি নিজেকে একাকী অনুভব করছি! কেন একলা থাকো? কেন একাকীত্ব অনুভব করো? অভ্যাসের কারণে? ব্রাহ্মণ আত্মারা এক সেকেন্ডও একলা হতে পারে না। হতে পারে? (না) হওয়া তো উচিত নয়, কিন্তু হয়ে যাও। বাপদাদা স্বয়ং নিজের সাথী বানিয়েছেন, তাহলে একলা কীভাবে হতে পারো! কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে, বাবাকে 'কম্প্যানিয়ন' (সাথী) তো বানিয়েছি কিন্তু সদা কম্প্যানী (সাথ) থাকে না। কেন? কম্প্যানিয়ন বানিয়েছ, সে' তো ঠিক আছে। যদি তোমাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের কম্প্যানিয়ন কে? তাহলে বাবাই বলবে তো না!

বাপদাদা দেখেছিলেন, যখন কম্প্যানিয়ন বানিয়েও কাজ হয় না, তখন কখনো কখনো আবার একাকী হয়ে যাও। এখন তাহলে কোন যুক্তি তোমাদের নেওয়া উচিত? কম্প্যানিয়ন বানিয়েছ কিন্তু কস্মাইন্ড হওনি। কস্মাইন্ড-স্বরূপ কখনো আলাদা হয় না। কখনো কখনো কম্প্যানিয়নের সাথে ফ্রেন্ডলি কোয়ারলও (ঝগড়া) হয়ে যায়, তখন আলাদা হয়ে যায়। কখনো কখনো কোনো বিষয় এমন হয়ে যায় তো না, তখন বাবার থেকে সরে গিয়ে একা হয়ে যাও। সুতরাং কম্প্যানিয়ন বানিয়েছ তো কস্মাইন্ড রূপে অনুভব করো। আলাদাই হতে পারবে না, কারও শক্তি নেই যে আমি-কস্মাইন্ড রূপকে আলাদা করতে পারে, এমন অনুভব বারবার স্মৃতিতে আনতে আনতে স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাও। বারবার চেক করো যে, আমি কস্মাইন্ড আছি, নিজেকে সরিয়ে দিইনি তো? তোমরা যত কস্মাইন্ড রূপের অনুভব বাড়িয়ে যাবে ততই ব্রাহ্মণ জীবন খুব প্রিয়, মনোরঞ্জক জীবন হিসেবে অনুভব হবে। তো এমন হোলি উদযাপন করতে এসেছ তো না। নাকি শুধু রঙের হোলি উদযাপন করে বলবে হোলি হয়ে গেছে! সদাসর্বদা স্মরণে রাখো সঙ্গের রঙের হোলি দ্বারা সহজে হোলিয়েস্ট এবং হাইয়েস্ট হতে হবে। কঠিন নয় সহজ। পরমাত্মা-সঙ্গ কখনো কঠিন অনুভব করায় না। বাচ্চাদের পরিশ্রম কিংবা কঠিন অনুভব হওয়া বাপদাদারও ভালো লাগে না। মাস্টার সর্বশক্তিমান বা সর্বশক্তিমানের কস্মাইন্ড-রূপ, তাহলে কঠিন কীভাবে হতে পারে! অবশ্যই কোনো অসতর্কতা অথবা আলস্য কিংবা পাস্ট লাইফের পুরানো সংস্কার ইমার্জ হয়, তখন কঠিন অনুভব হয়। যখন মরজীবা (জীবনে থেকে মরে যাওয়া) হয়ে গেছে তখন পুরানো সংস্কারেরও মৃত্যু হয়ে গেছে, পুরানো সংস্কার ইমার্জ হতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাও - এগুলো পুরানো জন্মের, ব্রাহ্মণ জন্মের নয়। যখন পুরানো জন্ম সমাপ্ত হয়েছে, নতুন জন্ম ধারণ করেছে তখন তো নতুন জন্ম, নতুন সংস্কার।

যদি মায়া পুরানো সংস্কার ইমার্জ করিয়েও থাকে, তাহলে ভাবো যদি কেউ এসে অন্যের জিনিস তোমাকে দিয়ে দেয় তো তুমি কী করবে? রেখে দেবে? তোমার ব'লে স্বীকার করবে? ভাববে তো না, যে এ' জিনিস আমার নয়, এটা অন্যের জিনিস আমি কীভাবে নিতে পারি? যদি পুরানো জন্মের সংস্কার ইমার্জ করার রূপে মায়া আসেও তবে তোমার জিনিস তো আসেনি। ভাবো এটা আমার জিনিস নয়, এটা অন্যের জিনিস। অন্যের জিনিসকে সঞ্চলিতও তোমরা নিজের ব'লে মানতে পারো না। মানতে পারো? ভাবো অন্যের জিনিস অবশ্যই ধোঁকা দেবে, দুঃখ দেবে। ভেবে তৎক্ষণাৎ (সেই সেকেন্ডে) অন্যের জিনিস পরিত্যাগ করো, ফেলে দাও অর্থাৎ বুদ্ধি থেকে বের করে দাও। অন্যের জিনিস নিজের বুদ্ধিতে রেখে দিও না। নয়তো হয়রান করতে থাকবে। সদা এটা ভাবো যে ব্রাহ্মণ জীবনে বাবা কী কী দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থাৎ আমার আপন স্বভাব, সংস্কার, বৃত্তি, দৃষ্টি, স্মৃতি কী? এগুলো নিজের, সেগুলো পরের। পরের দ্রব্য ভালো লাগে নাকি নিজের দ্রব্য ভালো লাগে? ওগুলো রাবণের সামগ্রী আর এ' হলো বাবার সামগ্রী, কোনটা ভালো লাগে? কখনও ভুলেও সঞ্চলিতও এনো না, "কী করবো, আমার স্বভাব এরকম, আমার সংস্কার এমন! কী করবো, সংস্কার মুছে ফেলা খুব কঠিন।" সেগুলো তোমারই নয়। 'আমার' কেন বলো? 'আমার' তো নয়ই। রাবণের সামগ্রীকে বলো 'আমার'! 'আমার' বানিয়ে নাও তো না! তবেই তো সেই সংস্কারও মনে করে যে এ' তো নিজের বানিয়ে নিয়েছে, সুতরাং এখন খুব ভালো করে আতিথেয়তা করো। নিজের সংস্কার, নিজের স্বভাব ইমার্জ করো তবে তা' আপনা থেকেই মর্জ (দুর্বল) হয়ে যাবে। বুঝেছ,

কী করতে হবে?

তো এমনই হোলি উদযাপন করতে এসেছ তো না। তারা একদিনের জন্য বলবে হোলি; পরের দিন বলবে হোলি হয়ে গেছে। আর তোমরা কী বলবে? তোমরা বলবে আমরা সদাই সঙ্গের রঙের হোলি উদযাপন করছি এবং হোলি হয়ে গেছি। হোলি উদযাপন করতে করতে হোলি হয়ে গেছে। হোলি উদযাপন করেছ তোমরা নাকি উদযাপন করতে হবে? যখন থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ তখন থেকে হোলি উদযাপন করছ, কেননা সঙ্গমযুগের সময়ই সদা উৎসবের সময়। দুনিয়ার লোকে তো এক্সট্রা খরচ করে আনন্দ উদযাপন করে। কিন্তু তোমরা সদাই প্রতি সেকেন্ডে আনন্দ উদযাপন করে থাকো, প্রতি সেকেন্ডে নাচতে-গাইতে থাকো। সদা খুশিতে নাচো নাকি যখন কালচারাল প্রোগ্রাম হয় তখন নাচো? সদা নাচতে থাকো তো না। সদা বাবার মহিমা আর নিজের সমস্ত প্রাপ্তির গীত গাইতে থাকো। কীভাবে গীত গাইতে হয় সবাই জানো তো না। সবাই গাইতে পারো, সবাই নাচতে পারো। সদা নাচ-গান করা কঠিন হয় কী? সহজ আর সদা সহজ অনুভব করতে করতে সম্পন্ন হতেই হবে। কখনও এটা ভেবো না জানি না, আমি সম্পন্ন হবো কি হবো না। এই দুর্বল সঙ্কল্প কখনো আসতে দিও না। সদা এটাই ভাবো যে, অনেকবার আমিই হয়েছি আর আমাকে হতেই হবে। আচ্ছা!

চারদিকের সদা পরমাত্ম-সঙ্গের রঙে হোলি উদযাপনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সৃষ্টি-চক্রের ভিতরে সদা হাইয়েস্ট পার্ট প্লে করা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সকল আত্মাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হোলিয়েস্ট আত্মাদের, সদা কস্মাইন্ড থাকা পদ্মাপদম ভাগ্যবান আত্মাদের, যারা সদা সকলের সঙ্কটও সহজ করে এমন ব্রাহ্মণ আত্মাদের, সদা নতুন জন্মের নতুন স্বভাব-সংস্কার, নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকা উদ্ভৃতি কলার অনুভাবী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদি জানকীজীর জন্য বাপদাদার বরদানী মহাবাক্য -

সবকিছু ঠিক চলছে তো না। রথ চালানোর পদ্ধতি এখন জেনে গেছে। দাদিদের সুস্থ দেখেই সবাই খুশি হয়ে যায়। শরীরের ব্যাপারেও তুমি নলেজফুল, আত্মার বিষয়েও নলেজফুল। এমনকি, অতীতের হিসেবনিকেশ যদি চুকাতেও হয়, তখন নলেজফুল হওয়ায় তা সহজে চুকে যায়। কারণ উপায় তোমার জানা আছে, তাই না। এগিয়ে চলার এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উভয় যুক্তি তুমি জানো। তবুও সেবার বল আশীর্বাদের কাজ করছে। এই আশীর্বাদ ওষুধের কাজ করছে। সেবার জন্য তোমার এমন উৎসাহ থাকে যে তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাও যাতে সেবা করতে পারো। তো এই উৎসাহ যে উৎপন্ন হয়, তা শূলকে কাঁটা করে দেয়। এটা ভালো, তবুও মনোবল ভালো আছে।

(সভাতে) নিমিত্ত আত্মাদের দেখে তুমি খুশি হও, তাই না। এখন অব্যক্ত বর্ষে প্রত্যেকে কোনো না কোনো চমৎকার করে দেখাও। সেবাতে বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে, সে তো হওয়ারই আছে। কিন্তু পার্সোনাল পুরুষার্থে এমন চমৎকার দেখাও যাতে যারা দেখবে তারা যেন বলে হ্যাঁ, অভূতপূর্ব! শুধু এটা নয় যে, চলছ, এগিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু চমৎকার কী করেছে? চমৎকার তাকেই বলা যায় যা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখায়, কঠিনকে সহজ করে দেখায়। যা কারও স্বপ্নেও নেই সেই বিষয় সাকারে করে দেখায় একেই বলে চমকপ্রদ। সময় অনুসারে চমৎকার হওয়া সেটা আলাদা বিষয়। সে তো হওয়ারই আছে, হয়েই আছে। কিন্তু নিজের অ্যাটেনশনে তেমন কোনো চমৎকার করে দেখাও। ব্রহ্মা বাবার অব্যক্ত হওয়ার ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। যখন কোনো উৎসব পালন করার হয়, তখন যার জন্য পালন করা হয় তার মন-পছন্দ কোনো না কোনো গিস্ট দেওয়া হয়ে থাকে। ব্রহ্মা বাবার মন-পছন্দ কী? সেটা তো জানোই, তাই না। যা নিজেরও কঠিন লাগে, তা এমনভাবে যেন সহজ হয়ে যায় যে তোমার নিজেরও অনুভব হবে, তখনই হবে চমকপ্রদ। ঠিক আছে তো না। কী করবে? বাবার মন-পছন্দ করে দেখাও। কী কী মন-পছন্দ তা তো তোমরা জানো, জানো তো না! আচ্ছা! বাবা দেখবেন কোন কোন গিস্ট দাও। যেমন স্থূল গিস্ট খুব ভালোবাসার সাথে নিয়ে আসো, তাই তো না। সেটা ভালো, ডবল বিদেশি নিজের ভাগ্য খুব ভালোভাবে প্রাপ্ত করছে। বৃদ্ধি করছ, করছ না! যারা বৃদ্ধি করে প্রথমে তাদের তপস্যার সাথে ত্যাগ করতেই হয়। বৃদ্ধি হলে খুশি হও তো না, নাকি মনে করো প্রালঙ্ক থেকে আমাদের কম পড়ে যাবে? খুব ভালো, বৃদ্ধি ভালো করছ। এইরকম ভেবো না আমাদের কম হচ্ছে। বাড়ছে। সূক্ষ্মবতনেরই সমগ্র মেশিনারি চলছে।

\*বরদান:-\*

সঙ্গমযুগে প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি সেকেন্ডকে সমর্থ বানিয়ে জ্ঞানস্বরূপ ভব জ্ঞান শোনা আর শোনানোর সাথে সাথে জ্ঞানকে তোমার স্বরূপে নিয়ে এসো। জ্ঞান স্বরূপ সে যার প্রতিটি সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম শক্তিশালী হবে। সর্বাপেক্ষা মুখ্য বিষয় হলো, সঙ্কল্পরূপী বীজকে শক্তিশালী বানাতে হবে। যদি সঙ্কল্পরূপী বীজ সমর্থ হয় তাহলে বাণী, কর্ম, সম্বন্ধ সহজেই সমর্থ হয়ে যায়। জ্ঞান স্বরূপ মানে

সবসময়, প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি সেকেন্ড সমর্থ হবে। যেমন, আলো যদি থাকে তো অন্ধকার থাকে না।  
একইরকম ভাবে যদি শক্তিশালী হও, তবে ব্যর্থ হতে পারে না।

\*স্লোগান:-\* সেবাতে সদা জী হাজীর করাই হলো ভালোবাসার প্রকৃত প্রমাণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করে কখনো পড়া ছেড়ে দিও না, পড়া ছেড়ে দেওয়ার অর্থ বাবাকে ত্যাগ করা"

\*প্রশ্নঃ - সার্ভিসের বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ কি?

\*উত্তরঃ - যখন নিজেদের মধ্যে মতভেদ হয় তখনই সার্ভিসের বৃদ্ধি হয় না। কোনো কোনো বাচ্চা এই মতভেদে এসে (ঈশ্বরীয়) পড়া ছেড়ে দেয়। বাবা সাবধান করেন, বাচ্চারা মতভেদে এসো না। কখনো পরনিন্দা - পরচর্চার কোনো কথা শুনো না, এক বাবার কথা শুনো, বাবার সাথে যদি কথা বলা, তিনি তোমাদের ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার মত দেবেন।

\*প্রশ্নঃ - পড়া ছেড়ে দেওয়ার প্রথম মুখ্য কারণ কি?

\*উত্তরঃ - নাম - রূপের ব্যাঘাত। যখন কোনো দেহধারীর নাম - রূপে আকৃষ্ট হয় তখন এই পড়ায় আর মন লাগে না। মায়া এই বিষয়েই হারিয়ে দেয় - এটাই হলো অনেক বড় বিঘ্ন।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বসে আছে, তাদের হৃদয়ে এই নিশ্চয় আছে যে, অসীম জগতের পিতা এসেছেন, তিনি অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তোমরা তাঁর সম্মুখে বসে আছো। তোমরা জানো যে, তিনি সমস্ত আত্মাদের বাবা। এই শরীরের দ্বারা তিনি বোঝাচ্ছেন। কল্প - কল্প তিনি এমনই বোঝান আর উত্তরাধিকার প্রদান করেন, আর কেউই এই জ্ঞান দান করতে পারে না। বাবা বোঝাতে থাকেন, তোমরা কখনোই কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না, পাঁচ তন্ত্রের এই শরীরকে ভূত বলা হয়। তাই তোমরা পাঁচ তন্ত্রের শরীরকে স্মরণ করো না। যদিও মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে, কিন্তু তোমরা হেরে যেও না। বুদ্ধিতে যেন থাকে, আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই। এই ব্রহ্মা বাবার শরীরের প্রতিও তোমাদের ভালোবাসা থাকা উচিত নয়। কোনো শরীরের প্রতিই প্রেম রাখলে তোমরা আটকে যাবে। বাবা জানেন যে, অনেক পুরুষদের নিজেদের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব হয়ে যায় যে, একে অপরের নাম - রূপে আটকে যায়। এমন প্রেম হয়ে যায় যে, শিব বাবাকেই ভুলে যায়। দুই কন্যার মধ্যেও এমন প্রেম হয়ে যায় যেন তারা প্রেমিক - প্রেমিকা। তাদের যতই জ্ঞান বোঝাও, কিন্তু মায়া তাদের ছাড়তে চায় না, কেননা তারা ঈশ্বরীয় মতের বিরুদ্ধে চলে। জ্ঞান যদিও বা ধারণ করে কিন্তু অবস্থা টলমল করতে থাকে। যোগের দ্বারা যে বিকর্ম বিনাশ হয়, এদের তা আর হয় না। এমন অনেকেই আছে, বাবা তাদের নাম বলেন না।

দ্বিতীয় কথা হলো -- বাবা বোঝান যে, কখনো এই পড়া ছেড়ে দিও না। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে যদি মনোমালিন্যও হয়, মন যদি সরেও যায়, কিন্তু এই ঈশ্বরীয় পড়া অবশ্যই পড়তে হবে। বাবাকে সমাচার দিতে থাকবে। অবশেষে বাবা এই মতভেদ দূর করে দেবেন। মতভেদের কারণে অনেক বাচ্চা নিজেদের খাতা খারাপ করে দেয়, (রেজিস্টারে দাগ লাগিয়ে দেয়) পড়া ছেড়ে দেয়। পড়া কোনো পরিস্থিতিতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এমন অনেকেরই পতন হয়। বাবা সাবধান করেন, বাচ্চারা তোমরা কারোর কাছ থেকেই পরনিন্দা - পরচর্চার কথা শুনো না। এক বাবার কথাই শুনতে হবে। অনেক বাচ্চা আছে যারা দেহ - বোধের অসুখে রোগী হয়ে মরে। বাচ্চাদের প্রতি নির্দেশ হলো - সর্বদা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর তাঁর মহিমা করতে থাকো। শিব বাবাই কলিযুগী পতিত দুনিয়াকে পাবন শ্রেষ্ঠাচারী বানান। বাচ্চাদের প্রতি বাবার খেয়াল থাকে যে, মায়া বাচ্চাদের কোনভাবে মেরে না ফেলে বা অসুস্থ না করে দেয়। বাচ্চারা যদি সমাচার না দেয় তাহলে বুঝে যাই যে, মায়ার জোর থাপ্পড় লেগেছে, তাই মুরলীতে বোঝানো হয়। ভাগ্যে না থাকলে তখন নিজের কাজে লেগে যায়। কেউ কেউ তো একে অপরের নাম - রূপে এমন ফেঁসে যায় যে আশিক - মাশুক হয়ে যায়। তখন মাম্মা - বাবাকেও আর স্মরণ করে না। একে অপরকে তখন স্মরণ করতে থাকে। কেউ অজ্ঞানতায় জীবন কাহিনী লিখতে থাকে। আমরা তো কোনো জীবন কাহিনী বানাবোই না। আমাদের বাবা ছাড়া অন্য কাউকেই স্মরণ করা উচিত নয়। নেহেরুর মৃত্যুর পরে মানুষ তাকে এখনও কতো স্মরণ করে। তোমরাও যদি এমনভাবে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের আর ওদের মধ্যে তফাৎ কোথায় হলো। জ্ঞান মার্গে অনেক বড় বুদ্ধির প্রয়োজন। যতক্ষণ না শিব বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হচ্ছে, তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলবে না। তখন সার্ভিসও করতে পারে না, পদ ভ্রষ্টও হয়ে যায়। তাই বাবা সাবধান করেন যে, কোনো মতভেদ হলে বাবাকে লিখে জানাও। সবাই তো আর ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়নি। কেউ কেউ অপরিপক্বও (কাঁচা) আছে যারা ভুল করতে থাকে। যারা সচেতন বাচ্চা তারা চট করে বাবাকে সমাচার লিখে জানাবে। কেউ কেউ দেখে যে, অমুকের মধ্যে

এখনো পর্যন্ত ক্রোধ আছে, তখন তাদের থেকে মন সরে যায়, ফলে তারা ঘরে বসে যায়। আবার কোনো ব্রাহ্মণীও বলে দেয়, তুমি আর এই সেন্টারে আসবে না।

বাবাকে সার্ভিসের খবর দেওয়া উচিত। বাবা খুশী হবেন যে, বাচ্চারা সার্ভিসের খবর দেয়। বাবা আজ অমুককে বুঝিয়েছি যে, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও তিনি দিয়েছিলেন। তাই এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র সামনে রয়েছে। বাবা বোঝাতে থাকেন, কোনো কারণে কোথাও যদি ডিসসার্ভিস হয়, শীঘ্রই বাবাকে জানানো উচিত। সবাই তো এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বাচ্চাদের এখনো সবকিছুই বোঝাতে হয়।

বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই। অনেক বাচ্চা, যারা আমাকে জানেই না, তাদের সামনে কিভাবে প্রত্যক্ষ হবো। আমি বাচ্চাদেরকে বলি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমতে চলে বা পুরুষার্থ করে জীবনকে উচ্চ বানাও। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হবে। আমাকে যত বেশী স্মরণ করবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে, এতে খরচের কোনো কথা নেই, কেবলই শিক্ষা। যাদের ভাগ্যে থাকে তারা পাকা হয়ে যায়। মায়া এমনই দেখো ৬ - ৮ বছর যারা ছিলো, তারা আজ আর নেই। বাবার প্রতি রাগ করে না কিন্তু ব্রাহ্মণীদের আচরণে বিরক্ত হয়। বাবা তো এখানে বসে আছেন। শিব বাবার উপরে রাগ করলে তো শেষ হয়ে যাবে। বাবা ছাড়া মুরলী কীভাবে শুনবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই যে ধ্যানের পার্ট চলে, অমুকের মধ্যে মায়া এসেছে, বাবা এসেছে - এ সবই হলো মায়া। তোমাদের খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে। কিভাবে কথা বলছে, এতেই বুঝে যেতে হবে। কারোর মধ্যে মায়ার ভূত এসে যায়, তখন বলে - শিব বাবা এসেছেন, তিনি মুরলী চালাচ্ছেন - এ সবই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অনেক ড্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) বের হয়। অনেকেই ধোঁকা খেয়ে যায়। এই সব বিষয় থেকে খুব সাবধান হয়ে থাকতে হবে। এই ঈশ্বরীয় পার্ঠের উপরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। না হলে মায়া অনেক বিড়ম্বনা সৃষ্টি করবে। তুফান তো অনেকই আসবে। বৈদ্যরা যেমন বলে, রোগের উপদ্রব বাইরে বেরিয়ে আসবে, ভয় পেও না। বাবা বোঝান, মায়া চলতে - চলতে এমন আগুলের ছোঁওয়া দেবে যে, বাবাকে ভুলিয়ে দেবে। মায়া তোমাদের হারিয়ে দেওয়ার অনেক প্রয়াস করবে। তোমাদের যুদ্ধই হলো পাঁচ বিকার রূপী রাবণের সঙ্গে। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। মায়াজিৎ জগৎজিৎ হয়ে যাবে। বাকি স্কুল লড়াইয়ের কোনো কথাই নেই। যোগবলের দ্বারাই বিশ্বের রাজস্ব পাওয়া যেতে পারে। এই সময় যেমন যোগবলও আছে তেমনই বহুবলও আছে। এই খ্রিস্টানরাও যদি মিলে যায় তাহলে ওরাও বিশ্বের মালিক হতে পারে। ওদের মধ্যে এত শক্তি আছে। কিন্তু ল' নেই (তা হওয়ার নয়)। দুই বিড়ালের এক কাহিনী ছিলো। কৃষ্ণকেও দেখো, হাতে কেমন গোলা দেখানো হয়েছে। তাই তোমাদের এই স্মরণ বজায় রাখা উচিত। কোনো কারণেই এই পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বিঘ্ন তো অবশ্যই আসবে। মায়া এমনই যে, মাথা মুড়িয়ে নেয়, হার্টফেল করিয়ে দেয়, তাই বাবা বলেন, অন্য সবকিছুকে ছেড়ে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। বীজকে স্মরণ করলে ঝাড় স্মরণে এসে যাবে। গৃহস্থ জীবনে থেকে এই কোর্স করো। ভক্তরা ভোরবেলা উঠে ভক্তি করে। কাশীতে কুটির বানানো হয়েছে। প্রত্যেক কুটিরে বসে সাধুরা বিশ্বনাথ - গঙ্গা বলতে থাকে, কিছুই জানে না। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। তারা নিজেদের তত্ত্ব যোগী, ব্রহ্ম যোগী বলে দেয়। এই বাবা সমস্ত বিষয়ের অনুভাবী। এনার রথে বসে তিনি বলেন, এই সব ত্যাগ করো, বাকি এই সব তো খেলনা বানিয়ে দিয়েছে। বিষ্ণু, শঙ্কর, কৃষ্ণের খেলনা মূর্তি বানিয়ে বসে পূজা করে। কারোর সম্বন্ধেই জানে না, কিন্তু এই পূজাতে অনেক খরচ করে। পাথরের মূর্তি তৈরী করে তাঁকে শৃঙ্গার করায়। বিত্তবানরা তো দামী গহনাও পড়ায়। এ তো তোমরাই জানো যে, ভক্তিতে যা কিছু ভাবনার সাথে করে, তার ফল কিছু না কিছু আমি প্রদান করি। পরের জন্মে খুব ভালো ভক্ত হয়ে যায়। কেউ যদি ধন দান করে তাহলে ধনবানের গৃহে, আবার কেউ যদি অনেক দান করে তাহলে রাজার ঘরে জন্ম নেয়। তবুও এই দুনিয়াতে তো সদাকালের জন্য সুখ নেই তাই সন্ত্যাসীরা এই সুখ চায় না। তারা এই সুখকে কাক বিষ্ঠার সমান মনে করে। তাহলে তারা কিভাবে রাজযোগ শেখাবে। অসীম জগতের পিতা ছাড়া আর কেউই সমগ্র বিশ্বের মালিক বানাতে পারে না। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন, আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। শ্রীকৃষ্ণের ৮৪ জন্মের অন্তিমে আমি প্রবেশ করেছি, আমিই এনার নাম ব্রহ্মা রেখেছি। আমার তো ব্রহ্মাকে অবশ্যই চাই আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মাও চাই। যাঁর মধ্যে আমি প্রবেশ করবো, না হলে কিভাবে আসবো? ইনিই আমার নির্ধারিত রথ। কল্প - কল্প আমি এনার মধ্যেই আসি। এমন লেখাও আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। কিসের? বিষ্ণুপুরীর। তোমরা এখন ভারতকে বিষ্ণুপুরী বানাচ্ছো। অন্য কেউই এই কথা বুঝতে পারে না যে, এ পরমপিতা পরমাত্মার পার্ট, কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়, নরককে স্বর্গ তো বাবাই করেন, তাই না। যে ব্রাহ্মণ হয়ে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করবে, সে ব্রাহ্মণ

থেকে দেবতা হতে পারবে। এমন গায়ন আছে যে, পরমপিতা পরমাত্মা ৩ ধর্ম, ব্রাহ্মণ, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ধর্ম স্থাপন করেন। ওখানে দুই যুগে একই ধর্ম, আর কোনো ধর্ম নেই। বাকি দুই যুগে দেখা কতো ধর্ম। বাচ্চাদের এই পড়ার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। না হলে তোমাদের খুবই ক্রন্দন করতে হবে। সকলের জন্য ট্রাইব্যুনাল বসবে। তখন বলা হবে, তোমরা এই - এই পাপ করেছো, তাই আমি তোমাদের বোঝাই যে, পাপ করো না, পুণ্য আত্মা হও। পাপ করলে শতগুণ সাজার নিমিত্ত হবে। আমার হয়ে বিকারে গেলে, বাবার শ্রীমং অবজ্ঞা করলে তোমাদের অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। ওই সাজাও অনেক কঠিন। বাবা বলেন, আমি পরমধামের অধিবাসী। এখানে এই পুরানো দুনিয়াতে এসে আমি তোমাদের উত্তরাধিকার দান করি। তবুও তোমরা বাবার নাম বদনাম করো, তাই তো বলা হয় - সঙ্গুর নিন্দুক সূর্যবংশী ঘরানায় টিকতে পারবে না। নেমে যায়, আবার অনেক প্রতিজ্ঞা করে। আমরা তোমার সুপুত্র বাচ্চা হয়েই দেখাবো। রক্ত দিয়েও লিখে দেয়। পরমপিতা পরমাত্মার কাছে প্রতিজ্ঞাও করে যে, বাচ্চা হয়ে তোমার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো, কিন্তু মায়া এমনই যে -- তারা আজ আর নেই। প্রতিজ্ঞা করে আবার অপবিত্র হয়ে গেলে অনেক ধোকা খেয়ে যাবে। ঈশ্বরের অবজ্ঞা হলো তো, তাই না। বাবা ইঙ্গিতে সবই বোঝাতে থাকেন। মায়া তোমাদের খুবই হয়রান করবে। না হলে যুদ্ধ কিসের। বিশ্বের মালিক হওয়া, এ কোনো কম কথা নয়। তোমরা কোনো গাফিলতি করো না। ঈশ্বরীয় পাঠ একদম ত্যাগ করো না। বাবার থেকে রায় নাও তারপর জবাবের দায়িত্ব বাবার। পড়ার জন্য মানুষ কতো পরিশ্রম করে। পরীক্ষার সময় অনেক পরিশ্রম করে। তোমরাও ভবিষ্যতে যখন সময় নিকটে এসে গেছে দেখবে তখন রাতদিন এই পড়াতে লেগে যাবে। এখন সেই সময় শীঘ্রই আসবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\*

১) নিজেদের মধ্যে ব্যর্থ কথা বলবে না। কখনোই মতভেদে এসো না, কোনো পরিস্থিতিতেই এই ঈশ্বরীয় পাঠ ছেড়ে দেবেনা।

২) কখনোই বাবার অবজ্ঞা করো না। প্রতিজ্ঞা করে তা বজায় রাখতে হবে। সদা সার্ভিসের শখ থাকা উচিত।

\*বরদানঃ-\*

সময়মতো যোগের শক্তির প্রয়োগ করে স্ব - সংস্কার তথা সংসার পরিবর্তক ভব যোগ করতে এবং করাতে যেমন যোগ্য, তেমনই যোগের প্রয়োগ করাতেও যোগ্য হও। সর্বপ্রথমে নিজের সংস্কারের প্রতি যোগের শক্তির প্রয়োগ করো, কেননা তোমাদের শ্রেষ্ঠ সংস্কারই শ্রেষ্ঠ সংসার রচনার ভিত্তি। তাই চেক করো যে, কোনো সংস্কার সময় মতো ধোঁকা তো দেয় না? যেমনই কথা হোক, ব্যক্তি বা বায়ুমণ্ডল যেমনই হোক, তোমরা কিন্তু শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে পরিবর্তন করে সাধারণ বা ব্যর্থ করে দিও না। যে স্ব সংস্কার পরিবর্তন করে নেয়, সে-ই এই সংসার পরিবর্তনের নিমিত্ত হয়ে যায়।

\*স্লোগানঃ-\*

নম্বর সামনে নিতে হলে স্বভাব ইজি আর পুরুষার্থের প্রতি যেন মনোযোগ থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, তোমরা জানো যে প্রতি ৫ হাজার বছর অন্তর ভোলানাথ বাবার দ্বারা আমরা এই জ্ঞান শুনে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়ে যাই"

\*প্রশ্নঃ - জ্ঞানের ধারণা না হওয়ার মুখ্য কারণ কি?

\*উত্তরঃ - বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ঘুরতে থাকে, একের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণরূপে থাকে না। দেহী-অভিমানী হয় না, সেই জন্য ধারণাও হয় না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, ফ্যামিলিয়ারিটিতে (ঘনিষ্ঠতায়) যেও না। একে-অপরের নাম রূপকে স্মরণ করো না। একমাত্র বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় এই পাঠকে পাক্ষা করে নাও, অন্যের পিছনে পড়ো না। বাবার থেকে রায় নিতে থাকো। এতে তোমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ধারণাও ভালো হবে।

\*গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম আর কেউ নেই.....

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ হলেন দাতা। ভোলানাথ শিব বাবাকেই বলা হয়ে থাকে। ভোলানাথ এসে চলে গিয়েছেন আর বিগড়ে(নষ্ট) যাওয়া ভাগ্যকে তৈরী করে গেছেন। আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দিয়ে গেছেন, সেইজন্য ভক্তরা গায়ন করে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা জানো, যে ভোলানাথের গায়ন করা হয়ে থাকে, যিনি বিগড়ে যাওয়া ভাগ্যকে তৈরী করে থাকেন, তিনি আমাদের সম্মুখে বসে রয়েছেন। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, তাঁর মহিমা কীর্তন করে আর বাবা নিজের ভূমিকা পালন করছেন। বাবা-ই এসে বাচ্চাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসেছে যে বাবা যা বোঝান, অবশ্যই তা প্রতিকল্পেই বুদ্ধিতে থাকেন। প্রতি কল্পে এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তোলেন। এখন তৈরী করছেন। অনেকেই এখন জানতে পেরেছে। অনেকেই রয়েছেন যাদের জানা নেই -- যারা উত্তরাধিকার নেবে তারা কল্প-পূর্বের মতোই এসে উত্তরাধিকার নেবে। তোমাদেরও কি আগে এ'কথা জানা ছিল যে বাবা এসে উত্তরাধিকার দেবেন। এখন জানতে পেরেছো। অবশ্যই তিনি হলেন ভক্তদের রক্ষক। আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শুনিয়ে থাকেন। ওঁনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়ে থাকে। হৃদয়ে অনুভূত হয় যে অবশ্যই ইনি হলেন সে-ই, যিনি ভারতে এসে জন্ম নেন। এঁনার অলৌকিক জন্মের গায়ন রয়েছে। তিনি এসে ভারতবাসীদের পতিত থেকে পবিত্র করেন। পতিত মানুষেরা যে আহ্বান করে থাকে, তারা অবশ্যই বোঝে যে আমরা পবিত্র ছিলাম, এখন পতিত হয়েছি, পুনরায় পবিত্র হতে হবে। এখন বাবার দ্বারা তৃতীয় নয়ন পাওয়ায় তোমরা এ সবকিছু বুঝেছো। বাচ্চারা, সারাদিন তোমাদের বিচার সাগর মন্ডন চলতেই থাকবে। সত্যযুগের কারা ছিলেন ? অবশ্যই দেবী-দেবতারা ই ছিলেন। সেইসময় আর কোনো ধর্ম ছিল না। দেবতাদের চিত্রও রয়েছে আর কোনো নাম নেবে না। এরকম বলবে না যে চিত্র আছে। শ্রী লক্ষ্মীদেবী, শ্রী নারায়ণ হলেন দেবতা। এখন তারা নেই। যখন তারা ছিলেন তখন আর কোনো ধর্ম ছিল না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে বাবা আমাদের সত্য কথা শুনিয়ে থাকেন। তখন লোকেরা বলে এই জ্ঞান তো আমরা শুনি নি কারণ তাদের তো ড্রামার রহস্যের কথা জানা নেই। তোমরা বলবে যে এ তো প্রতিকল্পে তোমরা শুনে এসেছো। ৫ হাজার বছর পূর্বেও কি শুনিয়েছিলাম না ? তারপরেও এটা কেন বলো যে আগে কখনো শুনি নি। কল্প-পূর্বেও যিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর দ্বারা তোমরা এখনো শুনছো। ভালোভাবে বোঝানো উচিত। তোমরা তো ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই জ্ঞান শুনেছিলে। দেবতাদের ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। তাদেরকে মানব থেকে দেবতায় কে পরিণত করেছেন? এখনো সেই বাবা-ই পুনরায় তৈরি করবেন। পাঁচ হাজার বছর পরেও পুনরায় বাবাকে আসতে হয়। রাবণের দ্বারা পতিত হয়ে যাওয়াকে পবিত্র করতে। হিস্ট্রি জিওগ্রাফি অবশ্যই রিপোর্ট হয়। এও বুঝতে পারা যায় যে হিস্ট্রি অবশ্যই রিপোর্ট হবে। সত্যযুগের পর ত্রেতা.....চক্র ঘুরতে থাকে। এখন হলো কলিযুগের শেষ। একদিকে বিনাশের অগ্নিশিখা (জ্বালা) প্রস্ফলিত হয়েছে অন্যদিকে বাবা এখানে এসেছেন, নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য। এ হলো সে-ই মহাভারতের লড়াই। মনে করে থাকে যে এর দ্বারা মানুষের দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। এটা সকলেরই বুদ্ধিতে আসে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই ভীষণ মহাভারতের লড়াই পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল। এ কোনো লক্ষ লক্ষ বছরের কথা নয়। এই ভারতই স্বর্গ ছিল। এই দেবতাদের রাজ্য ছিল। ওঁনারা সত্যযুগের মালিক ছিলেন। চিত্রের উপরেও ভালোভাবে বোঝাতে হয়। সেইজন্য এই লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতিদের চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এমনিতে তো ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র প্রচুর রয়েছে, তারপরেও আমরা তৈরি করে থাকি, কেন? আমরা তা অর্থ-সহ বলছি। এর মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মানুষ তো বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে সেইজন্য বোঝানো হয়ে থাকে -- সত্যযুগে এদের রাজ্য ছিল। অতি অল্পসংখ্যক মানুষ ছিলেন, যারা চলে গেছেন, তারাই পুনরায় পুনর্জন্ম নিয়ে পবিত্র থেকে পতিত হয়ে যাবেন। এই দুনিয়াই হলো তমোপ্রধান, একে পুনরায় পবিত্র হতে হবে। বোঝানো তো অত্যন্ত সহজ। বাবা

বলেন -- আমি তোমাদের ৫ হাজার বছর আগের গল্প শোনাচ্ছি। অনেক অনেক পূর্বে..... এখানে এই লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য ছিল অথবা থ্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে এখানে সত্যযুগ ছিল। হেভেনলী (স্বর্গের) গডফাদার হেভেন (স্বর্গ) স্থাপন করেছিলেন। ভারতকে বলাও হয়ে থাকে প্রাচীন দেশ, এখানে গড-গডেসরা(দেবী-দেবতা) রাজ্য করতেন। গড কৃষ্ণ, গডেস রাধা বলা হয়ে থাকে। রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণেরা সত্যযুগে ছিলেন, তারপর রাম-সীতা ত্রেতায়, পাঁচ হাজার বছরের হিসেব-নিকাশ ক্রিয়ার হয়। যখন তাদের রাজ্য ছিল, তখন বাকি সব আত্মারা মুক্তিধামে ছিল। আত্মা হলো অবিনাশী। আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। ড্রামাও হলো অবিনাশী। আত্মার ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এত ক্ষুদ্র আত্মায় সমস্ত পার্ট ভরা রয়েছে। এ হল কত আশ্চর্যজনক কথা, একেই প্রকৃতি বলা হয়ে থাকে। এতটুকু ছোট বিন্দুতে ৮৪ জন্মের কত পার্ট রয়েছে, পাঁচ হাজার বছরের পার্ট এর মধ্যে ভরা রয়েছে। সেও(ড্রামা) হলো অবিনাশী, যাকে অবশ্যই রিপ্টিট করতে হবে। এ হলো বড়-র থেকেও বড় প্রকৃতি। পরমাত্মাও হলেন বিন্দু, আত্মারাও বিন্দু। কিন্তু পরমাত্মা হলেন সুপ্রীম। আত্মারা সব একইরকমের হয় না। নশ্বরের ক্রমানুসারে হয়ে থাকে। প্রথমে সুপ্রীম হলেন শিববাবা, তারপর বলবে লক্ষ্মী-নারায়ণ। ব্রহ্মা- সরস্বতীকে সুপ্রীম বলা যাবে না। সম্পূর্ণ হলেন লক্ষ্মী নারায়ণ তারপর নশ্বরের ক্রমানুসারে একে অপরের পড়ে আসতে থাকে। মুখ্যতঃ গায়ন করা হয়ে থাকে দেবতাদের। সবথেকে সুপ্রীম আত্মা হল শিববাবার তারপর সূক্ষ্মলোকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা, সবই হল নশ্বরের ক্রমানুসারে। নাটকেও অ্যাক্টররা নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে। সকলেই একইরকমের হয় না। বলে থাকে এর আত্মা সুপ্রীম অ্যাক্টর, এ হলো পাই-পয়সার (সাধারণ) অ্যাক্টর। সবচেয়ে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর কে? করণকরাবনহার (সর্বময়কর্তা) হলেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। এখন তোমরা সমগ্র ড্রামাকে জেনেছো। এ হলো অসীম জগতের ড্রামা, নাটশেলে (সংক্ষেপিত সারে) তোমাদের বোঝানো বলা হয়ে থাকে। এই দেবী-দেবতা ধর্ম হলো বৃক্ষের ফাউন্ডেশন। তারপর এর থেকে শাখা-প্রশাখা ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বেরিয়েছে। এটি ক্লাওয়ার ভাস (ফুলদানি) এর মতন হবে। বৃক্ষ তো শোভনীয়, তাই না ! এছাড়া এক একটি ধর্মের পাতা বসে গুণতে থাকো, কত হবে। ইসলাম, বৌদ্ধ সকলেরই মঠ-পন্থ গোনা হয়ে থাকে। শিব ভোলানাথ এই জ্ঞান শুনিয়ে থাকেন। এছাড়া ডুগডুগি ইত্যাদি বাজানোর কোনো কথা নেই। শাস্ত্রে তো যা মনে এসেছে তাই লিখে দিয়েছে। বাস্তবে হলো জ্ঞানের ডুগডুগি, একে শঙ্খধ্বনিও বলা হয়ে থাকে। শঙ্খধ্বনি মুখে বাজানো হয়ে থাকে। এ হলো জ্ঞানের মুরলী। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বসে শুনিয়ে থাকেন। আত্মা হলো বিন্দুর মতন, যার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্ট নির্ধারিত করা রয়েছে। উনি হলেন ক্রিয়েটর। উনি অ্যাক্টও(ভূমিকা পালন) করে থাকেন। ভালো(সঠিক) ভূমিকা উনিই পালন করে থাকেন। নশ্বরের অনুক্রমেই হয়ে থাকে, তাই না! ইনি হলেন একমাত্র পিতা, যিনি ক্রিয়েটর। আর সকলেই পুনর্জন্মে আসবে। ইনি কখনো পুনর্জন্ম নেন না, এঁনার জন্ম হলো অলৌকিক। তোমরা জানো, কিভাবে এসে প্রবেশ করেছেন। অন্য আত্মারাও প্রবেশ করে থাকে, তাই না ! মনে করো, কারোর স্ত্রীর আত্মা আসে। বলতেও পারবে যে আমি সুখী। কিন্তু তার শরীরকে আলিঙ্গন করতে পারবে না কারণ শরীর তো অন্য, তাই না! ভাবনায় রয়েছে যে এ হলো আমার স্ত্রীর আত্মা, একে আহ্বান করা হয়েছে। এইরকম অনেককেই আহ্বান করা হয়ে থাকে। এখন তমোগুণী হয়ে গেছে, সেইজন্য অ্যাকুরেট (সত্যি) বলে না। আত্মা কি জিনিস, কিভাবে আসে-যায়। তা ড্রামায় প্রথম থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এমন নয় যে আত্মা বেরিয়ে এখানে আসে। সে মরে যায়, না। বাবা বলেন -- মনোকামনা পূর্ণ করার জন্য এই সাফাৎকার করিয়ে থাকি, যা ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, সেটাই হয়ে থাকে। সেকেন্ড অতিক্রান্ত হয়েছে, ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে গেছে। এ হলো অসীম জগতের নাটক। বাবা হলেন বিন্দু। বিন্দুকে ভোলানাথ বলা হয়ে থাকে। কতো আশ্চর্যের। বাবাও বলেন, বিন্দুরূপী আমার মধ্যে কতো পার্ট রয়েছে। এই কথা নতুন কারোর বুদ্ধিতে বসতে পারেনা। পুরোনোদের মধ্যেও কতজনের বোধশক্তিও আসে না। সেইজন্য কাউকে বোঝাতে গেলে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যেমন রেডিও-তে কেউ কথা বলতে গেলে নার্ভাস হয়ে পড়ে। এখানে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে মুরলী পড়া বা শোনানো উচিত। যারা পড়ছে সেটার সাথে যাতে তারা রিলেট (সম্পর্ক জুড়তে পারা) করতে পারে। এটা ওরালী (মৌখিক) হয়ে থাকে। বাবাও সবকিছু মৌখিকই শুনিয়ে থাকেন। তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণা হচ্ছে। কল্প-পূর্বেও তোমরা ধারণ করে অনেককে শুনিয়েছো। তারপর সেই জ্ঞান সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন আবার রিপ্টিট হবে। কোনো সাধু-সন্তের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। তারা পরমাত্মাকে জানে না। ওরা বলে দেয় -- আত্মা পরমাত্মায় মিলে (বিলীন) যাবে। কিভাবে মিলবে ? এখন তোমাদের আত্মা জানে যে আমাদের বাবা এসেছেন। আমাদের নলেজ দিচ্ছেন। তারপর আমরা বাবার সাথে ঘরে যাব। বাচ্চারা, তোমাদের এই রুহানী নেশা রয়েছে। এই হলো তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গ। অনেকেই তোমাদের বলে যে তোমরা হলে কুমার অথবা কুমারী। তোমাদের বিকারের অনুভবই নেই। আমরা তো বিকারী গৃহস্থে থাকি। তোমরা আমাদের এই জ্ঞান কিভাবে দিতে পারো ? আমরা হলাম যুগল, আমাদের ব্যাচেলর (অবিবাহিত) কিভাবে বোঝাতে পারবে ? আমাদের যুগলরা বোঝাক, যারা হলো অনুভবী ? যারা বিকারে গেছে, তারাই আমাদের বোঝাতে পারবে যে এভাবে আমরা বিজয়লাভ করেছি। বাবার কাছে এমন-এমন পত্র আসে। কথা তো ঠিকই আছে, এ'রকম অনুভবীর থেকে পত্র লিখিয়ে

নেওয়া উচিত, যে বিষয়ে তো করেছে কিন্তু পবিত্র রয়েছে। কারোর বাচ্চাকাচ্চা ছিল, তারপর পবিত্র হয়েছে। এমন-এমনরা আমাদের বোঝাক। জ্ঞান তো অত্যন্ত ভালো। কিন্তু বোঝানোর মতন তীক্ষ্ণ কেউ না থাকায় তখন আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাই। অনেক কথা সামনে আসে। সেইজন্য যে বোঝাবে সে যেন অনুভবী হয়। এখন পত্রের দ্বারা তো কাউকে এতখানি বোঝাতে পারবে না। সামনে এসে সাক্ষাৎ করলে তখন বাবাও বুঝিয়ে দেবেন। এইরকম এইরকম অনেক যুগল রয়েছে যারা অনুভব শোনাতে পারে যে আমরা এইরকমভাবে প্রবৃত্তিতে থেকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীমৎ পালন করে চলেছি। খাওয়া-দাওয়ার উপরেও সম্পূর্ণরূপে সংযম রেখে থাকি। বোঝানোর মতন সঠিক কেউ না থাকলে তখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সার্ভিসের জন্য বুদ্ধি চলতে থাকা উচিত। দেহী-অভিমানীও হতে হবে। কোনো ফ্যামিলিয়ারিটিতে (ঘনিষ্ঠতায়) আসা উচিত নয়। এরজন্য পরিশ্রম করতে হয়। মায়া প্রতি মুহূর্তে ফাঁসিয়ে দেয়। কর্মাতীত অবস্থা এখন হতে পারে না। অনেকেই একে-অপরের নাম রূপে আঁটকে পড়ে। তারপর বাবাকে লেখেও না যে বাবা এই এইরকমের ঝড় এসেছে। সত্য বলে না। বাবাকে লিখলে তখন বাবাও যুক্তি বলে দেবেন। কেউ কেউ সত্য লেখে। শিববাবা তো সবকিছুই জানেন। বুঝিয়ে থাকেন যে যদি কারোর এরকম চালচলন থাকে তাহলে ধর্মরাজের দ্বারা প্রচুর দণ্ড ভোগ করতে হবে। সারাদিন তোমাদের মনে এই সব চিন্তন চলতে থাকে। কেউ কেউ সেন্টারে আসে, বলে যে অমুকে খুব ভালো বোঝায়। কিন্তু ভালো ভালো বললেও ভিতরে ভিতরে শয়তানী ভাবনা চিন্তা চলতে থাকে। এখানে তো এক এর সাথে যোগযুক্ত থাকা উচিত। বাবা ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নয়। অন্যের পিছনে পড়বো নাকি! ধারণা নাহলে তখন বুদ্ধি কোথায় কোথায় এদিকে ওদিকে বিচরণ করতে থাকে, তারপরে রায়ও নেয় না। ভয় পায়। বাবা বলেন -- মামেকম্ স্মরণ করো। এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। দুঃখ থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে। মুক্তি তো সকলেই চায়। মুক্ত হয়ে পুনরায় দুঃখ থেকে সুখে আসবে। জীবন মুক্তি সকলের জন্য। কিন্তু প্রথমে মুক্তিতে গিয়ে তারপর জীবন মুক্তিতে আসতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদেরকে পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) বাবার মতন জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি করতে হবে। কেবল পড়ে শোনাতে না। ধারণ করে তারপরে বোঝাতে হবে।

২) খাওয়া-দাওয়ার প্রতি অত্যন্ত সংযম রাখতে হবে। শ্রীমৎ পালন করে প্রবৃত্তিতে থেকে কিভাবে পবিত্র থাকতে হবে, সেই অনুভব অন্যদেরকে শোনাতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* সাধন বা স্যালভেশনের (সাহায্য) প্রভাবে আসার পরিবর্তে প্রকৃতিকে দাসীতে পরিনতকারী বিজয়ী ভব কখনো যোগী-পুরুষ বা পুরুষোত্তম আত্মারা প্রকৃতির প্রভাবে আসতে পারে না। তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা হলে পুরুষোত্তম এবং যোগী আত্মা। প্রকৃতি হলো তোমাদের অর্থাৎ মালিকের দাসী, সেইজন্য প্রকৃতির কোনও সাধন বা সহায়তা যেন তোমাদের নিজের প্রভাবে প্রভাবিত করে না ফেলে। সাধন যেন সাধনার আধার (ভিত) না হয়, বরং সাধনাকে সাধনের আধার বানাও, তবেই বলা হবে প্রকৃতিজিৎ, বিজয়ী আত্মা।

\*স্লোগানঃ:-\* এভার-রেডি সে-ই, যে প্রতিটি মুহূর্তকে অগ্নিমুহূর্ত মনে করে চলে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের পিতার কাছে তোমরা অনেক উচ্চ মানের পড়াশোনা করছো, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে পতিত-পাবন গডফাদারের স্টুডেন্ট আমরা, নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করছি"

\*প্রশ্নঃ - আত্মিক গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সম্মানের বৃদ্ধি (পুরস্কার) কোন্ বাচ্চাদের হয়?

\*উত্তরঃ - যারা অনেককে নিজের সমান তৈরি করার জন্য পরিশ্রম করে থাকে, সার্ভিস যে করছে তার প্রমাণও দেখিয়ে থাকে, তাদেরকেই রুহানী (আত্মিক) গভর্নমেন্ট অনেক পুরস্কার দিয়ে থাকে। তারা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য উচ্চ পদের অধিকারী হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বলেন তোমরা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা আমার কাছে পড়াশোনা করছো। এই পড়াশোনা হলো নতুন দুনিয়ার জন্য। আর কেউ-ই এমন বলতে পারে না যে নতুন দুনিয়ার জন্য আমরা পড়াশোনা করছি। যত ভালোভাবে পড়াশোনা করবে ততই ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ তোমাদের জন্য সঞ্চিত হয়ে যাবে। অসীম জগতের বাবার কাছে বেহদের পড়াশোনা করছো। অসীমের এই পড়াশোনা অনেক উচ্চ মানের। অন্যান্য পড়াশোনা সবই পাই-পয়সার। সুতরাং বেহদের এই পড়াশোনায় তোমরা যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। তোমাদের বুদ্ধিতে সবসময় এই বিষয় থাকা উচিত যে আমরা পতিত-পাবন গডফাদারের স্টুডেন্টস এবং নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করছি সুতরাং তোমাদের কত ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত যে আমরা এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করে প্রথমে পিত্রালয়ে (বাবুলের কাছে) যাব তারপর নিজ-নিজ পড়াশোনা অনুসারে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে পদ প্রাপ্ত করবো। ও'সব হলো লৌকিক পড়াশোনা, এখানে হলো পারলৌকিক পড়াশোনা অর্থাৎ পরলোকের জন্য অধ্যয়ন। এই দুনিয়া পুরানো এবং পতিত হয়ে গেছে। তোমরা জানো আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে চলেছি। ক্ষণে-ক্ষণে এটা স্মরণে আসা উচিত, তবেই তোমাদের বুদ্ধিতে খুশি অনুভব হবে। বিবাহ ইত্যাদি অনুরূপে গিয়ে বাচ্চারা ভুলে যায়। পড়াশোনার কথা কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় বরং আরও খুশি হওয়া উচিত। আমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি। যে ভালোভাবে অনেককে নিজের সমান তৈরি করে, সে অবশ্যই উচ্চ পদ পাবে। এই রহস্য আর কারো বুদ্ধিতেই বসতে পারে না। সার্ভিস করার জন্যও প্রস্তুতা (বুদ্ধি, বিচক্ষণতা) থাকতে হবে। ডিপার্টমেন্ট আলাদা-আলাদা থাকে। যারা স্লাইড তৈরি করে বাবা তাদের বলেন স্লাইড যেন সব একই সাইজের হয় যাতে যে কোনো প্রজেক্টরে ব্যবহার করা যেতে পারে। সর্বপ্রথম স্লাইড তৈরি করা হবে যাতে থাকবে পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? সুতরাং ওরা বুঝতে পারবে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পিতা। ওঁনার কাছে কি পাওয়া যায়? তারপর দেখাতে হবে যে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার দ্বারা আমরা এই সূর্য বংশীয় পদ পাই। তোমরাও নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। এখন তোমরা রয়ছো সঙ্গম যুগে, পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করছো। তোমাদের বুদ্ধিতে স্মৃতি এসেছে - আমরাই পূর্বের মতো ৫ হাজার বছর আগে দেবী-দেবতা ছিলাম। তারপর রাজ্য হারিয়েছি। বাকিরা যারা সিংহাসন ইত্যাদি পেয়ে থাকে, সেইসব হলো সীমিত বিষয়ের (হদের)। তোমাদের হলো অসীমের (বেহদের) লড়াই, শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা ৫ বিকার রূপী রাবণের সাথে লড়াই করছো। তোমরা জানো ড্রামায় জয় পরাজয়েরও (হার, জীত) পার্ট আছে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এই ড্রামার চক্র ঘুরে আসে। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, যে যেমন ডায়রেকশন পাও। বাচ্চারা বলে আমরা তো বুদ্ধি কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারিনা। এটা তো এমন হলো যে কিছুই বুঝতে পারোনি। যে যেমন বুঝবে তেমনই পদ পাবে। বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্র ঘোরা উচিত। তোমরাই স্বদর্শন চক্রধারী হও। অন্যদের যদি নিজের সমান তৈরি করতে না পারো তবে সার্ভিসেবল প্রমাণ হয় না, সেইজন্যই সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করতে হবে। অন্যদেরও শেখাতে হবে। ব্রাহ্মণীদের প্রত্যেকের প্রতি পরিশ্রম করতে হবে। টিচার্স অনেক পরিশ্রম করে তবেই তো ইজাফা (পুরস্কার) পায়। তোমরাও গভর্নমেন্টের থেকে কত বড় ইজাফা (সম্মানবর্ধক পুরস্কার) পাও। তোমরা যে সার্ভিস করছো তার প্রমাণ দিতে হবে। ফাঁকিবাঁজি করা উচিত নয়। এখানে একটা ক্লাসেই প্রতিটি বিষয় নিয়ে পড়ানো হয়। তোমরা জানো আমরা ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা হবো। বিনাশ অবশ্যই হবে। যেমন কল্প পূর্বেও স্বর্গে মহল ইত্যাদি তৈরি করেছিল তেমনটাই আবারও তৈরি করবে। ড্রামা সাহায্য করে থাকে। ওখানে তো বিশাল-বিশাল প্রাসাদ এবং বিশাল-বিশাল সিংহাসন তৈরি হবে। এখানে এতো বড় সোনা-রূপার তৈরি মহল আছে নাকি! ওখানে হীরা-জহরত হবে পাথরের মতো। ভক্তি মাগেই এতো হীরা-জহরত আছে তবে সত্যযুগে কিই না থাকবে। যদিও বিত্তবান মানুষ এখানে রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি দেবী-দেবতাদের সোনার অলঙ্কার পরিয়ে সাজিয়ে তোলে। বাবার(ব্রহ্মা) মনে আছে এক শেঠ ছিল সে বলেছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তৈরি করছি, ওদের জন্য

নতুন গয়না গড়াতে হবে। ঐ সময় তো খুব সস্তা( কম দাম) ছিল। তাহলে সত্যযুগে কি হবে। ভক্তি মার্গে অনেক জিনিস ছিল, যা সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা সবকিছু বুঝতে পেরেছ। এই পড়াশোনা অনেক উচ্চ মানের। ছোট-ছোট বাচ্চাদেরও শেখানো উচিত। রাজবিদ্যার সাথে এই বিদ্যাও দিতে থাকো। শিববাবার স্মরণ করাতে থাকো। চিত্র দিয়ে বোঝাও। বাচ্চাদেরও কল্যাণ করো। শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে। অবিনাশী জ্ঞানের কখনও বিনাশ হয় না। অল্প শোনালেও রাজধানীতে আসতে পারবে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। তারপর কোথায় সেই রাজ্য? আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি অর্থাৎ তোমাকে স্বর্গের মালিক করে তুলব। শেখালে ওরা শিখবে, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। ব্যর্থ কথা বলে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। ফাঁকিবাজি করলে খুব অনুতপ্ত হতে হবে। বাবা অর্থ উপার্জন করে বাচ্চাদের দিয়ে যায়। এখন সবকিছুর বিনাশ ঘটবে। এখনও কত লড়াই-ঝগড়া, মৃত্যু হয়েই চলেছে। এটা তো কিছুই নয়। এখনও কোটি কোটি মানুষের বিনাশ হবে, সবকিছু জলমগ্ন হয়ে শেষ হয়ে যাবে। কবরখানায় পরিণত হবে, তারপরেই পরিস্থান হবে। কবরখানা তো বড় কিন্তু পরিস্থান ছোট হবে। মুসলমানরাও বলে সব কবরস্থ হয়ে গেছে। খুদা (ঈশ্বর) এসে সবাইকে জাগিয়ে তোলেন তারপর ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই সময় সব আত্মারাই কোনো না কোনো রূপে আছে। কবরে শরীর পড়ে থাকে, কিন্তু আত্মা অন্য শরীর ধারণ করে। এই সময় মায়া সবাইকে কবরস্থ করে রেখেছে। সবাই মরে পড়ে আছে। সব শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্যই কারো প্রতি মনকে জুড়ে রেখো না। মনকে জুড়ে রাখো একজনের সাথে। শেষে গিয়ে তোমাদের সব মমত্ব মিটে যাবে। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ কর ব্যস। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পতিত-পাবন বাবার দ্বারা এই পঠন-পাঠন করছি। পরমপিতা পরমাত্মা মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তিনি হলেন চৈতন্য (চেতন)। আত্মাও চৈতন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা শরীরে না আসে ততক্ষণ শরীর জড়। আত্মাই চৈতন্য। এখন তোমরা আত্মার জ্ঞান পেয়েছো। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজের নিজের পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। প্রত্যেকের ভূমিকা নিজস্ব। এই ড্রামা ওয়ান্ডারফুল, একে বলা হয় (কুদরত) প্রকৃতির নিয়ম। এতো ছোট আত্মার মধ্যে কত পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। এই আধ্যাত্মিক বিষয়ে সুপ্রিম সোল তোমাদের বুঝিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদের সফর করিয়ে থাকেন, এটাও ড্রামায় আছে, যা পূর্বেই নির্ধারিত, তারই সাক্ষাৎকার করান। যদিও এই খেলা অনাদি তৈরি হয়েই আছে কিন্তু মানুষ জানে না যে এটা অনাদি। তোমরা সবকিছু জানো। যা কিছু হচ্ছে, এক সেকেন্ড পরেই সেটা পাস্ট (অতীত) হয়ে যাবে। যা পাস্ট হয়ে যাচ্ছে, তোমরা বুঝতে পারছো যে এটা ড্রামায় ছিল। বাবা বুঝিয়েছেন - সত্যযুগ থেকে শুরু করে কি - কি পার্ট হয়েছে। 'সব বিষয়ে দুনিয়া কিছুই জানে না। বাবা বলেন আমার বুদ্ধিতে যে নলেজ আছে, সেটাই তোমাদের দিচ্ছি। তোমাদের নিজের সমান করে তুলি। এটা তো তোমরা জানো যে সম্পূর্ণ দুনিয়া ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এখন প্রথমে পবিত্র হতে হবে আর পবিত্র করে তুলতে হবে। তোমরা ছাড়া আর কেউ পবিত্র করতে পারবে না।

এখন বাবার শ্রীমতে চলে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে। কোনো কঠোর শব্দ যেন না বেরোয়। সবার প্রতি ক্ষমাশীল হতে হবে। তোমরা সবাইকে শেখাতে পারো - ভগবানুবাচঃ : মন্মনাভব। ওরা জানে না যে ভগবান কে আর উনি কবে গীতা শুনিয়েছেন। তোমরা এখন বুঝেছ - ভগবানুবাচঃ : অশরীরী হও। দেহের সব ধর্ম যেমন, আমি মুসলমান, পারসি, 'সব ছাড়তে হবে। একথা কে বলে ? আত্মা তো সবাই ভাই-ভাই। এক বাবার সন্তান সবাই। আত্মাদের নিজের ভাইদের বোঝাতে হবে যে বাবা বলছেন মামেকম্ স্মরণ করো তবে তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে। সবাই নির্বাণধামে যাবে। দুটো শব্দও অন্ততপক্ষে স্মরণ করে খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। ভগবান সবার এক। শ্রীকৃষ্ণ তো (ভগবান) হতে পারে না। বাবা বলছেন দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো। আত্মা প্রকৃতির আধার নিয়ে এখানে ভূমিকা পালন করতে আসে। ক্রাইস্টের জন্যও বলা হয় সেও এখন বেগার (ভিখারি)। সবারই জুতো (শরীর) পুরানো হয়ে গেছে। ক্রাইস্টও নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম নিয়েছে। এখন তো তার শেষ জন্ম হবে। এই ম্যাসেঞ্জারদেরকেও বাবাই এসে জাগিয়ে তোলেন। পতিতদের পবিত্র করে তোলেন একমাত্র বাবা। সবাইকেই পুনর্জন্ম নিতে-নিতে নিচে নামতেই হবে। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়। যত দিন যাবে তারাও এটা মানবে। আওয়াজ আসবে যে বাবা এসেছেন। মহা ভারী লড়াইয়ে ভগবানের নাম আছে, তাই না ! কিন্তু নাম বদলে দিয়েছে। বিনাশ আর স্থাপনা করা এটা তো একমাত্র ভগবানের কাজ। বাবা এসেই স্বর্গের দরজা খুলবেন। তোমরাও তাঁকে আহ্বান করে বলে থাকো, এসে বৈকুণ্ঠের দরজা খোলো। বাবা এসে তোমাদের দ্বারাই দরজা খোলেন। তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ - শিব শক্তি সেনা। তোমাদের পান্ডব এইজন্য বলা হয় যে কেননা তোমরা হলে রুহানী (আত্মিক) পান্ডা, তোমরা স্বর্গের পথ বলে দাও। বাবা বসে সমস্ত শাস্ত্রের সার বলে থাকেন। এইসব বিষয় বুঝবে তারাই যারা কল্প পূর্বেও বুঝেছিল। আমরা আত্মারা পান্ডা সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যাব তারপর সুখধামে আসতে হবে। এই দুঃখধামের বিনাশ হবে - সেইজন্যই এই মহাভারতের লড়াই। তোমাদের বুদ্ধিতে বিস্তারিত আছে (বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা)। মন্মনাভব, মধ্যাজীভব এর মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। বাবা যেমন

নলেজফুল, তোমরা বাচ্চারাও তেমনটাই হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র দিব্য দৃষ্টির চাবি নিজের কাছে রাখি। এর পরিবর্তে তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তুলি।

আমি বিশ্বের মালিক হই না। এটাই পার্থক্য। দিব্য দৃষ্টির পাটও তোমাদের কাজে লাগে। ভগবান তোমাদের ভক্তি আর ভাবনার রিটার্ন ছেলার আকারে ফিরিয়ে দেন। জগদম্ভার কতো মেলা হয় সেটাও বাবা ব্যাখ্যা করেছেন। লক্ষ্মীর এতো মেলা অনুষ্ঠিত হয়না। কত পার্থক্য। লক্ষ্মীর চিত্র সিন্দুকে (তিজোরীতে) রাখে ধন প্রাপ্তির জন্য। ভক্তি মার্গে প্রাপ্তি হয় চানা, জ্ঞান মার্গে প্রাপ্তি হয় হীরা। লক্ষ্মীর কাছে শুধুই ধন (টাকা পয়সা) চাওয়া হয়। এমন বলে না যে সন্তান দাও, স্বাস্থ্য দাও। জগত অম্ভার কাছে সব আশা(ইচ্ছা) নিয়ে যায়।

এখন তোমরা বুঝেছো যে, আমরাই পূজ্য ছিলাম, এখন পূজারি হয়েছি আবারও পূজ্য হবো। জ্ঞানের মাধ্যমে বাচ্চারা আলো পেয়েছে। তোমরা কতো অনন্য হয়ে উঠেছো। জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দিয়েছেন....তোমরা ডামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছ। তোমাদের বুদ্ধিতে এটা এসে গেছে সুতরাং এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে কত মূল্য দেওয়া উচিত। ঐ পড়াশোনা (লৌকিকে) তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে পড়ে আসছো, কিন্তু কি প্রাপ্তি হয়েছে? ছোলা মটর। এই ঈশ্বরীয় পাঠ এক জন্ম পড়লেই তোমরা হীরা-জহরত পেয়ে থাকো। এখন পুরুষার্থ করা সেটা তো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাজ। পড়াশোনা না করলে টিচার আর কি বলবেন ? এখানে কৃপা করার কোনো প্রশ্নই আসে না। সঙ্গম যুগে দেবতাদের সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যোগবলের দ্বারা তোমরা নিজেদের বিকর্ম বিনাশ করছো আর জ্ঞান বল অর্থাৎ নলেজের দ্বারা তোমরা কতো উচ্চ হয়ে উঠেছো। জ্ঞানের সাগর আর জ্ঞানের নদীতে স্নান করলে সন্নতি হয়। বোঝানোর জন্য বাচ্চারা যুক্তি পেতেই থাকে। ডামার প্ল্যান অনুসারে কল্প পূর্বেও যেমন বোঝানো হয়েছিল ঠিক তেমনই বোঝানো হচ্ছে। বাচ্চারাও নশ্বরানুসারে আসতে থাকে। ব্রাহ্মণ কুলের বৃদ্ধি হতে থাকে। বাচ্চারা তোমাদের মহাদানী হতে হবে। যে কেউ-ই আসুক না কেন তাকে কিছু না কিছু বোঝাতে থাকো। শত্রুধ্বনি করতে হবে। এখানে (মধুবন) তোমরা যতটা ধারণা করতে পারো ততটা ঘরে হয় না। শাস্ত্রতেও মধুবনের গায়ন আছে যে ওখানে মুরলী বাজে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) ঈশ্বরীয় পড়াশোনার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে। বাবার কাছে কৃপা ইত্যাদি চাওয়া উচিত নয়। জ্ঞান আর যোগবল জমা করতে হবে।

২ ) ক্ষমাশীল হতে হবে। মুখ দিয়ে কখনও কটু কথা বলা উচিত নয়। সর্বদা মিষ্টি কথা বলতে হবে। নিজের সমান তৈরী করার সেবা অবশ্যই করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* বিকার রূপী সাপকেও গলার মালা বানিয়ে দেওয়া সত্যিকারের তপস্বী ভব  
পাঁচ বিকার হলো মানুষের জন্য বিষাক্ত সাপ, কিন্তু তোমরা যোগী আত্মাদের জন্য এই সাপ গলার মালা হয়ে যায় । সেইজন্য তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের আর ব্রহ্মা বাবাকে অশরীরী, তপস্বী শঙ্কর স্বরূপে স্মরণিক রূপে সাপের মালা গলায় দেখানো হয়। সাপ তোমাদের জন্য খুশিতে নৃত্য করার স্টেজ হয়ে যায়। এটা হলো অধীন করার চিহ্ন। স্থিতিই হলো স্টেজ। সুতরাং যখন বিকারের উপরে এতখানি বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে তখনই বলা হবে সত্যিকারের (প্রকৃত) তপস্বী।

\*স্নোগানঃ:-\* পুরানো সংসার বা সংস্কার গুলির থেকে মরে যাওয়াই হলো বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

মিষ্টি বাচ্চারা - যে যতই গুণবান হোক, মিষ্টি মধুর স্বভাবের হোক অথবা ধনী হোক না কেন - তুমি যেন তার দিকে আকৃষ্ট হয়ো না, কোনো দেহকে স্মরণ করবে না।

- \*প্রশ্নঃ - যে সকল বাচ্চারা নলেজ পেয়েছে তাদের মুখ থেকে বাবার জন্য কোন্ মিষ্টি মধুর বাণী নির্গত হয়?
- \*উত্তরঃ - আহা! বাবা তুমি তো আমাদেরকে জীবনদান দিয়েছো। মিষ্টি বাবা, তুমি তো আমাদেরকে এই সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য আর অন্তের নলেজ প্রদান করে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েছো, তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েও শেষ করা যাবে না।
- \*প্রশ্নঃ - অন্তিম কালে বাবা ছাড়া অন্য কারোর প্রতি যেন মন আকৃষ্ট না হয় তার জন্য কি করতে হবে ?
- \*উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা কখনো লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো জিনিস নিজের কাছে এক্সট্রা (অতিরিক্ত) রেখো না। অতিরিক্ত থাকলে তাতে তোমার মন আকৃষ্ট হবে, বাবার স্মৃতি ভুলে যাবে।
- \*গীতঃ- ওরে মন ধৈর্য ধর....

ওম্ শান্তি । কে বাচ্চাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলছে ? বাচ্চাদের বুদ্ধি সাথে সাথে অসীম জগতের পিতার দিকে চলে যায়। তাও শুধুমাত্র এই সময়ই তোমাদের বুদ্ধি বাবার দিকে যায়। এমনিতে অনেকেরই বুদ্ধি অনন্তের পিতার দিকে থাকে। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে এ হল সঙ্গম যুগ। বাবা যে এখানে এসেছেন তা সকলে একবারে তো জানতে পারবে না। বাচ্চারা যখন বাবার হতে পারবে, তবেই তো জানতে পারবে। বাচ্চারা এখন তোমরা বাবাকে জেনেছ, তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন। ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমাদেরকে যা দিয়েছিলেন, সেই অনন্তের উত্তরাধিকার তিনি আবার প্রদান করছেন। তিনি তো আসেনই এখানে বাচ্চাদেরকে অসীম অনন্ত স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে। তিনি অসীম জগতের পিতা হয়েও আমাদেরকে পড়ান। ভগবান মানু বাবা আর তারপরে ভগবানুবাচ অর্থাৎ তিনি পড়ান। তিনি কি পড়ান? বাচ্চারা, তোমরা তো সেটাও বুঝতে পারো যে - আমরা এখন বাবার সামনে বসে আছি। বাবা কোনো শাস্ত্র পড়েননি। এই দাদা ব্রহ্মাবাবা) পড়েছেন। শিববাবাকে তো বলাই হয় জ্ঞানের সাগর, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। তিনি নিজেই বলেন যে - আমি এই সমস্ত বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি খুব ভালোভাবে জানি, এসবই হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এসব আমার রচনা করা নয়। যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এ সমস্ত শাস্ত্র কবে থেকে পড়ছো, তো তারা উত্তর বলে যে এ সমস্ত পরম্পরা ধরে চলে আসছে। বাবা বলেন - আমাদের তো কেউ পড়াতে আসে না, আমার কোনো বাবাও নেই। আর সকলেই মায়ের গর্ভ হতে জন্ম নেয়, মায়ের দ্বারা লালিত পালিত হয়। আমি তো কখনো মাতৃগর্ভে প্রবেশ করি না সুতরাং কোনো মায়ের লালন-পালনও নিই না। মানুষের আত্মা মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। সত্যযুগের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ তো মাতৃগর্ভ থেকেই জন্মগ্রহণ করেছেন সুতরাং তাঁরাও তো মানুষ বটে। কল্পকল্প ধরে ড্রামার পরিকল্পনা অনুযায়ী, আমি তো এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি। এই কথা আর কেউ জানে না। কারোর জানা নেই যে কল্পের আয়ু কত। বাবা বসে আমাদের বুদ্ধিতে দেন যে, আমি একাধারে তোমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গী। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে তাঁর সম্পত্তি দিতে এসেছেন, বাবা স্বর্গের বাদশাহী দিতে এসেছেন, সুতরাং তিনি কি কখনো নরকের রাজস্ব দিতে পারেন! বুদ্ধিতে এই বিষয়ে সদা সর্বদা থাকা দরকার যে অসীম জগতের পিতা আমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে দিচ্ছেন। বাবা স্বর্গ স্থাপন করতে চলেছেন। বাবা বলেন - আমার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো, আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাবো। তারপর দ্বাপর যুগ থেকে তোমরা রাবণের মতাদর্শ অনুসরণ করে থাকো। সত্যযুগে গতি-সদগতির জন্য কোনো মানুষের মতাদর্শ পাওয়া যায় না। তার কোন দরকারও নেই। কলিযুগে সকলে গতি-সদগতির জন্য মত-পথ খুঁজে বেড়ায়। তারা জানে যে তারা কখন না কখনো, কোনো না কোনো সময় স্বর্গে ছিল, পবিত্র ছিল, সেইজন্যই তো তারা কাতর ভাবে ডাকতে থাকে, হে পতিতপাবন, হে সন্নতিদাতা আমাদেরকে সন্নতি দাও। সত্যযুগে এভাবে কাতর ক্রন্দন কেউ করে না। এখন তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন। বাবা অত্যন্ত সরলভাবে রাজযোগ এবং সহজ জ্ঞানের পথ প্রদান করেন। এ হল তাঁর পথ নির্দেশিত শ্রীমৎ। তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান। তাঁর থেকে উঁচু আর কেউ নেই আর তিনি হলেন আমাদের আত্মিক পিতা। যেহেতু তিনি আমাদের পিতা তাই তিনি আমাদের এই জ্ঞান প্রদান করেন। পিতার থেকে বাচ্চারা লৌকিক জ্ঞান গ্রহণ করে। সেই কারণেই বাবা বলেন - আত্মা অভিমাত্রী হও এবং বাবাকে স্মরণ করো। কোনো দৈহিক স্মৃতি যেন মনে না থাকে। তোমরা হলে আত্মা - যত ভালো মানুষই হোক না কেন, ধনী ব্যক্তিই হোক অথবা অতিশয় মধুর স্বভাবের কোনো ব্যক্তি যদি হয়ও - তবুও কোনো শরীরধারীকে কখনো স্মরণ করবে না। শুধুমাত্র এক পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে

হবে। ধনবান শেঠের সন্তান, তার সেই ধনী বাবাকেই স্মরণে রাখবে। সে মহাত্মা গান্ধীকে অথবা শান্তী - এদেরকে কেনই বা স্মরণ করবে। মানুষ সর্বাধিক স্মরণ করে পরমপিতা পরমাত্মাকে, তারপর কেউ স্মরণ করে লক্ষ্মীনারায়ণকে, কেউ রাধাকৃষ্ণকেও স্মরণ করে থাকে। তারা বোঝে যে এরা তো একসময় এখানেই ছিলো। তাঁদের সময়ের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিও রয়েছে। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন বাবা, তিনি পুনরায় আসবেন সুতরাং পৃথিবীর হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি পুনরায় রিপীট হবে। কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগের আগমন হবে। কিন্তু এ'সব শুধু তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কারোরই জানা নেই। ওরা শুধু বলার জন্য বলে যে - হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপীট হয়। কিন্তু বোঝেনা কিছুই। আগে তোমরাও এমনই ছিলে। তোমরা ভাবতে যে অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়নের রাজত্ব ছিল কিন্তু কত সময় ধরে সেই রাজত্ব চলেছিল, তার কি হলো, তারপর তাঁরা কোথায় চলে গেলেন - এসব কিছুই তোমরা জানতে না। এখন তোমরা ক্রম অনুযায়ী খুব ভালো ভাবে এই জ্ঞান ধারণ করে শ্রীমতে চলছো - এও ঠিক আছে। এখন তোমরা তোমাদের মন বচন আর কর্ম দ্বারা অন্যদের সাহায্য করো। তোমরা এই জ্ঞান আর যোগের সাহায্যে বহুজনের কল্যাণ সাধন করবে।

তোমরা হলে শক্তিসেনা ডবল অহিংসক। তোমাদের মধ্যে কোনো হিংসার লেশমাত্র নেই। তোমরা কাউকে কখনো দুঃখ দাও না। হিংসার অর্থই হলো দুঃখ দেওয়া। ঘুসি মারা, তলোয়ার চালানো অথবা কাম কাটার চালানো - এসবই হল দুঃখ দেওয়া। তোমরা কাউকে কোনো রকমের দুঃখ দাও না, সেই কারণেই বলা হয়ে থাকে - অহিংসা পরম ধর্ম। মানুষ তো হিংসা করতে থাকে, কারণ এ তো রাবণের রাজত্ব চলছে। মানুষ তো শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রেও হিংসা দেখিয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন জানো যে - শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন রাজকুমার, তার এমন জীবনচরিত অথবা জীবন কাহিনী হতেই পারে না। একমাত্র ঈশ্বরেরই গুণগান চরিত হয়। তিনি একমাত্র রত্নাকর, সওদাগর, জ্ঞানের সাগর এবং জাদুকর। আচ্ছা নিরাকার পরমাত্মা কিভাবে সওদা করতে পারেন? মানুষই তো সওদাগর হতে পারে। এখন তোমরা এ সকল বিষয়ে জানো যে কেন বাবাকে সওদাগর এবং রত্নাকর বলা হয়। কেন সকলে তাঁকেই স্মরণ করে? তারা বলে হে পতিত পাবন, সকলের সদগতি দাতা, দুঃখহর্তা সুখকর্তা। মহিমা কীর্তনও সেই একজনের উদ্দেশ্যেই হয়। এই মহিমা কোনো সৃষ্টিবতন নিবাসী অথবা স্থূলবতন নিবাসীর হতে পারে না। এ হল মূলবতন নিবাসীর মহিমা। বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, আমরা আত্মারা তাঁর সন্তান। আমরা সবাই নম্বরক্রমে ভূমিকা পালন করতে আসি। বাবা বলেন - এই যে জ্ঞান আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি তা, কাল ক্রমে লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। ঐরকম গীতা তো অনেক আছে। তবুও পুরাতন গীতা আবার প্রকাশিত হবে। তোমরা যে কাগজপত্র ব্যবহার করো সেগুলো ইমার্জ হবে না। অনেক ভাষাতে গীতা রয়েছে। গীতা হল উঁচুর থেকেও উঁচু, কিন্তু সে সবই মানুষের সৃষ্টি, এর কোনোটাই যথার্থ নয়, সেই কারণেই সকলে এখনো অজ্ঞানতার অন্ধকারে রয়েছে। সেই কারণেই গায়ন রয়েছে যে জ্ঞান সূর্য উদিত হল.... লৌকিক জগতের আকাশে বিদ্যমান এই সূর্যের মহিমার কথা বলা হচ্ছে না, এ হল জ্ঞান সূর্যের মহিমা। এই লৌকিক সূর্য আমাদের প্রকাশ দেয়, সাগর জল দেয় - এর নাম ওখানে আর ওর নাম এখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানের সাগরকেই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান সূর্য বলা হয়। তোমরা জানো যে এখন আমাদের মনের অন্ধকার দূর হয়েছে। এই সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শুধুমাত্র তোমরাই জানো। যখন তোমরা স্বয়ং রচয়িতার ভূমিকা জানো তবে তো বাকিদের ভূমিকা অবশ্যই জানো। তোমরা এই নলেজ প্রাপ্ত করছো। তোমরা জানো যে এই বাবা আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। তিনি আমাদেরকে জীবন দান দেন, দুঃখ থেকে মুক্ত করেন, কালের কবল থেকে মুক্ত করেন। কেউ যখন মরতে মরতেও জীবন ফিরে পায় তখন সে বলে যে, ডাক্তার তাকে জীবন দান দিয়েছেন। তোমাদেরকে বাবা এমন জীবন দান দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা কখনো অসুস্থ হবে না - তাই কখনো বলার প্রয়োজনই পড়বে না যে কেউ তোমাদেরকে জীবন দান দিয়েছে। এ হল সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান।

এখন তোমরা জীবিত অবস্থাতেই বাবার হয়ে গেছো। কাউকে কাউকে মায়ারূপী রাবণ নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। বলা যেতে পারে, রাবণরূপী কাল তাকে গ্রাস করেছে। ঈশ্বরের কোলে এসে পুনরায় অসুরের কোলে চলে যায়। কাল তাকে গ্রাস করেনি, কিন্তু জীবিত কালে সে প্রথমে ঈশ্বরকে আপন করে নিয়ে আবার রাবণকে আপন করে নেয়। এখানে ধর্মাত্মা হয়, পুনরায় ওখানে গিয়ে অধর্মী হয়ে যায়। এখানে সঙ্গম যুগে ধর্মের রাজত্ব রয়েছে আর ওখানে অধর্মের রাজত্ব রয়েছে। সত্যযুগে রয়েছে শুধু এক ধর্ম। কলিযুগে অধর্মের রাজত্ব, কৌরব রাজত্ব চলছে। বলা হয়ে থাকে মহাভারতের যুদ্ধের সময়, পান্ডবদের সাথে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। তোমাদের সাথে তো স্বয়ং শিববাবা রয়েছেন। এখানে কোনো জুয়া অথবা পাশা খেলার বিষয় নেই। না কৌরবের রাজত্ব রয়েছে, না পাণ্ডবের রাজত্ব রয়েছে। বাবা এসে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেন। মানুষ চায় যে রাম রাজত্ব স্থাপন হোক। আমরা স্বর্গবাসী হই, অর্থাৎ এখন এখানে এ হলো নরক। কিন্তু কাউকে সরাসরি নরকবাসী বলা হলে সে রেগে যাবে। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে - অসীমের পিতা হলেন নিরাকার, সেই অসীম জগতের পিতাকেই ভগবান বলা হয়। জাগতিক সীমাবদ্ধতায় যে লৌকিক পিতা, তাকে কখনো ভগবান বলা যায়

না। শ্রীকৃষ্ণকে কখনোই জ্ঞানসাগর পতিত পাবন বলা যায় না। তাঁর মহিমা শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো। বাবা এসে তোমাদেরকে তাঁর মতো তাঁর সমান করে গড়ে তোলেন। বাবাও জানেন তোমাদের কথা আর বাচ্চারাও জানে যে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ঠিক যেমনভাবে লৌকিক পিতার থেকে বাচ্চারা উত্তরাধিকার লাভ করে। দুটোই হলো আলাদা আলাদা। এখানে তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এইরকম কোনো স্কুল বা সংসদ নেই, যেখানে সকলেই বলে যে আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। এখানে বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখান। তিনি বলেন যে, তোমরা নর থেকে নারায়ণ হবে। তা অবশ্যই সঙ্গমযুগে হবে অর্থাৎ কলি যুগের অন্তিম সময় আর সত্যযুগের আরম্ভের সময় - এই দুইয়ের সঙ্গমে তোমরা পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ হচ্ছে। এই রাজযোগ আমরা বাবার কাছ থেকে শিখছি - নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য। মানুষ নর-নারায়ণের মন্দির স্থাপন করে, সেখানে তাঁকে চতুর্ভুজ দেখানো হয় - কারণ নর এবং নারায়ণ উভয়ে একত্রে রয়েছে। যেমনভাবে নর-নারায়ণের মন্দির রয়েছে তেমনভাবে নারী লক্ষ্মীর মন্দির কোথাও নেই। নারী-লক্ষ্মীকে দীপাবলীর সময় আহ্বান করা হয়, তাঁকে বলা হয় মহালক্ষ্মী। তোমরা দেখবে, মহালক্ষ্মীর মূর্তি চতুর্ভুজ দেখানো হয়। যাকে পূজা করা হয় তা হল যুগল বিষ্ণুর রূপ, তাই চার ভুজা দেখানো হয়েছে। এ সকল বিষয় শুধু বাবা এসেই আমাদের বুঝিয়ে দেন। মানুষ তো এসব কিছুই জানে না। তারা শুধু ভগবানকে খুঁজতেই থাকে। আর এদিক-ওদিক ধাক্কা খেতে থাকে। ভগবান তো উপরেই রয়েছেন, তাহলে খোঁজার কি প্রয়োজন? মন্দিরে যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র রয়েছে, সেই চিত্র ঘরে রেখে পূজা করো না কেন? তাহলে আবার বিশেষভাবে মন্দিরে যাওয়ার কি দরকার? মন্দিরে যাবে, পয়সা দেবে, দান করবে। ঘরে বসে কাকে দান করবে? সুতরাং এই সবই হল ভক্তি মার্গের নিয়ম কানুন। বাবা বলেন, কোনো রকমের কোনো ছবি রাখার তোমাদের প্রয়োজন নেই। তোমরা কি শিব বাবাকে জানো না, যে তার ছবি রেখেছে? ছবি রাখলেই কি তাঁকে স্মরণ করতে পারো? বাবা তো এখন বর্তমান এখানে রয়েছেন, তাহলে কেন বাচ্চারা চিত্র রেখেছে? বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন, তাহলে চিত্রের কী প্রয়োজন? বৃদ্ধ হলে স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে তাই মনে রাখার জন্য তাদেরকে চিত্র দেওয়া হয়। বাকি অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ করতে থাকলে, অন্তিম কালে সেই দেহধারী তোমাদের মনে আসবে। এতটুকুও মমত্ব যদি থেকে যায় তো তার স্মৃতি তোমাকে ছাড়বে না। যতই শিব বাবার চিত্র রাখো না কেন তাতে লাভ হবে না। যদি অন্য কারোর প্রতি মোহ থেকে যায়, তাহলে সে তোমাদের স্মরণে আসবে। তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়ে যাও। কোনো বস্তুতে যদি মোহ থেকে যায়, ২-৪ জোড়া জুতো যদি থাকে, তবে তাও স্মরণে আসবে - তাই বলা হয় যে অতিরিক্ত কোনো জিনিস রেখো না। না হলে বুদ্ধিযোগ তাতেই আটকে থাকবে। শুধু এক বাবা ছাড়া আর কাউকে স্মরণ ক'রো না। লোভ তো হয় তাই না - যে আমরা ভালো ভালো জিনিস কিনবো, ২-৪ জোড়া জুতো রাখবো, ঘড়ি রাখবো, কিছু টাকা পয়সা সঞ্চয় করবো - যা রাখবে তাই স্মরণে আসবে। বাবাকে জানানো উচিত, যে তোমাদের কাছে কি রাখা আছে। বাস্তবে তোমাদেরকে কিছুই রাখার দরকার, নেই যা পাবে শুধু তাই রাখবে। এক শুধু বাবা ছাড়া আর যেন কিছু মনে না থাকে। এইরকম অভ্যাস করতে হবে - তবেই তো তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে। এ কথা কেউই বুঝতে পারে না যে রাধাকৃষ্ণই বিশ্বের মালিক ছিলেন, তারা বলেন যে ভারতে রাধাকৃষ্ণ রাজত্ব করে গেছেন। যমুনা নদীর উপকণ্ঠে তাদের মহল ছিল, কিন্তু তিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলেন। এসব কিছু এখন তোমাদের বুদ্ধিতেই শুধু আছে। অসীম জগতের পিতা তোমাদেরকে অসীমের মালিক বানাতে এসেছেন। রাজা এবং প্রজার মধ্যে পার্থক্য অনেক। এখানে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে এসেছো, তবে বাবাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করো। ফকির থেকে ধনী হতে হবে। এতটা পুরুষার্থ করতে হবে। আনন্দ সহকারে মুরলী পড়তে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) জ্ঞান যোগের দ্বারা সকলকে সাহায্য করতে হবে। ডবল অহিংসক হয়ে উঠতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেওয়া যাবে না।

২) নষ্টমোহ হতে হবে। কোনো জিনিসই যেন বুদ্ধির রাশকে টেনে না রাখতে পারে। এক মাত্র বাবার স্মৃতি সদা সর্বদা থাকে - এর প্র্যাক্টিস করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* ব্রাহ্মণ জীবনে স্মরণ আর সেবার আধারে শক্তিশালী হয়ে মায়াজিৎ হও

ব্রাহ্মণ জীবনের আধারই হল স্মরণ এবং সেবা। যদি স্মরণ আর সেবার আধার দুর্বল হয়ে থাকে তাহলে

ব্রাহ্মণ জীবন কখনো দ্রুত গতিতে এগোবে, কখনো ডিলেটলা ভাবে এগোবে। কখনো যদি কোনো সহযোগিতা পায়, কোনো সাথী পায়, কোনো অনুকূল পরিস্থিতি হয় - তবেই পথ চলতে পারবে। আর তা না হলে ডিলেটলা হয়ে যাবে। সেই কারণেই স্মরণ আর সেবা দুটোরই তীব্রগতি চাই। স্মরণ আর নিঃস্বার্থ সেবায় থাকলে, মায়াজিৎ হওয়া খুবই সহজ হয়ে যাবে আর প্রতিটি কর্মে বিজয় দেখতে পাওয়া যাবে।

\*স্লোগান:-\* বিঘ্ন-বিনাশক সে-ই হতে পারে, যে সর্বশক্তিতে সম্পন্ন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - দূর দেশ থেকে বাবা এসেছেন ধর্ম এবং রাজ্য দুটিই স্থাপন করার জন্য, যখন দেবতা ধর্ম থাকে তখন দেবতাদের রাজত্ব থাকে, দ্বিতীয় ধর্ম বা রাজত্ব থাকে না”

- \*প্রশ্নঃ - সত্যযুগে সব পুণ্য আত্মারা থাকে, কোনও পাপ আত্মা থাকে না, তার নিদর্শন কি ?
- \*উত্তরঃ - সেখানে কোনও কর্ম ভোগ বা রোগ ইত্যাদি হয় না। এখানে রোগ ভোগ অসুখ বিসুখ ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মারা পাপের সাজা কর্ম ভোগের রূপে ভোগ করছে, যাকে পাস্টের হিসেব-নিকাশ বলা হয়।
- \*প্রশ্নঃ - বাবার কোন ইঙ্গিত দূরদর্শী বাচ্চারা ই বুঝতে পারবে ?
- \*উত্তরঃ - বাবা ইঙ্গিত করেন - বাচ্চারা, তোমরা বুদ্ধি যোগের রেস করো। এখানে বসে বাবাকে স্মরণ করো। ভালোবেসে স্মরণ করবে তো তোমরা বাবার গলার হার হয়ে যাবে। তোমাদের প্রেম সিক্ত অশ্রু মালার মুক্তোর দানা হয়ে যায়।
- \*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনলো। গানের অর্থ বুঝলো। ভারত হল বিশাল। সম্পূর্ণ ভারতকে পড়ানো সম্ভব নয়। এ'তো হল পড়াশোনা - কলেজ খুলতে থাকবে। এ হল অসীম জগতের পিতার ইউনিভার্সিটি। একেই বলা হয় - পাণ্ডব গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট বলা হয় সভেরিনিটিকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - সভেরিনিটি (সার্বভৌমত্ব বা রাজত্ব) স্থাপন হচ্ছে। ধর্ম প্লাস সভেরিনিটি। রিলিজিও পলিটিক্যাল .... দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে, আর অন্য কোনও ধর্মের মানুষ রাজত্ব স্থাপন করে না। তারা শুধু ধর্ম স্থাপন করে। বাবা বলেন আমি আদি সনাতন ধর্ম এবং রাজত্ব স্থাপন করি, তাই রিলিজিও পলিটিক্যাল বলা হয়। বাচ্চাদের খুব দূরদর্শী বুদ্ধিমত্তা থাকা উচিত। বাবা দূরদেশ থেকে এসেছেন। যদিও দূরদেশ থেকে সব আত্মারাই আসে। তোমরাও দূর দেশ থেকে এসেছো। নতুন ধর্ম যারা স্থাপন করতে আসে - তাদের আত্মারাও দূর থেকেই আসে। তারা ধর্ম স্থাপক আর একে বলা হয় ধর্ম এবং সভেরিনিটি স্থাপক। ভারতে সভেরিনিটি ছিল। মহারাজা-মহারানী ছিল। মহারাজা শ্রী নারায়ণ, মহারানী শ্রী লক্ষ্মী। তো এখন তোমরা বাচ্চারা বলবে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলছি। বাবা, যাঁকে আমরা সব ভারতবাসীরা আহবান করেছি যে এসো - এসে পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে নতুন সুখের দুনিয়া স্থাপন করো। পুরানো গৃহ এবং নতুন গৃহে পার্থক্য তো থাকে তাইনা। বুদ্ধিতে নতুন গৃহের কথাই স্মরণে থাকে। আজকাল তো বাড়ি ঘর ইত্যাদি ফ্যাশনেবল বানায়। ভাবে - এমন এমন করে বাড়ি তৈরি হবে। তোমরা জানো আমরা নিজের ধর্ম এবং রাজত্ব স্থাপন করছি। স্বর্গে আমরা হীরে-জহরতের মহল বানাবো। অন্য ধর্মের মানুষ এমন ভাবে না। যেমন ক্রাইস্ট থ্রিস্টান ধর্ম স্থাপন করতে এসেছিলেন, এই কথা তারা তখন বুঝতে পারেনি, যখন বুদ্ধি হয়েছে তখন নাম রাখে থ্রিস্টান ধর্ম। ইসলাম ইত্যাদি ধর্মের কোনও নাম চিহ্নটুকুও থাকে না। তোমাদের চিহ্ন শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত চলছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আছে - তোমরা এ'কথাও জানো তাঁদের রাজত্ব সত্য যুগে ছিল। সেখানে তোমাদের এই জ্ঞান থাকবে না যে, পাস্টে কাদের রাজধানী ছিল, ফিউচারে কাদের রাজধানী থাকবে। শুধু প্রেজেন্ট অর্থাৎ বর্তমানকে জানবে। এখন তোমরা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারকে জানো। সর্বপ্রথমে আমাদের ধর্ম ছিল, পরে অন্য ধর্ম গুলি এসেছে। সঙ্গমেই বাবা বসে বোঝান। এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছো। সত্য যুগে ত্রিকালদর্শী হবে না। সেখানে তো রাজত্ব করবে, অন্য ধর্মের নাম চিহ্ন কিছুই থাকবে না। নিজের আনন্দে রাজত্ব করবে।

এখন তোমরা সম্পূর্ণ চক্রের কথা জেনেছো। মানুষ এই কথা তো জানেনা যে, অবশ্যই দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। কিন্তু সেই ধর্ম কীভাবে স্থাপন হলো , কত সময় চলেছে - সে কথা জানেনা। তোমরা জানো সত্য যুগে এত গুলি জন্ম রাজত্ব করেছি তারপরে ত্রেতায় এত গুলি জন্ম হয়েছে। এদেরও জানতে হবে। বাচ্চারা জানে অবশ্যই অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান। তোমরা জানো কৃষ্ণের আত্মার এ'হল অনেক জন্মের অন্তের জন্ম, এনার মধ্যেই এসে প্রবেশ করেছেন। এনার নাম ব্রহ্মা নিশ্চয়ই চাই। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। এই ত্রিমূর্তির নলেজ খুব সিম্পল। ইনি হলেন নিরাকার শিব পিতা, তাঁর কাছ থেকে বর্ষা প্রাপ্ত হয়। নিরাকারের কাছ থেকে বর্ষা কীভাবে প্রাপ্ত হয়? প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে চলেছি। সেই দেবতারাই ৮৪ জন্মের পরে ব্রাহ্মণ হয়। এই চক্রটি বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরাই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার সন্তানরাই রুদ্রের সন্তান হয়। আমরা আত্মারা নিরাকারী সন্তান, আমরা বাবাকে স্মরণ করি। এই চিত্রের

বিষয়ে বোঝানো খুব সহজ। তপস্যা করছে পরে সত্য যুগে আসবে। তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত - আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি। পরে দেবতা ধর্মের বাদশাহ হয়ে রাজত্ব করবো। যোগের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যদি এখনও পাপ করতে থাকবে তো কি তৈরী হবে? মানুষ যখন তীর্থ যাত্রায় যায় তখন পাপ কর্ম করে না। পবিত্রও অবশ্যই থাকে। তারা বোঝে যে, দেবতাদের কাছে যাচ্ছি। মন্দিরেও সব সময় স্নান করে যায়। স্নান কেন করে? প্রথমতঃ বিকারগ্রস্ত থাকে বলে, দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক কৃত্য করে বলে স্নান করতে হয়। তারপর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে দেবতাদের দর্শন করতে যায়। তীর্থযাত্রায় গিয়ে কখনও পতিত হয় না। চার ধামের পরিক্রমা করে পবিত্র হয়ে। অর্থাৎ পবিত্রতাই হল মুখ্য। দেবতারও যদি পতিত হয় তবে পার্থক্য কি রইল। দেবতার পবিত্র থাকে, আমরা পতিত হই। তোমরা জানো বাবা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন। যদিও তোমরা সব আত্মারাই হলে আমার সন্তান, কিন্তু তোমাদের পড়াবো কীভাবে? রাজযোগ শেখাবো কীভাবে? তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাবো কীভাবে? তোমরা জানো বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। সূত্রাং ভগবান অবশ্যই বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত বানিয়ে বর্ষা প্রদান করবেন। কোথায় উপযুক্ত বানাবেন? সঙ্গমযুগে। বাবা বলেন, আমি সঙ্গমে আসি। এই মাঝখানের ব্রাহ্মণ ধর্মই হলো একেবারে আলাদা। কলিযুগে হল শূদ্র ধর্ম। সত্য যুগে হলো দেবতা ধর্ম। এ'হল ব্রাহ্মণ ধর্ম। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ ধর্মের। এই সঙ্গম যুগ হলো খুবই ছোট। এখন তোমরা সম্পূর্ণ চক্রের বিষয়ে জানো। দূরদর্শী হয়ে গেছো।

তোমরা জানো ইনি হলেন বাবার রথ, এনাকে নন্দীগণও বলা হয়। সারাদিন তো রথে বসে যাত্রা করেন না। আত্মা, দেহ রূপী রথে বসে সারাদিন যাত্রা করে। আলাদা হয়ে গেলে তো দেহ থাকবে না। শিববাবা তো আসতে যেতে পারেন কারণ আত্মা হলো তাঁর নিজের। তাই আমি সর্বদা সওয়ার থাকি না, সেকেন্ডে আসা যাওয়া করতে পারি। আমার সমান তীক্ষ্ণ রকেট দ্বিতীয়টি নেই। আজকাল রকেট, বিমান ইত্যাদি কত রকমের যানবাহন তৈরি হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হল আত্মা। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো - আর বাবা এসে গেলেন। আত্মাকে হিসেব-নিকেশ অনুসারে লন্ডনে জন্ম নিতে হবে তো সেকেন্ডে সেখানে গিয়ে গর্ভে প্রবেশ করবে। সূত্রাং সবচেয়ে তীব্র বেগে গমন করে আত্মা। এখন আত্মা নিজ গৃহে অর্থাৎ পরমধাম যেতে পারে না কারণ তার শক্তি নেই। দুর্বল হয়ে পড়েছে, উড়তে পারে না। আত্মার উপরে পাপের বোঝা অনেক রয়েছে, শরীরের উপরে যদি বোঝা থাকতো তবে তো আগুনের দ্বারাই পবিত্র হয়ে যেতো, কিন্তু আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে। তাই আত্মা-ই সঙ্গ করে হিসেব-পত্র নিয়ে যায়। তাই জন্য বলা হয় - পাস্টের কর্ম ভোগ। আত্মা তো সংস্কার সঙ্গ করে নিয়ে যায়। জন্ম থেকেই কারো পা একেজো হলে বলা হয় পাস্টে এমন কর্ম করেছে। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম, যা ভোগ করতে হয়। সত্যযুগে হল-ই পুণ্য আত্মা। সেখানে এইসব কথা থাকে না। এখানে সবাই পাপ আত্মা। সন্ন্যাসীদেরও প্যারালাইসিস হলে বলা হবে কর্ম ভোগ। আরে মহাত্মা শ্রী শ্রী ১০৮ জগৎ গুরু হয়েও এমন রোগ কেন হয়? বলবে কর্ম ভোগ। দেবতাদের উদ্যেশ্যে এমন বলবে না। গুরুর মৃত্যু হলে শিষ্যদের অবশ্যই অনুশোচনা হবে। বাবার প্রতি খুব ভালোবাসা থাকলেও কান্নাকাটি করে। স্ত্রীর ভালোবাসা স্বামীর প্রতি থাকলে অবশ্যই কান্নাকাটি করবে। স্বামী দুঃখ প্রদানকারী হলে কাঁদবে না। মোহ না থাকলে বুঝবে ভবিষ্যৎ। তোমাদেরও বাবার সাথে অনেক ভালোবাসা আছে। শেষ সময়ে বাবা চলে যাবেন - তোমরা বলবে ওহো! বাবা চলে গেলেন, উনি এত সুখ প্রদান করেছিলেন! শেষে পিছনে অনেকে পড়ে থাকবে। বাবার সাথে অনেক ভালোবাসা থাকে। তোমরা বলবে বাবা আমাদের রাজত্ব প্রদান করে চলে গেলেন। ভালোবাসার অশ্রু ঝরে পড়বে, দুঃখের নয়। এখানেও আত্মারূপী বাচ্চারা বহুকাল পরে শিব পিতার সাথে এসে মিলিত হয় তো প্রেম সিক্ত অশ্রু ঝরে পড়ে। এই প্রেমের অশ্রুই মালার মুক্তো দানা হয়ে যাবে। আমাদের পুরুষার্থই হল যে আমরা বাবার গলার হার হতে পারি, তাই বাবাকে স্মরণ করতে থাকি।

বাবার আদেশ হল - স্মরণের যাত্রা করতে থাকো। যেমন রেস করানো হয় অমুক স্থানটিকে ছুঁয়ে এসো, তারপরে হয় ক্রম অনুসারে। এখানেও বাবাকে যত স্মরণ করবে, যে প্রথমে রেস করে এগিয়ে যাবে সে-ই প্রথমে স্বর্গে এসে রাজত্ব করবে। তোমরা সব আত্মারা বুদ্ধির দ্বারা যোগে রেস করছো। এখানে বসে ওইখানে রেস করছো। আমরা শিববাবার সন্তান। বাবা ইঙ্গিত করেন - আমাকে স্মরণ করো, দূরদর্শী হও। তোমরা দূরদেশ থেকে এসেছো। এখন এই পরের দেশ বিনাশ হয়ে যাবে। এই সময় তোমরা রাবণের দেশে আছো, এই ধরিত্রী হল রাবণের। পরে তোমরা অসীম জগতের পিতার ধরিত্রীতে আসবে। সেখানে হল রামরাজ্য। রামরাজ্য, শিববাবা স্থাপন করেন। পরে অর্ধেক কল্পে রাবণের রাজ্য, ড্রামা অনুসারে এটাই নির্ধারিত আছে। এই সব কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো তাই তোমরা প্রশ্ন করো, যার উত্তর তারা কেউই দিতে পারে না। যদি বলা হয় আত্মার পিতা হলেন গড ফাদার। আত্মা - তাঁর কাছ থেকে তোমাদের কি বর্ষা প্রাপ্ত হওয়া উচিত? এ'হল পতিত দুনিয়া। বাবা তো পতিত দুনিয়া রচনা করেননি তাইনা। কাউকে বোঝানো খুব সহজ। চিত্র দেখাতে হবে। ত্রিমূর্তির চিত্র কতো সুন্দর। এমন নিয়ম মেনে ত্রিমূর্তির চিত্র কোথাও নেই। ব্রহ্মার মুখমন্ডলে দাড়ি ইত্যাদি দেখানো হয়।

বিশু আর শঙ্করের দেখানো হয় না। তাঁদের দেবতা রূপে গণ্য করে। ব্রহ্মা তো হলেন প্রজাপিতা। অনেকে অনেকরকম ভাবে বানিয়েছে। বাচ্চারা, এখন এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, অন্য কারো বুদ্ধিতে নেই। তারা যেন বুঝতেই চায় না। রাবণকে দহন কেন করা হয় - সে কথা কেউ জানেনা। রাবণ কে ? কবে এসেছিল? বলে দেয় অনাদি কাল থেকে দহন করা হচ্ছে। তোমরা বুঝেছো - রাবণ হল অর্ধেক কল্পের শত্রু। দুনিয়ায় নানান মত রয়েছে, যে যেমন বুঝিয়েছে সেইরকম নাম রেখে দিয়েছে। কেউ মহাবীর নাম দিয়েছে। মহাবীর তো হনুমানকে দেখানো হয়। এখানে আদি দেব মহাবীর নাম কেন রেখেছে ? মন্দিরে মহাবীর, মহাবীরাজনা আর তোমরা বাচ্চারা বসে আছে। তারা মায়ার উপরে বিজয় লাভ করেছে তাই মহাবীর বলা হয়। তোমরাও অনায়াসেই নিজেদের স্থানে এসে বসেছো। ওটা হল তোমাদের স্মরণিক। সে'সব হলো জড় রূপে। তবুও চিত্র অবশ্যই লাগাতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত চৈতন্য স্বরূপের কাছে এসে জ্ঞান অর্জন করে। দিলওয়ারা মন্দিরের রহস্য খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। এরা পড়াশোনা করে গেছে তবে ভক্তিমার্গে এই স্মরণিক তৈরি হয়েছে। তোমাদের রাজধানী স্থাপন করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কটু কথাও শুনতে হয় কারণ কলঙ্গী ধর অর্থাৎ ময়ূর পঞ্চধারী হতে হবে। এখন তোমরা সবাই কটু কথা শোনো। সবচেয়ে বেশি গ্লানি হয় আমার। পরে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও কটু কথা শুনতে হয়। আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। বিশু বা শঙ্করকে কেউ কটু কথা বলবে না। বাবা বলেন - কটু বচন আমি শুনিনি। তোমরা সন্তান বলে তোমাদেরও তা ভাগ নিতে হয়। তা নাহলে, ইনি (ব্রহ্মা বাবা) তো নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন, কটু কথা শোনার কোনও কথাই ছিল না। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গালি আমাকেই শুনতে হয়। নিজেদের ধর্ম-কর্মকে মানুষ ভুলে গেছে। কত বোঝানো হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) দূরদর্শী হতে হবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা বিকর্ম গুলির বিনাশ করতে হবে। (কহানী) যাত্রায় কোনও পাপ কর্ম করবে না।

২) মহাবীর হয়ে মায়ার উপরে বিজয় লাভ করতে হবে। গ্লানি থেকে ভয়ভীত হবে না, কলঙ্গীধর অর্থাৎ ময়ূরপঞ্চধারী হতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* সর্ব শক্তি গুলির অনুভব করে সময় মতো সিদ্ধি প্রাপ্তকারী নিশ্চিত বিজয়ী ভব  
সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদের বিজয় নিশ্চিত। যেমন কারো কাছে ধনের, বুদ্ধির বা সম্বন্ধ-সম্পর্কের শক্তি থাকে তো তার দুটো নিশ্চয় থাকে যে এ' কি এমন বড় কথা। তোমাদের কাছে তো সব শক্তি আছে। সবচেয়ে বড় ধন অবিনাশী ধন সদা সাথেই আছে অর্থাৎ ধনের শক্তিও আছে, বুদ্ধি এবং পজিশনের শক্তিও আছে, সেগুলির শুধু ইউজ করো, স্ব এর প্রতি কাজে লাগাও তাহলেই সময় মতো বিধি দ্বারা সিদ্ধি লাভ হবে।

\*স্লোগানঃ:-\* ব্যর্থ দেখার বা ব্যর্থ শোনার বোঝাকে সমাপ্ত করাই হলো ডবল লাইট হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের শিব জয়ন্তীর উৎসব অনেক ধুমধামের সাথে পালন করতে হবে। এটা হলো তোমাদের জন্য অনেক বড় খুশীর দিন, সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে"

\*প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চারা নিজের অনেক বড় লোকসান করে ফেলে? ক্ষতি কখন হয়?

\*উত্তর:- যে বাচ্চারা চলতে-চলতে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, তারা নিজের অনেক বড় লোকসান করে ফেলে। বাবা রোজ এতো হীরে রত্ন প্রদান করেন, ওহ্য পয়েন্টস্ শোনাতে থাকেন, যদি কেউ রেগুলার না শোনে তাহলে ক্ষতি হয়ে যায়। অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়, স্বর্গের উচ্চ বাদশাহী (উত্তরাধিকার) হারিয়ে ফেলে। পদদ্রষ্ট হয়ে যায়।

\*গীত:- রাতের প্রতি ক্লান্ত হযো না....

ওম্ শান্তি । এই রাত আর দিন মানুষের জন্য। শিববাবার জন্য রাত দিন হয় না। এটা বাচ্চারা তোমাদের জন্য, মানুষের জন্য। ব্রহ্মার রাত ব্রহ্মার দিন গায়ন করা হয়। শিবের দিন, শিবের রাত এটা কখনোই বলা হয় না। কেবল এক ব্রহ্মাও বলা হয় না। একজনের রাত হয় না। গায়ন করা হয় ব্রাহ্মণদের রাত। তোমরা জানো যে এখন হল ভক্তি মার্গের শেষ, সাথে সাথে ঘন অন্ধকারেরও অবসান। বাবা বলেন - আমি আসি তখনই যখন ব্রহ্মার রাত হয়। তোমরা এখন সকালের জন্য চলতে শুরু করেছে। যখন তোমরা এসে ব্রহ্মার সন্তান হও তখন তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। ব্রাহ্মণদের রাত সম্পূর্ণ হলে তারপর দেবতাদের দিন শুরু হয়। ব্রাহ্মণ গিয়ে দেবতা হবে। এই যন্ত্রের দ্বারা অনেক বড় পরিবর্তন হয়। পুরাতন দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে নতুন হয়। কলিযুগ হল পুরাতন যুগ, সত্যযুগ হল নতুন যুগ। তারপর ত্রৈতা ২৫ শতাংশ পুরাতন, দ্বাপর ৫০ শতাংশ পুরাতন। যুগের নামই পরিবর্তন হয়ে যায়। কলিযুগকে সকলে পুরাতন দুনিয়া বলবে। ঈশ্বর বলা হয় বাবাকে, যিনি ঈশ্বরীয় রাজ্য স্থাপন করেন। বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প সঙ্গমযুগে আসি। সময় তো লাগে তাই না। যদিও এক সেকেন্ডের কথা, কিন্তু বিকর্ম বিনাশ হওয়ার জন্য সময় লাগে, কারণ অর্ধ কল্পের পাপ মাথার উপরে আছে। বাবা স্বর্গের রচনা করেন, তাহলে তোমরা বাচ্চারাও স্বর্গের মালিক তো হবে। কিন্তু মাথার উপরে যে সমস্ত পাপের বোঝা আছে তা ভস্মীভূত হতে সময় লাগবে। যোগ লাগতে হয়। নিজেকে আত্মা অবশ্যই মনে করতে হবে। আগে যখন বাবা বলা হতো তখন দৈহিক বাবার কথা স্মরণে আসতো। এখন বাবা বলায় বুদ্ধি উপরে চলে যায়। দুনিয়াতে আর কারোরই বুদ্ধিতে থাকে না যে আমরা হলাম আত্মা রুহানী বাবার সন্তান। আমাদের বাবা টিচার গুরু তিনজনই হলেন রুহানী। স্মরণও ওঁনাকেই করি। এটি হল পুরাতন শরীর, একে কি শূঙ্গার করবো। কিন্তু মনে মনে জানে যে আমরা এখন বনবাসে আছি। শ্বশুরালয় নতুন দুনিয়ায় যেতে চলেছি। পরবর্তীতে কিছুই থাকবে না। তারপর আমরা গিয়ে বিশ্বের মালিক হবো। এই সময় সমগ্র দুনিয়া যেন বনবাসে আছে, এখানে আছেই কি, কিছুই নয়। যখন শ্বশুরালয় ছিল তখন হীরে রত্নের মহল ছিল। ধন-সম্পত্তি ছিল। এখন পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে যেতে হবে। এখন তোমরা কার কাছে এসেছো? বলবে বাপদাদার কাছে। বাবা দাদার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, দাদা তো হলেনই এখানকার বাসিন্দা। তাই বাপদাদা উভয়েই হলেন কস্মাইন্ড। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পতিত-পাবন। ওঁনার আত্মা যদি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে থাকতো, উনি জ্ঞান শোনাতে তাহলে শ্রীকৃষ্ণকেও বাপদাদা বলা হতো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বাপদাদা বললে শোভা পেতো না। ব্রহ্মাই হলেন প্রজাপিতা গায়নে আছে। বাবা বুলিয়েছেন যে এটি হল ৫ হাজার বছরের চক্র। তোমরা বাচ্চারা প্রদর্শনী যখন দেখাও তো তাতে এটাও লেখো যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমরা এই প্রদর্শনী দেখেছিলাম আর বুলিয়েছিলাম যে অসীম জগতের পিতার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত করা যায়। আজ থেকে ৫ হাজার বছরের পূর্বের মতনই আমরা আবারও ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালন করছি। এই শব্দ গুলি অবশ্যই দিতে হবে। এই বাবা ডায়রেকশন দিচ্ছেন, সেই অনুযায়ী চলতে হবে। শিব জয়ন্তীর প্রস্তুতি করতে হবে। নতুন-নতুন কথা শুনে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। ভালোভাবে বোঝাতে হবে। আমরা ত্রিমূর্তি শিবের জয়ন্তী পালন করি। ছুটি নিই। শিব জয়ন্তীর ছুটি হল অফিসিয়াল। কেউ করে, কেউ করে না। তোমাদের জন্য এটা হলো অনেক বড় দিন। যেমন খ্রিস্টানরা ত্রিসমাস পালন করে। অনেক আনন্দ করে। এখন তোমাদের এই আনন্দ পালন করা উচিত। সকলকে বলতে হবে আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। যারা জানে তারাই আনন্দ পালন করবে। সেন্টারে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এখানে তো সকলে আসতে পারবে না। আমরা পালন করি জন্মদিন। শিববাবার মৃত্যু তো হতে পারে না। যেভাবে শিববাবা এসেছেন সেভাবেই চলে যাবেন। জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ব্যসা ওঁনার নিজের শরীর তো নেই। তোমরা বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হতে হবে, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। সত্যযুগে তো

আল্ম-অভিমাত্রী হয়। ওখানে অকাল মৃত্যু হয় না। এখানে বসে বসে কাল এসে যায়, হার্ট ফেল হয়ে যায়। বলবে ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে না। তোমরা বলবে ডামার পার্ট। ডামাতে এনার পার্ট এইরকমই ছিল। এখন তো হলই আয়রন এজ, নতুন দুনিয়া ছিল গোল্ডেন এজ। সত্যযুগের মহল কতো হীরে দিয়ে সাজানো থাকবে। অফুরন্ত ধন-সম্পদ থাকবে। কিন্তু তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত নেই। কিছুটা ভূমিকম্প হওয়ার ফলে অনেক কিছু ভেঙ্গে যায়, নিচে চলে যায় তাই এই কথাগুলি বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। এই আহা হল বুদ্ধির জন্য। তোমাদের বুদ্ধি উপরে চলে গেছে। রচয়িতাকে জানার কারণে রচনাকেও জানে। সমগ্র সৃষ্টির রহস্য বুদ্ধিতে আছে। ডামাতে উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন ভগবান। তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, আমরা এই তিনজনের অ্যাকুপেশন বলতে পারবেনা তাদের কি-কি পার্ট আছে। জগৎ অশ্বার কত বড় মেলা বসে। জগৎ অশ্বা, জগৎ পিতার পারস্পরিক সম্বন্ধ কি? এটা কেউই জানে না, কারণ এটি হল গুপ্ত কথা। মা তো এখানে বসে আছেন, তিনিও অ্যাডাপ্ট নেওয়া, সেইজন্য ওনার চিত্র বানানো হয়েছে। ওনাকে জগৎ অশ্বা বলা হয়। ব্রহ্মার কন্যা হল সরস্বতী। যদিও মায়ের টাইটেল দেওয়া হয়েছে কিন্তু ছিল তো কন্যাই। সাক্ষর করতেন ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী। তোমরা ওনাকে মাম্মা বলতে। ব্রহ্মাকে মা বলে ডাকলে শোভা পেতো না। এটা বোঝার আর বোঝানোর মধ্যে অনেক রিফাইন বুদ্ধির দরকার। এ'সব হলো গূহ্য কথা। তোমরা কারোর মন্দিরে গেলে দ্রুতই তাদের অ্যাকুপেশন জেনে যাবে। গুরু নানকের মন্দিরে গেলে দ্রুতই বলে দেবে যে উনি আবার কবে আসবেন? ওরা তো কিছুই জানে না, কারণ কল্পের আয়ু লম্বা বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা বর্ণনা করতে পারো। বাবা বলেন দেখো আমি তোমাদেরকে কিভাবে পড়াই? কিভাবে আসি? শ্রীকৃষ্ণের তো কোনো কথাই নেই। গীতা পাঠ করতে থাকে, কেউ ১৮ অধ্যায় মুখস্থ করলে তার কতো মহিমা হয়। একটি শ্লোক শোনাতে বলবে বাঃ! বাঃ! এনার মতো মহাত্মা আর কেউই নেই। আজকাল তো ঋদ্ধি সিদ্ধিও অনেক হয়। জাদুর খেলা অনেক দেখাতে থাকে। দুনিয়াতে অনেক ঠগও আছে। বাবা তোমাদের কত সহজভাবে বোঝান কিন্তু পঠন-পাঠন যারা করে তাদের উপরই সবকিছু নির্ভর করে। টিচার তো একই রকমভাবে সকলকে পড়ান, যারা পড়াশোনা করবে না তারা অণুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এটাও অবশ্যই হবে। সমগ্র রাজধানী স্থাপন হতে হবে। তোমরা এই জ্ঞান স্নান করো, জ্ঞানে ডুব দিয়ে পরিস্থানের পরি অর্থ্যাৎ স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। এখানেই হলো রাত দিনের পার্থক্য। সত্যযুগের তত্ত্বও সতোপ্রধান হওয়ায় শরীরও অ্যাকিউরেট (সেইমতো) হয়। ন্যাচারাল বিউটি থাকে। ওটি হল ঈশ্বরের স্থাপন করা ভূমি। এখন হল আসুরী ভূমি। স্বর্গ, নরকের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে ডামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বসে গেছে, নশ্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী।

বাবা বলেন - ভালোভাবে পুরুষার্থ করো। কন্যারা নতুন নতুন স্থান পরিদর্শন করতে যায়। যদি ভালো ভালো মাতা ইত্যাদিরা থাকে তাহলে সার্ভিসও সেই রকম ভালো করতে হবে। সেন্টারে যদি কেউ না আসে তাহলে নিজেরই লোকসান করতে থাকে। কেউ যদি পড়াশোনা করতে না আসে তাহলে তাকে লিখতে হবে। তুমি পঠন-পাঠন করছো না তাতে তোমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রত্যহ অনেক গূহ্য পয়েন্টস্ পাওয়া যায়। এ'সব হলো হীরে রত্ন, তোমরা পঠন-পাঠন না করলে অণুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এত উচ্চ স্বর্গের বাদশাহী (উত্তরাধিকার) হারিয়ে ফেলবে। মুরলী তো রোজ শোনা উচিত। এরূপ বাবাকে ছেড়ে দিলে স্মরণে রেখো, অণুত্তীর্ণ হয়ে যাবে, তারপর অনেক কাঁদবে। রক্ত অশ্রু নির্গত হবে। পড়াশোনা তো কখনোই ছাড়া উচিত নয়। বাবা রেজিস্টার দেখেন। কতজন রেগুলার আসে। না আসলে তাদের সাবধান করা উচিত। শ্রীমত বলে যে - পড়াশোনা না করলে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এমন লেখা-পড়া করো - যাতে তোমরা স্কুলের নাম উজ্জ্বল করতে পারো। এমন নয় যে কেউ আসলো না তাই ছেড়ে দিলে। টিচারের উৎকর্ষা থাকে যে আমাদের স্টুডেন্ট বেশী সংখ্যায় অনুত্তীর্ণ হলে সম্মানহানি হবে। বাবা লেখেনও যে তোমাদের সেন্টারে সার্ভিস কম হয়, বোধহয় তোমরা ঘুমাচ্ছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) এই পুরানো শরীরের শৃঙ্গার ক'রো না। বনবাসে থেকে নতুন ঘরে যাওয়ার প্রস্তুতি করতে হবে।

২) জ্ঞান স্নান প্রত্যহ করতে হবে। পড়াশোনা কখনোই মিস করলে চলবে না।

\*বরদানঃ:-\* মহানতার সাথে নির্মান ভাবে (নম্রতা) ধারণ করে সকলকের মান প্রাপ্তকারী সুখদায়ী ভব  
মহানতার লক্ষণ হল নির্মান ভাব। যত মহান ততই নির্মান, কারণ সর্বদা ভরপুর থাকে। যেমন বৃক্ষ যত

ভরপুর হবে ততই ঝুঁকে থাকে। তাই নির্মান ভাবই সেবা করে আর যারা নির্মান থাকে তারা সকলের থেকে মান প্রাপ্ত করে। যারা অভিমানে থাকে তাদের কেউ সম্মান করে না, তার থেকে দূরে পালায়। যারা নির্মান হবে তারাই সুখদায়ী হবে। তার থেকে সকলেই সুখের অনুভূতি করবে। সকলেই তার কাছে আসতে চাইবে।

\*স্লোগান:-\* দুঃখকে তালাক দেওয়ার জন্য খুশীর খাজানাকে সর্বদা সাথে রাখো।

মাতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য -

গীত : - নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু... এখন এই যে মানুষ গীত গায় নয়নহীনকে পথ বলে দাও, তাহলে তো পথ দেখাতে পারেন কেবল একজনই, তিনি পরমাত্মা। তবেই তো পরমাত্মাকে আহবান করে আর যে সময়ে বলে প্রভু পথ বলে দাও, তবে তো নিশ্চয়ই মানবকে পথ বলে দেওয়ার জন্য স্বয়ং পরমাত্মাকেই নিরাকার রূপ থেকে সাকার রূপে অবশ্যই আসতে হবে। তবেই তো স্থূলতে পথ বলে দেবেন। না এলে তো পথের সন্ধান দিতে পারবেন না। এখন এই যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে, এই বিভ্রম থাকা মানুষের পথের সন্ধান চাই। সেইজন্যই তো পরমাত্মাকে বলেন যে নয়নহীনকে পথ বলে দাও প্রভু... একেই তো তাই মাঝি বলা হয়, যে ওই পারে বা এই ৫ ত্বের তৈরী যে সৃষ্টি, তার থেকে পার করে ওই পারে অর্থাৎ ৫ ত্বের ওপারে যে ষষ্ঠ ত্ব অখন্ড জ্যোতি মহাত্ব রয়েছে, সেখানে নিয়ে যাবে। তো পরমাত্মাও যখন ওই পার থেকে এই পারে আসবেন, তবে তো নিয়ে যাবেন। তো পরমাত্মাকেও নিজের ধাম থেকে আসতে হবে, তবেই তো পরমাত্মাকে মাঝি বলা হয়। তিনিই বোটকে অর্থাৎ আমাদেরকে (আত্মা রূপী নৌকাকে) পারে নিয়ে যাবেন। এখন যারা পরমাত্মার সাথে যোগ রাখবে তাদেরকে তিনি সাথে করে নিয়ে যাবেন। বাকি যারা বেঁচে যাবে, তারা ধর্মরাজের সাজা ভোগ করে তারপর মুক্ত হয়।

২) কাঁটার দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো ফুলের ছাওয়ায়, এখন এই ডাক তো কেবল পরমাত্মার উদ্দেশ্যই করে থাকে। মানুষ যদি অতি দুঃখী হয়ে থাকে, তবেই তো পরমাত্মাকে স্মরণ করে থাকে, পরমাত্মা এই কাঁটার দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো ফুলের ছাওয়ায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয়ই সেটাও তবে কোনও দুনিয়া। এখন এটা তো সব মানুষই জানে যে, এখনকার যে সংসার, তা হলো কন্টাকাধীর্ণ। যার জন্য মানুষ দুঃখ আর অশান্তি পাচ্ছে আর তখন স্মরণ করছে ফুলের দুনিয়াকে। তাহলে নিশ্চয়ই সেটা কোনো দুনিয়া হবে যে দুনিয়ার সংস্কার আত্মার মধ্যে ভরা রয়েছে। আমরা এখন এটা তো জানি যে দুঃখ অশান্তি এসব হলো কর্মবন্ধনের হিসাব। রাজা থেকে শুরু করে সন্ন্যাসী পর্যন্ত প্রতিটি মানুষই এই কর্মে হিসাবে সম্পূর্ণ ভাবে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে রয়েছে। সেইজন্যই তো পরমাত্মা স্বয়ং বলেন এখনকার জগৎ সংসার হলো কলিমুগী। তবেই তো সেই সব কর্মবন্ধন তৈরী হয়েছে আর পূর্বকার জগৎ সংসার সত্যযুগ ছিল, যাকে ফুলের দুনিয়া বলা হয়। সেটা হলো গিয়ে কর্মবন্ধন রহিত জীবন্মুক্ত দেবী-দেবতাদের রাজত্ব, যেটা এখন নেই। এখন এই যে আমরা জীবন্মুক্ত কথাটা বলি, তাহলে এটার অর্থ এই নয় যে, আমরা কোনো দেহ থেকে মুক্ত থাকবো (অর্থাৎ দেহ থাকবে না)। তাদের কোনো দেহ বোধ ছিল না, বরং তারা দেহ থেকেও দুঃখ পেতো না। তাহলে জীবনমুক্তির মানে হলো জীবনে থেকে কর্মাতীত। এখন এই সমগ্র দুনিয়া ৫ বিকারে সম্পূর্ণ রূপে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে রয়েছে, ৫ বিকারের পুরোপুরি বাস। কিন্তু মানুষের মধ্যে এতটাও শক্তি নেই যে এই ৫ ভূতকে হারাতে পারে। সেই কারণেই তো পরমাত্মা নিজে এসে আমাদেরকে ৫ ভূতের থেকে ছাড়ান আর ভবিষ্যৎ প্রালঙ্ঘ দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করান। আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;